খ্রিষ্টীয় উপাসনার ভূমিকা

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিষ্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে: https://www.shepherdsglobal.org/courses

প্রধান লেখক: Dr. Randall D. McElwain (ড. র‍্যান্ডাল ডি। ম্যাকেলওয়াইন)

কপিরাইট © ২০২৫ Shepherds Global Classroom

ইংরেজি চতুর্থ সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্নেহা ঘোষ এবং সম্পাদনা করেছেন ডঃ অরুণ কুমার সরকার।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc। বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom-এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচিপত্র

(১) কোর্সের পর্যালোচনা ৫

(২) উপাসনার সংজ্ঞা ৭

(৩) ঈশ্বর এবং উপাসনাকারী ২৭

(৪) পুরাতন নিয়মে উপাসনা ৪৩

(৫) নতুন নিয়মে উপাসনা ৬১

(৬) মন্ডলীর ইতিহাসে উপাসনা ৭৯

(৭) উপাসনায় সঙ্গীত ৯৩

(৮) উপাসনায় শাস্ত্র এবং প্রার্থনা ১১৫

(৯) উপাসনা পরিকল্পনা এবং নেতৃত্বদান ১৩৯

(১০) অন্যান্য প্রশ্নসমূহ ১৬৩

(১১) উপাসনার জীবনধারা ১৮৫

(১২) উপাসনা সভা পরিকল্পনার কিছু রূপরেখা ১৯৫

(১৩) গান মূল্যায়ন ফর্ম ১৯৯

(১৪) সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ ২০১

(১৫) অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ২০৩

কোর্সের পর্যালোচনা

এই কোর্সটি উপাসনার প্রাথমিক নীতিগুলিকে তুলে ধরেছে।

যদি একটি গ্রুপ হিসেবে স্টাডি করেন, তাহলে আপনি পালা করে মেটেরিয়ালটি পড়তে পারেন। ক্লাসে আলোচনার জন্য আপনাকে পমাঝে মাঝে থামতে হবে। ক্লাস লিডার হিসেবে, আপনার দায়িত্ব হল অধ্যয়ন করা বিষয়বস্তু থেকে আলোচনা যেন দূরে সরে না যায় তা নিশ্চিত করা। প্রতিটি আলোচনাকালের জন্য একটি সময় সীমা থাকলে তা সহায়ক হবে।

আলোচনামূলক প্রশ্ন এবং **ক্লাসের অ্যাক্টিভিটিসমূহ** অ্যারো বুলেট পয়েন্ট ► দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যখনই আপনি কোনো প্রশ্ন দেখবেন, শিক্ষার্থীদেরকে উত্তর আলোচনা করতে দিন। নিশ্চিত করার চেষ্টা করুন যে ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে। যদি প্রয়োজন হয়, আপনি শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নাম উল্লেখ করে ডাকতে পারেন।

সমগ্র কোর্সটি জুড়ে, ক্লাসে করার মতো বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি এবং অ্যাসাইনমেন্ট আছে যা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে এমন স্তোত্রগীত (হিমস্) এবং কোরাস খুঁজে বের করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অ্যাক্টিভিটিগুলির লক্ষ্য হলো আপনি যে সভাগুলি পরিচালনা করেন সেগুলির জন্য উপাসনার গানগুলি নির্বাচন করতে আপনাকে দক্ষ করে তোলা।

যদি ছাপানো গানের (হিমস্ বুক) বই আপনার ভাষায় উপলব্ধ থাকে, আপনি সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন। https://worshipleaderapp.com/ ওয়েবসাইটে এবং "Worship Leader" নামের মোবাইল অ্যাপটিতে একাধিক বিভিন্ন ভাষায় খ্রিষ্টীয় গানগুলি পাওয়া যায়, তবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলা গান এখনও উপলব্ধ নয়। আপনি অন্যান্য ওয়েবসাইট দেখতে পারেন যেখানে উপাসনা গানের কথাগুলি আপনার ভাষায় রয়েছে।

এই কোর্সে বহু **শাস্ত্রাংশ** ব্যবহার করা হয়েছে। যে অনুচ্ছেদগুলি ক্লাসে জোরে পড়তে হবে সেগুলি অ্যারো বুলেট পয়েন্ট ► দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে পদগুলি দেখতে বলুন এবং পুরো গ্রুপের জন্য এগুলি পাঠ করতে বলুন।

প্রতিটি পাঠের শেষে **অ্যাসাইনমেন্ট** আছে। **অ্যাসাইনমেন্ট**গুলি পাঠ শেষ হওয়ার পরেই সম্পূর্ণ করা উচিত এবং তা পরবর্তী পাঠ শুরু হওয়ার আগে রিপোর্ট করতে হবে।

প্রতিটি পাঠের জন্য পরীক্ষা আছে, যা শাস্ত্র মুখস্থ করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি ক্লাসের শেষে লিডার এই প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের সাথে পর্যালোচনা করতে পারেন। পরবর্তী ক্লাস সেশনটি এই প্রশ্নগুলির উপর একটি পরীক্ষা দিয়ে শুরু করতে হবে। পরীক্ষাগুলি কোর্সের বই, লিখিত নোটস, বাইবেল না দেখে, বা সহপাঠীদের সাথে আলোচনা ছাড়াই নিতে হবে। পরীক্ষার উত্তরের একটি নমুনা Shepherds Global Classroom থেকে ক্লাস লিডারের ডাউনলোড করার জন্য রয়েছে। পরীক্ষার উত্তরপত্রটি Shepherds Global Classroom থেকে ক্লাস লিডারের ডাউনলোড করার জন্য রয়েছে।

১ নং পাঠে শিক্ষার্থীদেরকে একটি ৩০-দিনের প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে। যখন এই প্রজেক্টটি শেষ হয়ে যাবে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি এক-পাতার রিপোর্ট জমা দিতে হবে যেখানে তারা প্রজেক্টটি থেকে কী শিখেছে তা সংক্ষেপে লেখা থাকবে। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রজেক্ট জার্নাল জমা দেবে না।

যদি কোনো শিক্ষার্থী **Shepherds Global Classroom থেকে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে চায়**, তাহলে তাকে অবশ্যই ক্লাস সেশনগুলিতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। কোর্সের শেষে সম্পূর্ণ অ্যাসাইমেন্ট রেকর্ড রাখার জন্য একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছে।

পাঠ ১
উপাসনার সংজ্ঞা

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) উপাসনার একটি বাইবেলভিত্তিক সংজ্ঞা শিখবে।
(২) বুঝতে পারবে যে প্রকৃত উপাসনা আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে।
(৩) কোন ধরণের উপাসনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য তা উপলব্ধি করতে পারবে।
(৪) খ্রিষ্টীয় জীবনে উপাসনার গুরুত্বকে প্রাধান্য দেবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

যোহন ৪:২৩-২৪ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

আমেরিকায় রবিবারের সকালে সুন্দর পোশাক পরা খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা একটি সুন্দর উপাসনার স্থানে একত্রিত হয়। একটি অর্গ্যান বাদ্য সহযোগে এবং আরাধনাকারী দলের সাথে তারা বিশেষ গীতগুলি গায়। দান সংগ্রহ করার সময় একটি অর্কেস্ট্রা বাজে। যখন পাস্টার প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেন, উপাসনাকারীরা নীরবে প্রার্থনা করে। প্রচার চলাকালীন পাস্টার তার লাইব্রেরির সংগ্রহ থেকে লেখকদের উক্তি উল্লেখ করেন। প্রচার শেষ হওয়ার পর, মন্ডলী একটি রূপোর ভোজপাত্র থেকে ভোজের রুটি এবং পানীয়ের কাপ নিয়ে প্রভুর ভোজ উদযাপন করে। এটি উপাসনা।

চীনে রবিবারের সকালের ৩০ জন সাধারণ পোশাক পরা খ্রিষ্টবিশ্বাসী একটি অ্যাপার্টমেন্টে জড়ো হয়। তারা কোনো বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই প্রশংসা গান এবং স্তোত্র গায়। লিডার শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে সম্প্রতি শেখা সত্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। দীর্ঘ প্রার্থনার সময়ে, এই গৃহমন্ডলীর সদস্যরা একে অপরের প্রয়োজনের জন্য পালাক্রমে প্রার্থনা করে। প্রার্থনার পরে, তারা রুটি এবং প্লাস্টিকের কাপে পরিবেশন করা পানীয় দিয়ে প্রভুর ভোজ উদযাপন করে। লোকেরা চলে যাওয়ার সময়, দরজার কাছে রাখা একটি ঝুড়িতে নীরবে তাদের দান রেখে যায়। সেই দান বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। এটি উপাসনা।

নাইজেরিয়ায় রবিবারের সকালে, রঙিন ঝলমলে পোশাক পরা খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা একটি উদ্যমী উপাসনা সভার জন্য একত্রিত হয়। একটি গানের দল গিটার, কী-বোর্ড, এবং ড্রাম বাজিয়ে স্ক্রিনে দেখানো গানের সাথে সমগ্র সমাবেশকে নেতৃত্ব দেয়। ব্যান্ড গাইতেই থাকে এবং পাশাপাশি সদস্যরা উপাসনাস্থলের সামনে রাখা বাক্সে তাদের দান রাখে। প্রচার খুবই বাস্তবসম্মত, যা সমসাময়িক নাইজেরীয় সমাজের চাহিদার কথা তুলে ধরে। সভার শেষে সবাই একে-অপরের সাথে হাত মেলায়, আলিঙ্গন করে, এবং উদযাপন করে। এটা উপাসনা।

উপাসনা একাধিক রূপে হয়ে থাকে। প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি সংস্কৃতিতে উপাসনার ধরণগুলি পৃথক। উপাসনা একটি নির্দিষ্ট ধরণের পরিষেবার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। এমনকি, উপাসনা নিজেই একটি সভার চেয়েও অনেক বেশি কিছু; উপাসনায় খ্রিষ্টীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠে আমরা উপাসনা একটি বাইবেলভিত্তিক সংজ্ঞা দেখব।

► যোহন ৪:১-২৯ পদ পড়ুন। আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা করার অর্থ কী?

বাইবেলভিত্তিক উপাসনার বিভিন্ন দিক

উপাসনা হলো ঈশ্বরের যোগ্যতাকে উপলব্ধি করা এবং সম্মান জানানো। এর অর্থ ঈশ্বরকে সেই সম্মান প্রদান করা যা তাঁর প্রাপ্য।

► নিচে উপাসনার তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো। আপনার কাছে যেটি সর্বাধিক অর্থপূর্ণ, সেই সংজ্ঞাটি মুখস্থ করুন।

- "উপাসনা হলো শাশ্বত ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভক্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া" – এভেলিন আন্ডারহিল (Evelyn Underhill)
- "উপাসনা হলো ঈশ্বরের প্রতি স্বেচ্ছায় সাড়া দেওয়ার জন্য নিজেদের হৃদয়কে তুলে ধরা।" – ফ্র্যাঙ্কলিন সেগলার (Franklin Segler)
- "ঈশ্বর যা কিছু, সেই সবকিছুর প্রতি আমাদের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াই হলো উপাসনা।" – ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe)

উপাসনা হলো শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুগত্য

বাইবেলে যে প্রাথমিক হিব্রু এবং গ্রিক শব্দ অনুবাদ করে "উপাসনা" কথাটি এসেছে, তার মূল ভাব হলো ঈশ্বরের সামনে মাথা অবনত করা।[1] এটি উপাসনার বিনম্র সমর্পণকে তুলে ধরে। মাথা নত করার শারীরিক ক্রিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে প্রতিফলিত করে। দ্বিতীয় শতকের থেকেই খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রার্থনা করার সময়ে নতজানু হত।

প্রকাশিত বাক্য ৪:১০-১১ পদে প্রেরিত যোহন স্বর্গের উপাসনা দেখেছিলেন:

> তখন সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির সামনে ওই চব্বিশজন প্রাচীন প্রণাম করেন ও যিনি যুগে যুগে চিরকাল জীবন্ত, তাঁর উপাসনা করেন। তাঁরা তাদের মুকুট সিংহাসনের সামনে রেখে দিয়ে বলেন, "আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তুমি মহিমা, সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা তুমি সবকিছু সৃষ্টি করেছ, এবং তোমার ইচ্ছামতোই সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে ও তাদের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।"

যখন একজন পরাজিত রাজাকে সিজারের সামনে আনা হতো, তখন সেই রাজাকে নিজের মুকুট সিজারের পায়ের সামনে খুলে রেখে সমর্পণে মাথা নত করতে হতো। যোহন দেখিয়েছেন যে ঈশ্বর, যিনি সিজারের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান, তিনি উপাসনাকারীদের বিনম্র সমর্পণ বা আনুগত্যের যোগ্য।

---

[1] হিব্রু শব্দটি হলো *shachah* যা "উপাসনা", "মাথা অবনত হওয়া", "পড়ে যাওয়া", বা "শ্রদ্ধা বা ভক্তি" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। গ্রিক শব্দটি হলো *proskuneo* যা নতুন নিয়মে "উপাসনা" বা "মাথা অবনত হওয়া" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বর বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন লোকেদের নৈবেদ্য প্রত্যাখ্যান করতেন। "এই লোকেরা কেবল মুখেরই কথায় আমার কাছে এগিয়ে আসে, তারা কেবলমাত্র ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় থাকে আমার থেকে বহুদূরে। তারা আমার যে উপাসনা করে, তা মানুষের শিখিয়ে দেওয়া কিছু নিয়মবিধি মাত্র।" (যিশাইয় ২৯:১৩)। বাইরে থেকে তাদেরকে দেখে উপাসনাকারী মনে হতো; তারা সঠিক কথা বলত এবং যথাযত রীতিনীতি অনুসরণ করত। অন্তরে, তাদের হৃদয় ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে ছিল। প্রকৃত উপাসনা হলো হৃদয় থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুগত্য।

এই একই সত্য নতুন নিয়মেও দেখা গেছে। শমরীয় নারী উপাসনার বাহ্যিক স্থান – যিরুশালের বনাম গেরিশীম পর্বত নিয়ে বিতর্ক করেছিল। যিশু উপাসনার আত্মিক স্থানকে নির্দেশকে করেছিলেন। "ঈশ্বর আত্মা, তাই যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে" (যোহন ৪:২৪)। প্রকৃত উপাসনায় ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ প্রয়োজন। যিশু উপাসনার আত্মিক স্থান, অর্থাৎ হৃদয়কে, নির্দেশকে করেছিলেন।

প্রকৃত উপাসনা যাকে উপাসনা করা হয় তাকেই শ্রদ্ধা করে। কিছু কিছু মন্ডলীতে, উপাসনা ঈশ্বরের প্রাপ্য শ্রদ্ধাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়। আমরা পরবর্তী সংজ্ঞায় দেখব, উপাসনা উদযাপনকে অন্তর্ভুক্ত করে ঠিকই, কিন্তু সেইসাথে উপাসনা ঈশ্বরকেও শ্রদ্ধা করে। এর অর্থ এই নয় যে কেবল একটি ধরণের উপাসনাই উপযুক্ত। তবে, এই প্রথম সংজ্ঞাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের উপাসনা পদ্ধতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, "আমি কি সেই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি যাকে আমি উপাসনা করি?"

উপাসনা হলো সেবা

> অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা। (রোমীয় ১২:১)

এই পদটি আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ আত্মসমর্পণকে দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংযুক্ত করে। আমরা যখন জীবন্ত বলিদান হিসেবে নিজেদেরকে সমর্পণ করি, তখনই আমাদের সেবা, বা উপাসনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। মন্ডলীর নিয়মিত সভা গুরুত্বপূর্ণ; প্রারম্ভিক মন্ডলী সম্মিলিত উপাসনাকে মূল্য দিত।[2] তবে, সভা শেষ হয়ে গেলেও উপাসনা শেষ হয় না। প্রকৃত উপাসনা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

উপাসনা হলো প্রশংসা

গীতসংহিতা পুস্তকে *প্রশংসা* শব্দটি পুস্তকে ১৩০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে তিনটি হিব্রু শব্দকে "প্রশংসা" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রথম শব্দটি হলো *হলাল* (*halal*), যার অর্থ হলো উদযাপন করা বা গর্ব করা। দ্বিতীয় শব্দটি হলো *য়াদহ* (*yadah*), যার অর্থ হলো প্রশংসা করা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, বা স্বীকারোক্তি করা। তৃতীয় শব্দটি হলো, *যামার* (*zamal*), যার অর্থ হলো "গান গাওয়া" বা "প্রশংসাগীত গাওয়া।"

---

[2] সম্মিলিত উপাসনা বিভিন্ন শাস্ত্রাংশে **নির্দেশিত** আছে যেমন ইব্রীয় ১০:২৫ পদ। সম্মিলিত উপাসনা বিভিন্ন শাস্ত্রাংশে **অনুমান** করা হয়েছে, যেমন প্রেরিত ২:৪৬-৪৭ পদ।

এই শব্দগুলি, বিশেষত *হলাল* উপাসনার আনন্দকে প্রকাশ করে। *হলাল* হলো এমন একটি শব্দ যা একজন ইহুদি ব্যক্তি কারোর ব্যাপারে গর্ব করার জন্য ব্যবহার করত। উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে নিয়ে গর্ব করি; উপাসনায় আমরা তাঁর উত্তমতা উদযাপন করি; উপাসনায় আমরা ঈশ্বরের মহত্ত্বে আনন্দ করি।

প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জানায়; তবে, প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরকে উদযাপনও করে! উপাসনায়, আমরা ঈশ্বরের উত্তমতায় আনন্দ করি। ৬ নং পাঠে আমরা উপাসনায় গানের ভূমিকা অধ্যয়ন করব। উপাসনায় গান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মন্ডলীকে ঈশ্বরকে নিয়ে উদযাপনে যোগদান করার এবং তাঁর প্রশংসা একটি উপায় প্রদান করে।

উপাসনা হলো সহভাগিতা

উপাসনা হলো ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সহভাগিতা। উপাসনা আরাধনাকারীদের মধ্যবর্তী সহভাগিতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। গ্রিক শব্দ *কৈনোনিয়া* (*koinonia*) যার অর্থ সহভাগিতা বা ভাগ করে নেওয়ায়, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপাসনার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা প্রেরিতদের শিক্ষা এবং সহভাগিতায় (*কৈনোনিয়া*), রুটি ভাঙা এবং প্রার্থনায় নিজেদের নিবেদিত করেছিল (প্রেরিত ২:৪২)। বিশ্বাসী হিসেবে, আমাদেরকে ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সহভাগিতায় (*কৈনোনিয়া*) আহ্বান করা হয়েছে।

উপাসনাকে সহভাগিতা হিসেবে বোঝার মডেল হল ত্রিত্ব। ঈশ্বরত্বের সদস্যরা যেভাবে সহভাগিতায় একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, ঠিক তেমনি আমরাও উপাসনায় একে অপরের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত। পার্থিব উপাসনাকে চিরন্তন ত্রিত্বের সাথে সম্পর্কিত একটি আশীর্বাদে, পৌল লিখেছেন, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক" (২ করিন্থীয় ১৩:১৪)। যেহেতু আমরা খ্রিষ্টের সাথে এক, তাই আমরা আত্মার মাধ্যমে পিতার সাথে পুত্রের সাথে সহভাগিতায় অংশগ্রহণ করি।[3] উপাসনার মাধ্যমে, আমরা ত্রিত্বের সমৃদ্ধ সহভাগিতা অনুভব করি। আমাদের পার্থিব উপাসনা ত্রিত্বের নিখুঁত সহভাগিতার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

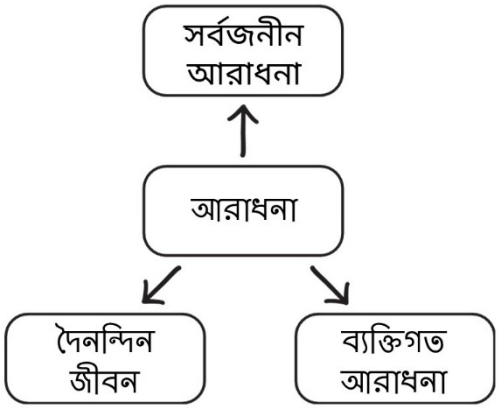

ত্রিত্ববাদী উপাসনা হলো অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা, তা কাজের অভিজ্ঞতা নয়। আমাদের মহাযাজক যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমে উপাসনা সম্ভব হয়েছে। তিনি আমাদের অযোগ্য উপাসনা গ্রহণ করেন, পবিত্র করেন এবং পিতার কাছে তা নিষ্কলঙ্ক ও দাগমুক্তভাবে

[3] James B. Torrance, *Worship, Community, and the Triune God of Grace* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1996), 20-21

উপস্থাপন করেন। যিশুর জন্যই পিতা আমাদের উপাসনা গ্রহণ করেন এবং আমরা পবিত্র আত্মায় যিশুর সাথে তাঁর জীবনে ঐক্যবদ্ধ হই।

আমরা এই কারণে উপাসনা করি না যে এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করবে, বরং এর কারণ হলো অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় অংশগ্রহণ করার বিশেষাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আমাদের আজকের সীমিত *কৈনো/নিয়া* (উপাসনায় ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা **এবং** অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতা) স্বর্গীয় উপাসনার একটি পূর্বস্বাদ। উপাসনাকারী হিসেবে আমাদের সহবিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতা প্রয়োজন, কারণ পৃথিবীতে উপাসনা হল সেই চিরন্তন উপাসনার জন্য একটি মহড়া।

উপাসনা জীবনের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে

নতুন নিয়মে উপাসনার জন্য যে আরেকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটিকে কখনো কখনো "ধর্ম"[4] হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে:

> কেউ যদি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে, কিন্তু নিজের জিভকে লাগাম দিয়ে বশে না রাখে, সে নিজের সঙ্গে নিজেই প্রতারণা করে এবং তার ধর্ম অসার। পিতা ঈশ্বরের কাছে বিশুদ্ধ ও নির্দোষরূপে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হল এই: অনাথ ও বিধবাদের দুঃখকষ্টে তত্ত্বাবধান করা এবং সাংসারিক কলুষতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। (যাকোব ১:২৬-২৭)

এই শব্দটি দেখায় যে রবিবারে যা কিছু করে হয়, উপাসনা তার চেয়েও অনেক বড়ো বিষয়। বাইবেলভিত্তিক উপাসনা জীবনের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি উপাসনা সভা হলো উপাসনার একটি কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি, কিন্তু উপাসনা সভাটিই সবকিছু নয়। আমাদের অবশ্যই উপাসনার একটি জীবনধারা বজায় রাখতে হবে। আমাদের সাপ্তাহিক সম্মিলিত উপাসনাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশিত করা উচিত।

প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরের কাছে দৈনন্দিন সমর্পণে প্রকাশিত হয়। যাকোব পুস্তকটি দেখায় যে যদি আমি রবিবারে প্রশংসা গান গাই, কিন্তু সোমবারে আমার জিভ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমার উপাসনা অসম্পূর্ণ। বিশুদ্ধ ও নির্মল উপাসনার মধ্যে ব্যবহারিক সেবা (অনাথ ও বিধবাদের দেখাশোনা করা) এবং প্রতিদিনের আনুগত্য (পার্থিব কাজ থেকে নিজেকে নির্দোষ রাখা) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

যিশাইয় ৬ অধ্যায়ে ভাববাদী একটি দর্শন দেখেছিলেন যেখানে ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনে অবস্থিত ছিলেন। এই অভিজ্ঞতাটির পরেই একজন ভাববাদী হিসেবে যিশাইয়র কাজ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। যিশাইয় প্রভুকে প্রশ্ন করতে শুনেছিলেন, "আমি কাকে পাঠাব? কে আমাদের জন্য যাবে?" আমি বললাম, "এই যে আমি। আমাকে পাঠান!" (যিশাইয় ৬:৮)। প্রকৃত উপাসনা আমাদের জীবন বদলে দেয় এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছুক এবং কার্যকারী পরিচারকে পরিণত করে।

► মালাখি ১:৬-৯, ১ শমূয়েল ১৩:৮-১৪, লেবীয় পুস্তক ১০:১-৩, এবং প্রেরিত ৫:১-১১ পদ পড়ুন। এই শাস্ত্রীয় অংশগুলি উপাসনা সম্পর্কে কী শেখায়?

---

[4] গ্রিক শব্দটি সাধারণত উপাসনার বাহ্যিক দিকগুলিকে নির্দেশ করে। প্রেরিত ২৬:৫, কলসীয় ২:১৮, এবং যাকোব ১:২৬-২৭।

উপাসনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

এ. ডব্লিউ. টোজার (A.W. Tozer) উপাসনাকে আধুনিক মন্ডলীর 'মিসিং জুয়েল' বা 'নিখোঁজ রত্ন' বলেছেন। তিনি বলেছেন যে আমরা জানি যে কীভাবে প্রচার করতে হয়, আমরা জানি যে কীভাবে অন্যদের কাছে সুসমাচার জানাতে হয়, এবং আমরা জানি যে কীভাবে সহভাগিতা করতে হয়। কিন্তু, আমাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা সত্ত্বেও, আমরা প্রায়শই উপাসনায় ব্যর্থ হই। আমরা প্রচারকদের প্রচার করতে দেখি; আমরা কয়ারের, আরাধনাকারী টিমের, অথবা একক শিল্পীদের গান শুনি; আমরা নৈবেদ্য হিসেবে অর্থ দান করি। কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃত উপাসনা করতে ব্যর্থ হই; আমরা বিভিন্ন বিকল্প কার্যকলাপকে প্রকৃত উপাসনার পরিবর্তে স্থান নিতে দিই।

উপাসনা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত, কারণ এটি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

► ঈশ্বর উপাসনাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তা দেখার জন্য যাত্রা পুস্তক ২০:১-৫ পদ পড়ুন।

প্রথম দু'টি আজ্ঞা উপাসনার সাথে সম্পর্কিত। প্রথম আজ্ঞাটি আমাদেরকে বলে যে **আমরা কার উপাসনা করব।** "আমার সামনে তুমি অন্য কোনও দেবতা রাখবে না" (যাত্রা পুস্তক ২০:৩)। দ্বিতীয় আজ্ঞাটি আমাদেরকে বলে যে আমরা **কীভাবে উপাসনা করব।** "নিজের জন্য তুমি ... কোনও প্রতিমা তৈরি করবে না" (যাত্রা পুস্তক ২০:৪)। যাত্রা পুস্তক ২০ অধ্যায়ের শেষ পদগুলিতে ঈশ্বর উপাসনার বিষয়বস্তুতে ফিরে এসেছেন। এই পদগুলিকে ইস্রায়েলকে শিখিয়েছেন যে কীভাবে তারা তাদের বেদীগুলি নির্মাণ করবে এবং কীভাবে তারা সম্মানীয় পদ্ধতিতে সেই বেদীর সামনে আসবে।

► যাত্রা পুস্তক ২০:২৩-২৬ পদ পড়ুন। উপাসনা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ!

শাস্ত্রে উপাসনা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। যাত্রা পুস্তক এবং লেবীয় পুস্তক ইস্রায়েলের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেয়। গীতসংহিতা উপাসনার জন্য একটি গানের পুস্তক প্রদান করে। সুসমাচার পুস্তকগুলিতে আমরা লোকেদেরকে যিশুর উপাসনা করার জন্য উবুড় হয়ে পড়তে দেখি।

► মথি ২:১১, মথি ৮:২, মথি ৯:১৮, মথি ১৪:৩৩, মথি ১৫:২৫, এবং মথি ২৮:১৭ পদ পড়ুন।

প্রেরিত পুস্তকে মন্ডলী উপাসনার জন্য সমবেত হতো।[5] পৌল তার পত্রগুলিতে মন্ডলীতে উপাসনার অনুশীলনগুলিকে উল্লেখ করেছেন (১ করিন্থীয় ১১ এবং ১ তিমথি ২)। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে ঈশ্বরের সিংহাসনে ইতিমধ্যেই যে উপাসনা চলছে তার একটি ঝলক দেখার জন্য আমাদেরকে স্বর্গের দিকে তাকানোর সুযোগ করে দেয়। পৃথিবীতে উপাসনা হলো স্বর্গে উপাসনার একটি মহড়া (প্রকাশিত বাক্য ৪-৫)। উপাসনা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই

► যিশাইয় ৬:১-৮ পদ পড়ুন। মন্দিরে যিশাইয়ের অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোচনা করুন।

---

[5] প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা মন্দিরে এবং সমাজগৃহে উপাসনা করা জারি রেখেছিল (প্রেরিত ২:৪৬-৪৭, প্রেরিত ৩:১-১১, প্রেরিত ৫:১২, ২১, ৪২)। সেইসাথে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বিভিন্ন বাড়িতে প্রার্থনা, শিক্ষাদান, এবং সহভাগিতার জন্য মিলিত হতো। এই সবগুলিই উপাসনার সমস্ত দিক (প্রেরিত ২:৪৬-৪৭, প্রেরিত ৪:৩১, প্রেরিত ৫:৪২)।

যিশাইয় ৬ অধ্যায় বাইবেলে উপাসনার এক গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। এটি দেখায় যে, উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে দেখি। মন্দিরে যিশাইয় প্রভুকে মহিমান্বিত হতে দেখেছিলেন।

এই সত্যটি সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। প্রভুর দিনে উপাসনা করার সময়ে, যোহন তার স্বর্গীয় দর্শনগুলি দেখেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১:১০)। যখন পৌল এবং সীল প্রার্থনা এবং গানে উপাসনা করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর শক্তি প্রকাশ করেছিলেন (প্রেরিত ১৬:২৫-২৬)। দায়ূদ এত কষ্টভোগ সহ্য করেছিলেন যে তিনি চিৎকার করে কেঁদেছিলেন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?" (গীত ২২:১)। দায়ূদ তার কষ্টভোগের মাঝখানে, উপাসনা এবং প্রশংসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে দেখেছিলেন: "তথাপি তুমিই পবিত্র; ইস্রায়েলের প্রশংসায় তুমিই অধিষ্ঠিত" (গীত ২২:৩)। উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে দেখতে দেখি।

উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপাসনায় আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাই এবং আমরা রূপান্তরি হই

মন্দিরে যিশাইয় কেবল প্রভুকে মহিমান্বিত হতে দেখেননি, তিনি নিজেকেও দেখেছিলেন। যিশাইয় যখন ঈশ্বরকে তাঁর সিংহাসনে বসে থাকতে দেখেছিলেন, তখন তিনি আর্তনাদ করে বলেছিলেন, "ধিক্ আমাকে! আমি শেষ হয়ে গেলাম! আমি অশুচি ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট মানুষ" (যিশাইয় ৬:৫)। প্রকৃত উপাসনা আমাদেরকে ঈশ্বর আমাদের যেভাবে দেখেন সেভাবে দেখতে সাহায্য করে।

এই কারণেই উপাসনা-পদ্ধতিগুলি (লিটার্জি) ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকারোক্তির একটি প্রার্থনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। স্বীকারোক্তির প্রার্থনায় বলা হয় না, "আমরা ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছি এবং ইচ্ছাকৃত পাপ করেছি।" বরং, স্বীকারোক্তির প্রার্থনা এটি উপলব্ধি করে, "একজন পবিত্র ঈশ্বরের পরম পবিত্রতার তুলনায়, এমনকি সবচেয়ে বিশুদ্ধ মানব হৃদয়ও অপবিত্র। আমাদের সর্বদা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন।"

উপাসনায় আমরা নিজেদেরকে এক পবিত্র ঈশ্বরের দৃষ্টি দিয়ে দেখি। উপাসনা ছাড়া, এই দৃষ্টি এক আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতা হবে। তবে, যেহেতু আমরা ঈশ্বরকে দেখেছি, আমরা শুচিশুদ্ধ হয়েছি, দোষীসাব্যস্ত বা নিন্দিত নয়। যেহেতু আমরা ঈশ্বরকে দেখেছি এবং তাঁর অনুগ্রহের কারণে, আমরা নিজেদেরকে সৎভাবে দেখি, তাঁর কাছে চাহিদা স্বীকার করি, এবং আমাদের জীবনে তাঁর অনুগ্রহ দাবি করি।

উপাসনা আমাদের পরিচয় প্রকাশ করে, কিন্তু এটি আমাদেরকে যেমন খুঁজে পায় তেমনভাবেই ছেড়ে দেয় না। ঈশ্বরের পবিত্রতার আলোয়, যিশাইয় নিজেকে অপবিত্র হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু, উপাসনা হতাশা সৃষ্টি করার পরিবর্তে রূপান্তর ঘটায়।

> তখন সরাফদের মধ্যে একজন, তাঁর হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আমার কাছে উড়ে এলেন। সেই অঙ্গার তিনি বেদির মধ্য থেকে চিমটা দিয়ে নিয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি আমার মুখ স্পর্শ করলেন এবং বললেন, "দেখো, এটি তোমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করেছে; তোমার অপরাধ অপসারিত এবং তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে।" (যিশাইয় ৬:৬-৭)

পবিত্র ঈশ্বরের সাথে তাঁর সাক্ষাতে যিশাইয় রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

প্রকৃত উপাসনা উপাসনাকারীকে পরিবর্তন করে—মন্দিরে যিশাইয়, কূপের ধারে শমরীয় নারী, রূপান্তরের পর্বতে শিষ্যরা। ঈশ্বরের সাথে একটি সাক্ষাৎ উপাসনাকারীকে রূপান্তরিত করে।

উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপাসনায় আমরা আমাদেরকে জগৎকে দেখতে পাই

উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপাসনায় আমরা আমাদের জগৎকে দেখতে পাই

উপাসনায় যিশাইয় ঈশ্বরকে দেখেছিলেন; তিনি নিজেকে দেখেছিলেন; তিনি এই জগতের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাকে দেখেছিলেন। . "আমি অশুচি ঠোঁট লোকদের মধ্যে বাস করছি।" (যিশাইয় ৬:৫, *ভারতীয় সংশোধিত সংস্করণ - বাংলা*)। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এই যে আমি। আমাকে পাঠান!" (যিশাইয় ৬:৮)। উপাসনার মাধ্যমেই আমরা একটি চাহিদাপূর্ণ জগতের প্রতি এক কার্যকারী পরিষেবা দানের জন্য সুসজ্জিত হই।

> "উপাসনা করার জন্য প্রবেশ করুন – সেবা করার জন্য ফিরে যান"
>
> - একটি চার্চের দরজার উপর লেখা

আগেই আমরা দেখেছি যে প্রকৃত উপাসনা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। কিছু কিছু মন্ডলী উপাসনা এবং সুসমাচার প্রচারের কাজকে আলাদা করে দিয়েছে। তারা বলে, "আমাদের মন্ডলীর মূল কাজ হলো সুসমাচার প্রচার। অন্যান্য মন্ডলীরা উপাসনার উপর মনোনিবেশ করতে পারে।" বা তারা বলে, "আমাদের লক্ষ্য হলো উপাসনা। আমরা সুসমাচার প্রচার এবং মিশনের কাজ অন্য কারোর উপর ছেড়ে দেব।" এটি উপাসনা সম্পর্কে একটি ভুল ধারণাকে প্রকাশ করে। উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে আমাদের জগতের সমস্ত প্রয়োজন আমাদেরকে দেখানোর অনুমতি দান করি। প্রকৃত উপাসনার ফল হবে সুসমাচার প্রচার।

প্রকৃত উপাসনা যিশাইয়'র প্রয়োজনকে প্রকাশ করেছিল—এবং তিনি উপাসনার দ্বারাই রূপান্তরিত হয়েছিলেন। প্রকৃত উপাসনা যিশাইয়'র জগতের প্রয়োজনকে প্রকাশ করেছিল—এবং তিনি সেই জগতকে পরিবর্তন করার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। উপাসনায়, আমরা আমাদের জগতকে সেবা করার একটি উদ্যম লাভ করব। প্রকৃত উপাসনার প্রয়োজনীয় প্রত্যুত্তর হলো, "এই যে আমি। আমাকে পাঠান!"

অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers) সম্ভাবনাময় মিশনারিদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "যখন তোমরা ঈশ্বরের কাজে যুক্ত হবে, তখন যদি তোমরা প্রত্যেকদিনের কাজে উপাসনা না করো, তাহলে তোমরা কেবল নিজেদেরকে অপদার্থ করে তুলবেন তা-ই নয়, সেইসাথে তোমাদের চারপাশের লোকেদের জন্যও বাধাস্বরূপ হবে।"[6]

চেম্বার্স কার্যকারী পরিষেবার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে উপাসনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। উপাসনায় ঈশ্বর আমাদের চারপাশের জগতের চাহিদা প্রকাশ করেন, এবং আমাদেরকে সেই চাহিদাগুলি পরিপূরণ করার কাজে প্রস্তুত করেন।

উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপাসনায় ব্যর্থতা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়

► রোমীয় ১:১৮-২৫ পদ পড়ুন। মিথ্যা উপাসনা এবং পাপের মধ্যে সম্পর্ক কী?

রোমীয় পুস্তকের শুরুতে পৌল দেখিয়েছেন যে কেন মানুষ ঈশ্বরের সামনে দোষীসাব্যস্ত। তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের পতিত অবস্থাটি হলো সত্য ঈশ্বরকে উপাসনা করা প্রত্যাখ্যান করার ফলাফল। রোমীয় ১:২১-২৫ পদে পৌল যে প্রক্রিয়াটি দেখিয়েছেন তা লক্ষ্য করুন:

---

[6] Oswald Chambers, *My Utmost for His Highest*, (১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিপিভুক্ত)। https://utmost.org/missionary-weapons-1/ https://utmost.org/missionary-weapons-1/২১ শে জুলাই ২০২০ তারিখে উপলব্ধ।

১। তারা ঈশ্বরের উপাসনা করে নি। "কারণ তারা ঈশ্বরকে জানলেও, ঈশ্বর বলে তাঁর মহিমাকীর্তন করেনি, তাঁকে ধন্যবাদও দেয়নি..." (রোমীয় ১:২১)। "তারা ঈশ্বরের সত্যের পরিবর্তে এক মিথ্যাকে বেছে নিল। তারা স্রষ্টার উপাসনা না করে সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা ও সেবা করেছে...।" (রোমীয় ১:২৫)

২। ফলস্বরূপ "...কিন্তু তাদের ভাবনাচিন্তা অসার হয়ে পড়েছে এবং তাদের মূর্খ হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। যদিও তারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে দাবি করে, কিন্তু তারা মূর্খে পরিণত হয়েছে। তারা নশ্বর মানুষ, পশুপাখি ও সরীসৃপের মতো দেখতে প্রতিমূর্তির সঙ্গে অক্ষয় ঈশ্বরের মহিমার পরিবর্তন করেছে।" (রোমীয় ১:২১-২৩)

৩। বিচারে "ঈশ্বর, অশুদ্ধ যৌনাচারের প্রতি তাদের হৃদয়কে পাপপূর্ণ অভিলাষে সমর্পণ করলেন...।" (রোমীয় ১:২৪)

পৌল দেখিয়েছেন যে লোকেদের ঈশ্বররকে উপাসনা করা প্রত্যাখ্যান করার ফলে মূর্খতা, দুর্নীতি এবং লালসার মধ্যে মানবজাতির পতন ঘটেছিল। তারা ঈশ্বরের উপাসনা করত না; তারা সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে সৃষ্টির উপাসনা এবং সেবা করত।

প্রত্যেকেই উপাসনা করে। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের উপাসনা করে। অন্যরা ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে। একজন নাস্তিক তার নিজের জ্ঞানের উপাসনা করে। প্রত্যেকেই উপাসনা করে। যদি আমরা সৃষ্টিকর্তাকে উপাসনা করা প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে আমরা সৃষ্টিকে উপাসনা করব।

উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ। সত্য ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রুপান্তরিত করে। এক মিথ্যা দেবতার উপাসনা আমাদেরকে সেই দেবতার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করে। আমরা যার উপাসনার করি, আমরা তার মতোই হয়ে উঠি।

উপাসনার তিনটি লক্ষ্য

মারভা ডন (Marva Dawn) প্রকৃত উপাসনার তিনটি লক্ষ্য চিহ্নিত করেছেন।[7] উপাসনায় আমরা:

(১) উপাসনায় আমরা ঈশ্বরের সম্মুখীন হই।

যেকোনো উপাসনা সভা যা আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় না তা প্রকৃত উপাসনা নয়। এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি উপাসনা সভাই আবেগপ্রবণ বা নাটকীয় হবে। এমনকি এর অর্থ এটিও নয় যে প্রতিটি সভার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে উপাসনাই থাকবে। তবে প্রতিটি সভায় আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে খুঁজে পাওয়া উচিত। এটি সারমন থেকে প্রাপ্ত সত্যের মাধ্যমে হতে পারে; এটি ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মাধ্যমে হতে পারে; এটি এমন একটি গানের মাধ্যমে হতে পারে যা ঈশ্বরের প্রশংসা করে; এটি প্রার্থনার এমন একটি সময়ে হতে পারে যেখানে আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের পথচলার জন্য নতুন শক্তি অর্জন করি। কোনো না কোনোভাবে, প্রতিটি সভারই আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের দিকে নিয়ে আসা উচিত।

[7] Marva Dawn, *Reaching Out Without Dumbing Down* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995)

(২) উপাসনায় আমরা খ্রিষ্টীয় চরিত্র গঠন করি।

উপাসনায় আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাই এবং রূপান্তরিত হই। উপাসনার মাধ্যমে আমরা এমন সত্য শিখি যা আমাদের খ্রিষ্টীয় চরিত্রকে গঠন করে। আমরা যখন ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন আমাদের চরিত্র ক্রমশ তাঁর প্রতিমূর্তিতে পুনর্নির্মিত হতে থাকে। আমরা যার উপাসনা করি, আমরা তার মতোই হয়ে উঠি।

(৩) উপাসনায় আমরা খ্রিষ্টীয় সমাজ গড়ে তুলি।

উপাসনায় আমরা আমরা আমাদের চারপাশের জগৎ দেখি এবং সেই জগতের চাহিদা পূরণের জন্য নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি। আমরা যখন এটি করি, তখন মন্ডলী গড়ে ওঠে এবং বিশ্বাসীরা সর্বোপরি তাঁর মধ্যে, যিনি মস্তক, অর্থাৎ খ্রিষ্টের মধ্যে বেড়ে ওঠে (ইফিষীয় ৪:১৫)। প্রকৃত উপাসনা প্রকৃত খ্রিষ্টীয় সমাজ গঠনের একটি হাতিয়ার।

কি ধরণের উপাসনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য?

► কি ধরণের উপাসনা ঈশ্বর গ্রহণ করেন বলে আপনি মনে করেন?

যিশু সেই শমরীয় নারীকে বলেছিলেন যে প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় এবং সত্যে তাঁর উপাসনা করবে (যোহন ৪:২৩-২৪)। একটি প্রকৃত উপাসনা আছে যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য; এটি বোঝায় যে একটি ভ্রান্ত উপাসনা আছে যা গ্রহণযোগ্য নয়।[৪]

উপাসনার লিডার প্রায়শই প্রশ্ন করেন, "আমাদের উপাসনা কি সমগ্র জনসভায় সাড়া জাগিয়েছিল? এটা কি এমন ধরণের ছিল যা লোকেরা উপভোগ করেছিল?" শাস্ত্র দেখায় যে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি হলো, "আমাদের উপাসনা কি ঈশ্বরকে সম্মানিত করেছে? আমরা কি ঈশ্বর যেমন চান সেইভাবে উপাসনা করেছি? আমাদের উপাসনা কি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে?"

যে উপাসনা ঈশ্বর প্রত্যাখ্যা করেন

ঈশ্বর অজ্ঞতাপূর্ণ উপাসনা গ্রহণ করেন না।

সেই শমরীয় নারী জানত না যে সে কীসের উপাসনা করত (যোহন ৪:২২)। এথেন্সে পৌল এমন লোকেদেরকে দেখেছিলেন যারা এক অজানা ঈশ্বরের উপাসনা করত (প্রেরিত ১৭:২৩)।

২ নং পাঠে আমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করি তাঁর চরিত্র বা স্বরূপ অধ্যয়ন করব। যখন আমরা ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থে জানি না, তখন আমাদের উপাসনা অজ্ঞতাপূর্ণ; এটি এক অজানা ঈশ্বরের উপাসনা। আমরা লিটার্জি[৯] পাঠ করে যাই, কিন্তু আমাদের উপাসনাটি হয় এক অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। উপাসনা অবশ্যই উপাসনাকারীর কাছে ঈশ্বরের চরিত্র বা স্বরূপ প্রকাশ করবে।

---

[৪] এই বিভাগের অংশগুলি David Jeremiah, *Worship* (CA: Turning Point Outreach, 1995), 20-24 থেকে অভিযোজিত হয়েছে।

[৯] লিটার্জি হলো সমবেত উপাসনার সময় ব্যবহৃত একটি পরিকল্পনা। একটি লিটার্জি লিখিত নির্দেশাবলী সহযোগে অনেক বেশি সংগঠিত হতে পারে। এমনকি এটি উপাসনাকারীদের জন্য কোনোরকম লিখিত নির্দেশাবলী ছাড়াই খুব সহজ-সাধারণও হতে পারে। এই কোর্সে *লিটার্জি* (*liturgy*) শব্দটি উপাসনার জন্য যেকোনো পরিকল্পনাকে নির্দেশ করবে। কিছু কিছু ব্যক্তি সমস্ত লিটার্জির সমালোচনা করে। তাদের মতানুযায়ী, পরিকল্পিত উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নয়। আমরা *লিটার্জি* শব্দটি খুবই প্রচলিত সাধারণ অর্থে ব্যবহার করব। পরিকল্পিত উপাসনা অসার হতে পারে, অথবা এটি ঈশ্বরের উপস্থিতি দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে।

আমাদের এমন গান গাইতে হবে যা ঈশ্বরের গুণাবলী সম্পর্কে বলে; আমাদের এমন শাস্ত্র পড়তে হবে যা ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য কথা বলে; আমাদের এমন সারমন প্রচার করতে হবে যা ঈশ্বরের চরিত্র বা স্বরূপ প্রকাশ করে। আমাদের একজন অজানা ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত নয়।

ঈশ্বর পৌত্তলিক উপাসনা গ্রহণ করেন না।

পৌত্তলিকতা বা প্রতিমা হল এমন কিছু যা জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসাবে ঈশ্বরের ন্যায্য স্থানকে দখল করে। পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে প্রতিমা হলো পৌত্তলিক দেবতাদের স্ট্যাচু। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিমা হলো চাকরি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ঘরবাড়ি এবং বিনোদন। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ন্যায্য স্থান দখল করে এমন যেকোনো জিনিসই হলো প্রতিমা। আমরা যদি রবিবার মন্ডলীতে যাই কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যান্য জিনিসকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব দিতে দিই, তাহলে আমরা একটি প্রতিমারই সেবা করছি।

ঈশ্বর ত্রুটিপূর্ণ উপাসনা গ্রহণ করেন না।

► ত্রুটিপূর্ণ উপাসনার কিছু উদাহরণ দিন।

ভাববাদী মালাখি সতর্ক করেছিলেন যে ইস্রায়েলের উপাসনা ঈশ্বরের কাছে অসম্মানের বিষয় হয়েছে। তারা প্রতিবাদ করেছিল, "কীভাবে আমরা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছি?" মালাখি উত্তর দিয়েছিলেন,

> "যখন তোমরা অন্ধ পশুবলি দাও, তা কি অন্যায় নয়? যখন তোমরা খোঁড়া বা অসুস্থ পশুবলি দাও, তা কি অন্যায় নয়? তোমাদের প্রদেশপালের কাছে এই ধরনের বলি দেওয়ার চেষ্টা করো! তিনি কি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হবেন? তিনি কি তোমাকে গ্রহণ করবেন?" সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু বলেন। (মালাখি ১:৮)

তারা তাদের রাজ্যের শাসকের জন্য উপহার হিসেবে কখনোই একটি খোঁড়া পশুকে নিয়ে যেত না, কিন্তু তারা মহাবিশ্বের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য হিসেবে খোঁড়া পশুদের নিয়ে এসেছিল।

কিছু লোকেরা মনে করে যে উপাসনার বাহ্যিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ ঈশ্বর হৃদয় দেখেন। এটি সত্য যে ঈশ্বর হৃদয় দেখেন। কিন্তু, শাস্ত্র জুড়ে এটি পরিষ্কার যে আরাধনার বাহ্যিক দিকগুলিও ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রা পুস্তক এবং লেবীয় পুস্তক উপাসনার জন্য ঈশ্বর যা যা চান সেই সম্পর্কে একটি বিশদ বর্ণনা প্রদান করে। সমাগম তাঁবুর জন্য নির্দেশনাগুলি সুনির্দিষ্ট ছিল। ঈশ্বর যাজকদের পোশাক সম্পর্কে বিশদ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। যাত্রা পুস্তক ৩৯-৪০ পদে "সদাপ্রভু মোশিকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, সেই আদেশানুসারে" কথাগুলি ১৩ বার পুনিরাবৃত্ত হয়েছে, যা ইস্রায়েলের বাধ্যতাকে দেখায়। উপাসনা নির্দিষ্টতা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি ইস্রায়েলের সর্বোত্তমের দাবিদার।

আমরা যখন ঈশ্বরকে আমাদের সর্বোত্তমটি থেকে কম দিই, তখন আমরা নিকৃষ্ট উপাসনা করি। যদিও আমরা আর ঈশ্বরের কাছে পশুবলি নিয়ে আসি না, তবুও এই নীতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। মালাখি পুস্তকে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলি এমন প্রশ্নসমূহের পরামর্শ দেয় যা আজ আমাদের উপাসনা সম্পর্কে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

- **পাস্টার:** "যদি রাজ্যপাল শ্রোতার আসনে থাকতেন, তাহলে কি আমি আরো সতর্কভাবে আমার সারমনটা প্রস্তুত করতাম? আমি কি ঈশ্বরের কাছে একটি ত্রুটিপূর্ণ নৈবেদ্য নিয়ে আসছি?"

- **মিউজিশিয়ান:** "যদি একজন বিখ্যাত মিউজিশিয়ান শ্রোতার আসনে থাকতেন, তাহলে কি আমি আমার আরো যত্ন সহকারে অনুশীলন করতাম? আমি কি ঈশ্বরের কাছে একটি ত্রুটিপূর্ণ নৈবেদ্য নিয়ে আসছি?"
- **শোতৃবর্গ:** "যদি রাষ্ট্রপতি বক্তা হতেন, তাহলে কি আমি আরো মন দিয়ে সারমনটি শুনতাম? আমি কি ঈশ্বরের কাছে একটি ত্রুটিপূর্ণ নৈবেদ্য নিয়ে আসছি?"

ঈশ্বর অহংকারী উপাসনা গ্রহণ করেন না।

ঈশ্বর এমন কোনো নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না যা আমাদের সর্বোত্তমের চেয়ে কম। তবে, এর বিপরীত একটি বিপদ রয়েছে যা আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। ঈশ্বর গর্বিত এবং অহংকারী হৃদয়ের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। যদিও আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের সর্বোত্তমটি নিয়ে আসি, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমরা যা নিয়ে আসি তা আসলে ঈশ্বরের যোগ্যতার চেয়ে অনেক কম। আমাদের সর্বোত্তম দান ঈশ্বরের প্রাপ্যের একটি ছোটো চিহ্ন মাত্র। আমরা নম্রতার সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসি, কখনোই গর্ব এবং আত্ম-অহংকারের মনোভাব নিয়ে নয়।

যে উপাসনা ঈশ্বর গ্রহণ করেন

যদি এইগুলি সেই উপাসনার বৈশিষ্ট্য হয় যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য না, তাহলে ঈশ্বর কি ধরণের উপাসনা গ্রহণ করেন?

গ্রহণযোগ্য উপাসনা ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ করে।

যিশাইয় ৬ অধ্যায়ের মতোই, প্রকাশিত বাক্য ৪ অধ্যায় স্বর্গের একটি জানলাকে খুলে দেয়। প্রকাশিত বাক্য ৪ অধ্যায়ে উপাসকদের মনোযোগ সিংহাসনে যিনি বসে আছেন তাঁর প্রতি রয়েছে। প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরের ওপর কেন্দ্রীভূত। প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরকে আরাধ্য হিসেবে নির্দেশ করে।

গ্রহণযোগ্য উপাসনা ঈশ্বরকে তাঁর যোগ্য গৌরব প্রদান করে।

গীত ৯৬:৭-৮ পদ আমাদেরকে উপাসনার উদ্দেশ্য দেখায়:

> জাতিগণের সমস্ত কুল সদাপ্রভুকে স্বীকার করো, স্বীকার করো যে সদাপ্রভু মহিমান্বিত ও পরাক্রমী। সদাপ্রভুকে তাঁর যোগ্য মহিমায় মহিমান্বিত করো! নৈবেদ্য সাজিয়ে তাঁর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করো।

উপাসনা ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব দান করে। আমরা যত গানই গাই, যত আবেগই আলোড়িত করি, অথবা সম্মিলিত উপাসনাকারীদের কাছ থেকে যতই সাড়া পাই না কেন, যে উপাসনা ঈশ্বরের গৌরব বহন করে আনে না, তা উপাসনার উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ।

উপাসনার উদ্দেশ্য নিজের জন্য আশীর্বাদ অর্জন করা নয়; উপাসনার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে সম্মান ও গৌরব প্রদান করা। আমরা যখন উপাসনা করি, তখন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আশীর্বাদ পাবো – কিন্তু আমাদের আশীর্বাদ উপাসনার প্রেরণা নয়। উপাসনার প্রেরণা হলো ঈশ্বরকে সম্মান করা।

উপাসনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে, আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপাসনা সম্পর্কে যে প্রশ্নটি করি তা বদলে যায়। "আজকের উপাসনা কি আমি উপভোগ করেছি?" – এটি জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে, আমরা জিজ্ঞাসা করব, "আজকের উপাসনা কি

ঈশ্বরকে সম্মানিত করেছে?" আমরা যখন উপাসনার উদ্দেশ্য আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি, তখন আমরা আমাদের মনোযোগ নিজের থেকে ঈশ্বরের দিকে পরিবর্তন করে।

গ্রহণযোগ্য উপাসনা হলো আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা।

যোহন ৪ অধ্যায়ে শমরীয় মহিলার সাথে যিশুর কথোপকথনে, তিনি তাকে বলেছিলেন যে যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে তাদের আত্মায় ও সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে (যোহন ৪:২৪)। এটিই উপাসনার সঠিক আদর্শ।

সাধারণত যখন আমরা উপাসনার ধরণ নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা গানের ধরণ, লিটার্জির ক্রম এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। নতুন নিয়মের মন্ডলীতে উপাসনার অনুশীলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের অনুপস্থিতিতে অনেকেই হতাশ হয়েছেন। নতুন নিয়মের উপাসনা সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলি জানি না সেগুলি সম্পর্কে ভাবুন:

- **আমরা জানি তারা গীত গাইত**। কিন্তু আমরা জানি না তারা কোন সুর ব্যবহার করত; আমরা জানি না তারা কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত কিনা; আমরা জানি না তারা কোন কোন নতুন গান গেয়েছিল।
- **আমরা জানি তারা প্রার্থনা করত।** কিন্তু আমরা জানি না তারা সবাই জোরে জোরে প্রার্থনা করত কিনা, ছোটো ছোটো দলে প্রার্থনা করত কিনা, নাকি কেউ একজন প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিত। আমরা জানি না তারা কেবল লিখিত প্রার্থনা (গীতসংহিতার গানগুলি) ব্যবহার করত নাকি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রার্থনা করত।
- **আমরা জানি তারা প্রচার করেত।** কিন্তু আমরা জানি না তারা কতক্ষণ প্রচার করত, তারা কোন প্রচারের ধরণ ব্যবহার করেত, অথবা প্রতিটি সভায় একটি করে সারমন থাকত কিনা।

নতুন নিয়ম এবং কয়েক দশক পরে লেখা একটি পাঠ্যাংশ ছাড়া, আমাদের কাছে উপাসনার জন্য প্রারম্ভিক মন্ডলীর ধরণ সম্পর্কে খুব কম তথ্য রয়েছে।[10]

পণ্ডিতদের কাছে তথ্যের এই অভাব হতাশাজনক। তবে, সম্ভবত এটি দেখায় যে আমরা যে বিষয়গুলিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি সেগুলিকে ঈশ্বর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না! যিশু যখন উপাসনার জন্য একটি আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তখন তিনি দু'টি বিষয়ের উপর ফোকাস করেছিলেন: আত্মা এবং সত্য। প্রকৃত উপাসনার জন্য এই বিষয়গুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মায় উপাসনা সম্ভবত মানুষের আত্মাকে বোঝায়। উপাসনা কোনো অর্থহীন ধর্মানুষ্ঠান হওয়া উচিত নয়; এতে আত্মা জড়িত। এটি এমন একটি উপাসনা যা প্রকৃত; এটি হৃদয় থেকে আসে।

আত্মায় আরাধনা?
১৯৯৪ সালে কানাডার টরন্টো শহরের ভিনিয়ার্ড চার্চ (Vineyard Church) একটি রিভাইভাল সভার রিপোর্ট দিয়েছিল যেখানে লোকেরা হেসেছিল, সিংহের মতো গর্জন করেছিল এবং "কড়মড় আওয়াজ" করেছিল (আবেগ পরিষ্কার করার জন্য বমির মতো অনুভূতি)। "পবিত্র অট্টহাসি" চলাকালীন, লোকেরা মাঝে মাঝে মৃগীরোগীদের মত হয়ে যেত । ঈশ্বরের

[10] *Didache* (*শিক্ষামালা*) হলো ১ম শতকের শেষ বা ২য় শতকের শুরুতে লেখা একটি ছোটো রচনা। Didache-তে খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা, মন্ডলীর আচার, মন্ডলী পরিচালনা সংক্রান্ত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

বাক্যকে অনুসন্ধানকারীদের হৃদয়ে গভীরভাবে কাজ করতে দেওয়ার উপর জোর দেওয়ার পরিবর্তে, "টরন্টোর আশীর্বাদ" (Toronto Blessing) কেবল একটি আবেগগত প্রতিক্রিয়া চেয়েছিল। এটি কি আত্মায় উপাসনা? এটি কি প্রকৃত উপাসনা?

সত্যে উপাসনা বাইবেলের শিক্ষার অনুরূপ। এটি কেবল একটি ভালো অনুভূতি বা আবেগগত প্রতিক্রিয়ার চেয়েও বেশি কিছু। পাস্টার এবং উপাসনার লিডার হিসেবে, আমরা আমাদের উপাসনার প্রতিটি দিক মূল্যায়ন করি, জিজ্ঞাসা করি "এটা কি সত্য?" আমরা যে কথাগুলি প্রচার করি, যে কথাগুলি আমরা গাই এবং যে কথাগুলি আমরা প্রার্থনা করি তা অবশ্যই শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে। ঈশ্বর ফাঁকা বুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না; তিনি আত্মা এবং সত্যে উপাসনা খুঁজছেন (যোহন ৪:২৪)।

সত্যে আরাধনা?

পাস্টার রজত উপাসনায় গানের গুরুত্ব বোঝেন। তিনি পুরাতন গীতগুলিকে সমাদর করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নতুন গানগুলিকেও স্বাগত জানান। বহু মন্ডলীতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা একটি গান শিক্ষা দেয় যে বিশ্বাসীরা বারে বারে ইচ্ছাকৃত পাপে পতিত হয় এবং তারপর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। গানটি এক বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবনের কোনো প্রতিশ্রুতিই প্রদান করে না। গানটি শুনে রজত বলেছিলেন, "এই গানটি শাস্ত্র অনুযায়ী সত্য নয়, কিন্তু এটা নিছকই একটা গান। লোকেরা গান পছন্দ করে; শব্দগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়।" এটি কি সত্যে উপাসনা?

উপাসনার বিপদ: প্রকৃত উপাসনার বিকল্পসমূহ

যিশু প্রকৃত উপাসনার কথা বলেছেন। যদি প্রকৃত উপাসনা থাকে, তাহলে মিথ্যা বা ভ্রান্ত উপাসনাও থাকবে। মার্টিন লুথার (Martin Luther) প্রায়শই একটি জার্মান উপদেশ উল্লেখ করতেন, "যেখানেই ঈশ্বর একটি মন্ডলী স্থাপন করেন, শয়তান ঠিক তার পাশেই একটি চ্যাপেল তৈরি করে।" শয়তান আমাদেরকে প্রকৃত উপাসনার পরিবর্তে মিথ্যা ধারণাগুলি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে ভালোবাসে। আমরা প্রায়শই আমাদের উপাস্য ঈশ্বরের চাহিদা অনুসরণ করার পরিবর্তে আমাদের সংস্কৃতির চাহিদা অনুসরণ করার কাজে উপাসনাকে অনুমোদন করেছি। প্রকৃত উপাসনার কিছু বিকল্প কী কী?

ম্যাক-ওরশিপ

ম্যাক-উপাসনা বা ম্যাক-ওরশিপ (McWorship) হলো এমন উপাসনা যা ঈশ্বরকে খুশি করার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সুবিধার উপর ফোকাস করে। গোটা পৃথিবী জুড়ে ৩৫,০০০ ম্যাকডোনাল্ডস বার্গারের দোকান আছে। ম্যাকডোনাল্ডস'এ প্রত্যেকদিন ৬.৮ কোটি ক্রেতা খাবার খায়। এটির কারণ এই নয় যে ম্যাকডোনাল্ডস সর্বোত্তম খাবার পরিবেশন করে। এটির কারণ এটিও নয় যে তারা যে ধরণের সামগ্রী দিয়ে খাবার বানায় তা সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এটির কারণ হলো ম্যাকডোনাল্ডস সুবিধাজনক, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং একটি বিনোদনমূলক পরিবেশ প্রদান করে। ম্যাক-উপাসনায় আমাদের প্রাথমিক বিবেচনা হলো সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং একটি বিনোদন।

ম্যাকডোনাল্ডস এবং ম্যাক-উপাসনা সংখ্যা দিয়ে সাফল্য বিচার করে। ম্যাকডোনাল্ডস গর্ব করে, "৩০,০০০ কোটিরও বেশি পরিবেশন করা হয়েছে।" ম্যাক-উপাসনা গর্ব করে, "গত বছরের চেয়ে আমরা ১৭% বৃদ্ধি পেয়েছি।" ধার্মিকতার চেয়ে সংখ্যাই হয়ে ওঠে সাফল্যের মাপকাঠি।

ম্যাক-উপাসনাকারীদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করা হয় না। ম্যাক-উপাসনাকারীদের কিছু দাবি আছে। ম্যাক-উপাসনা ভালো মিউজিক, বিনোদনকারী বক্তা, এবং একটি আকর্ষণীয় প্যাকেজের প্রস্তাব দেয় – বেশ কম খরচে। ম্যাক-উপাসনা জনতার ভিড়কে টেনে আনে, কিন্তু আত্মিক খাদ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শূন্য এবং তা আত্মিক স্বাস্থ্যের প্রচার করে না। সুসমাচারের প্রতি লোকেদেরকে আকর্ষণ করা ভালো, কিন্তু ম্যাক-উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নয়।

মিউজিয়াম উপাসনা

একটি মিউজিয়াম বা যাদুঘরের পরিবেশ ম্যাকডোনাল্ডসের ঠিক বিপরীত। একটি মিউজিয়ামে ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে রাখার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। প্রদর্শিত জিনিসগুলি লোকেরা সম্মানীয় দৃষ্টিতে দেখে। বেশিরভাগ মিউজিয়ামই ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ এবং অঙ্গীকারকে জোর দেয় না। আপনাকে কখনোই ল্যুভর আর্ট মিউজিয়ামের (Louvre Art Museum) দেওয়ালে আপনার নিজের আঁকা কোনো ছবি টাঙানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে না।

মিউজিয়াম উপাসনায় আমাদের প্রাথমিক বিবেচনা হলো ঐতিহ্য এবং বিন্যাস। আমরা সেই গানগুলিই গাই যা মন্ডলী চিরকাল গেয়ে এসেছে। ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততায় আমরা গর্ব করি। কিন্তু লোকেরা ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির জন্য ঈশ্বরের চাহিদার মুখোমুখি না হয়েই সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে। প্রতি রবিবার মন্ডলীতে যাওয়া এবং জীবন কোন পরিবর্তন ছাড়াই প্রদর্শনীগুলি (সারমন, গান, প্রার্থনা) দেখে যাওয়া সম্ভব। আমাদের ঐতিহ্যকে মূল্য দেওয়া ভালো, কিন্তু মিউজিয়াম উপাসনা উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নয়।

ক্লাসরুমের উপাসনা

একটি ক্লাসরুম বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকে। শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেন যে ক্লাস কী শিখবে। শিক্ষক পাঠভিত্তিক বক্তৃতা দেন; শিক্ষার্থীরা শোনে এবং নোট লিখে নেয়। অংশগ্রহণ শিক্ষকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক্লাসরুম উপাসনায় পাস্টার হলেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। সভার কেন্দ্রীয় মনোযোগ হল সারমন; বাকি সবকিছু প্রাথমিক বা ভূমিকাস্বরূপ। লোকেরা সেখানে শোনার জন্য এবং নোট লেখার জন্য বসে থাকে। উপাসনা একটি বুদ্ধিভিত্তিক কার্যকলাপে পরিণত হয়। আমাদের উপাসনায় সত্য প্রকাশের চেষ্টা করা ভালো; আমাদেরকে অতি অবশ্যই উপানাকারীদের কাছে সত্য ব্যাখ্যা করতে হবে, কিন্তু ক্লাসরুমস্বরূপ উপাসনা উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নয়।

প্রকৃত উপাসনা

প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরের উপর মনোনিবেশ করে। প্রকৃত উপাসনা প্রশ্ন করে, "ঈশ্বর কী চান?" প্রকৃত উপাসনা আমাকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে সাহায্য করে—এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা পরিবর্তিত হতে ইচ্ছুক নয় তার জন্য এটি অস্বস্তিকর। প্রকৃত উপাসনা হলো তাঁকে ঘিরে। প্রকৃত উপাসনার সাথে একটি ক্রুশ, একটি ত্যাগ, একটি আত্মসমর্পণ জড়িত। উপাসনা উপাসনা উপাসনাকারীকে রূপান্তরিত করে।

উপসংহার: মার্থার সাক্ষ্য

উপাসনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? মার্থার সাক্ষ্যটি শুনুন।

আমি খুবই বাস্তববাদী মানুষ। কাউকে অবশ্যই ঘর মুছতে হবে, রান্না করতে হবে, এবং বাড়ির খুঁটিনাটি বিষয়ের খেয়াল রাখতে হবে। সেটাই আমার শক্তি; আমার মধ্যে সেবার প্রতিভা আছে।

আমার সেই দিনটার কথা মনে আছে যেদিন যিশু বেথানিতে আমাদের ছোট্ট বাড়িটায় এসেছিলেন। আমি এত গুরুত্বপূর্ণ একজন গুরুকে আমাদের বাড়িতে আপ্যায়ন করার জন্য খুবই চাপে ছিলাম। আমি চেয়েছিলাম সবকিছু একদম নিখুঁত হবে। পরবর্তীকালে লূক লিখেছিলেন, 'কিন্তু মার্থা আপ্যায়নের আয়োজন করতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন' (লূক ১০:৪০)। আমি সবকিছু নিখুঁত করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম।

যখন আমি বাড়ির কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন মরিয়ম পাশের ঘরে বসে যিশুর কথা শুনছিল। আমি খুব একটা আনন্দ পাইনি সেটায়; আমার সাহায্য প্রয়োজন ছিল! পাশাপাশি, ও একজন মহিলা; ওর রব্বির কাছে শেখার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

আমি এতটাই বিরক্ত হয়েছিলাম যে আমি সেই ঘরে এসে বলেছিলাম, 'প্রভু, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আমার বোন আমার একার উপর সমস্ত কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছে? আপনি ওকে বলুন, আমাকে সাহায্য করতে' (লূক ১০:৪০)। আমি কোনোদিনও তাঁর উত্তরটা ভুলব না। যিশু আমার দিকে তাকিয়েছিলেন এবং মাথা নাড়িয়েছিলেন। 'মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে উদ্বিগ্ন, আর বিচলিত হয়ে পড়েছ। কিন্তু প্রয়োজন একটিমাত্র বিষয়ের। মরিয়ম সেই উত্তম বিষয়টিই মনোনীত করেছে...।' (লূক ১০:৪১-৪২)।

প্রভু আমাকে কী বলছিলেন? তিনি এটি বলেননি যে সেবা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের সাথে দেখা করতে আসার ঠিক আগেই যিশু উত্তম শমরীয়'র রূপকটি বলেছিলেন—যা ছিল সেবার সাথে সম্পর্কিত একটি কাহিনী (লূক ১০:২৫-৩৭)। যিশু বলেননি যে কাজ গুরুত্বপূর্ণ নয়; তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমার কাজকে অবশ্যই আমার উপাসনা থেকে প্রবাহিত হতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো উপাসনা। যদি আমি উপাসনা করি, তাহলে সেবা স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হবে; আমাকে 'উদ্বিগ্ন আর বিচলিত' হতে হবে না (লূক ১০:৪১)।

সেইদিন আমি আমার জীবনের জন্য একটি শিক্ষা অর্জন করেছিলাম। আর কোনোদিনও আমার কাজ বা সেবা আমার উপাসনার চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায়নি। সেইদিন থেকে আমি মরিয়মের সাথে যিশুর চরণে বসার জন্য সময় দিতে শুরু করেছিলাম; আমি উপাসনার জন্য সময় বের করেছিলাম।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি কীভাবে আরো ভালো একজন উপাসনাকারী হতে পারি?" এমন কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করুন যেখানে আপনি আপনার উপাসনাকে উপাসনার বাইবেলভিত্তিক সংজ্ঞার সাথে আরো বেশি করে মেলাতে পারেন।

১ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) উপাসনা কী?

- উপাসনা হলো শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুগত্য (প্রকাশিত বাক্য ৪:১০-১১)।
- উপাসনা হলো সেবা (রোমীয় ১২:১)।
- উপাসনা হলো প্রশংসা (গীতসংহিতা)।
- উপাসনা হলো সহভাগিতা (প্রেরিত ২:৪২)।
- উপাসনা জীবনের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে (যাকোব ১:২৬-২৭)।

(২) কেন উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ?

- উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই (যিশাইয় ৬:১-৮)।
- উপাসনায় আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাই এবং আমরা রূপান্তরি হই (যিশাইয় ৬:১-৮)।
- উপাসনায় আমরা আমাদের জগৎকে দেখতে পাই (যিশাইয় ৬:১-৮)।
- উপাসনায় ব্যর্থতা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা করে দেয় (রোমীয় ১:১৮-২৫)।

(৩) উপাসনার লক্ষ্যসমূহ:

- উপাসনায় আমরা ঈশ্বরের সম্মুখীন হই।
- উপাসনায় আমরা খ্রিষ্টীয় চরিত্র গঠন করি।
- উপাসনায় আমরা খ্রিষ্টীয় সমাজ গড়ে তুলি।

(৪) কোন উপাসনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য?

- গ্রহণযোগ্য উপাসনা ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ করে (প্রকাশিত বাক্য ৪)।
- গ্রহণযোগ্য উপাসনা ঈশ্বরকে তাঁর যোগ্য গৌরব প্রদান করে (গীত ৯৬:৭-৮)।
- গ্রহণযোগ্য উপাসনা হলো আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা (যোহন ৪:২৩-২৪)।

১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) বাইবেল কীভাবে উপাসনাকে বর্ণনা করেছে? নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় অংশগুলির উপর ভিত্তি করে একটি এক-পাতার উত্তর লিখুন:

- গীত ১১১:১-২
- গীত ১৪৭:১
- গীত ১৫০
- যিশাইয় ৬:১-৮
- প্রকাশিত বাক্য ৪

যদি আপনি একটি গ্রুপে অধ্যয়ন করছেন, তাহলে আপনার উত্তরটি আপনার পাশে বসা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।

যদি আপনি একটি গ্রুপে অধ্যয়ন করছেন, তাহলে পরবর্তী ক্লাসে আপনার উত্তরটি আপনার পাশে বসা সহপাঠীর সাথে আলোচনা করুন।

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের **উ**পর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

কোর্সের প্রজেক্ট

৩০ দিনের উপাসনার যাত্রা[11]

এই কোর্সটি জুড়ে এই প্রজেক্টটি আপনি অনুশীলন করবেন। কোর্স শেষে আপনি রিপোর্ট করবেন যে আপনি এই প্রজেক্টটি সম্পন্ন করেছেন। আপনার জার্নাল ক্লাস লিডারের কাছে জমা দিতে হবে না।

৩০ দিনের প্রত্যেকদিন আপনি ঈশ্বরের চরিত্রের কোনো একটি উপর ধ্যান করবেন। প্রজেক্টটি সকালে করাই ভালো হবে যাতে আপনি সারাদিন সেই বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে ধ্যান করতে পারেন। ধ্যান করার অর্থ হলো কোনোকিছু নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করা।

জার্নাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য একটি নতুন খাতা বা ডায়েরি নিন। প্রত্যেকটি দিন ঈশ্বরের কাছে এটি প্রার্থনা করে শুরু করুন যেন তিনি নিজেকে আপনার কাছে প্রকাশ করেন। তারপর, গীতসংহিতা পুস্তকটি খুলুন এবং পড়তে শুরু করুন। এই প্রজেক্টের লক্ষ্য হলো ধ্যান; অনেকটা অংশ পড়ে ফেলা নয়। আপনি কেবল একটি পদ বা একটি সম্পূর্ণ গীত পড়তে পারেন।

পড়ার সময়ে ঈশ্বরের একটি বৈশিষ্ট্য বা ঈশ্বরের জন্য ব্যবহৃত একটি রূপক খোঁজার চেষ্টা করুন। একটি বৈশিষ্ট্য হলো ঈশ্বরের চরিত্রের কিছু দিক – তাঁর দয়া, তাঁর পবিত্রতা, তাঁর যত্ন। একটি রূপক ঈশ্বরকে অন্যকিছুর সাথে তুলনা করে – তিনি একজন মেষপালক, শৈল, আমাদের আশ্রয়স্থান।

যখনই আপনি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য বা রূপক খুঁজে পাবেন যা আপনাকে কিছু বলছে, সেই বৈশিষ্ট্যটি আপনার জার্নালের পাতার একদম উপরে লিখুন। তার নিচে সেই পদটি লিখুন যেটি ওই বৈশিষ্ট্যটিকে উল্লেখ করেছে।

সেই বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে এবং সেটি ঈশ্বরের বিষয়ে কী বলছে তা নিয়ে ভাবুন। আপনার প্রার্থনার পরে, ঈশ্বর এবং এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে আপনার ভাবনাগুলি লিখুন। এটি কোনো কেতাবি পরীক্ষার উত্তরপত্র লেখা নয়; এটি হলো উপাসনার একটি ব্যক্তিগত জার্নাল। সারাদিন ধরে ঈশ্বর এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা করুন। তিনি কে, তার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন। যখন আপনি ৩০ দিন ধরে এটি করবেন, ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি তখন আরো গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন।

---

[11] এই প্রজেক্টটি Louie Giglio, *The Air I Breathe: Worship as a Way of Life* (Sisters, OR: Multnomah Publishers, 2003) অবলম্বনে।

১ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) এই পাঠের শুরুতে আপনাকে উপাসনার তিনটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। আপনি যে সংজ্ঞাটি মুখস্থ করেছেন তা লিখুন।

(২) বাইবেলভিত্তিক উপাসনার চারটি দিক তালিকাভুক্ত করুন।

(৩) শমরীয় নারী যখন উপাসনার বাহ্যিক স্থান নিয়ে বিতর্ক করেছিল। তখন যিশু উপাসনার _____ স্থানকে নির্দেশকে করেছিলেন।

(৪) গীতসংহিতায় _____ শব্দটি প্রায়ই উপাসনার আনন্দকে প্রকাশ করে।

(৫) যাকোবের মতে, বিশুদ্ধ ও নির্মল উপাসনার মধ্যে কোন দু'টি দিক অন্তর্ভুক্ত?

(৬) উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ কেন তার চারটি কারণ তালিকাভুক্ত করুন।

(৭) এই পাঠ অনুসারে, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য উপাসনার তিনটি বৈশিষ্ট্য কী কী?

(৮) যোহন ৪:২৩-২৪ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ২
ঈশ্বর এবং উপাসনাকারী

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) ঈশ্বরের বাইবেলভিত্তিক চিত্র এবং আমাদের উপাসনায় তাঁর ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবে।

(২) উপাসনাকারীদের থেকে ঈশ্বর কী চান যা বুঝতে পারবে।

(৩) উপাসনাকারীদের জন্য ঈশ্বরের চাহিদাগুলি মেনে চলার চেষ্টা করবে।

(৪) মানুষকে উপাসনার জন্য তাঁর উপস্থিতিতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের মর্ম উপলব্ধি করবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

প্রকাশিত বাক্য ৫:৯-১৪ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

একটা ছোটো গ্রুপ টেবিলের চারদিকে বসে সেই সপ্তাহের বাইবেল স্টাডির বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। আলোচনার বিষয়টি ছিল, "ঈশ্বর কেমন এবং আমরা কীভাবে তার উপাসনা করব?"

মিঠু প্রথমে কথা শুরু করেছিল। "যখনই আমি ঈশ্বরের কথা চিন্তা করি, আমার মনে একজন দাদুর ছবি ভেসে ওঠে যার লম্বা সাদা দাঁড়ি আছে। তিনি আমাদেরকে নাতি-নাতনী হিসেবে দেখেন। আমরা যখন পাপ করি, তিনি দুঃখ পান, কিন্তু তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তিনি বোঝেন যে আমরা আমাদের সেরাটাই করছি। আমি মনে করি না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখাচ্ছি যে আমরা তাঁকে ভালোবাসি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কীভাবে উপাসনা করি, তা নিয়ে ঈশ্বর আদৌ পরোয়া করেন।"

তানিয়া উত্তর দিয়েছিল। "আমার মনে হয় ঈশ্বর একজন এমন বাবার মতো যার প্রচুর দাবি। তিনি তাঁর সন্তানদের খুব একটা কাছে আসেন না, কিন্তু তিনি লক্ষ্য রাখেন যে আমরা বাধ্য হয়ে চলছি কিনা। উপাসনায় আমাদের দেখাতে হবে যে আমরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করি এবং তাঁর বাধ্য। আমার এমন গান পছন্দ নয় যেখানে ঈশ্বরকে আমাদের বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করা হয়; আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি আমাদের স্বর্গীয় প্রভু এবং আমরা তাঁর দাস! ঈশ্বর আমার কাছ থেকে কী আশা করেন তা জানতে আমি মন্ডলীতে যাই।"

শর্বানী এই উত্তরগুলির কোনোটিতেই সন্তুষ্ট ছিল না। "আমার ঈশ্বরকে একজন বন্ধুর মতোই মনে হয়। বাইবেল বলে যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের ভালো ভালো উপহার দিতে ভালোবাসেন। ঈশ্বর আমার জন্য কী করতে চান তা জানতে আমি মন্ডলীতে যাই। আমি প্রার্থনা করি এবং আমার কী কী প্রয়োজন তা আমি তাঁকে জানাই। ঈশ্বর আমার জীবনকে কীভাবে

আশীর্বাদ করবেন তা জানার জন্য আমি সারমন এবং গান শুনি। ঈশ্বর ভালো ভালো উপহার দিতে চান; আমি সেই উপহারগুলি গ্রহণ করতেই মন্ডলীতে যাই।"

প্রত্যেকজনেরই ঈশ্বর সম্পর্কে আলাদা আলাদা ধারণা আছে। এই কারণেই, প্রত্যেকজনের একটি আরাধনা সভা থেকে আলাদা আলাদা প্রত্যাশা আছে।

মিঠু একজন দাদু-তুল্য ঈশ্বরের প্রত্যাশা করে যিনি আমাদের উপাসনার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে খুব বেশি পরোয়া করেন না। তার আদর্শ উপাসনা সভায়, প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে উপাসনা করবে যা সেই ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি স্বাছন্দ্য প্রদান করে। মিঠু নিশ্চয়ই সমাগম তাঁম্বুর উপাসনায় অবাক হয়ে যেত। সেখানে সে শিখত যে ঈশ্বর উপাসনার প্রতিটি বিশদের খেয়াল রাখেন।

তানিয়া ঈশ্বরকে দূরবর্তী এবং নিয়ন্ত্রণমূলক হিসেবে দেখে। গীতসংহিতা পুস্তকের অন্তরঙ্গ ভাষা এবং ঈশ্বরের কাছে ইয়োবের অভিযোগের সততা নিয়ে সে অস্বস্তি বোধ করবে। তার আদর্শ উপাসনা সভা উপাসনাকারী এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি দূরত্ব বজায় রাখবে। প্রার্থনা আনুষ্ঠানিক এবং কাঠামোগত হবে। গান হবে অপূর্ব, কিন্তু তা ব্যক্তিগত সংযোগবিহীন হবে। তানিয়া প্রথম শতকের গৃহ মন্ডলীগুলিতে হওয়া নিবিড় সহভাগিতা উপভোগ করবে না।

শর্বানী'র ধারণায়, ঈশ্বর হলো একজন সেবক যিনি মানুষের সমস্ত চাহিদা মেটানোর জন্যই আছেন। যখন একটি উপাসনা সভা থেকে বেরোয়, তার প্রশ্নটি হয়, "আমি এটা থেকে কী পেলাম?" গানকে অবশ্যই তার ব্যক্তিগত রুচির সাথে মিলতে হবে। প্রার্থনা অবশ্যই ব্যক্তিগত চাহিদার উপর ফোকাস করবে। সারমনটি অবশ্যই ব্যবহারিক হতে হবে এবং তার অনুভূত চাহিদা পরিপূরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। শর্বানী মন্দিরের উপাসনায় হতাশ হত। মন্দিরের উপাসনার বিষয়বস্তু ছিল ঈশ্বরের কাছে বলিদান আনা; ঈশ্বরের মানুষকে উপহার দেওয়া নয়।

এই প্রত্যেকটি মেয়েই এমন একটি উপাসনা সভা চায় যা ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণাকে প্রতিফলিত করে। আমাদের উপাসনার উপর ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতার একটি বড়ো প্রভাব আছে।

► ঈশ্বরের ব্যাপারে আপনার ধারণাটি আলোচনা করুন। ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার ধারণা কীভাবে আপনার উপাসনাকে প্রভাবিত করে?

এই পাঠে আমরা দু'টি প্রশ্ন দেখব:

(১) আমরা কার উপাসনা করি?

যেহেতু উপাসনা হলো ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা, তাই আমরা যত বেশি ঈশ্বরের ব্যাপারে জানব, তত ভালো করে আমরা প্রকৃত উপাসনার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠব। ঈশ্বরের বিকৃত চিত্র বিকৃত উপাসনার দিকে পরিচালিত করে।

মূর্তিপূজার বিষয়ে বাইবেলের চিত্র এই নীতিকে প্রদর্শন করে। বায়াল ছিল উর্বরতার দেবতা, অনিয়ন্ত্রিত বাহুল্যের দেবতা। বায়ালের ভাববাদীরা কীভাবে উপাসনা করত? অনিয়ন্ত্রিত আবেগ এবং বাহুল্যতার সাথে। "তাই তারা আরও জোরে চিৎকার করতে শুরু করল এবং তাদের লোকাচার অনুসারে, রক্তের ধারা প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তরোয়াল ও বর্শা দিয়ে নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল" (১ রাজাবলি ১৮:২৮)।

(২) ঈশ্বর তাঁর উপাসনাকারীদের থেকে কী চান?

ঈশ্বর যেহেতু পবিত্র, তাই আমরা কীভাবে তাঁর উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারি? যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদের কাছে ঈশ্বর কী প্রত্যাশা করেন?

বায়াল এবং মোলক-এর মতো মিথ্যা দেবতারা পবিত্র ছিল না; তাদের উপাসকদের পবিত্র হওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। বায়ালের উপাসকরা নৈতিকভাবে বায়ালের মতোই অশুচি হয়ে উঠেছিল। আমরা যার উপাসনার করি, আমরা তার মতোই হয়ে উঠি।

প্রকৃত ঈশ্বর হলেন পবিত্র। এই কারণেই, তিনি এক পবিত্র লোকেদের চান। যিহোবা'র উপাসনাকারীরা যিহোবা'র মতোই হয়ে উঠেছিল; তাদেরকে এক পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনাকারী এক পবিত্র জাতি হতে হতো।

আমরা কার উপাসনা করি?

কল্পনা করুন যে আপনি একটি অপূর্ব সূর্যাস্তের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছেন।[12] হঠাৎ করে আপনি আপনার নিজের একটি ছবি তোলার জন্য সূর্যাস্ত দেখা বন্ধ করে দিলেন: "আমি সূর্যাস্ত দেখছি।" এটাকে "সেলফি" বলে, যা মূলত নিজেরই একটি ছবি। আপনার মনোযোগ সূর্যাস্ত থেকে নিজের দিকে সরে গেছে। যে ব্যক্তি সেলফি তোলে সে তার সামনে ঘটতে থাকা ঘটনার চেয়েও নিজের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়।

ঈশ্বর আমাদের সর্বোত্তম উপাসনার যোগ্য। কিন্তু যখন আমরা আমাদের উপাস্য ঈশ্বরের পরিবর্তে আমাদের উপাসনার গুণমানের উপর ফোকাস করি, তখন আমরা আসলে একটি ধর্মীয় সেলফি নিই ("আমি ঈশ্বরের উপাসনা করছি")। যাঁকে আমরা উপাসনা করি, সেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে, আমাদের উপাসনা পরিষেবার উৎকর্ষের প্রতি আমাদের চিন্তাভাবনাকে কখনই অনুমতি দেওয়া উচিত নয়!

> "হে ঈশ্বর, তুমি...
> সর্বোচ্চ, সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ;
> সর্বাধিক করুণাময় এবং সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ;
> সর্বাধিক গুপ্ত এবং সর্বাধিক বর্তমান;
> সর্বাধিক সুন্দর এবং সর্বাধিক শক্তিশালী;
> সর্বদা কাজ করেন, সর্বদা বিশ্রামে করেন;
> সংগ্রহ করেন, কিন্তু কিছুরই প্রয়োজন নেই;
> বজায় রাখেন এবং রক্ষা করেন;
> সৃষ্টি করেন এবং লালন করেন;
> সৃষ্টি করেন এবং লালন করেন;
> অন্বেষণ করেন, তবুও সবকিছুর অধিকারী।"
>
> - অগাস্টিন থেকে গৃহীত

সি.এস. লুইস (C.S. Lewis) ঈশ্বরের চেয়ে উপাসনা সভার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার মূর্তিপূজা সম্পর্কে লিখেছেন। সম্প্রতি, ডি.এ. কারসন (D.A. Carson) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে আমরা "ঈশ্বরের উপাসনা করার চেয়ে *উপাসনাকেই* উপাসনা করার" জন্য প্রলুব্ধ হতে পারি।[13]

যতক্ষণ না আমি নিজেকে ঈশ্বরের সমাদরে হারিয়ে ফেলছি, ততক্ষণ পর্যন্ত উপাসনাটি প্রকৃত উপাসনা নয়। প্রকৃত উপাসনায় আমি উপাসনা করার জন্য আমার প্রচেষ্টার গুণমানের চেয়ে ঈশ্বরের প্রতি বেশি মনোযোগ দিই। প্রকৃত উপাসনা আমার উপাসনার অভিজ্ঞতার গুণগত মানের উপর নয়, বরং তা ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগী।

---

[12] এর বেশিরভাগই Warren Wiersbe, *Real Worship*, (Grand Rapids: Baker Books, 2000), অধ্যায় ৫ থেকে অভিযোজিত।

[13] D.A. Carson, *Worship by the Book*, (Grand Rapids: Zondervan, 2002), 31 থেকে অভিযোজিত।

যেমন আমরা ১ নং পাঠে দেখেছি, প্রথম আজ্ঞাটি আমাদেরকে জানায় যে আমরা কার উপাসনা করি। "আমিই তোমার ঈশ্বর সেই সদাপ্রভু...। আমার সামনে তুমি অন্য কোনও দেবতা রাখবে না" (যাত্রা পুস্তক ২০:২-৩)। যেহেতু উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে তাঁর যোগ্য বা প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা, তাই উপাসনার একটি অধ্যয়ন এই প্রশ্নটির দ্বারা শুরু হওয়া উচিত যে ঈশ্বর কে বা ঈশ্বরের পরিচয় কী? প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের চারটি স্তোত্র এই প্রশ্নটির একটি আংশিক উত্তর দেয়।

আমরা সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করি (প্রকাশিত বাক্য ৪ অধ্যায়)

► জোরে জোরে প্রকাশিত বাক্য ৪ অধ্যায়টি পড়ুন। কিছুটা সময় নিয়ে এই স্বর্গীয় দৃশ্যটি কল্পনা করুন। আমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করি তাঁর বিষয়ে এই অধ্যায়টি কী বলছে?

স্বর্গের দিকে এক জানলা খুলে দিয়ে প্রকাশিত বাক্য ৪ অধ্যায় আমারা যে সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করি তাঁর একটি ঝলক দেখায়।

সৃষ্টিকর্তা সার্বভৌম।

ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর উপরে সিংহাসনে উপবিষ্ট। সিংহাসন শব্দটি এই অধ্যায়ে ১৪ বার ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু; তিনি সার্বভৌম। উপাসনাকে অতি অবশ্যই সর্বদা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে। উপাসনায় আমরা সার্বভৌম ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সমর্পণ প্রকাশ করি। তিনি একজন প্রেমময় পিতা, কিন্তু তিনি সার্বভৌম।

সৃষ্টিকর্তা পবিত্র।

সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে ঈশ্বরকে একজন পবিত্র ঈশ্বর হিসেবে দেখা গেছে।

- ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের বলেছেন, "তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি পবিত্র" (লেবীয় পুস্তক ১৯:২)।
- ঈশ্বর প্রশংসিত হয়েছেন, "তথাপি তুমিই পবিত্র; ইস্রায়েলের প্রশংসায় তুমিই অধিষ্ঠিত" (গীত ২২:৩)।
- ভাববাদী যিশাইয় দেখেছেন স্বর্গদূতেরা সিংহাসনের চারপাশে উপাসনা করছেন, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু, সমস্ত পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ" (যিশাইয় ৬:৩)।
- প্রেরিত যোহন স্বর্গ দেখেছেন, যেখানে জীবন্ত প্রাণীরা বলছেন, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন এবং যিনি আছেন এবং যিনি আসছেন" (প্রকাশিত বাক্য ৪:৮)।

আমরা এক পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা করি।

সৃষ্টিকর্তা শাশ্বত।

তিনি ছিলেন, এবং তিনি আছেন এবং তিনি আসছেন (প্রকাশিত বাক্য ৪:৮)।

দায়ূদ সৃষ্টির বিস্ময়কে ঈশ্বরের মহিমার এক জানালা হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। "আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করে; গগন তাঁর হাতের কাজ ঘোষণা করে" (গীত ১৯:১)। আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টি ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দেখিয়ে শুরু হয়েছে; বাইবেলের শেষ বইটি আমাদেরকে আবার মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সৃষ্ট সমস্ত সত্তার উপরে অনন্তকাল রাজত্ব করবেন।

এই বিষয়টির উপর জোর উপাসনার সঠিক ফোকাসকে নির্দেশ করে। সৃষ্ট আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপাসনা করি। উপাসনা যথার্থভাবে তাঁর ব্যাপারে, তা আমাদের ব্যাপারে নয়। আমরা যখন সৃষ্টিকর্তার উপাসনায় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলি, আকাশমন্ডল পুনরায় তাঁর মহিমা ঘোষণা করে।

আমরা মুক্তিদাতার উপাসনা করি (প্রকাশিত বাক্য ৫ অধ্যায়)

► জোরে জোরে প্রকাশিত বাক্য ৫ অধ্যায়টি পড়ুন। আমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করি তাঁর বিষয়ে এই রাজকীয় দৃশ্যটি কী বলছে?

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে যখন আমরা স্মরণ করি যে মহাবিশ্বের রাজা আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন তখন আমাদের কখনোই বিস্ময়ের অনুভূতি হারিয়ে ফেলা উচিত নয়। প্রকাশিত বাক্য ৫ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের মুক্তিদাতা উপাসিত হচ্ছেন। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে যিশুকে ২৮ বার "মেষশাবক" বলা হয়েছে। এটি প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে অন্যতম কেন্দ্রীয় চিত্র।

আমরা মুক্তিদাতাকে তাঁর পরিচয়ের জন্য উপাসনা করি।

তিনি হলেন যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ। তিনি হলেন দাউদ বংশের মূলস্বরূপ। তিনি হলেন সেই মেষশাবক যাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি হলেন সেই মেষশাবক যাঁর সাতটি শিং এবং সাতটি চোখ আছে (প্রকাশিত বাক্য ৫:৬), যা পরিপূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ। উপাসনায় আমরা যিশুকে তাঁর পরিচয়ের জন্য উপাসনা করি। উপাসনা হলো "খ্রিষ্টের মহিমাময় পূর্ণতাপ্রাপ্তির উৎসব" (জন পাইপার)।

আমরা মুক্তিদাতাকে তাঁর অবস্থানের জন্য উপাসনা করি।

প্রকাশিত বাক্য ৫:৬ পদে যিশু স্বর্গের আরাধনার একদম কেন্দ্রস্থলে আছেন। তিনি সিংহাসন এবং চার জীবন্ত প্রাণী এবং প্রাচীনদের মাঝখানে আছেন। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এক অপূর্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমাদের প্রবক্তা ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে বসে আছেন (ইব্রীয় ১২:২)।

আমরা মুক্তিদাতাকে তাঁর কাজের জন্য উপাসনা করি।

ঈশ্বরের যোগ্যতার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াসে কিছু শিক্ষক ভুলভাবে পরামর্শ দিয়েছেন যে আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত কেবল তাঁর পরিচয়ের জন্য; তিনি আমাদের জন্য যা করেন তার জন্য নয়। প্রকাশক যোহন দেখিয়েছেন যে স্বর্গীয় উপাসনা মেষশাবকের কাজের জন্য তাঁর উপাসনা করছে। "মেষশাবক, যিনি হত হয়েছিলেন ... যোগ্য" (প্রকাশিত বাক্য ৫:১২)।

এই প্যাটার্নটি গীতসংহিতায় দেখা গেছে। গীতসংহিতা ১৩৪ অধ্যায় আমাদেরকে প্রভুর প্রশংসা করার আদেশ দেয়। এটি কোনো কারণ প্রদান করে না; আমরা তাঁর প্রশংসা করি কারণ তিনি ঈশ্বর। এর পরে এটি গীতসংহিতা ১৩৫-১৩৬ পদে দেখা গেছে, যা ইস্রায়েলের ইতিহাসে ঈশ্বর যা করেছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা করে। ঈশ্বরের চরিত্র, সেইসাথে তাঁর পরাক্রমশালী কাজগুলিও প্রশংসার যোগ্য। ঈশ্বর কে **এবং** তিনি যা করেছেন তার জন্য আমাদের তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

আমরা রাজার উপাসনা করি (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫-১৮)

প্রকাশিত বাক্য ১১ অধ্যায় স্বর্গীয় উপাসনার আরেকটি দৃশ্য প্রদান করে। এই দৃশ্যে, প্রাচীনরা সেই রাজার উপাসনা করছেন যিনি তাঁর ন্যায্য সিংহাসন দখল করেছেন। যদিও পার্থিব রাজ্যগুলি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তবুও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাঁর কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করতে হবে। "জগতের রাজ্য পরিণত হল, আমাদের প্রভু ও তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্যে, আর তিনি যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবেন" (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫)।

এই স্তোত্রে রাজা সমগ্র পৃথিবীর উপরে তাঁর ন্যায়বিচারের জন্য প্রশংসিত হন। এই স্তোত্রটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর মহাপরাক্রম রাজত্ব করেন। যদি সমস্ত দেশ-জাতি ক্রুদ্ধ ছিল, তবুও ঈশ্বর ধার্মিকতাতেই তাদের বিচার করেছেন।

উপাসনা হলো সত্যে উপাসনা। প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরের বিস্ময়জনক বিচারকে ছোটো করে দেখে না। পুনরায়, প্রকাশিত বাক্যের উপাসনা গীতসংহিতার উপাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গীতসংহিতা ৯৬ অধ্যায় প্রভুর উদ্দেশ্যে একটি নতুন গীত। এই গীতটিতে সমস্ত দেশ-জাতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁকে সমস্ত দেবতাদের ঊর্ধ্বে ভয় করা হয়। তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে কারণ তিনি ন্যায়পরায়ণভাবে লোকেদের বিচার করবেন। সত্য উপাসনা জানে যে আমাদের ঈশ্বরকে ভয় করতে হবে; আমরা তাঁকে রাজা হিসেবে উপাসনা করি।

আমরা বিজয়ী বরের উপাসনা করি (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১-৯)

বাইবের সার্ভের একটি ক্লাসে একজন শিক্ষক প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে কতজন প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি পড়তে উপভোগ করো?" খুব কম শিক্ষার্থীই তাদের হাত তুলেছিল। যখন শিক্ষক প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন তোমরা প্রকাশিত বাক্য অপছন্দ করো?" এক শিক্ষার্থী উত্তর দিয়েছিল, "এটিভয়ের উদ্ভব ঘটায়!"

এই শিক্ষার্থীদের প্রকাশিত বাক্য ভয়ানক লাগার কারণ হলো তারা এই পুস্তকটি সেরা অংশটিই এড়িয়ে যায়। তারা সেই বিচারের উপর ফোকাস করে যা তাদের উপর নেমে আসবে যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে। সেটি অবশ্যই প্রকাশিত বাক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। কিন্তু খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য, প্রকাশিত বাক্যের প্রাথমিক বার্তাটি হলো আমাদের ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিজয়!

প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায় এই বার্তাটিকেই তুলে ধরেছে। এই অধ্যায়ে জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের হ্রদের (প্রকাশিত বাক্য ১৯:২০) এবং সেই পাখিদের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত আছে যারা রাজাদের মাংস, সৈন্যাধ্যক্ষদের মাংস, শক্তিশালী লোকেদের মাংস খায়... (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৮)। এটাই হলো তাদের পরিণতি যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যারা শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুগত্যে রাজার উপাসনা করে, তাদের জন্য প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায়টি হলো একটি আনন্দের গান। সেই মহাবেশ্যা যে তার পাপাচারে দিয়ে পৃথিবীকে কলুষিত করেছিল (প্রকাশিত বাক্য ১৯:২), সে ধ্বংস হয়েছে। বর তাঁর শত্রুদের উপর বিজয়লাভ করেছেন এবং তাঁর পবিত্র বধূকে মেষশাবকের বিবাহভোজে স্বাগত জানিয়েছেন (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৯)।

এই মহান বিজয়ের প্রত্যুত্তর হিসেবে, যোহন শুনেছিলেন "এক বিপুল জনসমষ্টির রব, প্রবহমান মহা জলস্রোত ও প্রবল বজ্রপাতের মতো ধ্বনি ... "হাল্লেলুইয়া! কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান, প্রভু ঈশ্বর, রাজত্ব করছেন। এসো আমরা উল্লসিত হই, আনন্দ করি এবং তাঁকে মহিমা প্রদান করি! কারণ মেষশাবকের বিবাহ-লগ্ন উপস্থিত এবং তাঁর কনে নিজেকে প্রস্তুত করেছে" (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৬-৭)।

উপাসনায়, আমরা বিজয়ী বরের মহিমাকীর্তন করি। আমাদের উপাসনা যিশু তাঁর নববধূর জন্য যে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তার পূর্বাভাস দেয়। উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার একটি কারণ হলো যে, উপাসনা আমাদেরকে একটি বিরোধিতামূলক জগতে

বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন করার ক্ষমতা দেয়। উপাসনায়, আমরা মনে রাখি যে "আমরা স্বর্গের নাগরিক। আমরা আগ্রহ সহকারে সেখান থেকে এক পরিত্রাতার প্রতীক্ষা করছি—অর্থাৎ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, যিনি তাঁর যে ক্ষমতাবলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ, তারই দ্বারা আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তরিত করে, তাঁর গৌরবজ্জ্বল দেহের মতো করবেন" (ফিলিপীয় ৩:২০-২১)।

প্রকাশিত বাক্য থেকে এই চারটি স্তোত্র আমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করি তাঁর একটি ঝলক দেখায়। উপাসনায়, আমরা নিজেদের উপর নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করি। উপাসনায় আমরা সৃষ্টিকর্তার সামনে নত হই; উপাসনায় আমরা মুক্তিদাতার মহিমাকীর্তন করি; উপাসনায় আমরা খ্রিষ্টকে রাজা হিসেবে উদযাপন করি; উপাসনায় আমরা বিজয়ী বরের উপস্থিতিতে অনন্তকাল প্রত্যাশা করি।

এই হলেন আমাদের উপাস্য ঈশ্বর। এর ফলে প্রশ্ন ওঠে, "কে বা কারা উপাসনা করতে পারে? যারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসে, তাদের থেকে তিনি কী চান?"

ঈশ্বর উপাসনাকারীর থেকে কী চান?

শমরীয় নারীর[14] সাথে কথোপকথনের সময়ে যিশু একটি স্মরণীয় উক্তি করেছিলেন। প্রকৃত উপাসকরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে, এই কথা বলার পর, যিশু বলেছিলেন যে পিতা এই ধরণের লোকেদের তাঁর উপাসনা করার জন্য খুঁজছেন (যোহন ৪:২৩)। ঈশ্বর এক নির্দিষ্ট ধরণের উপাসনাকারীদের খুঁজছেন, যারা আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করে। ঈশ্বর উপাসনাকারীদের অন্বেষণ করেন।

ঈশ্বর তাঁর উপাসনাকারীদের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য খোঁজেন? যে কেউ উপাসনা সভায় যোগ দিতে পারে; যে কেউ আরাধনার গান গাইতে পারে; যে কেউ প্রার্থনা করতে পারে। তবে, ঈশ্বর একজন প্রকৃত উপাসনাকারীর বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দিয়েছেন। এটি দেখার জন্য একটি জায়গা হল গীতসংহিতা ১৫ অধ্যায়।

► গীতসংহিতা ১৫ অধ্যায় পড়ুন। এটি আমাদেরকে একজন উপাসনাকারীর জীবন সম্পর্কে কী জানায়?

গীতসংহিতা ১৫ অধ্যায় হলো একটি লিটার্জি-গীত। এটি মন্দিরের প্রবেশপথে একজন পুরোহিত এবং একজন উপাসনাকারীর মধ্যে কথোপকথনের বর্ণনা দেয়। উপাসনাকারী ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করছে। উপাসনাকারীর "কে প্রবেশ করতে পারে?" প্রশ্নটির উত্তরে পুরোহিত প্রবেশ করার জন্য যে প্রয়োজনীয়তাগুলি রয়েছে তা তালিকাভুক্ত করেছেন। গীত ২৪:৩-৬ পদ এবং মীখা ৬:৬-৮ পদেও একই প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে। গীতসংহিতা ১৫ অধ্যায় তিনটি ভাগে বিভক্ত:

১। প্রশ্ন: কে উপাসনা করতে পারে?
২। উত্তর: উপাসনাকারীর একটি বর্ণনা
৩। চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ: উপাসনাকারীর প্রতি একটি প্রতিজ্ঞা

[14] এর বেশিরভাগই Ronald E. Manahan -এর লেখা 'The Worshipper's Approach to God' থেকে গৃহীত, যা Herbert Bateman সম্পাদিত *Authentic Worship* (Grand Rapids: Kregel Books, 2002)-এর অধ্যায় ২-এ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: কে উপাসনা করতে পারে? (গীত ১৫:১)

মন্দিরের প্রবেশপথে একজন উপাসনাকারী প্রশ্ন করছে, "হে সদাপ্রভু, কে তোমার পবিত্র তাঁবুতে বসবাস করবে? তোমার পুণ্য পর্বতে কে বসবাস করবে?"এই প্রশ্নগুলি উপাসনাকারীর তিনটি গুণাবলীকে নির্দেশ করে।

একজন প্রকৃত উপাসনাকারী ঈশ্বরীয় ভয় জানে।

এই গীতটি দেখায় যে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। একজন প্রকৃত উপাসনাকারী বোঝে যে ঈশ্বর পবিত্র এবং আমরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন।

সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে, ঈশ্বরের উপস্থিতির সাথে ভয়ের অনুভূতি জড়িত। লোকেদের যে পর্বত থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল, সেই সীনয় পর্বতে ঈশ্বর মোশির সাথে কথা বলেছিলেন (যাত্রা পুস্তক ১৯:৭-২৫)। রূপান্তরের পর্বতে, শিষ্যরা খুব ভয় পেয়েছিলেন (মথি ১৭:৬)।

বিশ্বাসীর জন্য, ঈশ্বরভয় কোনো ভয়ানক বিষয় নয় যা একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। পরিবর্তে, এটি হলো সেই শ্রদ্ধা যা উপাসনাকারীকে নম্রতার সাথে ঈশ্বরের কাছে যেতে উৎসাহিত করে। একজন উপাসনাকারীর অপ্রস্তুত অবস্থায় ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করা উচিত নয়।

একজন প্রকৃত উপাসনাকারী নম্রতায় উপাসনা করে।

উপাসনাকারী প্রশ্ন করেছিল, "কে তোমার পবিত্র তাঁবুতে বসবাস করবে?" প্রবাসীরা হলো অন্য দেশে বসবাসকারী বিদেশী। তারা অতিথি, যাদের সেখানে নাগরিকত্বের অধিকার নেই।

গীত ১৫ চায় যে উপাসনাকারীকে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে অতিথি। যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র এবং তাঁর গৃহ পবিত্র, তাই আমরা সেখানে থাকার যোগ্য নই। জীবনে আমাদের অবস্থান যাই হোক, আমাদের অবশ্যই নম্রতার মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে হবে। আমরা তাঁর অতিথি।

একজন প্রকৃত উপাসনাকারী ঈশ্বরের অনুগ্রহকে উদযাপন করে।

যেহেতু আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা স্বীকার করি, তাই যখন তিনি আমাদেরকে তাঁর গৃহে স্বাগত জানান, তখন আমরা তাঁর অনুগ্রহ উদযাপন করি। যে উপাসনাকারী জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমার পুণ্য পর্বতে কে বসবাস করবে?" সে আত্মবিশ্বাসের সাথে এই প্রশ্নটি করেছিল যে তাদেরকে ঈশ্বরের গৃহে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ঈশ্বর ইস্রায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন; ইহুদি উপাসনা এই অনুগ্রহপূর্ণ সম্পর্ক উদযাপন করেছিল।

গীত ১০৩ হলো উপাসনা করার জন্য একটি আমন্ত্রণ, "হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর প্রশংসা করো।" গীত ১০৩ অনুগ্রহের একটি অপূর্ব স্মরণিকা যা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।[15]

"বাবা যেমন তার সন্তানসন্ততিদের প্রতি করুণা করেন, যারা সদাপ্রভুকে সম্ভ্রম করে তিনি ততটাই তাদের প্রতি করুণা করেন; কারণ তিনি জানেন আমরা কীভাবে নির্মিত হয়েছি, তিনি স্মরণে রাখেন যে আমরা কেবল ধুলো" (গীত ১০৩:১৩-

[15] এই পর্যবেক্ষণটি Richard Averbeck, *Worshipping God in Spirit*-এর কাছ থেকে এসেছে।

১৪)। ঈশ্বর, যিনি আমাদেরকে ধূলো থেকে নির্মাণ করেছেন, তিনি অনুগ্রহপূর্ণভাবে আমাদেরকে উপাসনায় আহ্বান করেছেন! যখন আমরা উপাসনায় প্রবেশ করি, আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্মরণ করি। এটি এমন এক যা ধূলোকে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে দেয়।

প্রকৃত উপাসনায় ঈশ্বরভয়, নম্রতা, এবং অনুগ্রহকে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উপাসনার এই দিকগুলির প্রত্যেকটিই মন্দিরের উপাসনায় দেখা যেত। ইহুদি উপাসনাকারীরা মন্দিরের সাথে ভক্তি সহকারে আচরণ করত, কারণ সেটি ছিল ঈশ্বরের এক পবিত্র গৃহ।[16] ঈশ্বরের সামনে যথাযথ নম্রতা প্রদর্শনের জন্য তারা সতর্কতার সাথে উপাসনার জন্য প্রস্তুতি নিত। তারা উপাসনাও উদযাপন করত। ইহুদি উপাসনা গান, বাদ্যযন্ত্র, সমৃদ্ধ সুগন্ধি এবং এমন এক পরিবেশে পরিপূর্ণ ছিল যা তাঁর লোকেদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহকে উদযাপন করত।

আজও, আমাদের ঈশ্বরভয়ের অনুভূতি নিয়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করা উচিত। ঈশ্বরের সামনে আমাদের অযোগ্যতা স্বীকার করা উচিত। কিন্তু আমাদের উপাসনায় ঈশ্বরের অনুগ্রহকেও উদযাপন করা উচিত যা আমাদেরকে তাঁর উপস্থিতিতে স্বাগত জানায়। একটি প্রাচীন কমিউনিয়ন লিটার্জি বলে, "আমরা যোগ্য বলে আসিনি, বরং আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলেই এসেছি।" এটি এমন উপাসনা যা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে উদযাপন করে।

উত্তর: উপাসনাকারীর একটি বর্ণনা (গীত ১৫:২-৫)

"কে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তরে পুরোহিত উপাসনাকারীর বর্ণনা দিয়েছেন। উপাসনাকারী ঈশ্বরের সামনে নির্দোষভাবে গমনাগমন করে। সে অন্যদের সাথে আচরণে সতর্ক থাকে। যারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে সে প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তাদেরকে সে সম্মান করে। সে ঈশ্বরের চরিত্রের অনুকরণে তার চরিত্রকে গড়ে তুলতে চায়। যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের উপাসনা করে সে আরো বেশি করে ঈশ্বরের মতো হয়ে উঠবে।

এই উত্তরটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে উপাসনা জীবনের সমস্ত দিককে প্রভাবিত করে। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রয়োজন। দায়ূদ এমন একজন ব্যক্তিকে কল্পনাও করতে পারেননি যে বলতে পারে, "আমি ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু আমি ঈশ্বরের বিধানের বশ্যতা স্বীকার করে জীবনযাপন করি না।" শাস্ত্র কোনো ব্যক্তিকে এই কথা বলার অনুমতি দেয় না যে, "যিশু আমার ত্রাণকর্তা, কিন্তু তিনি আমার জীবনের প্রভু নন।" ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশের জন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে।

একজন প্রকৃত উপাসনাকারী ধার্মিক জীবন যাপন করে।

গীত ১৫:২ পদ উপাসনাকারীর একটি সাধারণ বর্ণনা দিয়েছে। যারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করে তাদেরকে নির্দোষভাবে চলাফেরা করতে হবে; এর অর্থ হলো সকল ক্ষেত্রে সততার জীবনযাপন করা। তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে যা সঠিক তা করে যেতে হবে। তাদেরকে হৃদয়ে (অথবা হৃদয় থেকে) সত্যি কথা বলতে হবে। এই বাক্যাংশগুলি উপাসনাকারীর চলমান জীবনকে বর্ণনা করে। সমগ্র জীবনই উপাসনা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

---

[16] যিশুর সময়কালে, এই সম্মান হারিয়ে গিয়েছিল এবং মন্দিরের প্রবেশপথটি একটি বাজারে পরিণত হয়েছিল। যিশু মন্দিরকে কলুষিত করা অর্থ-বিনিময়কারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যারা এটিকে "দস্যুদের গহ্বরে" পরিণত করেছিল (মথি ২১:১২-১৩)।

একজন প্রকৃত উপাসনাকারী তার সমাজের সাথে সঠিক সম্পর্কে জীবন যাপন করে।

ঠিক যেমন দাউদ এমন একজন ব্যক্তিকে কল্পনা করতে পারেননি যে বলে, "আমি ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু আমি ঈশ্বরের বিধান মানি না," তেমনই তিনি এমন একজন ব্যক্তিকেও কল্পনা করতে পারেননি যে বলে, "আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক, কিন্তু আমি আমার প্রতিবেশীদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে আচরণ করি না।"

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করে সে এমন একজন ব্যক্তি হবে যে সমাজের সাথে সঠিক সম্পর্কে বসবাস করে। সে:

- কুৎসা ছড়ায় না।
- তার প্রতিবেশীর কোনো ক্ষতি করে না।
- তার বন্ধুর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় না; সে পরচর্চা-পরনিন্দা করে না।
- ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যক্তিদের বিরোধিতা করে।
- ঈশ্বরকে ভয় করে এমন ব্যক্তিদের সম্মান করে।
- কথার খেলাপ করে না।
- অন্যায় ঋণ দিয়ে দরিদ্রদের শোষণ করে না।
- ঘুষ গ্রহণ করে নির্দোষদের প্রতি অন্যায় করে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের তাঁবুতে বাস করে সে ভিতর এবং বাহির উভয় দিক থেকেই একজন ধার্মিক ব্যক্তি। প্রকৃত উপাসনাকারী হলো নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি। প্রকৃত উপাসনাকারী উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানকে আনুগত্যের দৈনন্দিন জীবনের স্থান দখল করতে দেয় না।

চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ: উপাসনাকারীর প্রতি একটি প্রতিজ্ঞা (গীত ১৫:৫)

গীত ১৫ অধ্যায় উপাসনাকারীর প্রতি একটি প্রতিজ্ঞা দিয়ে শেষ হয়েছে, "যে এসব করে সে কখনোই বিচলিত হবে না" (গীত ১৫:৫)। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আদেশ মেনে জীবনযাপন করে, সে ঈশ্বরের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত। গীত ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত ধার্মিকতার বর্ণনা এবং একজন ধার্মিক ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি গীত ১ অধ্যায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

গীত ১৫ অধ্যায় দেখায় যে ঈশ্বর তাঁর উপাসনাকারীদের কাছ থেকে কী চান। গীত ১৫ অধ্যায়কে একটি আদেশ ("ঈশ্বর এটাই চান") এবং একটি প্রতিশ্রুতি ("ঈশ্বর তাদের জন্য এটিই করবেন যারা তাঁকে চায়") উভয়ভাবেই পড়া উচিত। যিশাইয় ৬ অধ্যায়ের আলোয়, আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বরই উপাসনাকারীকে বাধ্যতার জন্য শক্তিযুক্ত করেন; ঈশ্বরই অশুচি ঠোঁট পবিত্র করেন; ঈশ্বরই গীত ১৫ অধ্যায়ের দাবিগুলিকে সম্ভব করেন। প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। এটি আমাদের দুর্বল প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয়, বরং যারা তাঁর উপাসনা করতে চায় তাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। উপাসনায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ কখনোই ভুলে যাবেন না; পিতা প্রকৃত উপাসনাকারীদের খোঁজ করেন, *এবং* পিতা উপাসনা সম্ভব করে তোলেন।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি কি একজন প্রকৃত উপাসনাকারীর হৃদয় এবং হাতের অধিকারী?" একটি পরীক্ষা হিসেবে গীত ১৫ অধ্যায় পড়ুন। প্রতিটি অংশের পর প্রশ্ন করুন, "এটি কি আমার বর্ণনা দেয়? আমি কি উপাসনার জন্য প্রস্তুত?"

একটি ব্যক্তিগত প্রার্থনা হিসেবে গীত ১৫ অধ্যায়টি পুনরায় পড়ুন। "প্রভু, আমাকে নির্দোষভাবে চলার এবং যা সঠিক তা করার ক্ষমতা দাও... আমাকে পরচর্চা এবং অপবাদ এড়ানোর অনুগ্রহ দাও..." ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাটি শুনে শেষ করুন, "যে এসব করে সে কখনোই বিচলিত হবে না।"

উপাসনার বিপদ: ভণ্ডামি

যিশু এমন কিছু লোকের সাথে কথা বলেছিলেন যারা নিজেদের উপাসনার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করত। শাস্ত্রবিদ এবং ফরিশীরা উপাসনার প্রতিটি খুঁটিনাটি, বাইবেলের আদেশ এবং ইহুদি ঐতিহ্য উভয়ই পালন করতে খুব সতর্ক থাকত। যারা তাদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিটি খুঁটিনাটি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হতো, তারা দ্রুত তাদের দোষীসাব্যস্ত করত। তবে, যিশু তাদের উপাসনার নিন্দা করেছিলেন কারণ তারা ভণ্ড ছিল।

ফরিশীরা অভিযোগ করেছিল যে যিশুর শিষ্যরা হাত ধোয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি অনুসরণ করে না। যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, ভণ্ডের দল! যিশাইয় তোমাদের সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: 'এই লোকেরা তাদের ওষ্ঠাধরে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় থাকে আমার থেকে বহুদূরে। বৃথাই তারা আমার উপাসনা করে; তাদের শিক্ষামালা বিভিন্ন মানুষের শেখানো নিয়মবিধি মাত্র'" (মথি ১৫:৭-৯)। যিশাইয়র সময়কালের ভ্রান্ত উপাসকদের মতো ফরিশীদেরকেও যিশু দু'টি ব্যর্থতার কারণে ভণ্ড বলেছিলেন:

১। তাদের উপাসনা ছিল বাহ্যিক, তা হৃদয় থেকে ছিল না (মথি ১৫:৮)।
২। তাদের উপাসনা মানব ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলির উপর নয় (মথি ১৫:৯)।

আমাদেরকে অবশ্যই ভণ্ড উপাসনার বিপদ এড়ানোর জন্য সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের উপাসনা হৃদয় থেকে হতে হবে, এবং আমাদের উপাসনা অবশ্যই ঈশ্বর দ্বারা নির্দেশিত হতে হবে, কোনোমতেই সেই সমস্ত ঐতিহ্যের দ্বারা নয় যা ঈশ্বরের বাক্যের সমান মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

উপসংহার: উপাসনাকারীদের কিছু সাক্ষ্য

গীত ১৫ যদি আমরা খ্রিষ্টীয় জীবনে অনুগ্রহের ভূমিকা ছাড়াই পড়ি, তাহলে আমাদের এই ভুল ধারণাটি তৈরি হতে পারে যে আমাদেরকে অবশ্যই উপাসনা করার অধিকার অর্জন করতে হবে। তবে, গীত ১৫ দেখায় যে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেন; এটি দেখায় না যে আমরা কী করি।

কে উপাসনায় আমন্ত্রিত? উপাসনাকারীদের কিছু চমকপ্রদ সাক্ষ্য শুনুন। এগুলি দেখায় যে উপাসনা যোগ্য হওয়ার বিষয় নয়; উপাসনা হলো নম্রভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসা এবং তাঁর অনুগ্রহে রূপান্তরিত হওয়া।

একজন ফরিশী বলছে:

"আমি নিশ্চিত যে আপনি বুঝতে পারছেন যে কেন আমি যিশুর শিক্ষায় ক্ষুব্ধ। আমি একজন ভালো মানুষ। আমি আজ্ঞা লঙ্ঘন করি না। আমি উপবাস করি এবং দশমাংশ দিই। যদি কেউ ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে আমারই হওয়া উচিত! আমি ঈশ্বরের বাড়িতে আসি এটা দেখানোর জন্য যে আমি একজন ভালো মানুষ। ঈশ্বর কীভাবে আমার উপাসনা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন?"

একজন করগ্রাহী বলছে:

"সত্যি বলতে, আমিও ফরিশীর মতোই অবাক! আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি মন্দিরে প্রবেশ করতে পারব কিনা। আমি যতটা সম্ভব ভালো লোকেদের থেকে দূরে ছিলাম। আমি আশা করেছিলাম যে কেউ আমাকে লক্ষ্য করবে না। আমি ঈশ্বরের করুণা চেয়েছিলাম যদিও আমি করুণার যোগ্য নই। আমি অবাক হলাম যে আমি ধার্মিকগণিত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। উপাসনা আমার জীবন রূপান্তরিত করে দিয়েছিল।"

একজন ধনী ব্যক্তি বলছে:

"আমি মন্দিরে প্রচুর অর্থ দান করি। আমার মনে হয় যিশু আমার নৈবেদ্য দেখে মুগ্ধ হবেন। এটাই আমার উপাসনা। যখন আমি আমার নৈবেদ্য বাক্সে ফেলি, তখন সবাই জানে 'মিস্টার বড়লোক' এখানে আছেন। আমি আশা করি ঈশ্বর লক্ষ্য করেন যে আমি কতটা দান করি!"

একজন দরিদ্র বিধবা বলছে:

"আমার নৈবেদ্যটি বাক্সে রাখতে লজ্জা লাগছিল। আমার কাছে মাত্র দু'টি ছোটো ছোটো মুদ্রা ছিল। সবাই প্রচুর পরিমাণে দান করছিল; আমার কাছে প্রায় কিছুই ছিল না। কিন্তু উপাসনা হলো ঈশ্বরকে আপনার সেরাটা দেওয়ার বিষয়। এটা খুব বেশি ছিল না; কিন্তু আমি আমার যা ছিল তা দিয়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম যে কেউ আমার অতি সামান্য দানটি লক্ষ্য করবে না, কিন্তু কেউ লক্ষ্য করেছে। যিশু দেখেছিলেন আমি কী দিয়েছি! এবং তিনি বলেছিলেন যে আমি অন্য কারোর চেয়ে বেশি দিয়েছি। যিশু এই কথার দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা আমি নিশ্চিত নই, তবে আমি খুশি যে আমি আমার সেরাটা দিয়েছি!"

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► এই পাঠের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়টি আলোচনা করুন:

তুহিন বেশ কয়েক বছর ধরে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী। সে জানে যে মন্ডলীতে উপস্থিতি, বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার পক্ষে এই কার্যকলাপগুলিতে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করা কঠিন। এগুলি নিছকই ক্রিয়াকলাপের আকার ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে হয়। আপনি কীভাবে তুহিনকে তার উপাসনায় ঈশ্বরকে দেখতে সাহায্য করতে পারেন?

২ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঈশ্বরের বিকৃত চিত্র বিকৃত উপাসনার দিকেই পরিচালিত করবে।
(২) উপাসনা অবশ্যই ঈশ্বরকেন্দ্রিক হতে হবে, তা যেন উপাসনা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার গুণমানকেন্দ্রিক না হয়।
(৩) প্রকাশিত বাক্য স্বর্গীয় উপাসনার একটি ছবি প্রদান করে:

- স্বর্গীয় উপাসনা হলো সেই সৃষ্টিকর্তার উপাসনা যিনি সার্বভৌম, পবিত্র, এবং শাশ্বত।
- স্বর্গীয় উপাসনা হলো সেই মুক্তিদাতার উপাসনা।
- স্বর্গীয় উপাসনা হলো সেই রাজার উপাসনা।
- স্বর্গীয় উপাসনা হলো সেই বিজয়ী বরের উপাসনা।

(৪) গীত ১৫ হলো একটি উপাসনা গীত যা উপাসনাকারীদের জন্য ঈশ্বরের চাহিদাগুলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরে। একজন প্রকৃত উপাসনাকারী:

- ঈশ্বরীয় ভয় জানে।
- নম্রতায় উপাসনা করে।
- ঈশ্বরের অনুগ্রহ উদযাপন করে।
- একটি ধার্মিক জীবন যাপন করে।
- সমাজের সাথে সঠিক সম্পর্কে জীবন যাপন করে।
- ঈশ্বরের সুরক্ষা এবং আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) গীত ১২০-১৩৪ হলো যিরুশালেমে ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীদের জন্য রচিত গানের একটি সংগ্রহ। এই গীতগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপাসনা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। নিচের টেবিলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এই গীতগুলি পড়ুন।

গীত	প্রশ্নগুলির উত্তর দিন
১২০	মেশক এবং কেদর কোথায়? মেশক এবং কেদরে থাকা একজন তীর্থযাত্রীর জন্য যিরুশালেমে উপাসনা করা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
১২২	এই গীতটি উপাসনার প্রতি আমাদের মনোভাব সম্পর্কে কী শেখায়?
১২৩	ঈশ্বরের সাথে উপাসনাকারীর সম্পর্কের ব্যাপারে ২ পদটি কী শেখায়?
১২৪	এই গীতটি থেকে আপনি বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে প্রশংসা করা সম্পর্কে কী শিখলেন?
১২৬	কীভাবে উপাসনা বিভিন্ন দেশ-জাতির মধ্যে মিশন কাজ করার সাথে সম্পর্কিত? ২ পদটি নোট করুন।
১৩০	এই গীতটি উপাসনায় স্বীকারোক্তির ভূমিকা সম্পর্কে কী শেখায়?
১৩১	কীভাবে গীতরচয়িতা নিজেকে উপাসনার জন্য প্রস্তুত করেছেন? এই আদর্শটি অনুসরণ করার জন্য আপনি কোন কোন ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি নিতে পারেন?
১৩৩	গীত ১৩৩, যোহন ১৭:২০-২৩, এবং ইফিষীয় ৪:১-১৬ কোনো না কোনোভাবে এই সবকটিই একতার কথা বলে এবং মন্ডলীর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কীভাবে একতা উপাসনার সাথে এবং মন্ডলীর জীবনের সাথে সম্পর্কিত?
১৩৪	কীভাবে গীত ১৩৪ উপাসনা গীতের এই সিরিজের জন্য একটি যথার্থ উপসংহার?

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের উপর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

২ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) প্রকাশিত বাক্য ৪ অধ্যায়ের স্তোত্রগীতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যে তিনটে বিষয় শিখি, সেগুলি তালিকাভুক্ত করুন।

(২) প্রকাশিত বাক্য ৫ অধ্যায়ে উল্লেখিত মুক্তিদাতাকে উপাসনা করার তিনটি কারণ তালিকাভুক্ত করুন।

(৩) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রকাশিত বাক্যের প্রাথমিক বার্তাটি কী?

(৪) গীত ১৫ হলো একটি উপাসনা গীত যা তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই তিনটি অংশকে তালিকাভুক্ত করুন।

(৫) যে উপাসনাকারী উপলব্ধি করে যে সে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে একজন অতিথি, তার মনোভাব কেমন হবে?

(৬) গীত ১৫:২-৫ পদে একজন প্রকৃত উপাসকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কী কী?

(৭) ফরিশীদেরকে যিশু কেন ভণ্ড বলেছিলেন?

(৮) প্রকাশিত বাক্য ৫:৯-১৪ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ৩
পুরাতন নিয়মে উপাসনা

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) ঈশ্বরের অনুগ্রহের মর্ম উপলব্ধি করবে যা উপাসনাকে সম্ভব করে তোলে।

(২) বাধ্যতার এক হৃদয় নিয়ে উপাসনা করবে।

(৩) উপাসনায় আচার-অনুষ্ঠানের ভূমিকা জানবে।

(৪) উপাসনার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে প্রশংসা অনুশীলন করবে।

(৫) উপাসনায় ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

(৬) উপাসনায় ভারসাম্যহীনতার বিপদ এড়িয়ে চলবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

মীখা ৬:৬-৮ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

প্রতি মাসে একদল পাস্টার তাদের মন্ডলীতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য মিলিত হন। সম্প্রতি তারা উপাসনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপাসনার বিষয়ে এই পাস্টারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। যদিও তারা একই ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসী, তবুও উপাসনার ধরণ সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

রঞ্জন এমন একটি মন্ডলীর পাস্টার যারা উপাসনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি অনুসরণ করে। অভীক এমন একটি ক্রমবর্ধমান মন্ডলীতে কাজ করেন যা উপাসনায় অনেক সমসাময়িক ধারণা ব্যবহার করে। সায়ন এখনো তাঁর মন্ডলীর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ধরণের উপাসনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। এই পাস্টাররা উপাসনা সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু উপাসনার মৌলিক নীতিগুলিতে একমত হওয়ার চেষ্টায় তাঁরা মূলত হতাশ।

আজকে অভীক বলছেন, "হয়তো আমরা এটাকে ভুলভাবে দেখছি। আমরা বারবার জানতে চাইছি, 'আমরা কোন ধরণের উপাসনা উপভোগ করি? আমরা কীভাবে উপাসনা করতে চাই?' হয়তো আমাদের জানতে চাওয়া উচিত, 'ঈশ্বর আমাদের থেকে কীভাবে উপাসনা চান? *তিনি* কোন ধরণের উপাসনা উপভোগ করেন? ঈশ্বর যদি উপাসনা পরিকল্পনা করতেন, তাহলে তা কেমন হতো?' যদি আমরা জানতে পারি যে বাইবেলের উপাসনা কেমন ছিল, তাহলে এটি আমাদের আজকের উপাসনার জন্য একটি নমুনা দিতে পারে।"

► যদি ঈশ্বর উপাসনা পরিকল্পনা করতেন, তাহলে তা কেমন হতো? বাইবেলের উপাসনা সম্পর্কে আপনি ইতিমধ্যে যা জানেন তা সংক্ষেপে বলুন।

ভূমিকা: ঈশ্বর যথার্থ উপাসনা চান

২ নং পাঠে আমরা প্রকাশিত বাক্য থেকে দেখেছিলাম যে প্রকৃত উপাসনা হলো এক পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা। আমরা গীত ১৫ অধ্যায়ে দেখেছিলাম যে ঈশ্বর চান যে তাঁর উপাসনাকারীরা পবিত্র হোক। ৩ নং পাঠে আমরা জানতে চাই, "কীভাবে একজন উপাসনাকারী একজন পবিত্র ঈশ্বরের কাছে আসে?"

কিছু লোক বলে যে আমরা কীভাবে উপাসনা করি তা নিয়ে ঈশ্বর পরোয়া করেন না; তিনি কেবল দেখেন যে আমাদের হৃদয় সঠিক আছে কিনা। এটি সত্য যে উপাসনার মূলে রয়েছে হৃদয়। কিন্তু, শাস্ত্র থেকে আমাদের কাছে যথেষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে যে কীভাবে তাঁকে উপাসনা করা হয় সে সম্পর্কে ঈশ্বর অত্যন্ত যত্নশীল।

উপাসনার ধরণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ **আমাদের উপাসনা ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণার উপর প্রভাব ফেলে।** পূর্ববর্তী পাঠে আমরা দেখেছি যে ঈশ্বরের একটি বিকৃত চিত্র বিকৃত উপাসনার দিকে পরিচালিত করে। এটিও সত্য যে বিকৃত উপাসনা আমাদের ঈশ্বরের চিত্রকে বিকৃত করে। যখন ইস্রায়েলীয়রা কনানীয়রা যেভাবে তাদের দেবতাদের উপাসনা করে সেইভাবে যিহোবার উপাসনা করেছিল, তখন তারা দ্রুত বিশ্বাস করেছিল যে ঈশ্বরের প্রকৃতি কনানীয়দের দেবতাদের মতোই। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে ঈশ্বর প্রতিশোধপরায়ণ এবং অনাস্থাভাজন, ঠিক কনানীয়দের দেবতাদের মতো।[17]

উপাসনার ধরণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ **আমরা কীভাবে উপাসনা করি তা প্রায়শই আমরা কেন উপাসনা করি তা প্রতিফলিত করে।** প্রেমপূর্ণ হৃদয় ঈশ্বরকে সম্মানিত করে এমন উপাসনা করতে উল্লাসিত হয়; অনিচ্ছুক আনুগত্যের হৃদয় ঈশ্বরের পদ্ধতিতে নয়, বরং আমার পদ্ধতিতে উপাসনা করতে চায়।

অনেক কলেজের ক্লাসে রিসার্চ পেপারটি দেখতে কেমন হবে তার জন্য কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকে। তাদের জন্য একটি কভার পেজ, ফুটনোট এবং একটি নির্দিষ্ট মার্জিন প্রয়োজন। এই বিবরণগুলি পেপারটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নয়; বিষয়বস্তুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে, অনেক শিক্ষক লক্ষ্য করেছেন যে যে শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত বিষয়গুলিতে সতর্ক থাকে, তারা সাধারণত বিষয়বস্তুর বিষয়েও সতর্ক থাকে; তারা তাদের সেরাটা দিতে চায়। অন্যদিকে, যে শিক্ষার্থীরা এই প্রয়োজনীয়তাগুলি উপেক্ষা করে, সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুরও প্রতি অসাবধান থাকে। পেপারের ধরণ মূলত পেপারটির বিষয়বস্তুকে প্রতিফলিত করে। আমরা যেভাবে উপাসনা করি তা মূলত আমাদের হৃদয়ের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে। আমরা কীভাবে উপাসনা করি তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের উপাসনার কারণের সাথে সম্পর্কিত। এই কারণে, আমরা কীভাবে উপাসনা করি তা নিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করেন।

- কয়িন সদাপ্রভুর কাছে এক নৈবেদ্য এনেছিল। কয়িন ক্ষেতে কাজ করত। সে ভূমির ফসল নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সদাপ্রভুর কয়িন এবং তার নৈবেদ্যের প্রতি কোনো মনোযোগই দেননি। কয়িনের উপাসনায় ব্যর্থতা তার হৃদয়ের মনোভাব প্রকাশ করেছিল। কয়িনের নৈবেদ্য তার নিজের জন্য সুবিধাজনক ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তার উপাসনা গ্রহণ করেননি (আদি পুস্তক ৪:১-৫)।
- হারোণ যিহোবার উপাসনা করার জন্য একটি সোনার বাছুর তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আগামীকাল সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটি উৎসব হবে" (যাত্রা পুস্তক ৩২:১-৫)। সম্ভবত হারোণ নিজেকে নিশ্চিত করেছিলেন যে

[17] মীখা ৬:৬-৭ পদে ধর্মীয় নেতারা যিহোবাকে শিশুবলি দিয়ে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা মনে করেছিল যে যিহোবাও মোলকের চাহিদা মতো শিশুবলি প্রত্যাশা করেন।

তিনি এমনভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারেন যা লোকেদেরকে খুশি করবে, কিন্তু ঈশ্বর তার উপাসনা গ্রহণ করেননি।

- নাদব ও অবীহূ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে সীনয় পর্বতে দেখেছিল (যাত্রা পুস্তক ২৪:১-১১)। মোশি ছাড়া অন্য কারোর চেয়ে তারা ঈশ্বরের আরো কাছে ছিল, কিন্তু সমাগম তাঁবুতে যাজক হিসেবে তাদের সেবার প্রথম দিনেই তারা সদাপ্রভুর সামনে অননুমোদিত আগুন উৎসর্গ করেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায়, সদাভুর কাছ থেকে আগুন তাদের গ্রাস করেছিল। মোশি তাদের শোকাহত পিতাকে ঈশ্বরের বিচার ব্যাখ্যা করেছিলেন; "সদাপ্রভু এমন কথাই বলেছিলেন যখন তিনি আমাকে বলেছিলেন: " 'যারা আমার নিকটবর্তী হয়, তাদের আমি আমার পবিত্রতা দেখাব ও সব মানুষের দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত হব" (লেবীয় পুস্তক ১০:১-৭)। এই যাজকরা ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসরণ করার পরিবর্তে তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে ধূপ উৎসর্গ করেছিল। ঈশ্বর তাদের উপাসনা গ্রহণ করেননি।

> "যদি তুমি পুরাতন নিয়মের একজন যাজক হতেন, এবং আপনি এখন যেভাবে ঈশ্বরের সেবা করছেন, সেইভাবে যদি তাঁর সেবা করতেন, তাহলে প্রভুর আপনাকে হত্যা করতে কতক্ষণ সময় লাগত?"
>
> - ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe) (উপাসনার গুরুত্ব সম্পর্কে)

- উষীয় একজন মহান রাজা ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তাই করতেন। ২ বংশাবলি তাঁর রাজত্বকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে, "দূর দূর পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ যতদিন না তিনি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন, ততদিন তিনি প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন" (২ বংশাবলি ২৬:১৫)। দুঃখজনকভাবে, উষীয়ের কাহিনীর সমাপ্তি এটি ছিল না। "কিন্তু শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর উষিয়ের অহংকারই তাঁর পতনের কারণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তিনি অবিশ্বস্ত হলেন, এবং ধূপবেদিতে ধূপ পোড়ানোর জন্য তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করলেন" (২ বংশাবলি ২৬:১৬)। তিনি নিজের মতো করে ঈশ্বরের উপাসনা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন (২ বংশাবলি ২৬:১-২১)। ঈশ্বর তার উপাসনা গ্রহণ করেননি।

- নির্বাসন-পরবর্তীকালে ইহুদিরা মন্দিরে বিকৃত বলিদান নিয়ে এসেছিল। যথাযথ বলিদান আনার ব্যর্থতা তাদের হৃদয়ের বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ করেছিল। তারা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে ভালোবাসত না, তাই ঈশ্বর তাদের উপাসনা গ্রহণ করেননি (মালাখি ১:৬-১৪)।

ক কীভাবে তিনি উপাসিত হচ্ছেন ঈশ্বর সে বিষয়ে যত্নশীল। এই উদাহরণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, আমাদের নিজেদের উপর বিষয়টি ছেড়ে দিলে, আমরা এমনভাবে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারব না যা তাঁকে সম্মান করে। আমাদের কাছে যা উপযুক্ত বলে মনে হয় তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। উপাসনা করার জন্য তাঁর নির্দেশনা অবশ্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

যেহেতু উপাসনা মানে ঈশ্বরকে সম্মান প্রদান করা, তাই আমাদের উপাসনা ঈশ্বরের চরিত্রের দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে, আমাদের আকাঙ্খার দ্বারা নয়। ঈশ্বরের কাছে কোনটি সন্তোষজনক তা আমরা নিজেরা নির্ধারণ করতে পারি না; ঈশ্বরকে খুশি করে এমনভাবে উপাসনা করার পদ্ধতি শিখতে আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে হবে।

ঈশ্বরের সাথে পথ চলা: অনুগ্রহের সম্পর্ক হিসেবে উপাসনা

উপাসনার প্রথম বাইবেলভিত্তিক চিত্রটি আছে এদন উদ্যানে, "তখন সেই মানুষটি ও তাঁর স্ত্রী সেই সদাপ্রভু ঈশ্বরের হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেলেন, যিনি দিনের পড়ন্ত বেলায় বাগানে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিলেন..." (আদি পুস্তক ৩:৮)। এটি ঈশ্বরের আদর্শ উপাসনাকে তুলে ধরে: মানুষ এবং তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সহভাগিতা। পতনের আগে, মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যবর্তী বন্ধন পাপের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। এদন উদ্যানে উপাসনা ছিল সহজ সরল এবং জটিলতাহীন।

উদ্যানে আমরা দেখি যে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টির সাথে সহভাগিতা চান। পতন না হওয়া পর্যন্ত, মানুষ ঈশ্বরের সাথে সম্পূর্ণ সহভাগিতা উপভোগ করেছিল; কেবল পাপ মানুষের প্রকৃতিকে কলুষিত করার পরেই সে নিজেকে ঈশ্বরের থেকে লুকিয়েছিল।

সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়ে, "ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করলেন" কথাটি এটি দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে উপাসনা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে। হনোক ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করতেন; নোহ ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করতেন; অব্রাহামকে ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল (আদি পুস্তক ৫:২৪, আদি পুস্তক ৬:৯, আদি পুস্তক ১৭:১)। প্রতিটি উদাহরণ দেখায় এমন একজন ব্যক্তিকে দেখায় যিনি ঈশ্বরের সাথে সময় অতিবাহিত করার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। সঠিক উপাসনার ভিত্তিমূল হলো ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক।

আদি পুস্তক ৩:৮ পদ দেখায় যে উপাসনা ছিল সম্পর্কভিত্তিক। এটি এটাও দেখায় যে উপাসনা কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সম্ভব। পেগান অর্থাৎ পৌত্তলিকরা আশা করে যে মানুষ দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সঠিকভাবে উপাসনা করার একটি উপায় খুঁজে বের করবে। অপরদিকে, যিহোবা অনুগ্রহপূর্ণভাবে উপাসনা করার যথার্থ পদ্ধতিসমূহ প্রদান করেছেন। তিনটি উদাহরণ এটিকে তুলে ধরে।

ঈশ্বর আদম এবং হবা'র জন্য উপাসনা করা সম্ভব করে তুলেছিলেন

পতনের পর, ঈশ্বর আদম ও হবার কাছ থেকে উপাসনা চাওয়া বা এমনকি তা গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন না। তারা ঈশ্বরের বিধান ভেঙেছিল; তারা তাঁর সৃষ্টিকে কলুষিত করেছিল; তারা কেবল বিচারেরই যোগ্য ছিল।

আদম এবং হবা পাপ করার পরে, তারা নিজেদেরকে সদাপ্রভুর উপস্থিতি থেকে লুকিয়ে রেখেছিল (আদি পুস্তক ৩:৮)। আদম এবং হবার আর অন্য কোনো পদক্ষেপই ছিল না; তারা কেবল মৃত্যুরই প্রত্যাশা করতে পারত। কেবল যে প্রতিক্রিয়াটি তারা জানত তা ছিল বিধানদাতার কাছ থেকে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখা, কিন্তু অনুগ্রহে সদাপ্রভু আদমকে ডেকেছিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারাই উপাসনা সম্ভব হয়। আমাদের নিজেদের উপর বিষয়টি ছেড়ে দিলে, এক পবিত্র ঈশ্বরের সামনে যাওয়ার কোনো পদ্ধতি বা উপায়ই আমাদের কাছে নেই। কেবল তাঁর অনুগ্রহেই আমরা উপাসনা করার জন্য আহুত হয়েছি।

ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য উপাসনা করা সম্ভব করে তুলেছিলেন

► আদি পুস্তক ১৮:১-৮ পদ পড়ুন।

১ নং পাঠে আমরা দেখেছিলাম যে উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দগুলির মধ্যে একটি শব্দ *Shachah-র* অর্থ হলো "মাথা নত করা" বা "ভজনা করা"। এই শব্দটি আদি পুস্তক ১৮:২ পদে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। অব্রাহাম যখন তার তাঁবুর দরজায় বসে ছিলেন, তখন সদাপ্রভু এবং তাঁর দুই স্বর্গদূত আবির্ভূত হয়েছিলেন। অব্রাহাম তাঁদের সাথে দেখা করার জন্য তাঁবুর

দরজা থেকে দৌড়ে তাঁদের সামনে গিয়েছিলেন এবং মাটিতে উবুড় হয়ে নিজেকে নত করেছিলেন। অব্রাহাম নিজেকে নত করেছিলেন—তিনি উপাসনা করেছিলেন।

লক্ষ্য করুন যে এই কাহিনীটিতে ঈশ্বর উদ্যোগ নিয়েছিলেন; তিনি অব্রাহামের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ঈশ্বর উপাসনা করা সম্ভব করে তুলেছিলেন। নতুন নিয়মের মতো পুরাতন নিয়মেও, উপাসনা করা কেবল অনুগ্রহের দ্বারাই সম্ভব। পুরাতন নিয়মের বলিদানগুলি এমন একজন ক্রুদ্ধ ঈশ্বরকে তুষ্ট করার উপায় নয় যিনি সম্পর্ক চান না; সেগুলি ঈশ্বর নিজেই ঈশ্বর এবং পাপী মানুষের মধ্যে পুনর্মিলনের উপায় হিসেবে পরিকল্পনা করেছিলেন। এমনকি পুরাতন নিয়মেও, উপাসনা একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের নিজেদের মধ্যে সঠিকভাবে উপাসনা করার ক্ষমতা নেই।

ঈশ্বর যাকোবের জন্য উপাসনা করা সম্ভব করে তুলেছিলেন

► আদি পুস্তক ২৮:১০-২২ পদ পড়ুন। উপাসনায় ঈশ্বরের ভূমিকা সম্বন্ধে এই কাহিনীটি কী প্রকাশ করে?

উপাসনার অন্যতম সবচেয়ে অবাক করা বাইবেলভিত্তিক চিত্রটি আদি পুস্তক ২৮:১০-২২ পদে পাওয়া যায়। যাকোবের অতীতের কোনোকিছুই একজন উপাসনাকারীর গুণাবলীর ইঙ্গিত দেয় না। তিনি গীত ১৫ অধ্যায়ের যোগ্যতাগুলি পরিপূরণ করেন না। তিনি ঈশ্বরকে খোঁজেন নি; পরিবর্তে, তিনি সেই সমস্ত সমস্যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন যা তিনি তার নিজের প্রতারণামূলক কাজ দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন। উপাসনা নিয়ে লেখা কোনো বইই বলে না, "যারা তাদের নিজের পাপের ফলাফল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সেই প্রতারকদের কাছ গ্রহণযোগ্য উপাসনা থেকে আসে।"

কিন্তু, যাকোবের অযোগ্যতা সত্ত্বেও ঈশ্বর নিজেকে যাকোবের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। যাকোবের মতো অযোগ্য ব্যক্তির জন্যও ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপাসনা করাকে সম্ভব করে তোলে। ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe) লিখেছেন, "ঈশ্বর আমাদের উপর সদয়ভাব প্রকাশ করেন যখন আমরা এটির জন্য সবচেয়ে কম আশা করি – এমনকি এর যোগ্যও নই। **যখন উপাসনা আর কোনোমতেই একটি অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা থাকে না, তখন তা আর গৌরবের অভিজ্ঞতাও থাকে না।**"[18]

কেবলমাত্র অনুগ্রহের মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর উপস্থিতিকে আমন্ত্রণ জানান। আমাদের উপাসনা হলো তাঁর অনুগ্রহের প্রতি সাড়া দেওয়া। আমরা উপাসনায় যা কিছু করি তা তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়; কেবল তাঁর অনুগ্রহই আমাদের উপাসনা করার ক্ষমতা দেয়।

> ভ্রান্ত উপাসনায়, একজন ব্যক্তি প্রতিমার অনুগ্রহ অর্জনের জন্য একটি বেদী নির্মাণ করে (কাজ)।
>
> প্রকৃত উপাসনায়, একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের আনুকূল্য উদযাপনের জন্য একটি বেদী নির্মাণ করে (অনুগ্রহ)।

যাকোবের কাহিনীটি যিহোবার উপাসনা এবং মিথ্যা দেবতাদের উপাসনার মধ্যে একটি অন্যতম বিরাট পার্থক্যকে দেখায়। মিথ্যা দেবতাদের উপাসনাকারীরা তাদের দেবতাদের অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় বেদী নির্মাণ করেছিল। কর্মিল পর্বতে, বায়ালের ভাববাদীরা "সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বায়ালের নাম ধরে ডেকেছিল। "হে বায়ালদেব, আমাদের উত্তর দাও!" এই বলে তারা চিৎকার করছিল। কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি; কেউ উত্তর দেয়নি। তারা আবার তাদের তৈরি করা যজ্ঞবেদি ঘিরে নাচতেও লাগল" (১ রাজাবলি ১৮:২৬)।

► প্রকৃত উপাসনা এবং ভ্রান্ত উপাসনার মধ্যে বৈপরীত্যটি দেখার জন্য ১ রাজাবলি ১৮:২০-৩৯ পদ পড়ুন।

---

[18] Warren W. Wiersbe, *Real Worship*, (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 72

বায়ালের ভাববাদীরা বায়ালকে তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেছিল। এই প্যাটার্নটি মূর্তিপূজায় বারবার দেখা গেছে। বেদী এবং বলিদান হল প্রতিমার অনুগ্রহ অর্জনের একটি প্রচেষ্টা।

এর বিপরীতে, ঈশ্বর সদয়ভাবে উপাসনায় তাঁর লোকেদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে এলিয় তাঁর বেদী নির্মাণ করেছিলেন যে তিনি যে ঈশ্বরকে সেবা করেন, সেই ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেবেন।

> হে সদাপ্রভু, অব্রাহাম, ইস্হাক ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর, লোকেরা আজ জানুক যে ইস্রায়েলে তুমিই ঈশ্বর এবং আমি তোমার দাস ও আমি তোমার আদেশেই এসব কাজ করেছি। (১ রাজাবলি ১৮:৩৬)

আদি পুস্তকে পিতৃপুরুষরা ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নয় বরং ঈশ্বর যেখানে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই স্থানগুলির স্মারক হিসেবে বেদী নির্মাণ করেছিলেন। বেদীটি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করেনি; এটি তাঁর অনুগ্রহকে উদযাপন করেছিল। যাকোব আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে উপাসনা কেবল অনুগ্রহের মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের কখনোই এমন ভাবা উচিত নয় যে আমাদের উপাসনা আমাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের যোগ্য করে তোলে; আমরা অনুগ্রহের কারণে উপাসনা করি।

ঈশ্বর যখন উপাসনাকে সম্ভব করে তোলেন তখন কী ঘটে? যাকোব রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হতে ৩০ বছর লেগেছিল, কিন্তু এই রূপান্তর শুরু হয়েছিল বেথেল থেকে। উপাসনা (এমনকি যাকোবের মতো একজন ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির ত্রুটিযুক্ত উপাসনাও) আমাদের পরিবর্তন করে এবং আমাদের জন্য এমন কিছু করে যা আমরা কখনো নিজেদের জন্য করতে পারি না।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি কি উপাসনা দ্বারা রূপান্তরিত হচ্ছি, নাকি আমি এক অসার গতির মধ্যে চলছি? উপাসনায় ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের কারণে আমি শেষ কবে আমার কাজ, বিশ্বাস, বা মনোভাব পরিবর্তন করেছিলাম?"

অব্রাহাম: উপাসনার জন্য বাধ্যতা প্রয়োজন

► আদি পুস্তক ২২:১-১৯ পদ পড়ুন। এই কাহিনীটিতে উপাসনার জন্য প্রয়োজনীতাগুলি কী কী?

অব্রাহামের তার নিজেকে পুত্রের বলি ছিল সর্বোচ্চ উপাসনা। এই কাহিনীটিতে অব্রাহামের বাধ্যতার উপর যে জোরটি দেওয়া হয়েছে তা লক্ষ্য করুন। ঈশ্বর বলেছেন, "তোমার ছেলেকে ... নাও ও মোরিয়া প্রদেশে যাও। সেখানে ... তাকে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করো...।" তিনটি আদেশ। অব্রাহাম "তাঁর ছেলে ইস্হাককে সাথে নিলেন...। তিনি সেই স্থানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন, যেটির বিষয়ে ঈশ্বর তাঁকে আগেই বলে দিয়েছিলেন... পরে তিনি হাত বাড়িয়ে ছুরিটি ধরে তাঁর ছেলেকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন।" অব্রাহাম প্রতিটি আদেশ মান্য করেছেন।
অব্রাহামের ইসাহাককে বলি দিতে যাওয়া দেখায় যে প্রকৃত উপাসনায় সম্পূর্ণ বাধ্যতা প্রয়োজন। উপাসনা অনুভূতি বা আবেগের চেয়ে অনেক বেশি কিছু; উপাসনা একজন গায়কের গান শোনা বা একজন প্রচারকের প্রচার শোনার চেয়েও অনেক বেশি কিছু; উপাসনা হলো ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় সাড়া দেওয়া।

আদি পুস্তক ১৮ অধ্যায়ে অব্রাহামের কাহিনীটিতে ফিরে যান। কাহিনীটির শুরুতে আমরা উপাসনাকে অনুগত পরিষেবা হিসেবে দেখি। অব্রাহাম দেখছেন যে তিনজন অচেনা ব্যক্তি তার তাঁবুর কাছে এসেছেন। তিনি নিজেকে মাটিতে উবুড় করে নত করেছিলেন। তিনি উপাসনা করেছিলেন।

এরপর আমরা অব্রাহামকে খুব ব্যস্ততার সাথে পরিচর্যা করতে দেখি। তিনি তাদেরকে পা ধোয়ার জন্য জলের ব্যবস্থা করেছিলেন; তিনি তাঁবুতে সারাকে রুটি বানানোর জন্য তাড়া দিয়েছিলেন; তিনি খাবার তৈরি করেছিলেন এবং তাঁদের পরিবেশন করেছিলেন। একজন অপেক্ষারত দাসের অবস্থান নিয়ে তিনি তাদের কাছে গাছের তলায় তাদের খাওয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সবই হলো এটি একজন ভৃত্যের তার প্রভুর প্রতি সর্বোত্তম সেবা প্রদানের ভাষা। প্রকৃত উপাসনাকারীর স্বেচ্ছায় সেবা করার মনোভাব থাকে।

পুরাতন নিয়ম জুড়ে উপাসনায় আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। হেবলের বলিদান গ্রাহ্য হয়েছিল কারণ এটি বলিদানের জন্য ঈশ্বরের আবশ্যিকতাগুলি পূরণ করেছিল। হেবল তাঁর পালের প্রথমজাতদের এবং তাদের চর্বিযুক্ত অংশ নিয়ে এসেছিল (আদি পুস্তক ৪:৪)। হেবল বাধ্যতার সাথে তার সেরাটি নিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে, কয়িন যতটা সম্ভব সহজ উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল।

শৌলের জীবনে উপাসনার ক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। শৌল যখন অমালেকীয়দের সমস্ত পশু ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে অজুহাত দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন এই দাবি করে যে, সবচেয়ে ভালো পশুগুলি বলিদানের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। শমূয়েল উত্তর দিয়েছিলেন, "সদাপ্রভুর বাধ্য হলে তিনি যত খুশি হন, হোম ও বলি পেয়ে কি তিনি তত খুশি হন? বলি দেওয়ার থেকে বাধ্য হওয়া ভালো, মদ্দা মেষের চর্বির থেকে কথা শোনা ভালো" (১ শমূয়েল ১৫:২২)।

► ১ শমূয়েল ১৫:১-২৩ পদ পড়ুন।

ঈশ্বর এক বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হৃদয়ের উপাসনা গ্রহণ করবেন না।

প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ককে অনুপ্রাণিত করে। অব্রাহামের কাহিনীটি আবার দেখুন। আদি পুস্তক ১৮ অধ্যায় ঈশ্বরের প্রতি আব্রাহামের পরিচর্যা দিয়ে শুরু হয়েছে; অধ্যায়টি সম্পর্ক দিয়ে শেষ হয়েছে। সদাপ্রভু নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আমি যা করতে যাচ্ছি তা কি আমি অব্রাহামের কাছে লুকাব?" ঈশ্বরের অভিপ্রায় শোনার পর, অব্রাহাম সাহসের সাথে সদোমের ভাগ্য নিয়ে ঈশ্বরের সাথে আলোচনা করেছিলেন। কি হয়েছিল? ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী ঈশ্বরের একজন বন্ধুও বটে।

উপাসনার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে জানতে পারি। উপাসনায় আমরা ঈশ্বরের হৃদয়কে এতটাই বুঝতে পারি যে আমরা সাহসের সাথে চাইতে পারি। বাধ্য উপাসনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীরভাবে বৃদ্ধি পায়। গ্রহণযোগ্য উপাসনার মধ্যে বাধ্যতা (সেবা) এবং সম্পর্ক উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। উপাসনাকারী অব্রাহাম ঈশ্বরের একজন দাস এবং বন্ধু উভয়ই ছিলেন।

বর্তমানকালে বাইবেলভিত্তিক উপাসনা

আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন যে কেন কিছু লোক একটি উপাসনা সভায় যোগদান করে ও ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসে, এবং অন্যেরা সেই একই সভায় অংশগ্রহণ করে ও ঈশ্বরীয় কিছুই অনুভব করে না? কেউ কেউ দান দেয় এবং আশীর্বাদযুক্ত হয়; অন্যেরা দেয় এবং অখুশি থাকে। পার্থক্যটি হলো একটি বাধ্যতার হৃদয়।

আমাদের উপাসনা যতই সুন্দর হোক, মিউজিশিয়ানরা যতই প্রতিভাবান হোক, সারমন যতই পরাক্রমী হোক, যদি উপাসনা এক বাধ্য হৃদয় থেকে না আসে, তবে তা হলো কয়িনের উপাসনা। কয়িনের উপাসনা বলে, "আমি আমার নিজস্ব উপায়ে আমার নিজস্ব বলিদান আনতে পারি। এটি যথেষ্ট ভালো।" প্রকৃত উপাসনা একটি বাধ্য হৃদয় থেকে আসে।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি কি একজন বাধ্য উপাসনাকারী? আমার উপাসনা কি হেবলের হৃদয় থেকে আসে নাকি তা আসে কয়িনের হৃদয় থেকে?"

বলিদানসমূহ: ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে উপাসনা

পতনের আগে, ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে একটি সহজ-সাধারণ সম্পর্কে উপাসনা সাধিত হতো। পাপ মানুষের প্রকৃতিকে কলুষিত করার পর, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসার জন্য মানুষের একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল। অনুগ্রহে, ঈশ্বর বলিদানের পদ্ধতি প্রদান করেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারাই এদন উদ্যানে বলিদান প্রথা স্থাপিত হয়েছিল যখন তিনি একটি পশুকে হত্যা করেছিলেন এবং আদম ও হবার পোশাক বানানোর জন্য সেটির চামড়া ব্যবহার করেছিলেন। লেবীয় পুস্তক ইস্রায়েলের উপাসনার জন্য বলিদান ব্যবস্থা সংগঠিত করেছিল (লেবীয় পুস্তক ১-৭, ১৬)।

যাত্রা পুস্তক এবং লেবীয় পুস্তক পড়ার সময়ে, এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উপাসনার বিশদগুলি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যারা তর্ক করে যে "আমরা যতক্ষণ উপাসনা করছি, ততক্ষণ ঈশ্বর পরোয়া করেন না যে আমরা কীভাবে তা করছি," তাদেরকে যাত্রা পুস্তক এবং লেবীয় পুস্তক দেখায় যে আমরা কীভাবে উপাসনা করছি তা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ! ঈশ্বর উপাসনার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। পতনের পর, আদম এবং হবার কাছে ঈশ্বরের প্রকাশের মতোই, এটি হলো ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি চিহ্ন। যিহোবা উপাসনার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন, "এইভাবেই তোমাদেরকে আমার সামনে আসতে হবে।" এটি অনুগ্রহের একটি কাজ ছিল।

ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশের আগেই উপাসনা শুরু হয়েছিল। উপাসনার প্রস্তুতির প্রক্রিয়া ঈশ্বর এবং তাঁর গৃহের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল। আরোহণের গীতগুলি দেখায় যে যিরুশালেমের দিকে যাত্রাও ছিল উপাসনা (গীত ১২০-১৩৪)। উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানগুলি শূন্যগর্ভ ছিল না; বলিদানের প্রতিটি দিক উপাসনাকারীকে সত্য উপাসনার গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দিত।

বলিদানগুলি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বশ্যতাকে তুলে ধরেছিল

কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী পুরাতন নিয়মের বলিদান ব্যবস্থাকে ভুল বুঝেছে। তারা এমন একটি ব্যবস্থা কল্পনা করেছেন যেখানে ইস্রায়েলীয়রা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করেছিল, অর্থহীন বলিদান এনেছিল, এবং তারপর হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই অবিলম্বে একই পাপে ফিরে গিয়েছিল।

এটি সত্য যে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে এটি ঘটেছিল। প্রত্যুত্তরে, ঈশ্বর বলেছিলেন, "আমি তোমাদের ধর্মীয় উৎসবগুলি ঘৃণা করি, অগ্রাহ্য করি; তোমাদের সভাগুলি আমি সহ্য করতে পারি না। তোমরা যদিও আমার কাছে হোমবলি ও শস্য-নৈবেদ্যগুলি উপস্থিত করো, আমি সেগুলি গ্রহণ করব না" (আমোষ ৫:২১-২২)।

তবে, এটি ছিল মানুষের ব্যর্থতা, ঈশ্বরের নয়। বলিদান ব্যবস্থা তখনই ব্যর্থ হয়েছিল যখন মানুষ ঈশ্বর যা আদেশ করেছিলেন তা করে ব্যর্থ হয়েছিল। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল এমন বলিদানের জন্য যা সত্যিকারের হৃদয়ের অনুতাপকে প্রতিফলিত করে।

উৎসবের সাথে সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানগুলি ইস্রায়েলকে উপাসনার গুরুত্ব দেখিয়েছিল। প্রতিটি বিবরণ যিহোবার প্রতি ইস্রায়েলের শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল। ইস্রায়েলের উপাসনা ফাঁকা ধর্মানুষ্ঠান ছিল না; এই আচার-অনুষ্ঠানগুলি তাদের আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্যের বাস্তবতাকে নির্দেশ করে। পশুর মাথায় হাত রেখে উপাসনাকারী নিজেকে বলিদানের মৃত্যুর সাথে পরিচয়যুক্ত করত। এটি করার সময়ে সে স্বীকারোক্তি দিত, "এটি আমার হওয়া উচিত ছিল। আমার পাপ মৃত্যুর যোগ্য" (দেখুন লেবীয় পুস্তক ১:৪)।

ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে প্রকৃত উপাসনাকে সম্মানিত করেছেন

মন্দির নির্মাণের সাথে সাথে ইস্রায়েলের উপাসনা আরও সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তাঁবুর মতোই, মন্দিরের প্রতিটি বিবরণ ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েলের শ্রদ্ধাশীল আনুগত্যকে নির্দেশ করেছিল (২ বংশাবলি ১-৭)। বলিদানের সমারোহ এবং মন্দির উপাসনার আনুষ্ঠানিকতা ইস্রায়েলকে যিহোবার মহিমা এবং তাঁর কাছে যে নম্রতার সাথে আসতে হবে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

মন্দিরের উপাসনার জন্য উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানের যত্ন সহকারে পরিকল্পনা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে বাধাগ্রস্ত করেনি। ইতিহাসের সবচেয়ে সুসংগঠিত সভাগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই মন্দিরের উৎসর্গীকরণ ছিল। দায়ূদ বহু বছর আগে মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন। মন্দির সম্পূর্ণ হওয়ার পর, শলোমন ২ বংশাবলি ৫ অধ্যায়ে বর্ণিত একটি সুন্দর সভায় উৎসর্গীকরণ পরিচালনা করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞরা করতাল, বীণা এবং সুমধুর সুর বাজিয়েছিলেন। ১২০ যাজক তূরী বাজিয়েছিলেন। একটি গায়কদল প্রশংসার গান গেয়েছিল। তারা যখন গান গেয়েছিল, "সদাপ্রভুর মন্দির মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এবং সেই মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের পরিচর্যা করে উঠতে পারেননি, যেহেতু সদাপ্রভুর প্রতাপে ঈশ্বরের মন্দিরটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল" (২ বংশাবলি ৫:১৩-১৪)।

বর্তমানকালে বাইবেলভিত্তিক উপাসনা

কিছু লোক উপাসনার যেকোনো কাঠামো এবং ধরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা বিশ্বাস করে যে যেকোনো পরিকল্পিত লিটার্জি আন্তরিক উপাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে। তবে, বাইবেলের উপাসনা সুসংগঠিত ছিল।

যদি আমরা ঈশ্বরকে আমাদের সেরাটা দেওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হই, তাহলে তাঁর উপাসনা সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করার যোগ্য। আমরা আমাদের সভার সৌন্দর্য দিয়ে অন্যদেরকে অভিভূত করার জন্য সভার পরিকল্পনা করি না, বরং তার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সর্বোত্তম উপাসনার নৈবেদ্য ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসা।

বাইবেলে সতর্কভাবে পরিকল্পিত উপাসনা (যেমন মন্দিরের উৎসর্গীকরণ) এবং তুলনামূলক কম পরিকল্পিত উপাসনা (যেমন প্রথম শতাব্দীতে গৃহ মন্ডলীর সভা) উভয়ই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছিল। এছাড়া, সতর্কভাবে পরিকল্পিত উপাসনা (যেমন যিরমিয়'র সময়কালের মন্দিরের উপাসনা) এবং তুলনামূলক কম পরিকল্পিত উপাসনা (যেমন করিন্থীয় মন্ডলীর বিশৃঙ্খল উপাসনা) উভয়ই ঈশ্বরের উপস্থিতি ছাড়াই করা যেত। কাঠামোর মাত্রাটি সমস্যা নয়; সমস্যাটি হলো ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য ক্ষুধা।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "জনসমক্ষে আমার উপাসনা (সেটি যতই আনুষ্ঠানিক হোক বা অনানুষ্ঠানিক হোক) কি একটি বাধ্য হৃদয় থেকে আসে?"

গীত: প্রশংসা হিসেবে উপাসনা

গীতসংহিতা পুস্তকটি ছিল ইস্রায়েলের উপাসনার পুস্তক। এটি ছিল একটি স্তোত্রপুস্তক; এটি ছিল একটি প্রার্থনার সংগ্রহ; এটি ছিল সঠিক উপাসনার নির্দেশিকা; এটি ছিল ধার্মিক জীবনযাপনের জন্য একটি নির্দেশিকা। গীতসংহিতা পুস্তকটি ইস্রায়েলের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

উপাসনায় প্রশংসা

গীতসংহিতা পুস্তকটি দেখায় যে প্রকৃত উপাসনায় প্রশংসার উপর অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। গীত ৮৮ ছাড়া, প্রতিটি গীতেই প্রশংসার কিছু বিবৃতি রয়েছে। লেবীয় পুস্তকের আচার-অনুষ্ঠান আমাদের বাইবেলের উপাসনার গাম্ভীর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়; গীতসংহিতা আমাদেরকে বাইবেলের উপাসনার আনন্দের কথা মনে করিয়ে দেয়। গীত ১২০-১৩৪ ইহুদি তীর্থযাত্রীদের যিরুশালেমে উপাসনার জন্য ভ্রমণের আনন্দ দেখায়। প্রশংসা হলো উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু।

> "ঈশ্বরের প্রতি অবিরাম আনন্দ বজায় রাখতে ভুলবেন না।"
>
> - রিচার্ড ব্যাক্সটার (Richard Baxter)

গীতসংহিতা পুস্তকে যে প্রশংসা দেখা যায় যা প্রকৃত উপাসনার আনন্দকে প্রতিফলিত করে। প্রশংসা ঈশ্বরের মধ্যে আমাদের যে আনন্দ, সেটিকে তুলে ধরে। ঈশ্বর এবং তাঁর সমস্ত কাজ উদযাপন করা প্রকৃত উপাসনার অন্তর্ভুক্ত।

উপাসনায় বিলাপ

বিলাপের গীত বাইবেলভিত্তিক উপাসনার আরেকটি দিককে দেখায়; উপাসনা উপাসনাকারী এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ সততার সুযোগ করে দেয়। বিলাপের গীতে, গীতরচয়িতা এই জগতের অন্যায়ের প্রতি হতাশা প্রকাশ করেছেন। গীত ১০:১ পদে গীতরচয়িতা জিজ্ঞাসা করেছেন, "হে সদাপ্রভু, কেন তুমি দূরে আছ? সংকটকালে কেন তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখো?" কেন ঈশ্বর অন্যায়কারীদের বিদ্রোহ ও অহংকারে কাজ করার অনুমতি দেন? যেহেতু উপাসনা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল, উপাসনাকারী সততার সাথে এবং খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারে।

গীত ১০ অধ্যায় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের একটি ঘোষণা দিয়ে শেষ হয়েছে।

> সদাপ্রভু নিত্যকালের রাজা; অধার্মিক জাতিরা তাঁর দেশ থেকে বিনষ্ট হবে। হে সদাপ্রভু, তুমি পীড়িতদের মনোবাসনার কথা শোনো; তুমি তাদের উৎসাহিত করো এবং তাদের কাতর প্রার্থনা শোনো। তুমি অনাথ ও পীড়িতদের প্রতি ন্যায়বিচার করবে, যেন সামান্য মানুষ আর কোনোদিন আঘাত না করতে পারে। (গীত ১০:১৬-১৮)

এই ঘোষণাটি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। দুষ্টেরা অবিচার করেই চললেও, গীতরচয়িতা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন যে ঈশ্বর যা সঠিক তা-ই করবেন।

ইয়োবের পুস্তকেও আমরা একই সততা দেখি। এই ধরণের সততা ঈশ্বরের সাথে এক নিবিড় সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। এটিই হলো প্রকৃত উপাসনা, সেই উপাসনা যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য।

বর্তমানকালে বাইবেলভিত্তিক উপাসনা

গীতগুলি দুই ধরণের প্রশংসাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমাদের মন্ডলীর সঙ্গীতে উভয়ই থাকা উচিত।

	ঘোষণামূলক প্রশংসা	বর্ণনামূলক প্রশংসা
সংজ্ঞা	প্রশংসা অথবা প্রশংসা করার আদেশ যা নির্দিষ্ট নয়	ঈশ্বরের চরিত্র এবং পরাক্রমশালী কাজের জন্য নির্দিষ্ট প্রশংসা
উদাহরণমূলক বাক্য	"সদাপ্রভুর প্রশংসা করো। সদাপ্রভুর উদ্দেশে নতুন গান গাও, তাঁর বিশ্বস্ত ভক্তজনের সমাবেশে তাঁর প্রশংসা করো" (গীত ১৪৯:১)।	"তিনিই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু; তাঁর বিচার সমগ্র পৃথিবীতে বিরাজমান" (গীত ১০৫:৭)।
এই ধরণের প্রশংসার উপকারিতা	উপাসনাকারীকে ঈশ্বরের সমাদর করতে আমন্ত্রণ জানায়	ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে উপাসনাকারীকে গভীর সত্য শেখায়
যে ধরণের গানে মূলত পাওয়া যায়	কোরাস বা সম্মিলিত গান	স্তোত্রগীত
গীতসংহিতা থেকে উদাহরণ	এই গীতগুলি নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই প্রশংসার আদেশ দেয়: গীত ১৪৮-১৫০	এই গীতগুলি প্রশংসার নির্দিষ্ট কারণ বর্ণনা করে: গীত ১৯, ১০৫, এবং ১৩৬

► উপরে তালিকাভুক্ত ছয়টি গীতের প্রত্যেকটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। প্রতিটিতে যে প্রশংসার ধরণ দেখা যাচ্ছে তা তুলনা করুন।

► আপনার নিজের ভাষার স্তোত্র এবং সমবেত গানের বা সঙ্গীতের সংগ্রহ দেখুন। প্রতিটি ধরণের প্রশংসার ২-৩টি উদাহরণ খুঁজে বের করুন।

মিলিয়ে দেখুন

গীতরচয়িতার প্রশংসা ঈশ্বরের প্রতি তার আনন্দকে প্রকাশ করে। নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি কি সত্যিই ঈশ্বরে আনন্দ করি?"

ভাববাদীগণ: ঘোষণা হিসেবে প্রশংসা

বলিদানের বিধান, সমাগম তাঁবু এবং মন্দির মূলত উপাসনায় ধর্মানুষ্ঠানের মূল্য দেখায়। তবে, ভাববাদীরা দেখিয়েছেন যে হৃদয়ের উপাসনা ছাড়া আচার-অনুষ্ঠান সবই শূন্য। ইস্রায়েলের লোকেরা যখন এক বাধ্য হৃদয় ছাড়াই আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করতে শুরু করেছিল, তখন ভাববাদীরা ঈশ্বরের বিচারের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। তারা ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বর আর ধর্মত্যাগী জাতির বলিদান গ্রহণ করেন না।

ভাববাদীরা দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা করা হলো উপাসনা। আমাদের সভায়, আমাদের উপাসনাকে প্রচার থেকে আলাদা করা উচিত নয়। বাক্য ঘোষণা করা হলো সত্যে উপাসনা। প্রচার আমাদের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং আমাদের জীবনের জন্য তাঁর জ্ঞানকে নিশ্চিত করে। এটিই উপাসনা; এটি ঈশ্বরকে সম্মান করে।

ভাববাদীদের বার্তা

বাস্তবতাহীন আচার-অনুষ্ঠান উপাসনা নয়।

আমোষ ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বর ইস্রায়েলের বলিদান প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেন? কারণ উপাসনাকারীদের জীবনধারা পাপপূর্ণ ছিল (আমোষ ৫:২১-২২)। যিশাইয় ঘোষণা করেছিলেন যে ইস্রায়েলের উৎসবগুলি ঈশ্বরের কাছে ক্লান্তিকর ভার-বোঝা ছিল। কেন? কারণ তার [ইস্রায়েলের] হাত রক্তে ভরা ছিল।

উপাসনা করার আগে, উপাসনাকারীদের আদেশ দেওয়া হয়েছে: "তোমরা সেইসব ধুয়ে ফেলো ও নিজেদের শুচিশুদ্ধ করো। তোমাদের সব মন্দ কর্ম আমার দৃষ্টিপথ থেকে দূর করো! অন্যায় সব কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত হও। যা ন্যায়সংগত, তাই করতে শেখো; ন্যায়বিচার অনুধাবন করো। অত্যাচারিত লোকেদের পাশে দাঁড়াও। পিতৃহীনদের পক্ষসমর্থন করো, বিধবাদের সপক্ষে ওকালতি করো" (যিশাইয় ১:১৩-১৭)।

ঈশ্বর এমন আচার-অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হন না যা হৃদয়ের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না।

প্রকৃত উপাসনা আমাদের সর্বোত্তমটি দাবি করে।

অব্রাহাম তার পুত্রকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন; তিনি তার সর্বোত্তমটি দিয়েছিলেন। হেবল তার পালের প্রথমজাতটিকে এনেছিলেন; তিনি তার সেরাটা দিয়েছিলেন। লেবীয় পুস্তক বলিদানের জন্য সেরা পশুটি দাবি করেছিল। দায়ূদ এমন কোনো উৎসর্গ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যা তার কাছে মূল্যহীন ছিল (২ শমূয়েল ২৪:২৪)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, উপাসনার জন্য আমাদের সেরাটা প্রয়োজন।

এই বার্তা ভাববাদীদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। মালাখি বলিদানের জন্য কোনো নিকৃষ্ট প্রাণী আনার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন (মালাখি ১:৬-৮)। বিচারের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, কারণ লোকেরা ঈশ্বরের গৃহের চেয়ে তাদের নিজস্ব ঘরের অবস্থার জন্য বেশি চিন্তিত ছিল (হগয় ১:৮-১১)। প্রকৃত উপাসনা আমাদের সর্বোত্তমটি দাবি করে।

প্রকৃত উপাসনা সমগ্র জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আমোষ ইস্রায়েলের ধর্মভ্রষ্টের একটি বাস্তব প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। বলিদান আর সমাধান ছিল না; সমাধান ছিল একটি ধার্মিক জীবন। "কিন্তু ন্যায়বিচার নদীর মতো প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা কখনও শুকিয়ে না যাওয়া স্রোতের মতো হোক!" (আমোষ

৫:২৪)। ভাববাদীরা মন্দিরে উপাসনা এবং বলিদানের বিরোধী ছিলেন না।[19] তারা এমন উপাসনার বিরোধী ছিলেন যেটির সাথে ধার্মিক জীবন যুক্ত নয়।

বাইবেল জুড়ে আমরা দেখতে পাই যে প্রকৃত উপাসনা সমগ্র জীবনের সাথে জড়িত। পেন্টাটিউকে, অর্থাৎ বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকে (আদি পুস্তক থেকে দ্বিতীয় বিবরণ), উপাসনা সম্পর্কিত বিধানগুলি নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত বিধানগুলির পাশে রয়েছে; তাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। ইতিহাস-পুস্তকের বইগুলিতে (যিহোশূয় থেকে ইষ্টের), দৈনন্দিন জীবনে ইস্রায়েলের অবাধ্যতার ফলে ইস্রায়েলের উপাসনার স্থান, সেই মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। ভাববাদীরা ঘোষণা করেন যে ঈশ্বর ইস্রায়েলের উপাসনাকে তাদের অবাধ্যতার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নতুন নিয়মে, যিশু ফরিশীদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে বিশ্রামবার পালনের মতো উপাসনা অনুশীলনগুলি করুণার জীবন ছাড়া কোনো অর্থই রাখে না (মথি ১২:৭)।

ভাববাদীদের উদাহরণ: উপাসনায় প্রচার এবং ঘোষণা

ভাববাদীরা দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের বাক্যের ঘোষণা হলো উপাসনা। কল্পনা করুন যিরমিয় মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, "মন্দিরে যাও, গীত গাও এবং তোমার বলিদান উৎসর্গ করো। এটাই হবে উপাসনা। যখন তুমি শেষ করবে, তখন আমি তোমার কাছে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করব।" না! যিরমিয়'র ঘোষণা নিজেই একটি উপাসনা ছিল। যিরমিয় প্রচার করেছিলেন যে ঈশ্বর ইস্রায়েলের পাপপূর্ণ জীবনের কারণে তাদের উপাসনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটি ছিল উপাসনা। এটি একটি পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্রতাকে স্বীকৃতি দেয়; এটি ঈশ্বরের যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দেয়।

বর্তমানকালে বাইবেলভিত্তিক উপাসনা

কিছু কিছু মন্ডলী উপাসনা এবং প্রচারকে আলাদা করে। তারা ঘোষণা করে, "আমরা উপাসনা দিয়ে শুরু করব।" উপাসনা শেষ হওয়ার পর, তারা প্রচারে যায়। এর দু'টি বিপদ রয়েছে।

১। এর অর্থ হলো উপাসনা কেবল সংগীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উপাসনার এই পদ্ধতিটি কেবল আবেগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রকৃত উপাসনাকে অবশ্যই গান-বাজনার চেয়েও বেশি কিছু হতে হবে।

২। এটি প্রচারকে উপাসনা থেকে পৃথক করে। মন্ডলীর সেবায় আমরা যা কিছু করি তা উপাসনা হওয়া উচিত। সংগীত, প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ, সারমন, এমনকি নৈবেদ্যও উপাসনার অংশ।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমার প্রচার কি উপাসনার অংশ? যখন আমি প্রচার করি, তখন কি আমি ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসেবে কথা বলি, যিনি ঈশ্বরের মূল্যকে সম্মান করে?"

---

[19] কিছু পণ্ডিত বলেন যে ভাববাদীরা মন্দির ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে, অনেক ভাববাদী মন্দিরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মন্দিরে যিশাইয় সদাপ্রভুকে দেখেছিলেন। যিহিষ্কেল ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ একটি পুনরুদ্ধারকৃত মন্দিরের ভাববাণী করেছিলেন। হগয় সরুব্বাবিলকে মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। ভাববাদীরা বলিদান প্রত্যাখ্যান করেননি; তারা বলিদানের অপব্যবহার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

উপাসনার বিপদ: উপাসনায় ভারসাম্যহীনতা

(১) অতিরিক্ত অনানুষ্ঠানিক উপাসনার বিপদ

যখন আমরা ভুলে যাই যে বাইবেলের উপাসনা আত্মসমর্পণের দাবি রাখে, তখন আমরা ঈশ্বরকে একজন সাধারণ বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করতে পারি যিনি কোনো সম্মান পান না। উপাসনার প্রতি অতিরিক্ত অনানুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি এই মনোভাবকে উৎসাহিত করতে পারে। আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ঈশ্বর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একজন ঈশ্বর যিনি সম্পূর্ণ আনুগত্যের দাবি করেন। "এখন অনন্ত রাজাধিরাজ, অবিনশ্বর, অদৃশ্য, একমাত্র ঈশ্বর, তাঁরই প্রতি যুগে যুগে সম্মান ও মহিমা অর্পিত হোক। আমেন" (১ তিমথি ১:১৭)। কিছু কিছু মন্ডলী ঈশ্বরের রাজকীয়তা ভুলে যায়; উপাসনা এতটাই সাধারণ হয়ে ওঠে যে তা একজন পুরানো বন্ধুর সাথে এক কাপ চা খেয়ে সময় কাটানোর চেয়ে আর বেশি কিছু থাকে না।

(২) অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিক উপাসনার বিপদ

যখন আমরা ভুলে যাই যে বাইবেলের উপাসনা হলো এমন একজন ঈশ্বরের উপাসনা যিনি আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, তখন আমরা ঈশ্বরকে একজন দূরবর্তী দেবতা হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করতে পারি। উপাসনার প্রতি অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি এই মনোভাবকে উৎসাহিত করতে পারে। কিছু মন্ডলী বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করার সুযোগ দেয় না; সম্পূর্ণরূপে তাঁর মহিমা এবং মহত্ত্বের উপর জোর দেওয়া হয়।

উপাসনায়, আমাদের ঈশ্বরের তাঁর সৃষ্টির উপর রাজকীয় কর্তৃত্ব এবং তাঁর সন্তানদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা উভয়েরই অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার সাম্প্রতিক উপাসনা সভার কথা মনে করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, "সভার কোন অংশগুলি উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের রাজকীয়তাকে সম্মান করতে উৎসাহিত করেছিল? তারা কি আমাদের মহান ঈশ্বরের অনুভূতি নিয়ে উপাসনা সভাটি বেরিয়ে এসেছিল?" তারপর নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, "সভার কোন অংশগুলি উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব অনুভব করতে উৎসাহিত করেছিল? তারা কি এটি জেনে উপাসনা সভা থেকে বেরিয়ে এসেছিল যে ঈশ্বর তাদেরকে গভীরভাবে ভালোবাসেন?"

উপসংহার: মন্দির উৎসর্গের একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য

মন্দিরের উৎসর্গের সময় থাকতে পারলে কেমন হতো? সম্ভবত এটি এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে:

"মন্দির উদ্বোধনের সময় আমি সেখানে ছিলাম। সেই দিনটি আমি কখনো ভুলব না। আমরা বছরের পর বছর ধরে ওই সভাটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম।'

"বছরের পর বছর? হ্যাঁ, বহু বছর! রাজা দায়ূদ মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং মৃত্যুর আগে শলোমনকে সেগুলো দিয়েছিলেন। এখন মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং বহু প্রতীক্ষিত উৎসর্গীকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

"খুব সুন্দর সব ব্যবস্থা ছিল এবং একপ্রকার নাটকীয় অনুষ্ঠান ছিল। কল্পনা করুন...

- ২২,০০০ ষাঁড় এবং ১২০,০০০ মেষ বলি

- একশো জন গায়ক দায়ূদের গীত গাইছে
- করতাল, বীণা, নেবল, এবং তূরীবাদ্যের এক বিরাট সমারোহ
- যাজক এবং লেবীয়রা সর্বোত্তম সাদা মশিনার পোশাক পরেছিলেন
- সর্বকালের সবচেয়ে সুন্দর ভবন নির্মিত হয়েছিল
- উপাসনার প্রতিটি কাজের জন্য সোনা এবং রূপোর পাত্র ছিল

এটি একটি সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য আমার স্মৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার সবচেয়ে বেশি মনে আছে যে সঙ্গীতশিল্পীরা যখন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে এবং গান গাইতে শুরু করেছিলেন, 'সদাপ্রভুর প্রতাপে ঈশ্বরের মন্দিরটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।' যাজকদের তাদের কর্তব্য পালন না করতে পারা পর্যন্ত ঈশ্বরের উপস্থিতি মন্দির পূর্ণ করে রেখেছিল। ঈশ্বরের প্রতি একটি সভা ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল!

"সেই স্মরণীয় উপাসনার পর বহু বছর কেটে গেছে। আমি এমন দাবি করি না যে সেইদিন থেকে আমি যে সমস্ত উপাসনায় সভায় যোগ দিয়েছি তাতে ঈশ্বরের উপস্থিতির একই দৃশ্যমান চিহ্ন রয়েছে; সেটি ছিল একটি বিশেষ দিন। তবে, আমি যোগদান করা প্রতিটি উপাসনা সভায় আমি ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রত্যাশা করি।

"কখনো কখনো তাঁর উপস্থিতি নাটকীয়; কখনো কখনো এটি খুবই শান্ত। কখনো কখনো তাঁর উপস্থিতি গানের মধ্যে অনুভূত হয়; কখনো কখনো তিনি সারমনের মাধ্যমে কথা বলেন। কখনো কখনো আমার আবেগ স্পর্শ করে; কখনো কখনো তাঁর সত্য আমার মন এবং ইচ্ছার সাথে কথা বলে। কখনো কখনো আমি উৎসাহিত হই; কখনো কখনো আমি দোষী সাব্যস্ত হই।

"ঈশ্বর যেভাবেই উপস্থিত থাকতে চান, আমি তাঁর উপস্থিতিকে মূল্যবান বলে গণ্য করি। ঈশ্বরের দৃশ্যমান উপস্থিতির এমন নাটকীয় উদাহরণ হয়তো আর কখনো দেখতে পাব না, কিন্তু আমি যখনই উপাসনা করি, তখনই তাঁর উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারি।"

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► এই পাঠের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়টি আলোচনা করুন:

এণাক্ষী একজন আন্তরিক খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং সে তার গ্রামের উপাসনা সভায় যোগ দিতে ভালোবাসে। প্রাণবন্ত সঙ্গীত এবং সাহচর্য দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট থেকে একটি স্বাগতমূলক পরিবর্তন এনে দেয়। তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করার সময় যে অনুভূতি এবং আবেগ অনুভব করে, সে তা ভালোবাসে। তবে, এণাক্ষী রবিবার সকালের উপাসনায় যে উদ্যম দেখায়, সে তার বিবাহ এবং দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্যগুলিতে সেই একই উদ্যম দেখানো কঠিন বলে মনে করে। আপনি কীভাবে এণাক্ষীকে পরামর্শ দেবেন?

৩ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) আমরা কীভাবে উপাসনা করি তা নিয়ে ঈশ্বর পরোয়া করেন:

- আমাদের উপাসনার ধরণ ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতার উপর প্রভাব ফেলে।
- আমাদের উপাসনার ধরণ দেখায় যে আমরা কেন উপাসনা করি।

(২) উপাসনা হলো একটি সম্পর্ক - ঈশ্বরের সাথে পথচলা।

- ঈশ্বর আদম ও হবার জন্য উপাসনার মাধ্যম জুগিয়েছিলেন।
- ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য উপাসনা সম্ভব করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
- ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাকোবের জন্য উপাসনা সম্ভব করেছিল।
- যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে পথ চলি, তখন আমাদের জীবন রূপান্তরিত হয়।

(৩) আনুগত্যের মাধ্যমে উপাসনা শুরু হয়।

- উপাসনা কেবল আবেগ বা অনুভূতির চেয়েও বেশি কিছু।
- উপাসনা হল ঈশ্বরের আদেশের প্রতি একটি সক্রিয় প্রতিক্রিয়া।
- ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরো গভীর করে।

(৪) উপাসনার মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান (পুরাতন নিয়মের বলিদান) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- বলিদানগুলি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতিনিধিত্ব করত। (রোমীয় ১২:১)
- ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে প্রকৃত উপাসনাকে সম্মানিত করেছেন। (২ বংশাবলি ৫)
- জনসমক্ষের আচার-অনুষ্ঠান অবশ্যই বাধ্য হৃদয় থেকে আসতে হবে।

(৫) উপাসনার মধ্যে প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত (গীত)।

- গীতসংহিতা পুস্তকটি দেখায় যে উপাসনার মধ্যে প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত।
- গীতসংহিতা পুস্তকটি দেখায় যে উপাসনার মধ্যে বিলাপ অন্তর্ভুক্ত।

(৬) উপাসনার মধ্যে ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত (ভাববাদী পুস্তকসমূহ)।

- উপাসনা প্রশংসার চেয়েও বেশি কিছু; এটি একইসাথে সত্যের ঘোষণাও। প্রচার করা হলো উপাসনা।
- ভাববাদীরা শিখিয়েছেন যে বাস্তবতাহীন আচার-অনুষ্ঠান উপাসনা নয়।
- ভাববাদীরা শিখিয়েছেন যে প্রকৃত উপাসনা আমাদের সর্বোত্তমটি দাবি করে।
- ভাববাদীরা শিখিয়েছেন যে প্রকৃত উপাসনা সমগ্র জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) পুরাতন নিয়মে উপাসনা-র এই পাঠটি থেকে আপনি যে তিনটি নীতি শিখেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন। আপনার মন্ডলীতে উপাসনায় প্রতিটি নীতি কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তার ব্যবহারিক উপায়গুলি নিয়ে এক পাতার মধ্যে আলোচনাটি লিখুন।

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের উপর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

৩ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) এই পাঠ থেকে, বাইবেলে উপাসনার দু'টি উদাহরণ তালিকাভুক্ত করুন, যেগুলি ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

(২) "ঈশ্বরের সাথে চলাফেরা করলেন" কথাটি দেখায় যে উপাসনা ঈশ্বরের সাথে _____ অন্তর্ভুক্ত করে।

(৩) এই পাঠ থেকে, তিনজন অযোগ্য ব্যক্তির নাম লিখুন যাদের ঈশ্বর সদয়ভাবে তাঁর উপাসনা করা সম্ভব করে তুলেছিলেন।

(৪) অব্রাহামের ইসাহাককে বলি দিতে যাওয়া দেখায় যে প্রকৃত উপাসনায় সম্পূর্ণ _____ প্রয়োজন।

(৫) হেবলের উপাসনা এবং কয়িনের উপাসনার মধ্যে পার্থক্য কী ছিল?

(৬) বলিদানের জন্য পশুর মাথায় উপাসনাকারীর হাত রাখার তাৎপর্য কী ছিল?

(৭) ঘোষণামূলক প্রশংসা এবং বর্ণনামূলক প্রশংসা উভয়ের সংজ্ঞা দিন।

(৮) ভাববাদীরা দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের বার্তা _____ করা হলো উপাসনা।

(৯) উপাসনা সম্পর্কে নভাববাদীদের বার্তার তিনটি দিক তালিকাভুক্ত করুন।

(১০) উপাসনায় দু'টি বিপজ্জনক ভারসাম্যহীনতা তালিকাভুক্ত করুন।

(১১) মীখা ৬:৬-৮ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ৪
নতুন নিয়মে উপাসনা

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) যিশু কীভাবে একইসাথে আমাদের উপাসনার আদর্শ এবং উপাসনার কেন্দ্র তা বুঝতে পারবে।

(২) সুসমাচার পুস্তক (মথি, মার্ক, লুক, ও যোহন), প্রেরিত এবং প্রকাশিত বাক্য থেকে উপাসনার ভ্রান্ত ধরণগুলি চিনতে পারবে।

(৩) উপাসনা এবং সুসমাচার প্রচার দু'টির জন্যই একটি ব্যক্তিগত অঙ্গিকার করুন।

(৪) পত্রাবলী [নতুন নিয়মে প্রেরিতদের লেখা চিঠিগুলি] থেকে প্রারম্ভিক মন্ডলীর উপাসনার প্রাথমিক উপাদানগুলি জানবে।

(৫) ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ উপাসনার অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

রোমীয় ১২:১-২ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

পাস্টার রঞ্জন, অরিত্র, সায়ন, এবং অভীক পুরাতন নিয়ম থেকে উপাসনার ব্যাপারে কী শিখেছেন তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য পুনরায় মিলিত হয়েছেন।

> "খ্রিষ্টীয় মন্ডলীর সর্বোচ্চ এবং একমাত্র অপরিহার্য কাজ হলো উপাসনা। মন্ডলীর অন্যান্য সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলেও, কেবল এটিই স্বর্গে স্থায়ী হবে।"
>
> - ডব্লিউ. নিকোলস (W. Nicholls)

রঞ্জন, যিনি ঐতিহ্যবাহী উপাসনাকে বেশি গুরুত্ব দেন, বলছেন, "আমার মনে হয় পুরাতন নিয়ম প্রমাণ করে যে আমার মন্ডলী সঠিকভাবে উপাসনা করছে। মন্দিরে উপাসনা ছিল আনুষ্ঠানিক এবং সংগঠিত। আমরা সেটাই করার চেষ্টা করি।"

অরিত্র হেসে বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি ভাববাদীরা যা বলেছিলেন তা পড়েছেন? মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উপাসনার কোনো অর্থই ছিল না! ঈশ্বরকে খুশি করে এমন উপাসনা হলো হৃদয় থেকে আসা উপাসনা। আমাদের সমসাময়িক উপাসনায় আমরা এটাই করি; আমরা নতুন প্রজন্মের হৃদয় স্পর্শ করছি।"

হতাশভাবে সায়ন বললেন, "আমরা যখন উপাসনা সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন শুরু করেছিলাম তখনকার চেয়ে আমরা আর বেশি দূরে এগোইনি। ঈশ্বর কেন বলেন না, 'তোমাদের এইভাবেই আমার উপাসনা করতে হবে?'"

অভিক উত্তর দিয়েছিল, "আমরা হাল ছাড়ব না। আমরা নতুন নিয়মের খ্রিষ্টবিশ্বাসী; হয়তো নতুন নিয়ম আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবে। আসুন, নতুন নিয়মে উপাসনা অধ্যয়ন করি এবং দেখি এটি কী বলে।"

► নতুন নিয়মে উপাসনা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল? প্রারম্ভিক মন্ডলীর উপাসনা কীভাবে তাঁবু এবং মন্দিরের উপাসনা থেকে আলাদা ছিল? নতুন নিয়মের উপাসনা সম্পর্কে আপনি ইতিমধ্যে যা জানেন তা সংক্ষেপে বলুন।

সুসমাচার পুস্তকসমূহ: যিশু—আমাদের উপাসনার উদাহরণ এবং আমরা যাঁকে উপাসনা করি

নতুন নিয়মে যতবার "উপাসনা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্ধেকই চারটি সুসমাচার পুস্তকে পাওয়া যায়। সুসমাচার আমাদের দেখায় যে যিশু হলেন উপাসনার ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ। সেগুলি আমাদের এটিও দেখায় যে তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য।

তাঁর মানব জীবনে যিশু ছিলেন উপাসনার সর্বোচ্চ আদর্শ

যিশু প্রকৃত উপাসনার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। যিশু শমরীয় নারীকে বলেছিলেন যে যারা আত্মায় ও সত্যে তাঁর উপাসনা করে ঈশ্বর তাদের অন্বেষণ করছেন (যোহন ৪:২৪)। তাঁর নিজের উপাসনার অনুশীলনে (শাস্ত্র পাঠ, প্রার্থনা, সমাজভবন এবং মন্দিরে উপস্থিতি), যিশু দেখিয়েছিলেন যে প্রকৃত অর্থে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করার অর্থ কী।

যিশু উপাসনার স্থানকে ভালোবাসতেন।

লূক যিশুর উপাসনার স্থানের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন। এমনকি ছোটোবেলাতেও যিশু মন্দিরকে তাঁর পিতার গৃহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন (লূক ২:৪১-৪৯)। মন্দিরের উপাসনার শুচিতার প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি ছিল; তিনি দু'বার মন্দিরের অপব্যবহারকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।[20]

তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের প্রথম দিকে, যিশু তাঁর রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে নাসরতের সমাজভবনে যেতেন (লূক ৪:১৬)। তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের সময় যিশু প্রায়শই সমাজভবনে যেতেন।

যিশু ঈশ্বর ছাড়া কাউকে বা কোনোকিছুকে উপাসনা করা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

প্রান্তরে যিশু ভ্রান্ত উপাসনার প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

► মথি ৪:৯-১০ পদ পড়ুন।

সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে সৃষ্টির উপাসনা করার প্রলোভন সমগ্র শাস্ত্রের একটি নিরবচ্ছিন্ন বিষয়। পুরাতন নিয়মে এটি ছিল মূর্তিপূজার মূল। প্রকাশিত বাক্য ড্রাগন ও পশুর উপাসনা এবং ঈশ্বর ও মেষশাবকের উপাসনার মধ্যে পার্থক্য দেখায়। যিশু সৃষ্টির উপাসনা করতে অস্বীকার করেছিলেন।[21]

---

[20] যোহন ২:১৩-১৬ পদ প্রথম শুচিকরণের বিষয়ে বলছে। মথি ২১:১২-২৭, মার্ক ১১:১৫-১৭, এবং লূক ১৯:৪৫-৪৬ পদ তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের শেষ সপ্তাহ চলাকালীন এক দ্বিতীয় শুচিকরণের বিষয়ে বলছে।

[21] যিশু রোমীয় ১:২৫ পদে যে লোকেদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তাদের মতো ছিলেন না।

যিশু অভ্যাসগতভাবে প্রার্থনা করতেন।

যিশুর সমগ্র পরিচর্যাকালে প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুসমাচার পুস্তকগুলিতে পনেরো বার বলা হয়েছে যে যিশু প্রার্থনা করেছিলেন। এর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে, তিনি তাঁর পিতার সাথে একাকী পুরো রাত কাটিয়েছিলেন। বারোজন প্রেরিত-শিষ্যকে বেছে নেওয়ার আগে, তিনি সেই রাতটি প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন (লূক ৬:১২)। তাঁর শিষ্যদের সাথে তাঁর শেষ সময়কালে, যিশু শিষ্যদের জন্য এবং পরবর্তীতে যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭ অধ্যায়)। ক্রুশের মুখোমুখি হয়ে তিনি গেৎশিমানীতে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন (মথি ২৬:৩৬-৪২)। যিশুর উপাসনায় প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

যিশু প্রকৃত উপাসনা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

নিজের কাজের মাধ্যমে উপাসনার আদর্শ তৈরি করার পাশাপাশি, যিশু ধারাবাহিকভাবে উপাসনার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শমরীয় নারীকে সত্য উপাসনার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যিশু শিষ্যদের একটি মডেল প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন (লূক ১১:৫-৮, লূক ১৮:১-১৪)।

► লূক ১১:১-৪ পদ পড়ুন।

যিশুর মডেল প্রার্থনাটি দেখায় যে প্রার্থনা অবশ্যই উপাসনার হৃদয় থেকে আসতে হবে। প্রার্থনা শুরু হয়, "তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।" পবিত্র বলে মান্য হোক কথার অর্থ পবিত্র হিসেবে সম্মান করা। প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরকে পবিত্র বলে স্বীকার করি।

যিশু ভ্রান্ত উপাসনাকে তিরস্কার করেছিলেন।

যদি প্রকৃত উপাসনা আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা হয়, তাহলে ভ্রান্ত উপাসনা হলো এমন যেকোনো কিছু যার মধ্যে ঘাটতি আছে। যিশু প্রত্যাখান করেছিলেন:

(১) ভণ্ডামিপূর্ণ উপাসনা

পর্বতের উপরে প্রদত্ত উপদেশে, যিশু সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ভুল কারণের জন্যও সঠিক কাজ করা সম্ভব। দরিদ্রদের দান করা, প্রার্থনা, এবং উপবাস--এ সবই উপাসনার দিক। যিশু তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন যারা অন্যদেরকে খুশি করার জন্য এই কাজগুলি করে; তারা ভণ্ড (মথি ৬:১-১৮)। প্রকৃত উপাসনাকারীরা ঈশ্বরকে উপসনা প্রদান করার একটি আকাঙ্খা থেকে এই কাজগুলিই থাকে।

মথি ২৩ অধ্যায়ে, যিশু সেই ধর্মীয় নেতাদের দোষীসাব্যস্ত করেছেন যারা উপাসনা বিষয়ে সঠিক শিক্ষা দেয় কিন্তু তাদের হৃদয় ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে। যিশু বলেছিলেন যে তাদের শিক্ষা সঠিক ছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় ভুল ছিল; তারা ভণ্ড।

(২) আইনগত উপাসনা

একটি বিপদ হল ভণ্ডামিপূর্ণ উপাসনা; ঈশ্বরকে খুশি করার পরিবর্তে শ্রোতাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে উপাসনা করা। আরেকটি বিপদ হল আইনবাদ; কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করার উদ্দেশ্যে উপাসনা করা। আমরা যখন আমাদের উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করতে চাই, তখন আমরা প্রকৃত উপাসনার বাস্তবতা

হারিয়ে ফেলি। উপাসনা এমন একটি কাজে পরিণত হয় যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের প্রতি এক আনন্দপূর্ণ সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে আমরা ঈশ্বরের অনুমোদন অর্জন করি।

যিশু ইস্রায়েলের ধর্মীয় নেতাদের পরম্পরাগত প্রথাগুলি ভঙ্গ করে তাদের অসন্তুষ্ট করেছিলেন।[22] যিশু বিধান বা এমনকি বিধানের মূল চেতনা লঙ্ঘন করেননি; তিনি ফরিশীদের আইনবাদের মাধ্যমে বেড়ে ওঠা মানবিক প্রথাগুলি লঙ্ঘন করেছিলেন। ফরিশীদের কাছে এই প্রথাগুলি বিধানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে আইন পালনের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। এটি আইনবাদকে সংজ্ঞায়িত করে: প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জনের প্রচেষ্টা। যিশু আইনবাদকে যতটা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ততটাই ভণ্ডামিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

যিশু তাঁর ঈশ্বরত্বে উপাসিত হন

তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পরে, **যিশু পিতার দক্ষিণে বসে আছেন এবং ন্যায্য উপাসনা গ্রহণ করছেন** (প্রকাশিত বাক্য ৫:১২-১৪)। পৌল এই রূপান্তরের ব্যাপারে ফিলিপীয় ২ অধ্যায়ে লিখেছেন। যিশুর স্বেচ্ছায় নিজেকে অবনত করার কারণে, তিনি এখন উচ্চে স্থাপিত হয়েছেন এবং উপাসিত হচ্ছেন।

> সেই কারণে, ঈশ্বর তাঁকে সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত করলেন এবং সব নাম থেকে শ্রেষ্ঠ সেই নাম তাঁকে দান করলেন, যেন যীশুর নামে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালনিবাসী সকলে নতজানু হয় এবং পিতা ঈশ্বরের মহিমার জন্য প্রত্যেক জিভ স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু। (ফিলিপীয় ২:৯-১১)

মথি ১৮:২০ পদে যিশু সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি উপাসনার যোগ্য। ইহুদি রীতি অনুযায়ী, প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য সমাজভবনে ১০ জন পুরুষ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল। যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, "কারণ যেখানে দুই কিংবা তিনজন আমার নামে একত্র হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত।" মন্ডলীতে, **কতজন লোক উপস্থিত আছে তা নয়, বরং যিশুর উপস্থিতিই উপাসনা নির্ধারণ করে।**

যারা তাঁর অলৌকিক কাজ দেখেছিল সেই জনতার উপর তাঁর প্রভাবের মাধ্যমে, যিশু দেখিয়েছেন যে তিনি উপাসনার যোগ্য। যখন তারা তাঁর অলৌকিক কাজ দেখেছিল, **লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিল**, যা উপাসনার একটি কাজ। যারা তাঁর আরোগ্যদান দেখেছিল, তারা সকলেই অবাক হয়েছিল (মার্ক ১:২৩-২৭)।

শিষ্যদের সাথে তাঁর শেষ রাতে, যিশু নিস্তারপর্বের ভোজ খেয়েছিলেন। এই ভোজটি ইহুদি নিস্তারপর্ব ভোজের প্রথাগত প্যাটার্ন অনুসরণ করলেও যিশু এটিকে এক নতুন অর্থ দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে রুটি "হল আমার শরীর যা তোমাদের জন্য উৎসর্গীকৃত" এবং "এই পানপাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়ম" (লূক ২২:১৯-২০)।

► লূক ২২:১৩-২০ পদ পড়ুন।

তিনি তাদেরকে তাঁর স্মরণার্থে এটি করার আদেশ দিয়েছিলেন। **প্রভুর ভোজ খ্রিষ্টের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা হোল নিস্তারপর্বের যথাযথ পরিপূর্ণতা।**

---

[22] মথি ১২:১-১৪, লূক ১৩:১০-১৭, এবং যোহন ৫:৮-১৮, অন্যান্য পদে।

বর্তমানকালে বাইবেলভিত্তিক উপাসনা

যিশু ভ্রান্ত উপাসনাকে তিরস্কার করেছিলেন। প্রকৃত উপাসনা নিয়ে তাঁর নিজস্ব উদাহরণ দেখায় যে আমাদের উপাসনার অবশ্যই আন্তরিক হওয়া উচিত, তা যেন অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়। প্রকৃত উপাসনা আবশ্যিক উদ্দেশ্য হলো পিতাকে সন্তুষ্ট করা, অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করা নয়।

মন্ডলীর লিডারদের জন্য এটি একটি নিরন্তর প্রলোভন। যেহেতু প্রচার এবং উপাসনায় নেতৃত্বদান জনসমক্ষে করা হয়, ফলত আমরা উপাসনার পরিবর্তে কর্মশৈলী প্রদর্শনের জন্য প্রলুব্ধ হতে পারি। আমরা যখন ঈশ্বরকে সম্মান করার পরিবর্তে শ্রোতা বা দর্শকদের খুশি করার দিকে মনোনিবেশ করি, আমরা উপাসনার পরিবর্তে অনুষ্ঠান করি।

একজন লিডারের কাছে ভ্রান্ত উপাসনা করার প্রলোভনটি কী?

- সারমন প্রচারের জন্য এমন একটি শাস্ত্রাংশ বেছে নেওয়া যেটি আমরা জানি যে শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় হবে
- এমন একটি প্রার্থনা যা ঈশ্বরের চেয়ে শ্রোতাদের কাছে আরও বেশি কিছু জানায়
- এমনভাবে দেওয়া একটি নৈবেদ্য যা দাতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে
- এমন একটি সঙ্গীত যা ঈশ্বরের চেয়ে শিল্পীর কাছে গৌরব নিয়ে আসে

যিশুর শিক্ষা এবং উদাহরণ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত উপাসনা কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। উপাসনা তাঁর সম্পর্কে, আমাদের সম্পর্কে নয়।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমার উপাসনার নেতৃত্বদানে কে সম্মানিত হয়? আমি কি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য প্রচার করি, গান গাই, প্রার্থনা করি, এবং দান দিই, নাকি আমার নিজের গৌরবের জন্য? আমি কি প্রকৃতভাবে উপাসনা করছি?"

প্রেরিত: উপাসনা এবং সুসমাচার প্রচার

সুসমাচার প্রচারের সাথে উপাসনা নিবিড়ভাবে জড়িত। অবিশ্বাসীরা যখন সুসমাচার শোনে এবং তাতে সাড়া দেয় তখন তারা উপাসক হয়ে ওঠে। প্রেরিত পুস্তকটি উপাসনা এবং সুসমাচার প্রচারের মধ্যে যোগসূত্র দেখায়।

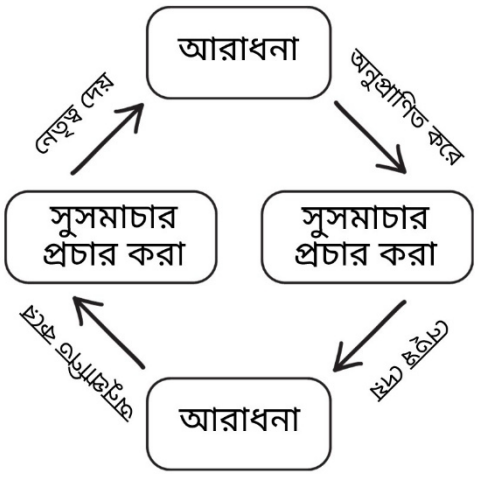

যিশাইয় ৬:৮ পদ দেখায় যে উপাসনার ফলে সুসমাচার প্রচার হয়; উপাসনার প্রতি যিশাইয়ের প্রতিক্রিয়া ছিল "এই যে আমি। আমাকে পাঠান!" যখন আমরা প্রকৃত অর্থে উপাসনা করি, তখন আমরা সুসমাচার প্রচারের প্রতি এক আবেগ অর্জন করি। উপাসনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে দেখি এবং ঈশ্বরের চোখ দিয়ে আমাদের জগতের চাহিদাগুলি দেখি। উপাসনা সুসমাচার প্রচারকদের সৃষ্টি করে।

উপাসনা মন্ডলীকে সুসমাচার প্রচারের জন্য অনুপ্রাণিত করে। মন্ডলী যখন অবিশ্বাসীদেরকে খ্রিষ্টের দিকে পরিচালিত করে, তখন নতুন বিশ্বাসীরাও উপাসনাকারী হয়ে ওঠে। এই নতুন উপাসনাকারীরা তখন সুসমাচার প্রচারের জন্য অনুপ্রাণিত হয়।

প্রেরিত পুস্তক এই প্রক্রিয়াটিকে কার্যকরভাবে দেখায়। পৌল ইফিষ নগরে প্রচার করার পর, লোকেরা ডায়ানা এবং হাতে তৈরি দেবতাদের উপাসনা থেকে সরে এসে সত্য ঈশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করেছিল (প্রেরিত ১৯:২৬-২৭)। আমরা যখন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, তখন নতুন বিশ্বাসীরা রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়; তারা উপাসনাকারী হয়ে ওঠে। সুসমাচার প্রচার উপাসনাকারীদের সৃষ্টি করে।

প্রকৃত উপাসনা সুসমাচার প্রচারকে অনুপ্রাণিত করে

প্রেরিত পুস্তকটি শুরু হয়েছে শিষ্যদের উপাসনা দিয়ে; তাঁরা একচিত্তে প্রার্থনায় নিজেদের নিবেদিত করেছিল (প্রেরিত ১:১৪)। প্রেরিত পুস্তকটি রোমে পৌলের সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। "সাহসের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতেন এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কেউ তাঁকে বাধা দিত না" (প্রেরিত ২৮:৩১)।

প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উপাসনা তাদেরকে সুসমাচার প্রচারের দিকে পরিচালিত করেছিল। পৌল এবং বার্ণবার প্রতি আহ্বান উপাসনার পরিবেশেই ঘটেছিল।

> তাঁরা যখন প্রভুর উপাসনা ও উপোস করছিলেন, পবিত্র আত্মা বললেন, "বার্ণবা ও শৌলকে আমি যে কাজের জন্য আহ্বান করেছি, সেই কাজের জন্য আমার উদ্দেশ্যে তাদের পৃথক করে দাও।' এভাবে তাঁরা উপোস ও প্রার্থনা শেষ করার পর, তাঁরা তাঁদের উপরে হাত রাখলেন ও তাঁদের বিদায় দিলেন। (প্রেরিত ১৩:২-৩)

প্রকৃত উপাসনা সুসমাচার প্রচারকে অনুপ্রাণিত করে।

কার্যকরী সুসমাচার প্রচার উপাসনাকারীদের সৃষ্টি করে

সমগ্র প্রেরিত পুস্তক জুড়ে শিষ্যরা উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। পঞ্চাশত্তমীর দিন ৩,০০০ লোক পরিত্রাণ পেয়েছিল। এই নতুন বিশ্বাসীরা উপাসনাকারী হয়ে উঠেছিল; তারা প্রেরিতদের শিক্ষা এবং সহভাগিতা, রুটি ভাঙা এবং প্রার্থনায় নিজেদের নিবেদিত করেছিল (প্রেরিত ২:৪২)।

► প্রারম্ভিক মন্ডলীতে উপাসনার একটি চিত্র বোঝার জন্য প্রেরিত ২:৪২-৪৬ পদ পড়ুন।

ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা মন্দিরে উপাসনা অব্যাহত রেখেছিল।[23] এছাড়াও, ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং রূপান্তরিত অ-ইহুদিরা উপাসনার জন্য সমাজভবনে মিলিত হত। বেশিরভাগ শহরেই পৌল সমাজভবনে তার পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন, যেখানে যিশুকে পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা হিসেবে দেখিয়েছিলেন।[24] ব্যক্তিগত বাড়িতেও উপাসনা হত। বিশ্বাসীরা সহভাগিতা এবং উপাসনার জন্য বিভিন্ন বাড়িতে যেত (প্রেরিত ২:৪৬)। পৌলের চিঠিগুলিতে ঘরে ঘরে মিলিত মন্ডলীর প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত ছিল।[25] প্রারম্ভিক মন্ডলীর সুসমাচার প্রচারক উপাসনাকারীদের একটি নতুন দল তৈরি করেছিল।

---

[23] প্রেরিত ২:৪৬, প্রেরিত ৩:১, ১১-২৬; প্রেরিত ৪:২, প্রেরিত ৫:১২, ৪২

24 প্রেরিত ১৩:১৪-১৫, প্রেরিত ১৪:১, প্রেরিত ১৭:১, ১০; প্রেরিত ১৮:৪, ১৯; প্রেরিত ১৯:৮

25 রোমীয় ১৬:৫, ১ করিন্থীয় ১৬:১৯, কলসীয় ৪:১৫, ফিলীমন ১:২

মার্স পাহাড়ে (আরেয়পাগের সভায়) সুসমাচার প্রচার

মার্স পাহাড়ে (আরেয়পাগের সভায়) পৌলের বার্তা হলো একটি অতুলনিয় লেখনী যা সুসমাচার প্রচার এবং উপাসনার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা তুলে ধরে (প্রেরিত ১৭:১৬-৩৪)। এথেন্সে পৌল এমন একটি সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়েছিলেন যা মূর্তিপূজায় পূর্ণ ছিল। পৌল মূর্তির মিথ্যা উপাসনা এবং যিহোবার সত্য উপাসনার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছিলেন।

এথেন্স নিবাসীরা খুবই ধর্মভীরু ছিল (প্রেরিত ১৭:২২)।

এথেন্সের লোকেরা উপাসনাকারী ছিল, কিন্তু তারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করত না। তাদের উপাসনা ছিল মিথ্যা। কেবল উপাসনাই যথেষ্ট নয়; উপাসনা অবশ্যই সঠিক বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হতে হবে।

এথেন্স নিবাসীরা অজ্ঞতায় উপাসনা করেছিল (প্রেরিত ১৭:২৩)।

তারা জানত না যে তারা কার উপাসনা করত। পৌল সেই প্রভুর কথা ঘোষণা করেছিলেন যাঁকে তারা খুঁজছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন যে ঈশ্বর সমস্ত জাতিকে তাঁর কাছে আসার এবং তাঁকে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই বাক্যাংশটি এমন একজনকে ইঙ্গিত করে যে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ক্ষুধা সুসমাচার প্রচারের জন্য একটি দরজা খুলে দিয়েছিল।

এথেন্স নিবাসীরা এক অযোগ্য ঈশ্বরের উপাসনা করেছিল

যিহোবার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মানুষের হাতে তাঁর সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয় এমন নয়। বরং তিনি স্বয়ং সমস্ত মানুষকে জীবন ও শ্বাস এবং সবকিছুই দান করেন (প্রেরিত ১৭:২৫)। এথেন্স নিবাসীদের উপাসনা ভ্রান্ত ছিল কারণ তাদের দেবতা অনুপযুক্ত ছিল। প্রকৃত ঈশ্বর সকলকে জীবন দেন; তাঁর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি কারণ তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য, এমন নয় যে তাঁর আমাদের উপাসনা প্রয়োজন আছে।

পৌল মূর্তির সাথে প্রকৃত ঈশ্বরের বৈপরীত্য দেখিয়েছেন।

১। **ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা।** তিনি এই পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন... তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু (প্রেরিত ১৭:২৪)। তিনি মানুষের হাতে গড়া প্রতিমার মতো নন, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কোনো বিদেশি ঈশ্বর নন (প্রেরিত ১৭:১৮); তিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা।

২। **ঈশ্বর নিকটবর্তী।** তিনি আমাদের কারোর থেকেই দূরে নন (প্রেরিত ১৭:২৭)। যদিও ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়, তবুও তিনি আমাদের জগতে প্রবেশ করেছেন এবং প্রত্যেক উপাসনাকারীর নিকটবর্তী।

৩। **যারা অনুতাপ করা প্রত্যাখ্যান করে, ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন** (প্রেরিত ১৭:৩০-৩১)। সত্যে উপাসনা উপলব্ধি করে যে ঈশ্বর হলেন একজন ধার্মিক বিচারকর্তা যিনি কোনোরকম বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করবেন না। আমাদের উপাসনায় আমরা নিজেদেরকে তাঁর সার্বভৌমত্বের কাছে সমর্পণ করি।

৪। **যিশু উপাসনার যোগ্য তা দেখানোর জন্য ঈশ্বর যিশুকে মৃত্যু থেকে উঠিয়েছিলেন** (প্রেরিত ১৭:৩১)। যিশুর স্বেচ্ছায় নিজেকে মৃত্যুর কাছে অবনত করেছিলেন; তিনি এখন পিতার দ্বারা উচ্চে স্থাপিত হয়েছেন, "যেন যীশুর নামে স্বর্গ-

> মর্ত্য-পাতালনিবাসী সকলে নতজানু হয় এবং পিতা ঈশ্বরের মহিমার জন্য প্রত্যেক জিভ স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু" (ফিলিপীয় ২:১০-১১)।

এথেন্সে পৌলের বার্তা প্রতিমার মিথ্যা উপাসনার সাথে যিহোবার সত্য উপাসনার সুসমাচারের পার্থক্যের মুখোমুখি হয়েছিল। কার্যকর সুসমাচার প্রচার উপাসনাকারীদের সৃষ্টি করে।

উপাসনার বিপদ: সুসমাচার প্রচার ছাড়া উপাসনা

বহু মন্ডলী মিশন এবং সুসমাচার প্রচার থেকে উপাসনাকে আলাদা করে দেখে। কিছু মন্ডলী বলে, "আমরা সুসমাচার প্রচারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের মূল উদ্যম হলো হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো।" এই মন্ডলীগুলি উপাসনার প্রতি খুব কম মনোযোগ দেয়। তারা নিজেদেরকে সুসমাচার প্রচারকারী মন্ডলী হিসেবে দেখে। অন্যান্য কিছু মন্ডলী বলে, "আমরা বিশ্বাস করি মন্ডলীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো উপাসনা। অন্যরা সুসমাচার প্রচার করতে পারে; আমাদের লক্ষ্য হলো উপাসনা।"

প্রেরিত পুস্তক দেখায় যে মন্ডলীকে উপাসনা **এবং** সুসমাচার প্রচার উভয়ের প্রতিই নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। প্রকৃত উপাসনা আমাদেরকে সুসমাচার প্রচারের প্রতি আবেগ দেয়। কার্যকরী সুসমাচার প্রচার নতুন উপাসনাকারীকে তৈরি করে।

আমাদের উপাসনাকে সুসমাচার প্রচার থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। যে উপাসনা সুসমাচার প্রচারকে অনুপ্রাণিত করে না তা সম্ভবত আত্মকেন্দ্রিক উপাসনায় পরিণত হতে পারে, যা মূলত আমাদের নিজস্ব অনুপ্রেরণার জন্য করা হয়। যে সুসমাচার প্রচার উপাসনার দিকে পরিচালিত করে না তা গভীরতাহীন খ্রিস্টবশ্বাসীদের তৈরি করবে, যারা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে দেখতে ব্যর্থ হবে।

বাইবেলভিত্তিক উপাসনায়, আমরা সুসমাচার প্রচারের কাজের জন্য একটি নতুন উদ্যম লাভ করি। যিশাইয়'র মতো, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একটি অভাবী জগতের দৃষ্টিভঙ্গিও থাকবে। যিশাইয়'র মতো, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের উপাসনাপূর্ণ অঙ্গীকার আমাদেরকে এই কথা বলতে পরিচালিত করবে যে, "এই যে আমি। আমাকে পাঠান!"

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমার উপাসনা কি আমাকে অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে অনুপ্রাণিত করে? আমার মধ্যে কি নতুন উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসার উদ্যম আছে?"

পত্রাবলী: প্রারম্ভিক মন্ডলীতে উপাসনা

পুরাতন নিয়মে ইহুদি উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকলেও, নতুন নিয়মে মন্ডলীতে উপাসনার জন্য খুব কম নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[26] নতুন নিয়মে উপাসনা সভার কোনো সম্পূর্ণ বিবরণ নেই, তবে পত্রগুলিতে প্রথম শতকের খ্রিষ্টীয় উপাসনার কিছু উপাদান দেখানো হয়েছে।

---

[26] এই বিষয়বস্তুর বেশিরভাগই Franklin M. Segler and Randall Bradely, *Christian Worship: Its Theology and Practice.* (Nashville: B&H Publishing, 2006), অধ্যায় ২ থেকে গৃহিত।

শাস্ত্রপাঠ

প্রথম শতকের খ্রিষ্টীয় উপাসনায় শাস্ত্রপাঠ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কলসীয় ৪:১৬ এবং ১ থিষলনীকীয় ৫:২৭ পদে পৌলের পত্রগুলিকে জনসমক্ষে পাঠ করার জন্য মন্ডলীগুলিকে নির্দেশ দেয়। ১ তিমথি ৪:১৩ পদে পৌল তিমথিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তারা যেন জনসমক্ষে শাস্ত্রপাঠের প্রতি মনোযোগ দেয়।

শাস্ত্র পাঠের গুরুত্ব কলসীয় ৩:১৬ পদে দেওয়া হয়েছে, "তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায়।" গীতরচয়িতা আশীর্বাদযুক্ত ব্যক্তিকে বর্ণনা করেছেন; সে প্রভুর বিধানে আনন্দ করে এবং ধ্যান করে (গীত ১:২)। আমাদের সম্মিলিত উপাসনা দেখায় যে আমরা শাস্ত্রকে কতটা মূল্য দিই।

ঈশ্বরের বাক্য প্রচার

শাস্ত্র পাঠের পাশাপাশি, লিডার বাক্য প্রচারের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন (২ তিমথি ৪:১-৪, তীত ২:১৫)। ইষ্রার সময় থেকে শাস্ত্রবিদরা লোকেদের জন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন। ইষ্রা এবং তার সহকর্মীরা ঈশ্বরের পুস্তক ব্যবস্থা থেকে স্পষ্টভাবে পাঠ করতেন এবং সেটির অর্থ ব্যাখ্যা করতেন যাতে লোকেরা পাঠটি বুঝতে পারে (নহিমিয় ৮:৮)। নতুন নিয়মের যুগে ইহুদি সমাজভবনগুলি এই অনুশীলন অব্যাহত রেখেছিল (প্রেরিত ১৩:১৪-১৫)। শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা হলো প্রথম শতকের খ্রিষ্টীয় প্রচারের ভিত্তি।

প্রেরিত পুস্তকে দেওয়া সারমনগুলি প্রথম শতকের খ্রিষ্টীয় প্রচারের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে।[27] এই সারমনগুলিতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- যিশু ছিলেন পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলির পরিপূর্ণতা।
- যিশু ঈশ্বরের শক্তিতে অলৌকিক কাজ করেছিলেন।
- যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তারপর মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত করা হয়েছিল।
- যিশুকে এখন উচ্চকৃত করা হয়েছে এবং প্রভু করা হয়েছে।
- যারা শুনবে তাদের সকলের অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত।

সমবেত প্রার্থনা

প্রথম শতকের খ্রিষ্টীয় উপাসনায় **সমবেত** প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল (১ তিমথি ২:১-৩)। অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে পৌলের পত্রগুলিতে অন্তর্ভুক্ত প্রার্থনাগুলি জনসভার উপাসনায় ব্যবহৃত হত। মন্ডলীর একসাথে "আমেন" বলা প্রার্থনাটির সাথে তাদের একমত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।[28]

গান গাওয়া

মন্দিরে গান গাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং প্রথম শতকের খ্রিষ্টীয় উপাসনায় এটি একটি ভূমিকা অব্যাহত রেখেছিল। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের ইহুদি উপাসনা থেকে যে গীতগুলি নিয়ে এসেছিল তার পাশাপাশি, নতুন স্তোত্রগুলি যিশুকে মশীহ

---

[27] প্রেরিত ২, ৭, ১০, ১৭ পদে প্রেরিত পুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ সামনগুলি পাওয়া যায়।

[28] ১ করিন্থীয় ১৪:১৬ এই অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে লেখা।

হিসাবে প্রশংসিত করেছিল। ইফিষীয় ৫:১৯ পদ এবং কলসীয় ৩:১৬ পদে এর ইঙ্গিত রয়েছে। বহু বাইবেল স্কলার বিশ্বাস করেন যে ফিলিপীয় ২:৫-১১ পদটি প্রথম শতকের একটি খ্রিষ্টীয় স্তোত্র ছিল। এছাড়াও, লূক ১:৪৬-৫৫ পদে মরিয়মের গান এবং লূক ২:২৯-৩২ পদে শিমিয়োনের প্রার্থনা উপাসনা সভাগুলিতে গাওয়া হয়ে থাকতে পারে।

নৈবেদ্য বা দান

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, নৈবেদ্য সম্মিলিত উপাসনার অংশ ছিল। ১ করিন্থীয় ১৬:২ পদ এবং ২ করিন্থীয় ৯:৬-১৩ পদ করিন্থের মন্ডলীকে যিরুশালেমের দুর্দশাগ্রস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য দান সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়।

বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ

বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজের অধ্যাদেশ ছিল উপাসনার অংশ। করিন্থীয়দের প্রভুর ভোজ উদযাপনের যে অপব্যবহার হয়েছিল তা সংশোধন করার জন্য পৌল লিখেছিলেন। খ্রিষ্টের বলিদানের স্মরণার্থের পরিবর্তে এটি একটি উৎসবে পরিণত হয়েছিল। পৌল প্রভুর ভোজের গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। প্রভুর ভোজ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠানকে স্মরণ করে; এটিকে হালকাভাবে দেখা উচিত নয়।[29]

উপাসনা সভার এই উপাদানগুলির ইঙ্গিতের বাইরে আমরা প্রথম শতকের খ্রিষ্টীয় উপাসনা সম্পর্কে খুব কমই জানি। পত্রগুলিতে উপাসনার জন্য, উপাসনার বিন্যাসের জন্য, প্রারম্ভিক মন্ডলীর সম্মিলিত উপাসনার অন্যান্য বিবরণের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ক্রম নির্ধারণ করা হয়নি। প্রারম্ভিক মন্ডলীতে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমির প্রতিনিধিত্ব করার কারণে, সম্ভবত সম্মিলিত উপাসনা স্থানভেদে অনেক আলাদা ছিল। ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সম্ভবত সমাজভবনে উপাসনার মতোই উপাসনার ধারা অব্যাহত রেখেছিল। অ-ইহুদি খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা ইহুদি রীতিনীতির সাথে পরিচিত ছিল না এবং হয়তো তারা ভিন্নভাবে উপাসনা করত। তবে এটি স্পষ্ট যে প্রারম্ভিক মন্ডলী শাস্ত্র এবং ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপর খুব বেশি জোর দিত।

বর্তমানকালে বাইবেলভিত্তিক উপাসনা

অনেক মন্ডলীতে প্রকাশ্যে শাস্ত্র পাঠ করা বিরল হয়ে পড়েছে। এমন কিছু ইভাঞ্জেলিক্যাল মন্ডলী দেখা অস্বাভাবিক নয় যেখানে কোনো সভা চলাকালীন শাস্ত্রের মাত্র কয়েকটি পদ পাঠ করা হয়। আমাদের উপাসনায় শাস্ত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শাস্ত্রভিত্তিক গান, বাইবেল পাঠ, অথবা সারমনে সতর্কতাসহ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে, আমাদের *পিপল অফ দ্য বুক* অর্থাৎ "পুস্তকের ব্যক্তি" হিসেবে পরিচিত হওয়া উচিত। বাইবেলকে অবশ্যই আমাদের উপাসনার একটি কেন্দ্রীয় স্থানে রাখতে হবে।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমার উপাসনায় কি সেই সমস্ত উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা প্রারম্ভিক মন্ডলীর উপাসনার অংশ ছিল?"

---

[29] মথি ২৮:১৮-২০, প্রেরিত ২:৩৮-৪১, ১ করিন্থীয় ১১:২০-৩৪

প্রকাশিত বাক্য: সমাদর হিসেবে উপাসনা

উপাসনা হলো প্রকাশিত বাক্যের বার্তার কেন্দ্রবিন্দু।

- যোহন প্রভুর দিনে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন যেদিন তিনি আলফা এবং ওমেগা'র রব শুনেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১:১০)।
- প্রকাশিত বাক্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো যারা সিংহাসনে বিরাজমান সেই যিহোবার উপাসনা করে এবং যারা সেই পশুর উপাসনা করে তাদের মধ্যে বৈপরীত্য।
- প্রকাশিত বাক্য প্রতিজ্ঞা করেছে যে ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের পরাজিত করবেন, এবং সমস্ত জাতি তাঁর সামনে আসবে এবং তাঁর উপাসনা করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৫:৪)।

উপাসনা বোঝার জন্য প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা একটি সহায়ক বিষয়। প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা দু'টি পরস্পরবিরোধী দাবির সম্মুখীন হয়েছিল। একদিকে, তারা জানত যে যিশুখ্রিষ্ট হলেন প্রভু (ফিলিপীয় ২:১১)। খ্রিষ্টে বিশ্বাস যিশুখ্রিষ্টের কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্বের প্রতি অঙ্গীকার দাবি করে। অপরদিকে, রোম সেই সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের অধীন সকলেই শপথপূর্বক ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল যে সিজারই হলেন তাদের প্রভু এবং দেবতা।

> "শেষ করো তোমার সৃষ্টি নবীন,
> পবিত্র করো, কলঙ্কহীন;
>
> দেখাও মোদের তোমার মহান ত্রাণ,
> যা তোমাতে পায় পূর্ণ প্রাণ।
>
> মহিমা হতে মহিমায় বদলে যাই,
> যতক্ষণ না স্বর্গে স্থান পাই,
>
> গাই তোমার স্তব, রাখি মুকুট চরণতলে,
> হারাই প্রেমে, বিস্ময়ে, স্তবগীতে তব তলে।"
>
> - চার্লস ওয়েসলি (Charles Wesley)

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল। রোম এবং প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল ছিল, "আমাদের উপাসনার যোগ্য কে?" এই প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত বাক্য বলছে, "যিশুই হলেন প্রভু।" এমনকি যে জগৎ তাঁর কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না, সেখানেও যিশুই হলেন প্রভু। তিনি উপাসনার যোগ্য। প্রকাশিত বাক্য প্রকৃত উপাসনার একটি ছবিকে তুলে ধরে।

স্বর্গীয় উপাসনা ব্যর্থ উপাসনার বিপরীত

প্রকাশিত বাক্য এশিয়া মাইনর (বর্তমানে টার্কি)-র সাতটি মন্ডলীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে শুরু হয়েছে। এশিয়া মাইনর ছিল সম্রাটকে উপাসনার অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র। প্রকাশিত বাক্যে বর্ণিত প্রতিটি শহরেই রাজকীয় মন্দির ছিল। সম্রাটের উপাসনা এই প্রদেশ জুড়ে প্রায় সর্বজনীন ছিল।

সাতটি মন্ডলীর প্রতি বার্তাগুলি বেশ কয়েকটি মন্ডলীর উপাসনায় ব্যর্থতাকে তুলে ধরে। সাতটি মন্ডলী ঈশ্বরের উপাসনা করলেও পাঁচটি মন্ডলীকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। তিরস্কারগুলি দেখায় যে এই মন্ডলীগুলি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপাসনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১। **প্রেমের অভাব প্রকৃত উপাসনাকে বাধা দেয়।** ইফিষীয় মন্ডলী অনেক ভালো কাজ করেছিল, কিন্তু তারা তাদের প্রথম প্রেম ভুলে গিয়েছিল। উপাসনায় শূন্যতা এমন একটি চিহ্ন হতে পারে যা দেখায় যে আমরা আমাদের উপাস্য ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হারিয়ে ফেলেছি।

২। **ভ্রান্ত শিক্ষা প্রকৃত উপাসনাকে বাধা দেয়।** পর্গাম এবং থুয়াতীরা মন্ডলী ভ্রান্ত শিক্ষা সহ্য করেছিল। এই বিপদ সেই মন্ডলীগুলিতে দেখা যায় যেখানে বাইবেলের সত্যের পরিবর্তে বিভিন্ন চিহ্নকাজ ও আশ্চর্যের স্থান রয়েছে।

৩। **মৃত কাজকর্ম প্রকৃত উপাসনাকে বাধা দেয়।** ঘুমন্ত প্রহরীরা আসন্ন শত্রুর আগমন দেখতে ব্যর্থ হওয়ায় সার্দি শহর দু'বার পরাজিত হয়েছিল।[30] যোহন সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সার্দি মন্ডলী ঘুমিয়ে ছিল, কারণ সে তার সৎকর্মের উপর আস্থা রেখেছিল। উপাসনায় ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ সার্দিকে তার অলসতা থেকে জাগিয়ে তুলবে।

৪। **উদ্যমের অভাব প্রকৃত উপাসনাকে বাধা দেয়।** লায়োদেকিয়া নাতিষীতোষ্ণ মনোভাব দেখিয়েছিল যা সমৃদ্ধির সময়ে মন্ডলী প্রায়শই দেখেছে। তাদের সম্পদ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা লায়দিকেয়াবাসীদের উদ্যমের অভাবকে উৎসাহিত করেছিল। প্রকৃত উপাসনা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপর আমাদের নির্ভরতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্বর্গীয় উপাসনা ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগী

প্রকাশিত বাক্য ৪-৫ অধ্যায় দেখায় যে স্বর্গীয় উপাসনা ঈশ্বর এবং তাঁর মহিমার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্বর্গীয় উপাসনাকারীরা অনন্তকালীন রাজা এবং উত্থিত মেষশাবকের উপাসনা করে।

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে একজন স্বর্গদূত যোহনকে বলছেন, "উপাসনায় তোমাদের আরো স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার জন্য আমরা কি এমন কিছু পরিবর্তন করতে পারি?" অবশ্যই না! উপাসনা ঈশ্বরকে নিয়ে, আমার বিষয়ে নয়। উপাসনা উপাসনাকারীকে আশীর্বাদ করে, কিন্তু এটি উপাসনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়। উপাসনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে সম্মান করা। ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে উপাসনাকারীরা ঈশ্বরের প্রশংসার স্তোত্র গায়:

> প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, মহৎ ও বিস্ময়কর তোমার কর্মসকল; যুগপর্যায়ের রাজা, ন্যায়সংগত ও সত্য তোমার যত পথ। হে প্রভু, কে না তোমাকে ভয় করবে ও তোমার নামের মহিমা করবে? কারণ কেবলমাত্র তুমিই পবিত্র। সর্বজাতি এসে তোমার সামনে উপাসনা করবে, কারণ তোমার ধর্মময় ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়েছে। (প্রকাশিত বাক্য ১৫:৩-৪)

স্বর্গীয় উপাসনা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে হয়। আদম এবং হবাকে উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় থেকেই মানুষ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মন্দের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আবারও উপাসনা অনুষ্ঠিত হবে।

> দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন। (প্রকাশিত বাক্য ২১:৩)

[30] এটি ঘটেছিল যখন খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৭ সালে সাইরাস (Cyrus) আক্রমণ করেছিল, এবং আবার যখন তৃতীয় এন্টিওকাস (Antiochus III) খ্রিষ্টপূর্ব ২১৪ সালে আক্রমণ করেছিল।

স্বর্গীয় উপাসনা প্রকৃত বাস্তবতাকে দেখায়

যোহন যখন প্রকাশিত বাক্য লিখেছিলেন তখন তিনি পাটম দ্বীপে নির্বাসিত ছিলেন। সমগ্র রোম সাম্রাজ্য জুড়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা নির্যাতন সহ্য করছিল। একটি পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভবিষ্যত ছিল অন্ধকার। তবে, প্রকাশিত বাক্য পার্থিব ঘটনাগুলিকে এক স্বর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখায়।[31]

পৃথিবীতে আমরা ইতিহাসের কেবল একটি দিক দেখি। আমরা এটি ভাবতে প্রলোভিত হই যে আমাদের চারপাশের জগতই হলো চূড়ান্ত বাস্তবতা। উপাসনা এবং স্বর্গকে বাস্তব জগতের সংগ্রাম থেকে অনেক দূরে বলে মনে হয়। প্রকাশিত বাক্য ৪, ৫, এবং ১৫ অধ্যায়ে স্বর্গীয় উপাসনার যে ঝলকগুলি দেখা যায় তা আমাদেরকে বাস্তব জগতের একটি ছবি দেখায়।

খ্রিষ্টীয় কর্মীদের জন্য, প্রকাশিত বাক্য হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণকারী যে এই জগতের কষ্টভোগ সাময়িক। উপাসনা বাস্তবতা থেকে সাপ্তাহিক পলায়ন নয়; বরং, উপাসনা ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতাকে দেখায় - এবং এটি আমাদের জগৎ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপান্তরিত করে। প্রকাশিত বাক্যে ঈশ্বর বলেছেন, "পরিস্থিতি যেমন মনে হয় তেমন নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, শয়তান জয়ী হয়নি, মন্দ জয়ী হয়নি। দরজা দিয়ে তাকাও এবং বাস্তবতার এক ঝলক দেখো। ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনে বিরাজমান।"[32]

বর্তমানকালে বাইবেলভিত্তিক উপাসনা

"তিনি পুনরুত্থিত!" "তিনি প্রভু!" এই ঘোষণাগুলিই হলো উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু। পুনরুত্থানই ছিল সেই বিষয় যা যিশুকে প্রভু হিসেবে ঘোষণা করেছিল (রোমীয় ১:৪)।

প্রারম্ভিক মন্ডলী প্রত্যেক রবিবারকে পুনরুত্থানের উদযাপন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল; প্রত্যেক রবিবারই ছিল ইস্টার। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা রবিবারে উপবাস করত না; রবিবার ছিল এক উদযাপনের দিন।

আজকের দিনে, আমাদের উপাসনাও উদযাপনের একটি সময় হওয়া উচিত। হ্যাঁ, মহীয়ান সদাপ্রভুর সান্নিধ্যে প্রবেশের সাথে এক ধরণের ভাবগাম্ভীর্য জড়িত আছে, তবে সেখানে আনন্দও জড়িত কারণ আমরা পুনরুত্থিত প্রভুকে উদযাপন করি। আমাদের উপাসনায় উদযাপনের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

উপাসনার মধ্যে রয়েছে প্রশংসার গান এবং সদস্যদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাক্ষ্য। নাইজেরিয়ার একটি মন্ডলী নৈবেদ্য প্রদানের সময়টি উদযাপন করে। নৈবেদ্য সংগ্রহের সময় সদস্যরা মন্ডলীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। এই উপাসনাকারীরা পুনরুত্থানের আনন্দ জানে। উপাসনার মধ্যে মৃত্যুর উপর খ্রিষ্টের বিজয়ের মাধ্যমে আমরা যে বিজয় অর্জন করেছি তা উদযাপনের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

মিলিয়ে দেখুন

নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমার উপাসনা কি একটি উদযাপন নাকি কেবলই একটি কর্তব্য? আমি কি উপাসনায় প্রবেশ করে আনন্দিত হই, নাকি কেবল একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমার দায়িত্ব হিসেবে আমি উপাসনায় অংশগ্রহণ করি?"

---

[31] উদাহরণস্বরূপ: ৬:১-৭:৮ পদ পৃথিবীতে; ৭:৯-৮:৬ স্বর্গে। ৮:৭-১১:১৪ পদ পৃথিবীতে; ১১:১৫-১৯ স্বর্গে।
[32] David Jeremiah, *Worship* (CA: Turning Point Outreach, 1995), 72

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

যে ঈশ্বরকে আমরা উপাসনা করি, তাঁকে নিয়ে কিছুক্ষণ ধ্যান করুন। শাস্ত্রে তাঁর ব্যাপারে কী বলা হয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করুন।

শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিভিন্ন পরিচয়[33]	
আদি পুস্তক-এ	তিনি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা
যাত্রা পুস্তক-এ	তিনি নিস্তারপর্বের মেষ
লেবীয় পুস্তক-এ	তিনিই নিখুঁত বলিদান
গণনা পুস্তক-এ	তিনি মেঘ
দ্বিতীয় বিবরণ-এ	তিনি সেই একমাত্র সত্য ভাববাদী
যিহোশূয়-তে	তিনি সদাপ্রভুর সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ
রূত-এ	তিনি সেই উদ্ধারকর্তা স্বজন
১ এবং ২ শমূয়েল-এ	তিনি ভাববাদী
বংশাবলি-তে	তিনি সেই স্বর্গীয় মন্দির
ইয়োব-এ	তিনি মধ্যস্থতাকারী
গীত-এ	তিনি মেষপালক
যিশাইয়-তে	তিনি শান্তিরাজ
যিহিষ্কেল-এ	তিনি মনুষ্যপুত্র
হোশেয়-তে	তিনি পিছিয়ে পড়া মানুষদের সুস্থতাকারী
হগয়-এ	তিনি সমস্ত দেশ/জাতির আকাঙ্খা
মালাখি-তে	তিনি ধার্মিকতার সূর্য
মথি-তে	তিনি সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ
মার্ক-এ	তিনি পরিচারক
লূক-এ	তিনি মনুষ্যপুত্র
যোহন-এ	তিনি বাক্য
রোমীয়-তে	তিনিই ধার্মিকগণিত করেন
ফিলিপীয়-তে	তিনি আমাদের আনন্দ

[33] এটি Vernon Whaley, *Called to Worship*. (Nashville: Thomas Nelson, 2009), 331-333 থেকে গৃহিত।

কলসীয়-তে	তিনি ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা
ইব্রীয়-তে	তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাযাজক
১ এবং ২ পিতর-এ	তিনি পালের প্রধান মেষপালক
প্রকাশিত বাক্য-এ	তিনিই সেই মেষশাবক যাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, রাজাদের রাজা, এবং প্রভুদের প্রভু!

উপসংহার: প্রেরিত যোহনের সাক্ষ্য

"আমার নাম যোহন। আমার জীবন উপাসনার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। নাসরতের যিশুর সাথে আমার প্রথম দেখা হওয়ার পর থেকেই আমি একজন উপাসনাকারী।

"রূপান্তরের পর্বতে আমি ছিলাম। আমরা স্বর্গ থেকে এক রব শুনেছিলাম, আমরা তাঁর মহিমা দেখেছিলাম এবং আমরা উবুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, এবং আমরা ভয় পেয়েছিলাম (মথি ১৭:৬)। আমরা যথাযথভাবে উপাসনা করতে পারিনি। দুঃখভোগের সপ্তাহ চলাকালীন আমাদের কাজকর্ম দেখিয়েছিল যে আমরা পর্বতে যা দেখেছিলাম তা বুঝতে পারিনি।

"আমি গালীলের সেই পর্বতে ছিলাম যেখানে যিশু পুনরুত্থানের পর আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমরা উপাসনা করেছিলাম, যদিও কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল (মথি ২৮:১৭)। আমরা যথাযথভাবে উপাসনা করতে পারিনি। আমরা জানতাম যে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, কিন্তু আমরা এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারিনি।।

"আমি সেই উপরতলার ঘরে ছিলাম যেখানে আমরা সমবেতভাবে নিজেদেরকে প্রার্থনায় নিয়োজিত করেছিলাম (প্রেরিত ১:১৪)। যখন আমরা উপাসনা করছিলাম, পবিত্র আত্মা আমাদের উপর নেমে এসেছিলেন। উপাসনা সুসমাচার প্রচারের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল; আমরা যিরুশালেম, যিহুদিয়া এবং শমরিয়া এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সুসমাচার নিয়ে গিয়েছিলাম।

"পাটম দ্বীপে নির্বাসনকালে, প্রভুর দিনে আমি যখন পবিত্র আত্মায় আবিষ্ট ছিলাম, তখন আমার পিছনে তূরীধ্বনির মতো এক উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম। এটি ছিল সেই আলফা এবং ওমেগা, সেই প্রথম ও শেষের কণ্ঠস্বর (প্রকাশিত বাক্য ১:১০-১১)।

"আমি সেখানে ছিলাম যখন ঈশ্বর স্বর্গের এক দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং আমাকে ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে হওয়া উপাসনা দেখার অনুমতি দিয়েছিলেন।

"আমি সেই নতুন যিরুশালেমে চিরকাল বাস করব যা স্বর্গ থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে (প্রকাশিত বাক্য ২১:২)। সেই শহরে, আমাদের উপাসনা অবশেষে নিখুঁত হবে কারণ আমরা তাঁর মুখ দেখব, যাঁকে আমরা উপাসনা করি। স্বর্গে, 'মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন।' (প্রকাশিত বাক্য ২১:৩)।

"আমি যোহন। এবং আমি অনন্তকাল আমার ঈশ্বর এবং মুক্তিদাতার উপাসনায় অতিবাহিত করব!

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

এটি পাঠটি শেষ করার আগে কিছুক্ষণ উপাসনা করুন। প্রকাশিত বাক্য ৪, ৫, এবং ১৫ বা গীত ১৯ অধ্যায়ের গীতগুলি পড়ুন। একটি গান করুন যা ঈশ্বরের প্রশংসা করে। একটি সমাদরের প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর আপনাকে যা বলছেন তা শুনুন। প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য কিছুটা সময় নিন।

গ্রুপে আলোচনার জন্য

► এই পাঠের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়টি আলোচনা করুন:

কিংশুক একটি মন্ডলীতে পাস্টার হিসেবে নিযুক্ত যেটি সুসমাচার প্রচারের কাজে উদ্যমী। প্রতি মাসেই নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তিরা বাপ্তাইজিত হয়। মন্ডলীটিতে এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময়।

তবে, কিংশুক উদ্বিগ্ন যে মন্ডলী প্রকৃতভাবে উপাসনা করছে না। অধিকাংশ প্রচার অবিশ্বাসী এবং নতুন রূপান্তরিতদের জন্য করা হয়। নতুন লোকেরা গানগুলি জানে না বলে অপূর্ব স্তোত্রগুলি ব্যবহার করা কঠিন। কিংশুক ভীত যে তাঁর মন্ডলী হয়তো আকারে বড়ো হবে কিন্তু আত্মিক গভীরতায় অগভীর হবে। তিনি উপাসনার উপর আরো বেশি মনোযোগ দিতে চান। মন্ডলীর উপাসনাকে আরো গভীর করার সাথে সাথে সুসমাচার প্রচারের উপর জোর বজায় রাখার জন্য কী করা যেতে পারে তা নিয়ে কিংশুকের সঙ্গে আলোচনা করুন।

৪ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) সুসমাচার পুস্তকগুলিতে যিশু পিতার উপাসনা করেছেন এবং নিজে ঈশ্বর হিসেবে উপাসিত হন।

- যিশু উপাসনার জন্য একটি আদর্শ প্রদান করেছেন।
- যিশু ভ্রান্ত উপাসনার প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
- যিশু প্রার্থনার গুরুত্বকে তুলে ধরেছিলেন।
- যিশু অনন্তকাল ধরে উপাসিত হবেন।

(২) প্রেরিত পুস্তকটি উপাসনা এবং সুসমাচার প্রচারের মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরে।

- প্রকৃত উপাসনা সুসমাচার প্রচারকে অনুপ্রাণিত করে।
- কার্যকর সুসমাচার প্রচার উপাসনাকারীদের সৃষ্টি করে।
- যে উপাসনা সুসমাচার প্রচারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে।

(৩) পত্রগুলি প্রারম্ভিক মন্ডলীর উপাসনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে দেখায়। প্রারম্ভিক মন্ডলীর উপাসনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

- শাস্ত্র পাঠ
- ঈশ্বরের বাক্য প্রচার
- সমবেত প্রার্থনা
- গান গাওয়া
- নৈবেদ্য বা দান
- বাপ্তিস্ম
- প্রভুর ভোজ

(৪) প্রকাশিত বাক্য দেখায় যে উপাসনা হলো ঈশ্বরের সমাদর করা।

- উপাসনা উপাসনাকারীকে আশীর্বাদ করে, কিন্তু সেটি উপাসনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়।
- উপাসনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরকে সম্মানিত করা।
- স্বর্গীয় উপাসনা আমাদের দেখায় যে, আমরা যে জগতকে দেখি সেটি চূড়ান্ত বাস্তবতা নয়।

৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই পাঠ থেকে উপাসনার তিনটি নীতি তালিকাভুক্ত করুন। প্রতিটি নীতির জন্য, আপনার মন্ডলীতে নীতিটি প্রয়োগ করার ব্যবহারিক উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের উপর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

৪ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) যিশু যে তিনটি উপায়ে প্রকৃত উপাসনার জন্য আদর্শ প্রদান করেছিলেন, তা তালিকাভুক্ত করুন।

(২) প্রকৃত উপাসনা সম্বন্ধে যিশুর শিক্ষা এবং উদাহরণ আমাদেরকে কী স্মরণ করিয়ে দেয়?

(৩) কোন দু'টি বিবৃতি উপাসনা এবং সুসমাচার প্রচারের মধ্যে সম্পর্কের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে?

(৪) প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে এথেন্সের মিথ্যা উপাসনার বর্ণনা কীভাবে দেওয়া হয়েছে?

(৫) প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে প্রকৃত ঈশ্বরকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে?

(৬) পত্রাবলীতে প্রারম্ভিক খ্রিষ্টীয় উপাসনার পাঁচটি উপাদান তালিকাভুক্ত করুন।

(৭) এশিয়া মাইনরের মন্ডলীগুলিতে উপাসনার বাধাগুলির দু'টি উদাহরণ তালিকাভুক্ত করুন।

(৮) রোমীয় ১২:১-২ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ৫
মন্ডলীর ইতিহাসে উপাসনা

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) উপাসনার বিভিন্ন পরম্পরাগত প্রথার পার্থক্যকে সম্মান করবে।
(২) উপাসনার জন্য অপরিবর্তনীয় নীতিসমূহ এবং পরিবর্তনশীল উপাসনা অনুশীলনসমূহের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে।
(৩) উপলব্ধি করবে যে উপাসনা আমাদের ঈশতাত্ত্বিক বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে এবং সেই বিশ্বাসগুলিকে প্রভাবিত করে।
(৪) বিভিন্ন মন্ডলীর ট্র্যাডিশনের উপাসনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বর্তমান কালের উপাসনায় প্রয়োগ করবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

গীত ১০০:১-৫ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

রঞ্জন পরম্পরাগত প্রথার উপাসনাকে মূল্য দেন। তাদের মাসিক মিটিংয়ে অরিত্র, যিনি একটি সমসাময়িক উপাসনা সভা পরিচালনা করেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কেন আপনার উপাসনা সভায় নতুন কিছু চেষ্টা করেন না?"

"আমরা বাইবেলভিত্তিক", রঞ্জন উত্তর দিয়েছিলেন। "যদি বাইবেল কোনো নির্দিষ্ট উপাসনা অনুশীলনের নির্দেশ না দেয়, তাহলে আমরা প্রথম শতকের উপাসনা অনুশীলনে কিছু যুক্ত করার স্বাধীনতা আমাদের নেই। বাইবেলভিত্তিক উপাসনা পরিবর্তন করার আমরা কে? আমাদের মন্ডলীতে, আমরা কেবল গীত গাই। সেই গানগুলি প্রারম্ভিক মন্ডলীর গান ছিল; এগুলি আমাদের জন্য যথেষ্ট ভালো!"[34]

অরিত্রর প্রত্যুত্তর ছিল, "এটা শুনে মনে হচ্ছে আপনি মনে করেন যে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির শেষেই ইতিহাস থেমে গেছে। আমরা কীভাবে ২,০০০ বছরের পুরনো উপাসনা স্টাইলের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারি? যতক্ষণ না বাইবেল কোনো অনুশীলন নিষিদ্ধ করে এবং যতক্ষণ না সেই অনুশীলন মন্ডলীকে বিভক্ত করে, ততক্ষণ আমাদের প্রজন্মের চাহিদা

[34] এটিকে উপাসনার "নিয়ন্ত্রক নীতি" (Regulative Principle) বলা হয়। জন কেলভিন'র শিক্ষা অনুযায়ী এটি এমন কোনো উপাসনা অনুশীলন নিষিদ্ধ করে যা শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত নয়। মূলত, এটি কোনো প্রকার যন্ত্রসঙ্গীত (যেহেতু নতুন নিয়মের উপাসনায় বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ নেই) বা গীত ছাড়া অন্য কোনো গানের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল। কিছু মন্ডলী যারা আজ এই নীতি অনুসরণ করে তারা বাদ্যযন্ত্র এবং স্তোত্র যুক্ত করেছে; কিন্তু তারা এখনো উপাসনার জন্য নতুন পদ্ধতি এড়িয়ে চলে।

অনুসারে উপাসনাকে মানানসই করিয়ে নেওয়া উচিত। আমার মন্ডলীতে আমরা অনেক নতুন গান গাই। ঈশ্বর যদি নতুন গান নিষিদ্ধ করতে চাইতেন, তাহলে বাইবেল স্পষ্টভাবে সেগুলো নিষিদ্ধ করত।"[35]

অভীকের উত্তর ছিল বাস্তবসম্মত। "উপাসনা সম্পর্কে বাইবেল কী বলে তা আমরা অধ্যয়ন করেছি। আমরা শাস্ত্র থেকে উপাসনার নীতিগুলি জানি। আমাদের দেখতে হবে যে অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা প্রতিটি প্রজন্মে এই নীতিগুলি কীভাবে প্রয়োগ করেছে। মন্ডলীর ইতিহাসে উপাসনা কেমন ছিল?"

অভীক উপাসনা নিয়ে আলোচনা করার সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বুঝতে পেরেছেন। যদিও উপাসনার বাইবেলভিত্তিক নীতিগুলি অপরিবর্তনীয়, তবুও বাইবেলে উপাসনার প্রতিটি অভিজ্ঞতাই ভিন্ন ধরণের। বিস্তারিত বিবরণগুলি ভিন্ন; কিন্তু উপাসনার অপরিহার্য উপাদানগুলি অপরিবর্তনীয়। আমরা গত দু'টি পাঠে উপাসনার অপরিহার্য নীতিগুলি দেখেছি, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণগুলি পরিবর্তিত হয়। বিবেচনা করুন:

- অব্রাহাম যখন উপাসনা করছিলেন তখন তিনি তার তাঁবুর দরজায় ছিলেন। কেউ হয়তো এটি পড়ে বলবে, "কেউ যখন তার নিজের ঘরে থাকে, তখনই প্রকৃত উপাসনা হয়।" কিন্তু...
- যিশাইয় মন্দিরে ছিলেন যখন তিনি সদাপ্রভুকে উচ্চকৃত হতে দেখেছিলেন। কেউ হয়তো এটি পড়ে বলবে, "কেউ যখন মন্ডলীতে থাকে, তখনই প্রকৃত উপাসনা হয়।" কিন্তু...
- ইয়োবের মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক যন্ত্রণাদায়ক ঘায়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, "তোমার কথা আমি কানে শুনেছিলাম কিন্তু এখন আমি স্বচক্ষে তোমাকে দেখলাম" (ইয়োব ৪২:৫)। কেউ হয়তো এটি পড়ে বলবে, "ওহ! কেউ যখন কষ্টভোগের মধ্যে দিয়ে যায়, তখনই প্রকৃত উপাসনা হয়।"

আপনি বিষয়টি বুঝতে পারছেন? উপাসনা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন ধরণ অনুসরণ করে। আমরা প্রায়শই উপাসনার পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং অপরিবর্তনীয় নীতিগুলিকে গুলিয়ে ফেলি।

এই পাঠে আমরা দেখব কীভাবে মন্ডলী ইতিহাস জুড়ে উপাসনার নীতিগুলি প্রয়োগ করেছে। এটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে, ঈশ্বরের লোকেরা বিভিন্ন উপায়ে উপাসনা করে। আশাকরি এটি আপনাকে দেখতে সাহায্য করবে যে উপাসনার জন্য এমন কোনো একক প্যাটার্ন নেই যা সকল পরিস্থিতিতে সকল মানুষকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। বরং, আমাদের পরিস্থিতিতে উপাসনার বাইবেলভিত্তিক নীতিগুলি কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের আত্মার নির্দেশনা অন্বেষণ করতে হবে।

এই পাঠে আমরা আরো দেখব যে আমাদের উপাসনা করার ধরণ আমাদের বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। আমাদের উপাসনা পদ্ধতিগুলি ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এবং আমরা কীভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত হই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

উপাসনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই বোধগম্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি আপনার উপাসনা সভা এমনভাবে পরিচালনা করেন যা আপনার বিশ্বাসকে প্রকাশ করে, নাকি আপনি কেবল অন্য মন্ডলীর প্যাটার্ন নকল করছেন? আপনি যদি অন্য মন্ডলীর নকল করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি ঈশ্বর সম্পর্কে সেই মন্ডলীর বিশ্বাস

---

[35] এটিকে বলা হয় উপাসনার "মান-নির্ণায়ক নীতি" (Normative Principle)। এই পদ্ধতিটি শিক্ষা দেয় যে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয় এমন যে কোনও উপাসনার অনুশীলন অনুমোদিত, যতক্ষণ না সেগুলি মন্ডলীতে শান্তি এবং ঐক্যকে ব্যাহত করছে।

এবং আমরা কীভাবে তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিতি হই তা নিয়ে আপনি সহমত। আমাদের উপাসনা দেখায় যে আমরা কী বিশ্বাস করি।

► এই পাঠে এগিয়ে যাওয়ার আগে, আপনার সাম্প্রতিক উপসনা সভা নিয়ে আলোচনা করুন। একজন ব্যক্তি যদি আপনার ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই না জানে, তাহলে আপনার উপাসনার ধরণ দেখে সে কী বুঝবে? আপনার উপাসনা সভার ফলাফল হিসেবে ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সুসমাচার প্রচার সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তারা কী শিখবে?

দ্বিতীয় শতকে উপাসনার একটি চিত্র

আমাদের উপাসনার প্রাচীনতম চিত্রটি নতুন নিয়মের পরে ১১৩ খ্রিস্টাব্দের একটি চিঠিতে পাওয়া যায়। বিথুনিয়ার (Bithynia) শাসক প্লিনি (Pliny), সম্রাট ট্রাজানকে (Trajan) লেখা একটি চিঠিতে খ্রিষ্টীয় উপাসনার বর্ণনা দিয়েছিলেন।[36] তিনি লিখেছিলেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা, "ভোর হওয়ার আগে একটি নির্দিষ্ট দিনে জড়ো হয় এবং ঈশ্বর হিসেবে খ্রিষ্টের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে একটি স্তবগান গায় এবং তারা শপথ নেয়... চুরি করবে না, প্রতারণা করবে না, ব্যভিচার করবে না...। তাদের রীতি হলো আলাদা হওয়া এবং পরে ফিরে এসে একসাথে খাবার খাওয়া।"

প্লিনি'র বক্তব্য অনুযায়ী, রবিবার সূর্যোদয়ের আগে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা একত্রিত হয়ে স্তবগান গাইত এবং সম্ভবত শাস্ত্রপাঠের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নৈতিক আচরণের অঙ্গীকার করত। দিনের শেষের দিকে তারা একটি খাবার খেত, যার মধ্যে সম্ভবত প্রভুর ভোজও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চল্লিশ বছর পরে, শহীদ জাস্টিন (Justin Martyr) উপাসনার আরও বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন।[37] জাস্টিন খ্রিষ্টীয় উপাসনার পক্ষ নিয়ে রোমান সম্রাটের কাছে চিঠি লিখেছিলেন, যিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অনৈতিকতা এবং সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যহীনতার সন্দেহ করেছিলেন। জাস্টিন সম্রাটকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে খ্রিষ্টীয় উপাসনা রোমের জন্য কোনো বিপদের কারণ নয়। জাস্টিনের মতে, খ্রিষ্টীয় উপাসনায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

১। **শাস্ত্র পাঠ।**

২। **সমাবেশের লিডারের দ্বারা একটি সারমন প্রচার।**

৩। **প্রার্থনা।** প্রত্যেকে নীরবভাবে প্রার্থনা করত; তারপর লিডার একটি আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা করতেন যেটিতে লোকেরা "আমেন" বলে প্রত্যুত্তর দিত। প্রার্থনার শেষে, পবিত্র আত্মার উপস্থিতিকে চিহ্নিত করার জন্য উপাসনাকারীরা একে অপরকে এক পবিত্র চুম্বন দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতো।

৪। **প্রভুর ভোজ দিয়ে সভা শেষ হতো।** সভার পরে, দু'জন ডিকন অবশিষ্ট রুটি এবং দ্রাক্ষারস সেই সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে দিতেন যারা অসুস্থ বা যারা শহীদ হওয়ার জন্য কারাগারে অপেক্ষা করছে।

---

[36] Pliny, *Letters 10.96-97*, জানুয়ারি ২৬, ২০২৩ তারিখে https://faculty.georgetown.edu/jod/texts/pliny.html থেকে সংগৃহিত।
[37] Justin Martyr, (Marcus Dods দ্বারা অনূদিত), *The First Apology of Justin* (অধ্যায় ৬৭). জানুয়ারি ২৬, ২০২৩ তারিখে https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Christian_Library/The_First_Apology_of_Justin_Martyr#Chapter_67 থেকে সংগৃহিত।

৫। **সভার শেষে, যাদের কাছে অর্থ বা খাবার থাকত তারা তাদের উপহারগুলি লিডারের কাছে দিত।** সমস্ত নৈবেদ্য "অনাথ ও বিধবা, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের, এবং আমাদের মধ্যে বন্দী ও বিদেশীদেরকে" দেওয়া হতো।

দ্বিতীয় শতকের উপাসনার অন্যতম শক্তি ছিল মন্ডলীর অংশগ্রহণ। প্লিনি এবং শহীদ জাস্টিন উভয়েই একটি সরল উপাসনার বর্ণনা দিয়েছিলেন, যা রোমের পৌত্তলিক রহস্যময় ধর্মগুলিতে প্রচলিত সম্প্রসারিত আচার-অনুষ্ঠানের মতো নয়। উপাসনা ছিল ঘনিষ্ঠ, কারণ ছোটো ছোটো দল ব্যক্তিগত বাড়িতে জড়ো হয়তো।

আরেকটি শক্তি ছিল উপাসনা এবং জীবনের মধ্যে স্পষ্ট সংযোগ। প্লিনির চিঠিতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নীতিগত আচরণের প্রতি অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; শহীদ জাস্টিন অভাবীদের সাহায্য করার জন্য উপহারের কথা উল্লেখ করেছেন। উপাসনা সমগ্র জীবনকে জড়িত করেছিল।

► দ্বিতীয় শতকের উপাসনার কোন দিকগুলি আপনার উপাসনাকে উপকৃত করতে পারে? আপনি কি দ্বিতীয় শতকের উপাসনায় কোনো বিপদ দেখতে পেয়েছেন?

মধ্যযুগে উপাসনার একটি চিত্র

উপাসনার দ্বিতীয় চিত্রের জন্য ১২ শতকে ফিরে যাওয়া যাক। মধ্যবর্তী বছরগুলিতে, খ্রিষ্টবিশ্বাস পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম হয়ে ওঠে। ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টানটাইনের (Constantine) *মিলানের আদেশের* (*Edict of Milan*) পর, মন্ডলীগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে বিশাল গির্জা ভবন নির্মাণ শুরু করে। এই ১,০০০ বছরে অনেক মহান ইউরোপীয় ক্যাথিড্রাল নির্মিত হয়েছিল।

মধ্যযুগে উপাসনা ক্রমশ জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইতিবাচক দিকটি হলো, ক্যাথিড্রালের উপাসনা ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করত। যারা পড়তে পারত না তাদের জন্য রঙিন কাচের জানালাগুলিতে বাইবেলের ঘটনাগুলি চিত্রিত করা হতো। কয়ার সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করত। উপাসনা ছিল নাটকীয় এবং সুন্দর।

মধ্যযুগে উপাসনার দুর্বলতাসমূহ

আত্মিকতার চেয়ে সৌন্দর্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উপাসনার জন্য সুন্দর জিনিসপত্রের ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল: ধূপধুনো, প্রশিক্ষিত গায়কদের দ্বারা গাওয়া বিস্তৃত সঙ্গীত, ঘন্টা, এবং যাজকদের জন্য বিশেষ পোশাক। আত্মিকতার চেয়ে শৈল্পিক বিষয় আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

লোকেরা সভাগুলি বুঝতে পারত না।

সভাগুলি অনুষ্ঠিত হোত ল্যাটিন ভাষায়, এমন একটি ভাষা যা খুব কম লোকই বুঝতে পারত। অনেক স্থানীয় যাজক ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য খুব বেশি প্রশিক্ষিত ছিলেন না। প্রার্থনাগুলি ছিল বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অংশগুলির সংমিশ্রণে তৈরি এবং প্রায়শই সেগুলি বোধগম্যভাবে একে অপরের সাথে খাপ খেত না।

লোকেরা দর্শক ছিল, সক্রিয় উপাসক নয়।

সেখানে কংগ্রিগেশনের অংশগ্রহণ খুব কম ছিল। মন্ডলীটি ছিল দর্শকদের একটি দল যারা একটি যাত্রাপালা, অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠান দেখত। যাজকরা উপাসনার অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করতেন এবং দর্শকরা তা দেখতেন। শাস্ত্রের পরিবর্তে প্রভুর ভোজই ছিল উপাসনা সভার কেন্দ্রবিন্দু।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ শিখিয়েছিল যে রুটি এবং দ্রাক্ষারস খ্রিষ্টের প্রকৃত দেহ এবং রক্তে রূপান্তরিত হয়। (এটিকে *ট্রান্সসাবস্ট্যান্টিয়েশন* মতবাদ বলা হয়।) বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ কেবল ইস্টারে প্রভুর ভোজ পেতেন। যাজক দ্রাক্ষারস পান করতেন এবং মন্ডলীর সাথে কেবল রুটি ভাগ করে নিতেন।

সুসমাচার আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

আমাদের উপাসনা আমাদের বিশ্বাসকে রূপ দেয়। আমরা মধ্যযুগে এই নীতিটিকে কার্যকর অবস্থায় দেখতে পাই; রোমান ক্যাথলিক উপাসনা তাদের ধর্মতত্ত্বকে রূপ দিয়েছিল। ঈশ্বরকে মনে করা হোত যে তিনি মানুষের উদ্বেগ থেকে দূরে থাকেন। মন্ডলীর সাধারণ মানুষ মনে করত না যে তারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারে; পরিবর্তে, তারা শুধুমাত্র একজন যাজকের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে পারত। যাজক ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হয়ে ওঠেন।

মধ্যযুগে উপাসনার শক্তি ছিল ঈশ্বরের সামনে জাঁকজমক এবং বিস্ময়ের অনুভূতি। স্থাপত্য, সঙ্গীত, নাটক এবং সুন্দর শৈল্পিকতার মাধ্যমে উপাসনা ঈশ্বরের মহিমাকে চিত্রিত করত।

তবে, মধ্যযুগে উপাসনার দুর্বলতা তার শক্তির চেয়েও বেশি ছিল। সাধারণ খ্রিস্টবিশ্বাসীরা উপাসনা সভায় কেবল দর্শকের ভূমিকা পালন করত। অনেক দিক থেকেই, মধ্যযুগের উপাসনা ছিল নতুন নিয়মের উপাসনা থেকে এক দুঃখজনক বিচ্যুতি।

উপাসনার বিপদ: অর্থহীন উপাসনা

আমাদের কংগ্রিগেশনকে শেখানোর জন্য সময় বের করতে হবে যে আমরা কেন উপাসনা করি, অন্যথায় উপাসনাকারীদের কাছে অর্থপূর্ণ ঐতিহ্যসমূহ অর্থহীন বলে মনে হতে পারে।

একজন নতুন বিশ্বাসী তার পাস্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কেন আমরা প্রার্থনার শেষে 'আমেন' বলি? 'আমেন' কি কোনো জাদু-শব্দ যা ঈশ্বরকে আমাদের প্রার্থনা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করে?" পাস্টার বুঝতে পেরেছিলেন যে তার উপাসনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা উচিত। আমরা যদি আমাদের মন্ডলীকে উপাসনা সম্পর্কে না শেখাই, তাহলে "আমেন"-এর মতো সহজ কিছু বিষয়ও অর্থহীন হতে যেতে পারে।

উপাসনা থেকে প্রতীকবাদ এবং নিগুঢ়তত্ত্ব দূর করার প্রয়োজন নেই। সমাধান হল আমাদের উপাসনা পদ্ধতির অর্থ মন্ডলীকে শিক্ষা দেওয়া। তাদের জানা উচিত যে আমরা যে ভাষা বা কথাগুলি ব্যবহার করি তা কেন করি; তাদের জানা উচিত যে কেন মন্ডলীর জন্য সমবেত গান গাওয়া গুরুত্বপূর্ণ; তাদের জানা উচিত যে শাস্ত্রের অর্থ কী।

► মধ্যযুগের উপাসনার কোন দিকগুলি আপনার উপাসনার জন্য উপকারী হতে পারে? মধ্যযুগের উপাসনার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো বিপদ দেখতে পেলেন?

সংস্কারের সময়ে উপাসনার একটি চিত্র

সংস্কারকরা খুব ভালোভাবেই জানতেন যে আমাদের উপাসনা আমাদের ঈশতত্ত্বকে রূপ দেয়। এই কারণে তারা জানতেন যে রিফরমেশন, অর্থাৎ ধর্মসংস্কারের ঈশতত্ত্ব যদি উপাসনায় প্রতিফলিত না হয়, তাহলে ধর্মসংস্কারের ঈশতাত্ত্বিক সত্যগুলি হারিয়ে যাবে।

ধর্মসংস্কারকদের একটি প্রাথমিক ঈশতাত্ত্বিক উদ্বেগ ছিল বিশ্বাসীর যাজকত্ব। এর অর্থ হলো বিশ্বাসীরা সরাসরি ঈশ্বরের উপাসনা করে; আমরা কোনো যাজকের মাধ্যমে যায় না। ধর্মসংস্কারকরা আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের বাক্য প্রতিটি বিশ্বাসীর কাছে উপলব্ধ থাকতে হবে।

ধর্মসংস্কারের সময়ে উপাসনায় প্রতিটি উপাসনাকারীকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। উপাসনা ছিল সাধারণ, জনগণের ভাষায়, তা আর ল্যাটিন ভাষায় ছিল না। শাস্ত্র পাঠ এবং প্রচার করা হত যাতে সমস্ত উপাসনাকারী তাদের নিজস্ব ভাষায় ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারে। মন্ডলীর সমবেত সঙ্গীত প্রতিটি উপাসনাকারীকে উপাসনায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিল। মার্টিন লুথার একজন স্তোত্রগীত লেখক ছিলেন এবং ধর্মসংস্কার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার স্তোত্রগুলিকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

এই সাধারণ ক্ষেত্রগুলির বাইরে, ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে উপাসনা সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ ছিল। লুথারেন এবং অ্যাংলিকানরা রোমান ক্যাথলিক চার্চের বেশিরভাগ অনুষ্ঠান পদ্ধতিগুলি ধরে রেখেছিলেন। লুথার বিশ্বাস করতেন যে, যদি না শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করা হয় বা মন্ডলীতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়, তাহলে নতুন উপাসনা অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া উচিত।

কেলভিন এবং তার অনুগামীরা কিছু আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতেন, কিন্তু শাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়নি এমন যেকোনো উপাসনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কেলভিন মন্ডলীকে সমবেতভাবে গান গাওয়ায় উৎসাহিত করেছিলেন, কিন্তু তা ছিল কেবল গীতসংহিতার গানগুলি গাওয়ার জন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে "ঈশ্বরের প্রশংসায় কেবল ঈশ্বরের বাক্যই গাওয়ার যোগ্য।"[38] তিনি প্রভুর ভোজে মন্ডলীর অংশগ্রহণে সহমত হয়েছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্রতি মাসে অন্তত একবার এবং বিশেষ করে প্রতি প্রভুর দিনে প্রভুর ভোজ পরিবেশন করা উচিত।

অ্যানাব্যাপ্টিস্ট (Anabaptists) এবং পিউরিটানরা (Puritans) বেশিরভাগ অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং একটি সরল উপাসনার পদ্ধতিতে ফিরে এসেছিল। এই গোষ্ঠীগুলি কখনো কখনো কেবল ব্যক্তিগত বাড়িতে উপাসনা করত এবং নিজেদেরকে একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে দেখত যারা প্রথম শতকের উপাসনাকে প্রকৃত অর্থে অনুসরণ করেছিল।

সংস্কারসাধনের সময়ে উপাসনার শক্তি ছিল মন্ডলীর অনুষ্ঠানে বিশ্বাসীদের পুনরায় যুক্ত হওয়া। যদিও ধর্মসংস্কারের সময়ে বিভিন্ন মণ্ডলির মধ্যে পার্থক্য ছিল, তবুও সকল সংস্কারকই উপাসনায় বিশ্বাসীদের যাজকত্বের একটি মডেল তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

► ধর্মসংস্কারের সময়ের উপাসনার কোন দিকগুলি আপনার উপাসনার জন্য উপকারী হতে পারে? সংস্কারের সময়ের উপাসনার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো বিপদ দেখতে পেলেন?

---

[38] Donald P. Hustad, *Jubilate II* (Carol Stream: Hope Publishing Company, 1993), 194 দ্বারা উদ্ধৃত।

মুক্ত মন্ডলীতে উপাসনার একটি চিত্র

ধর্মসংস্কারের পর কিছু কিছু মন্ডলী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। "মুক্ত মন্ডলী" বা "ফ্রী চার্চ" নামে পরিচিত এই মন্ডলীগুলির মধ্যে ছিল অ্যানাব্যাপ্টিস্ট (Anabaptists), পিউরিটান (Puritans), অপ্রথানুবর্তীবাদী বা নন-কনফর্মিস্ট (Nonconformists), বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সেপারেটিস্ট (Separatists) এবং ভিন্নমত পোষণকারীরা বা ডিসেন্টার্স (Dissenters)। এদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ী লিটার্জি এবং আচার-অনুষ্ঠানও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

মুক্ত মন্ডলীর উপাসনার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

(১) প্রচার ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু।

(২) কংগ্রিগেশনের সম্মিলিত অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মন্ডলীর সম্মিলিত অংশগ্রণের ধরণ মন্ডলীবিশেষে ভিন্ন ছিল।

- কিছু কিছু মন্ডলীতে সমবেত জনতা স্তোত্র গাইত। অন্যান্য মন্ডলীতে সম্মিলিত উপাসনায় কোনো মিউজিক ছিল না।
- কিছু কিছু মন্ডলীতে মন্ডলীর সদস্যরা উচ্চস্বরে প্রার্থনা করত। অন্যান্য মন্ডলীতে, পাস্টার জনসাধারণের পক্ষে প্রার্থনা করতেন।

সাধারণ মানুষ এবং যাজকদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। বেশিরভাগ মুক্ত মন্ডলীর পুরোহিতদের জন্য কোনো বিশেষ পোশাক ছিল না।

(৩) সমস্ত উপাসনা সাধারণ মানুষের ভাষায় হতো।

১৬০৮ সালে একটি সভার রূপরেখায় নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল (সভাটি চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল):

- প্রার্থনা
- শাস্ত্রপাঠ (ব্যাখ্যাসহ ১-২টি অধ্যায়)
- প্রার্থনা
- সারমন (এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময়)
- সাধারণ মানুষদের সাক্ষ্য বা অবদান
- প্রার্থনা
- নৈবেদ্য

উপাসনায় আর প্রভুর ভোজ এবং কোনো যাজকের আধিপত্য ছিল না। মুক্ত মন্ডলীগুলির উপাসনা সভাগুলি অনেক বেশি নতুন নিয়মের মন্ডলীগুলির উপাসনার মতো দেখতে লাগত।

উপাসনার এই পদ্ধতিতে বিপদ রয়েছে। মুক্ত মন্ডলীগুলি বিশ্বাসীদের যাজকত্বের শিক্ষা দিলেও, বাস্তবে কখনো কখনো প্রচারক উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে যাজকের স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিছু মন্ডলীতে মন্ডলীর জনগণের অংশগ্রহণ খুব কম ছিল।

মুক্ত উপাসনার ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো বিপদগুলির মধ্যে একটি ছিল চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার বিপদ। যদি বিশ্বাসীর যাজকত্বের ধর্মতত্ত্ব মন্ডলীর ঐক্যের ধর্মতত্ত্বর সাথে সহযোগী না হয়, তাহলে মন্ডলী উপাসনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া খ্রিষ্টের দেহ না হয়ে ব্যক্তিদের একটি সমষ্টিতে পরিণত হয়। এটি তখন দেখা যায় যখন উপাসনা কেবল "যিশু এবং আমি"-র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে মন্ডলীকে একটি দেহ হিসেবে দেখার কোনো ধারণা থাকে না।

► মুক্ত মন্ডলীর উপাসনার কোন দিকগুলি আপনার উপাসনার জন্য উপকারী হতে পারে? মুক্ত মন্ডলীর উপাসনার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো বিপদ দেখতে পেলেন?

ওয়েসলীয় পুনর্জাগরণে উপাসনার একটি চিত্র

জন ওয়েসলি (John Wesley) অ্যাংলিকান মন্ডলী থেকে প্রাপ্ত সম্মিলিত উপাসনার ঐতিহ্য এবং অ্যানাব্যাপ্টিস্ট ঐতিহ্যের সাথে সংযোগের মাধ্যমে তিনি যে ব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, উভয় দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। যখন অ্যাংলিকান উপাসনা মধ্যযুগীয় রোমান ক্যাথলিক চার্চকে ফাঁপা আচার-অনুষ্ঠানে অনুসরণ করছিল, তখন ওয়েসলি এবং তাদের অনুগামীরা (যাদের মেথডিস্ট বলা হয়) উপাসনার বাস্তবতাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন যা উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে এসেছিল।

প্রারম্ভিক মেথডিস্ট উপাসনা যে বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছিল:

১। **প্রচার।** জন ওয়েসলি'র সারমনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং মেথডিস্ট উপাসনাকারীদের জন্য তা একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি হয়ে উঠেছিল।

২। **ঘন ঘন প্রভুর ভোজগ্রহণ।** জন ওয়েসলি প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচবার কমিউনিয়ন গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার কমিউনিয়ন নিতে উৎসাহিত করেছিলেন।

মেথডিজম এবং ১৮ শতকের উপাসনা

১৮ শতকের উপাসনার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মেথডিজমের উদ্ভব হয়েছিল।

"যখন ধর্মানুষ্ঠানগুলি মন্ডলীর জীবনের প্রান্তে ছিল, তখন প্রারম্ভিক মেথডিজম সেগুলিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছিল; যখন ধর্মীয় উদ্যোগ কালিমাযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন মেথডিজম উদ্যমকে অপরিহার্য করে তুলেছিল; যেখানে ধর্ম মন্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে মেথডিজম এটিকে মাঠ এবং রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল।"

- জেমস হোয়াইট (James White)

(Robert Webber
Twenty Centuries of
Christian Worship)

৩। **স্তোত্র গাওয়া।** চার্লস ওয়েসলি'র স্তোত্রগুলি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং নতুন বিশ্বে মেথডিস্ট মতবাদ ছড়িয়ে দেয়।

৪। **ছোটো ছোটো দল।** ক্লাস মিটিংগুলি ছিল মেথডিস্ট শিষ্যত্বের কেন্দ্রবিন্দু।

৫। **সম্মিলিত উপাসনা।** মেথডিস্টরা ঘন ঘন সম্মিলিত হতো, এবং এমনকি বহু অ্যাংলিকান যাজক মেথডিস্টদের প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও, ওয়েসলি তার অনুগামীদেরকে অ্যাংলিকান উপাসনায় উপস্থিত থাকতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

৬। **সুসমাচার প্রচার।** ইংল্যান্ড এবং আরো অনেক জায়গায় মেথডিস্ট পুনর্জাগরণ ছড়িয়ে পড়ার ফলে হাজারেরও বেশি নতুন রূপান্তরিতদেরকে খ্রিষ্টে জয় করা হয়েছিল।

মেথডিস্ট উপাসনার মধ্যে ছিল ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণাকারী স্তোত্র, পরিপক্ক বিশ্বাসীদের গড়ে তোলার জন্য শিষ্যত্ব এবং মন্ডলী ও অভাবী জগত উভয়ের কাছেই সত্য ঘোষণাকারী প্রচার।

► ওয়েসলীয় পুনর্জাগরণ, অর্থাৎ ওয়েসলিয়ান রিভাইভালে উপাসনার কোন দিকগুলি আপনার উপাসনার জন্য উপকারী হতে পারে? ওয়েসলীয় পুনর্জাগরণের উপাসনার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো বিপদ দেখতে পেলেন?

প্রারম্ভিক আমেরিকায় উপাসনার একটি চিত্র

ইংরেজরা প্রথমে ভূখণ্ডের পূর্ব উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিল যা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামে পরিচিত। ১৭০০ শতকের শেষের দিকে এবং তার পরেও, লোকেরা জমি খুঁজে পেতে এবং বাড়ি তৈরি করতে পশ্চিমে অনাবাদী অঞ্চলে চলে যেতে থাকে। মন্ডলী, স্কুল এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ধীরে ধীরে বিকাশের সাথে সাথে লোকেরা অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিল। ইতিহাসে ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করা এই অঞ্চলটিকে আমেরিকান সীমান্ত (American Frontier) বলা হয়।

আমেরিকার প্রথম দিকের ইতিহাসে উপাসনা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য আমেরিকান মডেলকে সমস্ত উপাসনার জন্য একটি আদর্শ হিসেবে প্রস্তাব করা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য স্থানের নবীন মন্ডলীগুলিতে বিকশিত উপাসনার সাথে তুলনা করা। অনেক দেশে নতুন প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীগুলিও একই প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে।

প্রারম্ভিক আমেরিকার উপাসনার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১। **ডিনোমিনেশন, অর্থাৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনা থেকে স্বাধীনতা।** আমেরিকান সীমান্তের মন্ডলীগুলি ডিনোমিনেশনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিল। তারা ধর্মীয় রীতিনীতি এবং নির্দিষ্ট উপাসনার দিকে ন্যূনতম মনোযোগ দিত (যদিও জন ওয়েসলি উপনিবেশগুলিতে ব্যবহারের জন্য তার উপাসনার ধরণটি মানানসই করে নিয়েছিলেন)। গির্জা ভবন এবং উপাসনা সভাগুলি সহজ এবং সরল ছিল।

২। **প্রভুর ভোজের জন্য বিরল সুযোগ।** ইংল্যান্ডে ওয়েসলীয়রা নিয়মিত প্রভুর ভোজের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। আমেরিকান সীমান্তে অভিষিক্ত যাজকদের অভাবের কারণে বিশ্বাসীদের প্রভুর ভোজ অনুশীলনের সুযোগ খুব কম ছিল।

৩। **ঈশ্বরের বাক্য প্রচার।** উপাসনা সভাগুলিতে প্রচারই প্রাথমিক জোর ছিল। এমনকি অ-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রচারকরাও ওয়েসলি এবং অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের সারমন পড়তেন। মন্ডলীর কেন্দ্রবিন্দু ছিল পুলপিট, প্রভুর ভোজের টেবিল নয়। প্রাথমিক জোরটি বাক্য প্রচারের উপর ছিল।

৪। **প্রাণবন্ত গান।** গান গাওয়া ছিল প্রাণবন্ত। আমেরিকান মন্ডলীগুলি চার্লস ওয়েসলির স্তোত্রগুলি সাক্ষ্যের সহজ গানের সাথে এমন একটি শৈলীতে গাইত যা একটি অশিক্ষিত মন্ডলীর পক্ষেও শেখা সহজ ছিল।

৫। **প্রার্থনা, সুসমাচার প্রচার, এবং পুনর্জাগরণ।** প্রার্থনা ছিল অনানুষ্ঠানিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত হত। সুসমাচার প্রচার গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং আমেরিকায় পুনর্জাগরণের সময়কালে হাজার হাজার মানুষ রূপান্তরিত হয়েছিল। সারমনের পরে সাধারণত রূপান্তরিত না হওয়া লোকদের এগিয়ে এসে অনুতাপের প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হত। আমেরিকা জুড়ে খ্রিষ্টীয় পবিত্রতার উপর জোর দেওয়ার সাথে সাথে, অবিশ্বাসীদের রূপান্তরের এবং বিশ্বাসীদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্রতার জন্য আহ্বান জানানো হত।

অন্যান্য ঐতিহ্যের মতো, এই উপাসনায়ও শক্তি এবং বিপদ ছিল। শক্তির মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত অন্তর্ভুক্তি এবং আবেগ। বিপদের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া, এবং মতবাদের উপর খুব কম জোর দেওয়া। সীমান্ত অঞ্চলে ভ্রান্ত শিক্ষা ছড়িয়ে পড়া সহজ ছিল কারণ দায়বদ্ধতা খুব কম ছিল।

► আমেরিকান সীমান্তের উপাসনার কোন দিকগুলি আপনার উপাসনার জন্য উপকারী হতে পারে? আমেরিকান সীমান্তের মন্ডলীর উপাসনার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো বিপদ দেখতে পেলেন?

উপাসনার বিপদ: অপরিবর্তনীয় নীতিগুলির সাথে পরিবর্তনশীল অনুশীলনগুলিকে বিভ্রান্ত করা

আমরা প্রায়শই পরিবর্তিত উপাসনা পদ্ধতিগুলিকে বাইবেলের অপরিবর্তনীয় উপাসনার নীতিগুলির সাথে গুলিয়ে ফেলতে প্রলোভিত হই। বিবেচনা করুন:

- কিছু কিছু মন্ডলীতে উপাসনাকারীরা প্রার্থনা করার সময়ে নম্রতা দেখানোর জন্য নতজানু হয়ে বসে। অন্যান্য মন্ডলীতে, উপাসনাকারীরা প্রার্থনা করার সময়ে তাদের পবিত্র হাত উপরের দিকে তোলে।
- কিছু কিছু মন্ডলীতে প্রার্থনা চলাকালীন মৃদুভাবে বাদ্যযন্ত্র বাজে। অন্যান্য মন্ডলীতে, পাস্টার যখন প্রার্থনা করেন তখন সকলে নীরব থাকে। অন্য কিছু মন্ডলীতে, প্রত্যেকে উচ্চরবে প্রার্থনা করে।
- কিছু কিছু মন্ডলীতে, কোরাস গানগুলি বড়ো স্ক্রিনে দেখানো হয়। অন্যান্য মন্ডলীতে, লোকেরা গানের বই থেকে গান করে।
- কিছু কিছু মন্ডলীতে পাস্টার তাঁ সারমনের আগে শাস্ত্র পাঠ করেন। অন্যান্য মন্ডলীতে, একজন সাধারণ ব্যক্তি পাস্টারের প্রচারের আগে শাস্ত্র পাঠ করে। অন্য কিছু মন্ডলীতে, শাস্ত্র থেকে দু'টি বা তিনটি অংশ পড়া হয়।

এগুলির কোনোটিই ভুল নয়; এগুলি কেবলই অনুশীলনের বিষয়, নীতির বিষয় নয়। আমাদের কখনোই এমন ভাবা উচিত নয় যে আমাদের পদ্ধতিই একমাত্র বাইবেলভিত্তিক পদ্ধতি। প্রকৃত উপাসনা শৈলীর ব্যাপার নয়; এটির মূল হলো ঈশ্বরের উপস্থিতি।

কিছু নির্দিষ্ট নীতি আছে যেগুলি অপরিবর্তনীয়। আমরা বাইবেলে উপাসনার উপর তৈরি করা পাঠগুলিতে এই নীতিগুলি দেখেছি। এই নীতিগুলি ঐচ্ছিক নয়। খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, এই নীতিগুলি আমাদেরকে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দান করে।

পরবর্তী কিছু পাঠে, আমরা উপাসনার বিভিন্ন অনুশীলন নিয়ে দেখব। নীতিগুলি বদলায় না; অনুশীলন স্থান এবং সময় বিশেষে পরিবর্তিত হয়। এই কারণে, যারা আমাদের উপাসনা থেকে ভিন্নভাবে উপাসনা করে তাদের প্রতি আমাদের সহনশীল হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে অনুশীলন গুরুত্বহীন; বরং এর অর্থ হলো নীতির চেয়ে অনুশীলনের ক্ষেত্রে বেশি নমনীয়তা থাকবে।

অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers) আমাদের জীবনে ঈশ্বরের জন্য স্থান তৈরি করার বিষয়ে লিখেছিলেন। এটি উপাসনাতে প্রযোজ্য:

> ঈশ্বরের দাস হিসেবে, আমাদের অবশ্যই তাঁর জন্য জায়গা তৈরি করতে শিখতে হবে... আমরা পরিকল্পনা করি, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছামতো আসার জন্য স্থান তৈরি করতে ভুলে যাই। ঈশ্বর যদি আমাদের সভায় বা আমাদের প্রচারে এমনভাবে আসেন যেভাবে আমরা কখনও আশা করিনি যে তিনি আসবেন, তাহলে কি আমরা অবাক হবো? কোনো নির্দিষ্ট উপায়ে ঈশ্বর আসবেন বলে আশা করবেন না কিন্তু তাঁর অন্বেষণ করুন। তাঁর জন্য জায়গা করে নেওয়ার উপায় হল, তিনি আসবেন বলে আশা করা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট উপায়ে নয়। ...
>
> আপনার জীবনকে ঈশ্বরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত রাখুন যেন তাঁর আশ্চর্যজনক শক্তি যেকোনো মুহূর্তে নেমে আসতে পারে। অবিরাম প্রত্যাশার মধ্যে জীবনযাপন করুন এবং যেভাবে তিনি চান, সেইভাবেই ঈশ্বরের আসার জন্য জায়গা ছেড়ে দিন।[39]

উপসংহার: বর্তমান কালের উপাসনার একটি চিত্র

২১ শতকের উপাসনা কেমন? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর সহজে দেওয়া যাবে না। ২১ শতকের উপাসনা একাধিক ভিন্ন উপায়ে হয়। কিছু মন্ডলী আচার-অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেয়; অন্যান্য মন্ডলী উপাসনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বার্থে ধর্মানুষ্ঠানকে প্রত্যাখ্যান করে।

► আপনার মন্ডলীতে উপাসনা কেমনভাবে হয়? যদি আপনি একটি গ্রুপে অধ্যয়ন করছেন, তাহলে আপনার গ্রুপে উপস্থাপিত মন্ডলীগুলির উপাসনার মধ্যে পার্থক্য এবং মিলগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

কোর্সের এই অবস্থানে, এই বর্ণনাটির উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করা নয়। প্রশ্নটি এটি নয়, "আমরা কি সঠিক নাকি ভুল?" প্রশ্নটি হলো কেবল, "আমরা আমাদের উপাসনা সভায় কী করি?"

এই বর্ণনাটির কারণ হলো পরবর্তী পাঠগুলির জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করা। উপাসনায় আপনি সম্প্রতিকালে যা করছেন, তার যখন একটি বর্ণনা আপনার কাছে থাকবে, আপনি প্রশ্ন করা শুরু করতে পারেন, "আমরা যা করি তা কেন করি?" এবং "আমরা কীভাবে এটি আরো ভালো করতে পারি?"

উপাসনা সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি ঈশতাত্ত্বিক বিশ্বাসগুলিকে প্রতিফলিত করে। আমাদের উপাসনার উপাদানগুলি দেখায় যে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কী বিশ্বাস করি এবং তাঁর সাথে আমরা কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করি; আমাদের উপাসনার উপাদানগুলি দেখায় যে আমরা মন্ডলী সম্পর্কে কী বিশ্বাস করি এবং আমরা একে অপরের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত; আমাদের উপাসনার উপাদানগুলি দেখায় যে আমরা হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে কী বিশ্বাস করি এবং উপাসনা কীভাবে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক – কংগ্রিগেশনের সমবেতভাবে গান গাওয়া।

- রোমান ক্যাথলিক চার্চে মন্ডলীর সমবেত গানের অনুপস্থিতি এই বিশ্বাসটিকে প্রতিফলিত করেছিল যে সাধারণ মানুষরা শাস্ত্র (যে শাস্ত্রগুলি গাওয়া হতো সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত) বুঝতে পারত না। ঠিক যেভাবে, একজন সাধারণ

[39] Oswald Chambers, *My Utmost for His Highest* (২৫শে জানুয়ারী তারিখে লিপিভুক্ত). ২২শে জুলাই ২০২০ তারিখে https://utmost.org/leave-room-for-god/ থেকে সংগৃহিত।

মানুষের নিজে থেকে শাস্ত্র পাঠ করার অনুমতি ছিল না, ঠিক তেমনভাবেই, একজন সাধারণ মানুষের উপাসনার গানগুলি গাওয়ার অনুমতি ছিল না। উপাসনা একজন যাজকের দ্বারা সম্পন্ন হতো।

- ধর্মসংস্কারের সময়ে মন্ডলীর সমবেত গানের উপর জোর দেওয়া লুথারের এই বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করেছিল যে প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গ হিসেবে উপাসনা করতে পারে।

- হিমস্ (স্তোত্রগীত) ছাড়া অন্যান্য গানকে অনুমতি দিতে কেলভিনের প্রত্যাখান তাঁর এই বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করেছিল যে কেবল ঈশ্বরের বাক্যই উপাসনায় গ্রহণযোগ্য ছিল।

- মেথডিস্ট মন্ডলীর সমবেতভাবে গান গাওয়ার উপর জোর দেওয়া এবং স্তোত্রের মাধ্যমে মতবাদ শেখানোর উপর জোর দেওয়া ওয়েসলীয়দের এই দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করেছিল যে প্রত্যেক বিশ্বাসীর গান গাওয়া উচিত এবং আমরা যা গাই তা আমাদের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে।

- সীমান্তের গানের সরলতা মেথডিস্টদের দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়েছিল যে পরিত্রাণ সকল মানুষের জন্য। সেই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে, তারা সকলকে উদ্যমী গানে জড়িত করেছিল।

আমরা যত এই কোর্সটিতে এগোতে থাকব, আমরা উপাসনার আরো অনেক উপাদান দেখতে থাকব। উপাসনা নিয়ে আপনার প্রথম প্রশ্নটি সম্ভবত, "আমি কি এটা পছন্দ করি?" কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, "আমার বিশ্বাস সম্পর্কে আমার উপাসনা কী বলে? এটি কি ঈশ্বর এবং তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে সঠিক ধারণা প্রদর্শন করে?"

আমাদের উপাসনা আমরা যা বিশ্বাস করি, সেটিকে রূপ দেয়, কিন্তু এর বিপরীতটিও সত্য: আমাদের বিশ্বাস আমরা কীভাবে উপাসনার করি তার ধরণকে রূপ দেয়।

৫ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) প্রারম্ভিক মন্ডলীতে:

- উপাসনা ছিল অনানুষ্ঠানিক এবং নিবিড়।
- উপাসনা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়েছিল।
- উপাসনা জীবনের সামগ্রিক দিককে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

(২) মধ্যযুগে উপাসনা:

- আত্মিকতার চেয়ে সৌন্দর্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
- লোকেরা সভাগুলি বুঝতে পারত না।
- লোকেরা দর্শক ছিল, সক্রিয় উপাসক নয়।
- সুসমাচার আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

(৩) ধর্মসংস্কারের সময়ে:

- উপাসনা বিশ্বাসীর যাজকত্বকে প্রদর্শন করেছিল।
- উপাসনা সাধারণ মানুষের ভাষায় হতো।
- লুথার, কেলভিন, এবং পিউরিটানরা উপাসনায় রীতিনীতির ভূমিকা নিয়ে অসম্মত হয়েছিলেন।

(৪) সংস্কারসাধনের পরে মুক্ত মন্ডলীগুলিতে:

- প্রচার ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু।
- কংগ্রিগেশনের সম্মিলিত অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
- সমস্ত উপাসনা সাধারণ মানুষের ভাষায় হতো।

(৫) প্রারম্ভিক মেথডিস্ট উপাসনা নিম্নলিখিতগুলির দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল:

- প্রচারের উপর জোর দেওয়া
- ঘন ঘন প্রভুর ভোজের উপর জোর দেওয়া
- স্তোস্ত্র গাওয়ার উপর জোর দেওয়া
- ছোটো ছোটো দলের উপর জোর দেওয়া
- সম্মিলিত উপাসনার উপর জোর দেওয়া
- সুসমাচার প্রচারের উপর জোর দেওয়া

(৬) প্রারম্ভিক আমেরিকায় উপাসনা:

- ব্যক্তিগত অন্তর্ভুক্তি এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য একটি উদ্যমকে তুলে ধরেছিল
- কিছু কিছু সময়ে মতবাদের অখণ্ডতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া হতো

(৭) আজকের দিনে আমাদের উপাসনা ঈশ্বর সম্পর্কে আমদের বিশ্বাস এবং আমরা কীভাবে তাঁর সাথে সম্পর্কিত তা প্রতিফলিত করে।

৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) শহীদ জাস্টিন (Justin Martyr) মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় শতকের মন্ডলীর উপাসনা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি এমন কাউকে লিখছিলেন যে কোনোদিন একটি খ্রিষ্টীয় উপাসনা সভা দেখেনি। যে কখনো একটি খ্রিষ্টীয় মন্ডলীতে যায়নি, এমন একজনের উদ্দেশ্যে ২-৩টি অনুচ্ছেদে আপনার উপাসনার সভা বর্ণনা করে লিখুন। সচেতনভাবে বিবেচনা করুন যে আপনার উপাসনায় কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে আপনি আপনার সভাগুলিকে এমনভাবে বর্ণনা করবেন যা খ্রিষ্টীয় উপাসনার মূল বিষয়কে প্রকাশ করবে?

আপনি যদি একটি গ্রুপে অধ্যয়ন করেন, তাহলে পরবর্তী ক্লাসে গ্রুপের প্রতিটি সদস্যের উত্তর নিয়ে আলোচনা করুন।

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের **উ**পর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

৫ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) শহীদ জাস্টিন দ্বারা বর্ণিত দ্বিতীয় শতাব্দীর উপাসনার তিনটি উপাদান তালিকাভুক্ত করুন।

(২) মধ্যযুগে উপাসনার তিনটি দুর্বলতা তালিকাভুক্ত করুন।

(৩) বিশ্বাসীদের যাজকত্বের সাথে সম্পর্কিত ধর্মসংস্কারকদের দু'টি প্রাথমিক উদ্বেগ কী ছিল?

(৪) বর্ণনার সাথে সবচেয়ে ভাল মেলে এমন ধর্মসংস্কারের সময়কার দল (গুলি) চিহ্নিত করুন।

- শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয় এমন কোনো উপাসনার অনুমতি দিয়েছিল: _____
- শাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়নি এমন যেকোনো উপাসনা প্রত্যাখ্যান করেছিল: _____
- বেশিরভাগ অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করেছিল। কখনো কখনো কেবল ব্যক্তিগত বাড়িতে উপাসনা করত: _____

(৫) মুক্ত মন্ডলীর উপাসনার তিনটি বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করুন।

(৬) প্রারম্ভিক মেথডিস্ট উপাসনার যে বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছিল তার তিনটি তালিকাভুক্ত করুন।

(৭) প্রারম্ভিক আমেরিকায় উপাসনার তিনটি বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করুন।

(৮) গীত ১০০:১-৫ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ৬
উপাসনায় সঙ্গীত

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) উপাসনায় সঙ্গীতের বাইবেলভিত্তিক, ঈশতাত্ত্বিক, এবং ব্যবহারিক কারণগুলি বুঝতে পারবে।

(২) বুঝতে পারবে যে সঙ্গীত মন, হৃদয়, দেহ, এবং ইচ্ছার সাথে কথা বলে।

(৩) বাইবেলভিত্তিক সেই সমস্ত নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে যা উপাসনায় সঙ্গীতের নির্বাচনকে পরিচালিনা করে।

(৪) উপাসনায় সঙ্গীতের সাথে সম্পর্কিত ব্যবহারিক প্রশ্নগুলিতে বাইবেলভিত্তিক নীতিসমূহ প্রয়োগ করবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

কলসীয় ৩:১৫-১৭ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

নীলাদ্রি তার মন্ডলীতে তার পাস্টারের পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান। তিনি লেকসাইড ফার্স্ট চার্চে অত্যন্ত উৎসাহ এবং আশা নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সারমন অধ্যয়ন এবং প্রস্তুত করতে ভালোবাসেন। তিনি লোকেদের সাথে দেখা করতে এবং যারা কষ্টে রয়েছে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া উপভোগ করেন। অবিশ্বাসীদের সাথে সুসমাচার শেয়ার করার সুযোগ পেলে তিনি রোমাঞ্চিত হন। তার মন্ডলীর সদস্যরা তার সারমন ভালোবাসে। নতুন লোকেরা যোগ দিচ্ছে। একজন পাস্টার হিসেবে নীলাদ্রির খুব খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু কিছু একটা ভুল হচ্ছে। সঙ্গীত নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।

প্রত্যেক সোমবার সকালে, লালু মন্ডলীর অফিসে ফোন করে। "পাস্টার, গতকালের গান মারাত্মক ছিল! আমি শেষ গানটা জানতামই না। কীবোর্ড প্রচন্ড জোরে বাজছিল। আমি ওটা সহ্যই করতে পারছিলাম না। এই মন্ডলীর গান-বাজনা নিয়ে আপনাকে কিছু একটা করতেই হবে!"

তারপর, প্রত্যেক মঙ্গলবারে, নীলাদ্রি তার মিউজিক ডিরেক্টর থমাসের সাথে দেখা করেন। থমাসের একটি আলাদা অভিযোগ ছিল। "পাস্টার, কেন আমরা এখনো এতগুলো পুরনো স্তোস্ত্র গাইছি? কয়্যার এই গানগুলি গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। রবিবারে আমরা দুটো পুরনো স্তোত্র আর কেবল একটা নতুন গান গেয়েছি। কেন আমরা এই স্তোত্রগুলি বাদ দিচ্ছি না? সমস্ত বড়ো বড়ো মন্ডলীগুলো বদলে গেছে। দয়া করে, আমাকে গান বদলানোর অনুমতি দিন!"

মঙ্গলবার রাতে, নীলাদ্রি অনুভব করলেন যে তার পদত্যাগ করা উচিত। লেকসাইড ফার্স্ট চার্চের একটি অংশ পুরনো স্তোস্ত্র পছন্দ করে; তারা প্রত্যেকবার নতুন গান গাওয়া হলেই অভিযোগ করে। লেকসাইড ফার্স্ট চার্চের আরেকটি অংশ পুরনো স্তোস্ত্রগুলি অপছন্দ করে; তারা কেবল প্রশংসা এবং আরাধনার গান গাইতে চায়। নীলাদ্রি কোনোমতেই কোনো সমাধানসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না।

► আপনি পাস্টার নীলাদ্রিকে কী পরামর্শ দেবেন? কীভাবে তার মন্ডলীর গান-বাজনা তার মন্ডলীর প্রতিটি গ্রুপের মধ্যে পরিচর্যা কাজ করতে পারে?

যে কারণগুলির জন্য উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ

মন্ডলীতে সঙ্গীত নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে একজন পাস্টার বলেছিলেন, "আমাদের উপাসনায় সঙ্গীতের প্রয়োজন নেই। যদি আমি সাফল্যের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করি, তাহলে গান গাওয়ার প্রয়োজন নেই।" এই পাস্টার উপাসনায় সঙ্গীতের কোনো মূল্য দেখতে পাননি।

► আপনি এই পাস্টারকে কীভাবে উত্তর দেবেন? কেন আমাদের উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ?

খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সঙ্গীতপ্রেমী। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা গান গাওয়ার জন্য মিলিত হয়। প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রচার করে না, প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেয় না, বা সকলের সামনে শাস্ত্রপাঠ করে না। কিন্তু সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী গান গাইতে পারে এবং তাদের তা করা উচিত। খ্রিষ্টীয় উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কিছু কারণ এখানে তুলে ধরা হলো।

উপাসনায় সঙ্গীতের জন্য একটি বাইবেলভিত্তিক কারণ

সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাইবেলে সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ। শাস্ত্রে গান গাওয়া এবং সঙ্গীতের প্রায় ৬০০টি উল্লেখ আছে। বাইবেলের ৪৪টি বই সঙ্গীতের উল্লেখ করেছে।

বাইবেলের গানগুলি বিভিন্ন ধরণের ঘটনার সাথে জড়িত:

- ফরৌণের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিল (যাত্রা পুস্তক ১৫)।
- রাজা যাবীনের উপর বিচারকত্রী দবোরার বিজয়ের পর ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিল (বিচারকর্তৃগণ ৫)।
- গায়কেরা মন্দিরের উৎসর্গে উপাসনা করেছিলেন (২ বংশাবলি ৫:১১-১৪)।
- গায়করা মন্দিরের পুনর্নির্মাণে উপাসনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (ইষ্রা ৩:১০-১২)।
- গীতসংহিতায় পুস্তকটি হলো ইহুদি ও খ্রিষ্টীয় উপাসনার স্তোত্রের একটি সংগ্রহ।
- যিশু এবং শিষ্যরা শেষ নৈশভোজে একটি স্তোত্রগীত গেয়েছিলেন (মথি ২৬:৩০)।
- পৌল এবং সীল কারাগারে প্রশংসা গান গেয়েছিলেন (প্রেরিত ১৬:২২-২৫)।
- যোহন দেখেছেন যে গান গাওয়া স্বর্গের উপাসনার অংশ (প্রকাশিত বাক্য ৪ এবং ৫)।

উপাসনায় সঙ্গীতের ঈশ্বতাত্ত্বিক কারণসমূহ

ইহুদি উপাসনাকারীরা উপাসনা করার সময়ে গান গাইত। প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের হৃদয়ে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গান গাইত (কলসীয় ৩:১৬)। সঙ্গীত খ্রিষ্টীয় উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

দুঃখের বিষয় হলো, মধ্যযুগে, উপাসনায় সঙ্গীতের ভূমিকা বদলে গিয়েছিল। মন্ডলীগুলি খুব কমই তাদের কংগ্রিগেশনকে স্তোত্র গাওয়ার অনুমতি দিত। পরিবর্তে, মন্ডলী লোকেরা প্রশিক্ষিত কয়্যারকে দুর্বোধ্য গানগুলি গাইতে দেখত এবং শুনত।

মার্টিন লুথার মন্ডলীতে সকলের জন্য গান গাওয়াকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। মন্ডলীর সমবেত গান **বিশ্বাসীর যাজকত্বের** ঈশতাত্ত্বিক নীতিকে প্রকাশ করে। এই নীতিটি শিখিয়েছিল যে প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীই ঈশ্বরের কাছে সরাসরি আসতে পারে;

আমাদের কোনো যাজককে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রয়োজন নেই। এর অর্থ হলো প্রত্যেক বিশ্বাসীর নিম্নলিখিত সুযোগ এবং দায়িত্বগুলি আছে:

- ঈশ্বরের কাছে সরাসরি প্রার্থনা করা।
- ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে তাঁর কথা শোনা।
- উপাসনায় গান গাওয়া।

মার্টিন লুথার শাস্ত্রপাঠ এবং গান গাওয়ার মধ্যে একটি সংযোগ দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর সরাসরি তাঁর লোকেদের সাথে শাস্ত্রের মাধ্যমে কথা বলেন, এবং তাঁর লোকেরা প্রশংসার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গানের মাধ্যমে উত্তর দেয়।"[40]

সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশিত দ্বিতীয় ঈশতাত্ত্বিক নীতিটি হলো **মন্ডলীর ঐক্য**। গান গাওয়া নিয়ে বেশিরভাগ বাইবেলভিত্তিক উল্লেখের মধ্যে রয়েছে সমবেত গান, অর্থাৎ সকল মানুষের একসঙ্গে গান গাওয়া। পৌল প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের গানের মাধ্যমে একে অপরকে শিক্ষা দেওয়ার এবং সতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (কলসীয় ৩:১৬)। মন্ডলী যখন একসাথে গান গায়, তখন আমরা মন্ডলীর ঐক্য প্রকাশ করি।

উপাসনার বিপদ: কংগ্রিগেশনের সমবেত গান হারিয়ে ফেলা

আইজ্যাক ওয়াটস (Isaac Watts)-এর এক বিখ্যাত স্তোত্র বলছে,

> "যারা গান গাইতে অস্বীকার করে, যারা কখনও আমাদের ঈশ্বরকে জানে না। কিন্তু স্বর্গীয় রাজার সন্তানেরা চতুর্দিকে তাদের আনন্দের কথা বলতে পারে!'[41]

মার্টিন লুথার বলেছেন, "যদি কেউ খ্রিষ্ট আমাদের জন্য যা করেছেন সেই বিষয়ে গান না গায় বা কথা না বলে, তাহলে সে দেখায় যে সে আসলে বিশ্বাস করে না।"[42] মন্ডলীর সমবেত গানের যে বিশেষাধিকারটি মধ্যযুগে হারিয়ে গিয়েছিল তা ধর্মসংস্কারকদের হাত ধরে ফিরে এসেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে গানের মাধ্যমে উপাসনা করা মানুষের অধিকার। দুঃখের বিষয় যে বহু মন্ডলীতেই এই বিশেষাধিকারটি পুনরায় হারিয়ে গেছে।

বিশ্বাসীর যাজকত্বের গানভিত্তিক প্রকাশ এমন সঙ্গীতের দ্বারা সমস্যার সম্মুখীন হয় যা একজন সাধারণ গায়কের কাছে কঠিন। এটি সেই সময়ে ঘটে যখন প্রশিক্ষিত কয়্যার এমন গান গায় যা বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে তা গাওয়া খুব কঠিন। এটি সেই সময়ে ঘটে যখন প্রশংসাকারী দলগুলি এমন নতুন নতুন গান গায় যা খুব কম লোকই শিখতে পারে। আমাদের কখনই ছোট দলগুলিকে সমগ্র মন্ডলীর গানের স্থান নিতে দেওয়া উচিত নয়।

---

[40] David Jeremiah, *Worship* (CA: Turning Point Outreach, 1995), 52 থেকে উদ্ধৃত।
[41] Isaac Watts, "We're Marching to Zion" থেকে অনূদিত। ১২ই জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে https://library.timelesstruths.org/music/Were_Marching_to_Zion/ থেকে উপলব্ধ।
[42] Ronald Allen and Gordon Borror, *Worship: Rediscovering the Missing Jewel* (Colorado Springs: Multnomah Publishers, 1982), 165 থেকে উদ্ধৃত।

যেসব মন্ডলী বিভিন্ন উপাসনার ধরণ বা প্রজন্মগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে মন্ডলীকে পৃথক পৃথক সভায় বিভক্ত করে, সেখানে মন্ডলীর ঐক্যের গানভিত্তিক প্রকাশ সমস্যার মুখে পড়ে। যখন দেহের বয়স্ক সদস্যরা কখনোই কনিষ্ঠ সদস্যদের দেখতে না পান, তখন মন্ডলীকে একটি দেহ হিসেবে দেখা কঠিন।

কল্পনা করুন যে ইফিষীয় মন্ডলীর জন্য পৌলের দেওয়া নির্দেশাবলী কিছু আধুনিক মন্ডলীতে নতুন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে:

- যারা গীতসংহিতা গায় তারা রবিবার সকাল ৮:৩০-এ আসবে।
- যারা স্তোত্রগীত (হিমস্) গায় তারা রবিবার সকাল ১১টায় আসবে।
- যারা আত্মিক সংকীর্তন গায় তারা রবিবার সন্ধ্যে ৭টায় আসবে।

না! পৌল মন্ডলীর সকল সদস্যের উদ্দেশ্যেই বলছিলেন যখন তিনি তাদেরকে আত্মায় পূর্ণ হতে, একে অপরকে গীত, স্তুতি এবং আত্মিক সংকীর্তন সম্বোধন করতে, প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাইতে এবং সুর তৈরি করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

এমনটি করার অর্থ হলো, খ্রিষ্টের দেহের প্রতিটি অংশ দেহের ঐক্যের স্বার্থে এটির কিছু কিছু পছন্দকে ত্যাগ করে। একজন কিশোর এমন একটি স্তোত্র গাইছে যার সুরটি বিশেষ আকর্ষণীয় নয়। কেন? কারণ সে দেহের অংশ এবং দেহ একটি পুরনো স্তোত্র গাইছে। একজন বয়স্কা মহিলা একটি নতুন প্রশংসার গান উপভোগ না করলেও সেটিতে যোগদান করেছেন। কেন? কারণ তিনি দেহের অংশ, এবং দেহ একটি নতুন গান গাইছে।

একটি ছোটো গ্রামীণ মন্ডলীর একজন প্রশিক্ষিত গায়ক এমন গান গায় যা গানের দিক থেকে তেমন চ্যালেঞ্জিং নয়। কেন? কারণ সে দেহে অংশ, এবং দেহে এমন সদস্য রয়েছে যারা উচ্চ স্তরের কোনো গান উপভোগ করে না। মন্ডলীর একজন অপ্রশিক্ষিত সদস্য এমন একটি গানের শেষে "আমেন" বলতে পারে যা সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেনি। কেন? কারণ সে শরীরের অংশ, এবং দেহে এমন সদস্য রয়েছে যে উপভোগ না করলেও গান গায়।

এই নীতিটি কেবল গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন পাস্টার তার সারমনকে ছোটদের এবং নতুন বিশ্বাসীদের বোঝার সুবিধার জন্য সহজ করে তোলেন। নতুন বিশ্বাসীরা এমন একটি সারমন পাঠ বোঝার জন্য অধ্যয়ন করে যা তাদের বাইবেলের বিষয়ে সীমিত জ্ঞানকে প্রসারিত করে।

কিশোর-কিশোরীরা এমন একটি সভায় বসে থাকে যা বেশ দীর্ঘ সময় ধরে চলছে। কেন? কারণ তারা দেহের অংশ এবং তারা জানে যে সভার কিছু কিছু তাদের বোধগম্যতার বাইরে যেতে পারে। বয়স্ক সদস্যরা সভা চলাকালীন একটি ছোটো বাচ্চার জোরে কেঁদে ওঠায় বিরক্ত হন না। কেন? তারা দেহের অংশ, এবং তারা উপভোগ করেন যে শিশুটি নবীন, স্বরব জীবনকে তুলে ধরছে।

এটি কি উপাসনার অংশ? অবশ্যই! উপাসনার বাইবেলভিত্তিক ঈশতত্ত্বে মন্ডলীর ঐক্যকে সম্মানিত করে। এর অর্থ সমগ্র দেহের জন্য ব্যক্তিগত পছন্দ ত্যাগ করা। এর অর্থ এমন একটি গান গাওয়া যা আপনার পছন্দের নয়। লিডারদের জন্য, এর অর্থ এমন গান বেছে নেওয়া যা কেবল প্রিয় স্তোত্র নয়, বরং দেহের সমস্ত অংশের জন্য পরিচর্যা প্রদান করে। মন্ডলীর গানগুলি অবশ্যই সমগ্র মন্ডলীর জন্য পরিচর্যা প্রদান করবে, কোনো সীমিত গোষ্ঠীর জন্য নয়।

► বিগত চার সপ্তাহ ধরে আপনি উপাসনায় যে গানগুলি ব্যবহার করেছেন তা বিবেচনা করে দেখুন। আপনি কি এমন গান গেয়েছেন যা আপনার মন্ডলীর প্রতিটি অংশের সাথে কথা বলে? একজন লিডার হিসেবে, আপনি কি স্বেচ্ছায় এমন গান

বেছে নিয়েছেন যা আপনার প্রিয় নয়, কিন্তু মন্ডলীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে? আপনার গান কি মন্ডলীর প্রতিটি সদস্যের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিশ্বাসীর যাজকত্ব এবং মন্ডলীর ঐক্য প্রদর্শন করে?

যে কারণগুলির জন্য উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ (ক্রমশ)

উপাসনায় সঙ্গীত থাকার কিছু ব্যবহারিক কারণ

বাইবেলভিত্তিক এবং ঈশতাত্ত্বিক কারণের পাশাপাশি, উপাসনায় গানকে মূল্য দেওয়ার ব্যবহারিক কারণও রয়েছে। সঙ্গীতের শক্তি আমাদের সত্তার সমস্ত দিকের সাথে সংযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা থেকে আসে।

সঙ্গীত মনের সাথে কথা বলে।

স্কুলের শিক্ষকরা জানেন যে ব্যাকরণের নিয়মগুলিকে একটি সহজ সুর দিয়ে শেখালে বাচ্চাদের মুখস্থ করা সহজ হয়। শাস্ত্র গাওয়া মূলত শাস্ত্র শেখাকে সহজ করে তোলে। কিছু লোক যারা বলে, "আমি বাইবেল মনে রাখতে পারি না", তারা ইতিমধ্যেই অনেক শাস্ত্রীয় পদ জানে; তারা প্রশংসার কোরাস গানে সেগুলি গায়। সেরা প্রশংসার কোরাস গানগুলির মধ্যে কিছু হল স্মরণীয় সুরে তৈরি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পদ।

সঙ্গীত এবং মনের সাথে সম্পর্কিত দু'টি নীতি গুরুত্বপূর্ণ।

(১) সঙ্গীতকে কেবল আবেগের সাথে নয়, বরং মনের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

সঙ্গীত সর্বদা আবেগপ্রবণ; সেটি এটির শক্তির অংশ। সঙ্গীতের আবেগীয় শক্তি ভুল নয়, কিন্তু সঙ্গীতকে আমাদের মনের সাথেও সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

কিছু কিছু উপাসনাকারী মনে করে যে তারা গান গাওয়ার সময়ে তাদের মনের দরজা বন্ধ করে দিতে পারে। গীটার জোরে বাজছে, ড্রামের তালও জোরে পড়ছে, সুরও বেশ আবেগপ্রবণ, তাই তারা ধরে নেয় যে তারা উপাসনা করছে। আমাদের কখনোই পৌলের কথাটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, "আমি আমার আত্মাতে প্রার্থনা করব, কিন্তু আমি আমার বুদ্ধি-সহযোগেও প্রার্থনা করব" (১ করিন্থীয় ১৪:১৫)।

যখন আমাদের সঙ্গীত মনের সাথে কথা না বলে আবেগের সাথে কথা বলে, তখন আমরা মিথ্যা উপাসনার ঝুঁকিতে পড়ি। আবেগের সাথে কথা বলে এমন সঙ্গীতে কোনো ভুল নেই; বিপদ হল সেই সঙ্গীত যা মনের সাথে কথা না বলে কেবল আবেগের সাথেই কথা বলে। বুদ্ধিমান পাস্টার নিশ্চিত করবেন যে উপাসনার সঙ্গীত যেন মনকে এড়িয়ে না যায়।

(২) আমরা যে বার্তাটি গাইছি, সেটিকে অবশ্যই সত্য হতে হবে।

সঙ্গীত মনের সাথে কথা বলে, তাই ধর্মতত্ত্ব শেখানোর জন্য গান একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

১৮ শতকে, ঈশ্বর বাইবেলের সেই সত্যগুলি ঘোষণা করার জন্য চার্লস এবং জন ওয়েসলি নামের দুই ভাইকে ব্যবহার করেছিলেন যে সত্যগুলি লোকেদের জানার প্রয়োজন ছিল: সকলেই পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারে, এবং প্রত্যেকেই পরিত্রাণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার অধিকারী হতে পারে। সেই দুই ভাই এই

> বিশ্বাসীদের গান গাওয়ার কারণগুলি হলো: ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভক্তি জাগিয়ে তোলা, তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা, তাদের আশাকে অনুপ্রাণিত করা এবং ঈশ্বর এবং অন্যদের প্রতি তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করা।
>
> - জন ওয়েসলি (John Wesley) থেকে গৃহিত

সত্যটিকে দুইভাবে বিস্তার করেছিলেন: জন সারমনের মাধ্যমে সেই সত্যকে তুলে ধরেছিলেন, এবং চার্লস সেই সত্যের উপর ভিত্তি করে স্তোত্র লিখেছিলেন। তার স্তোত্রগুলি যেকোনো ব্যক্তির গাওয়ার জন্যই খুব সহজ ছিল, কারণ সুরগুলি খুব কঠিন ছিল না। যারা চার্লসের স্তোত্রগুলি শুনত এবং গাইত, তারা পড়তে না পারলেও ঈশ্বরের সত্য বুঝতে পারত এবং মনে রাখতে পারত। আজকে, আমাদের গানগুলিরও গায়ক এবং শ্রোতাদের কাছে দৃঢ় বাইবেলভিত্তিক সত্যগুলির শিক্ষা দেওয়া উচিত।

পাস্টাররা, যদি আপনারা এমন গানকে জায়গা দেন যা বাইবেলভিত্তিক নয়, তাহলে আপনারা মূলত আপনাদের পরিচর্যা কাজের সক্রিয়তাকে দুর্বল করে দিচ্ছেন। লোকেরা আপনাদের সারমনের বিষয়বস্তু ভুলে গেলেও দীর্ঘকাল গানটি মনে রাখবে। উপাসনা সভাগুলির জন্য সঙ্গীতের পরিকল্পনায় সময় ব্যয় করুন। নিশ্চিত করুন যে গানগুলি সারমনের সত্যকে সমর্থন করছে।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার উপাসনার গানগুলি কি বাইবেলের মতবাদ সাপেক্ষে সত্য? বহু মন্ডলী এমন অনেক গান গায় যা ভুল শিক্ষা দেয় বা কিছুই শেখায় না (অর্থহীন শব্দ)। আপনার গানগুলি কি পাপের উপরে বিজয়ের বাস্তবতার শিক্ষা দেয়? আপনার গানগুলি কি শেখায় যে সকলের জন্য পরিত্রাণ উপলব্ধ? আপনার গানগুলি কি শেখায় যে ঈশ্বর প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এক পবিত্র হৃদয় দিতে চান?

সঙ্গীত হৃদয়ের সাথে কথা বলে।

জোনাথন এডওয়ার্ডস (Jonathan Edwards) বলেছেন যে আমাদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসার গান গাইতে বলা হয়েছে, কারণ গান আমাদের "আবেগকে চালনা করে।"[43] যদিও নিজের স্বার্থে আবেগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিপদজনক, তবুও আবেগ হলো গানের প্রতি একটি স্বাভাবিক এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া। গান গাওয়া সত্যের প্রতি একটি আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে। সঙ্গীত মন এবং হৃদয় উভয়ের সাথেই কথা বলে।

কিছু পশ্চিমা খ্রিষ্টবিশ্বাসী এমন সঙ্গীতকে ভয় পান যা আবেগের গভীরে কথা বলে, কিন্তু বাইবেলে যারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করেছেন তারা সর্বদা একটি আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছেন। সেরা উপাসনার গান মনের সাথে কথা বলে এবং হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া দাবি করে।

► আপনার মাতৃভাষায় স্তোত্র এবং কোরাস গানের সংগ্রহ দেখুন। এমন একটি গানের উদাহরণ খুঁজে বের করুন যা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যক্তিগত প্রার্থনা হিসেবে লেখা হয়েছে।

সঙ্গীত শরীরের সাথে কথা বলে।

কোনো অনুষ্ঠানে কোনো বাচ্চাকে লক্ষ্য করবেন; গানের তালে তালে তারা দুলতে থাকে। সঙ্গীত শরীরের সাথে কথা বলে।

যে সঙ্গীত কেবল শরীরের সাথে কথা বলে তা ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তবে, যখন বাইবেল উপাসনার কথা বলে, তখন এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপাসনাকারীদের শারীরিক অবস্থান সম্পর্কে বলে: হাত উঁচু করা, নতজানু হওয়া, প্রণাম করার মতো

---

[43] Bob Kauflin, *Worship Matters* (Wheaton: Crossway Books, 2008), 98 থেকে ভাষান্তরিত।

অবস্থান নেওয়া এবং শারীরিক নড়াচড়া। আমাদের ভঙ্গি এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি কখনো কখনো আমাদের কথার চেয়ে আরো শক্তিশালীভাবে সংযোগ স্থাপন করে।

গীত ১৪৯:৩ পদে ইস্রায়েলকে আহ্বান করা হয়েছিল যে "তারা নৃত্যসহকারে তাঁর নামের প্রশংসা করুক আর খঞ্জনি ও বীণা দিয়ে তাঁর উদ্দেশে সংগীত করুক।" যদিও কিছু আধুনিক সংস্কৃতি শারীরিক অঙ্গভঙ্গির স্বার্থেই নাচ করে; বাইবেলে *নাচ* কথাটি যেকোনো রকম দৈহিক নড়াচড়া বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। গীতচরক উপলব্ধি করেছিলেন যে আমাদের মাংসিক দেহও প্রশংসার সাথে সংযুক্ত।

এটি কোনো নাইটক্লাবের মোহময় নাচ নয়, কিন্তু এটি চার্চের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে থাকার মতোও নয়। উপাসনার গানের সময় বাইবেলভিত্তিক নাচে কিছুটা নড়াচড়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন আমরা প্রশংসায় হাত তুলি বা সুরের সাথে কোনোভাবে নড়াচড়া করি, তখন এটি বাইবেলের *নাচ* শব্দটির সাথে মিলে যায়।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এবং বিভিন্ন প্রজন্মে দৈহিক অঙ্গভঙ্গি আলাদা হলেও, আমাদের কখনোই ঈশ্বরের পবিত্র উপাসনাকে আমাদের চারপাশের সংস্কৃতির অপবিত্র অভ্যাসের অনুকরণে তৈরি হতে দেওয়া উচিত নয়।

► যাত্রা পুস্তক ৩২ অধ্যায় পর্যালোচনা করে দেখুন যেখানে পবিত্র তথাকথিত "সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটি উৎসব" (৩২:৫) এবং মিশরীয় উপাসনার অপবিত্র চিত্র (৩২:৪) এবং পৌত্তলিক সংস্কৃতির লজ্জাজনক অনুশীলনকে (৩২:২৫) মেলানো হয়েছে। আমাদের উপাসনাকে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে হবে। আশেপাশের পারিপার্শ্বিক আমাদের উপাসনা পদ্ধতি নির্ধারণ করবে না।

বিজ্ঞ পাস্টার এবং লিডাররা এমন সঙ্গীত খুঁজে বের করবেন যা অপবিত্র উপাসনা এড়িয়ে চলে, কিন্তু এটি সমগ্র ব্যক্তির সাথেও কথা বলে, যা মন্ডলীকে প্রকৃত অর্থে গানের মাধ্যমে উপাসনা করার সুযোগ করে দেয়।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার উপাসনার গান কি উপাসনার জন্য উপযুক্তভাবে শরীরের সাথে কথা বলে? আপনার উপাসনাকারীরা কি ইন্দ্রিয়গত অনুশীলনের মাধ্যমে উপাসনাকে অপবিত্র না করে শারীরিকভাবে তাদের প্রশংসা এবং উপাসনা প্রকাশ করে?

সঙ্গীত ইচ্ছার সাথে কথা বলে।

সঙ্গীত মূলত ইচ্ছা থেকে একটি প্রতিক্রিয়া দাবি করে। পৌল কলসীয় মন্ডলীকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা পরস্পরকে গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তনে শিক্ষাদান ও সচেতন করে (কলসীয় ৩:১৬)। উপদেশ দেওয়া মানে ভুল সংশোধন করা। তিরস্কার করলে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয়; সংশোধন করলে একজন ব্যক্তিকে তার আচরণে পরিবর্তন আনতে বলা হয়। পৌল আশা করেছিলেন সঙ্গীত সেই পরিবর্তনের কারণ হবে। সঙ্গীত ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিক্রিয়া জানাতে বলে।

► আপনার মাতৃভাষায় স্তোত্র এবং কোরাস গানের সংগ্রহ দেখুন। এমন একটি গানের উদাহরণ খুঁজে বের করুন যা ঈশ্বরের প্রতি ব্যক্তিগত উৎসর্গ এবং অঙ্গীকারকে প্রকাশ করে।

উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সমগ্র ব্যক্তির সাথে কথা বলে। এই কারণে, সঙ্গীত মূল্যবান এবং বিপদজনক উভয়ই। এটি মূল্যবান, কারণ এটি সত্যকে একটি শক্তিশালী উপায়ে উপস্থাপন করতে পারে। এটি বিপদজনক, কারণ এটি মিথ্যা শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe) সতর্ক করে দিয়েছেন, "আমি নিশ্চিত যে

মন্ডলীগুলি তাদের শোনা সারমনের চেয়ে তাদের গাওয়া গান থেকে বেশি ঈশতত্ত্ব (ভালো এবং খারাপ) শেখে... [সঙ্গীত] পবিত্র আত্মার হাতে থাকা একটি দুর্দান্ত হাতিয়ার বা শত্রুর হাতে থাকা একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। **মন্ডলীর সাদাসিধে সদস্যরা কী ঘটছে তা বোঝার আগেই গান গাইতে গাইতে ভ্রান্তশিক্ষার পথে এগিয়ে যেতে পারে**।[44]

সঙ্গীত শক্তিশালী; এটিকে বুদ্ধিযুক্তভাবে ব্যবহার করুন।

মিলিয়ে দেখুন

গত চার সপ্তাহে আপনি যে গানগুলি গেয়েছেন সেগুলির কথা চিন্তা করুন। আপনি কি এমন গান গেয়েছিলেন যা পুরো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছিল?

- এমন একটি গানের নাম বলুন যা আপনার মণ্ডলীকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে।
- এমন একটি গানের নাম বলুন যা আপনার মণ্ডলীর সদস্যদের আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে কথা বলেছিল।
- এমন একটি গানের নাম বলুন যা আপনার মণ্ডলীকে ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

উপাসনার জন্য সঙ্গীত নির্বাচন করার নীতিসমূহ

আমরা এই পাঠটি উপাসনার সঙ্গীত নিয়ে দ্বন্দ্বের একটি কাহিনী দিয়ে শুরু করেছিলাম। আপনি যদি এমন একজন পাস্টার হন যিনি এই ধরণের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছেন, তাহলে বুঝতে হবে যে এটি কোনো নতুন সমস্যা নয়! প্রতিটি প্রজন্মেই, মন্ডলী উপাসনার জন্য উপযুক্ত ধরণের সঙ্গীত নির্ধারণের জন্য লড়াই করেছে। বহু মন্ডলীতে সঙ্গীত প্রকৃত উপাসনার একটি উপায়ের পরিবর্তে দ্বন্দ্বের উৎস হয়ে উঠেছে।

উপাসনায় সঙ্গীত একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। অনেক মন্ডলীতে উপাসনার অর্ধেক অংশেই থাকে গান: ভূমিকা সঙ্গীত, সমবেত গান, বিশেষ গান, সভার শেষে একটি গান এবং প্রার্থনার সময় মৃদু সঙ্গীত। যেহেতু উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সঙ্গীত নিয়ে দ্বন্দ্ব গুরুতর হয়ে ওঠে।

সঙ্গীতের ধরণ সম্পর্কে মানুষের দৃঢ় পছন্দ অপছন্দ রয়েছে। অনেকেই এমন সঙ্গীতের ধরণ সহ্য করতে চায় না যা তারা পছন্দ করে না।

সঙ্গীতের ধরণের নৈতিকতা সম্পর্কে মতামতের পার্থক্য থেকে দ্বন্দ্ব আসে। এখানে তিনটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে:

১। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে কিছু সঙ্গীতের ধরণ মন্দ। তারা এমন গানের ধরণ ব্যবহার করতে পছন্দ করে যেগুলিকে তারা বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস করে।

২। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে সঙ্গীতের ধরণ ভালো বা মন্দ হতে পারে না, এবং তাই প্রতিটি ধরণই গ্রহণযোগ্য। এই ব্যক্তিরা সাধারণত উপাসনার জন্য প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গীতের ধরণ ব্যবহার করতে চায়।

---

[44] Warren Wiersbe, *Real Worship* (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 136. Emphasis added

৩। কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে সঙ্গীতের ধরণগুলি নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ, কিন্তু এর আবেগগত এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে যা উপাসনার জন্য এর উপযোগিতাকে প্রভাবিত করে। এই ব্যক্তিরা প্রতিটি ধরণ মূল্যায়ন করে বিবেচনা করে যে এটি কি এমনভাবে উপাসনা করতে সাহায্য করবে যা ঈশ্বরকে সম্মান করে ।

এই বিভাগে আমরা সেইসমস্ত বাইবেলভিত্তিক নীতিগুলি দেখব যা আমাদের উপাসনার সঙ্গীতকে নির্দেশ করে।

উপাসনার গানের কথাগুলির অবশ্যই সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে

শাস্ত্রের প্রাথমিক লক্ষ্য গানের পাঠ্যের বিষয়বস্তু, তা গানের শৈলী বা ধরণ নয়।

গানের ধরণ নির্বিশেষে, ভুল বার্তাযুক্ত (অথবা কোনো বার্তা না থাকা) গানগুলি উপাসনার জন্য অনুপযুক্ত। ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe) সতর্ক করে দিয়েছেন যে অনেক লেখা "অস্পষ্ট এবং আবেগপ্রবণ, তা ঈশতাত্ত্বিক নয়।"[45] আমাদের গানের বার্তার একটি পরীক্ষা হলো, "পরম সত্তা বা কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি কি শব্দ পরিবর্তন না করে এই গানের কথাগুলি গাইতে পারে?" যদি আপনি গানের বার্তা পরিবর্তন না করে বুদ্ধ কোনো দেব-দেবীর নামটি প্রতিস্থাপন করতে পারেন, তবে এটি উপাসনার জন্য অনুপযুক্ত। কোনো গান যদি স্পষ্টভাবে সত্য কথা না বলে, তবে আমাদের উপাসনায় এর মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। আমাদের গানগুলির আমাদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করা উচিত। যদি তা না করে, তবে আমাদের গানগুলি উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের দিকে নির্দেশ করবে না।

কুড়ি বছরের নিয়ম

"যদি কেউ কুড়ি বছর ধরে আমাদের গান গেয়ে বড়ো হয়, তাহলে সে ঈশ্বরকে কতটা ভালোভাবে জানতে পারবে? সে কি জানবে যে ঈশ্বর পবিত্র, জ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এবং সার্বভৌম? সে কি সুসমাচারের মহিমা এবং কেন্দ্রীয়তা বুঝতে পারবে?"

- বব কাউফলিন (Bob Kauflin, Worship Matters)

শাস্ত্রের এই গানটি দেখুন:

> সদাপ্রভুর প্রশংসা করো।
>
> আকাশমণ্ডল থেকে সদাপ্রভুর প্রশংসা করো;
>
> ঊর্ধ্বলোকে তাঁর প্রশংসা করো।
>
> হে তাঁর সমস্ত স্বর্গদূত, তাঁর প্রশংসা করো;
>
> হে তাঁর সমস্ত স্বর্গীয় বাহিনী, তাঁর প্রশংসা করো।
>
> হে সূর্য ও চন্দ্র, তাঁর প্রশংসা করো;
>
> হে উজ্জ্বল সব তারা, তাঁর প্রশংসা করো।
>
> হে ঊর্ধ্বতম স্বর্গলোক, তাঁর প্রশংসা করো
>
> হে আকাশের ঊর্ধ্বস্থিত জলরাশি, তোমরাও করো।

---

[45] Warren Wiersbe, *Real Worship* (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 137

সব সৃষ্টবস্তু সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক,

কারণ তিনি আদেশ করেছিলেন, আর সেসব সৃষ্টি হয়েছিল,

এবং তিনি তাদের চিরকালের জন্য স্থাপন করেছেন,

তিনি এক বিধি দিয়েছেন, যা কখনও লুপ্ত হবে না। (গীত ১৪৮)

এটিকে সম্প্রতিকালের একটি জনপ্রিয় গানের সাথে তুলনা করুন:

"যখন তুমি যীশুর নামে নাচ করো, তখন তা ঠিক আছে।
যখন তুমি প্রভুর জন্য নাচ করো, তখন তা ঠিক আছে।"[46]

কোন গানটি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে? পৌল বোধগম্য নয় এমন উপাসনার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি আমার আত্মাতে প্রার্থনা করব, কিন্তু আমি আমার বুদ্ধি-সহযোগেও প্রার্থনা করব" (১ করিন্থীয় ১৪:১৫)। যখন আমরা শাস্ত্রের গানগুলি অধ্যয়ন করি, আমরা দেখি যে সেগুলি স্পষ্টতার সাথে শিক্ষা দেয়। আমাদের গানের কথাওগুলিকে অবশ্যই বাইবেলভিত্তিক সত্যের কথা তুলে ধরতে হবে।

গান মূল্যায়ন ফর্ম[47]

	দুর্বল	মোটামুটি	দৃঢ়
কথাগুলি কি তাত্ত্বিকভাবে সত্য?			
কথাগুলি খ্রিষ্টীয় অভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ত?			
মন্ডলীর লোকেরা কি কথাগুলি বুঝতে পারবে?			
গানের ধরণের সাথে কি গানের কথাগুলি মানানসই?			
সুরটি কি মন্ডলীর লোকেদের গাওয়ার জন্য সহজ?			

[46] Jacob Roberson, "Everybody Dance!" ১০ই জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে https://genius.com/James-roberson-everybody-dance-lyrics থেকে উপলব্ধ।

[47] Constance M. Cherry, *The Worship Architect*. (Grand Rapids: Baker Academic, 2010), 202-203 অবলম্বনে।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার উপাসনার গানগুলি কি প্রকৃতভাবে বাইবেলভিত্তিক? আপনার মন্ডলীর গানগুলিতে কি একজন নতুন বিশ্বাসী বাইবেলের ঈশ্বরকে চিনতে পারে?

উপাসনা সঙ্গীতের ধরণ বা শৈলী ভিন্ন হতে পারে

ঈশ্বর হলেন এক অন্তহীন বৈচিত্র্যের ঈশ্বর। তিনি নতুন নিয়মে একটি নয়, চারটি সুসমাচার পুস্তককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক লেখকের অনন্য ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে কথা বলেছেন। তিনি একটি নয়, হাজার হাজার প্রজাতির মাছ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের চোখকে ৮০ লক্ষ রঙের পার্থক্যের মধ্যে প্রভেদ করার ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করেছেন। সৃষ্টি তার বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করে। তিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন, কেবল একটি ব্যক্তিত্বের ধরণ নয়। ঈশ্বর অসীম বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন।

আমাদের সঙ্গীত আমাদের উপাস্য ঈশ্বরের সৃজনশীল বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করা উচিত। কলসীয় ৩:১৬ পদে পৌল তিন ধরণের গানের তালিকা দিয়েছেন যেগুলি উপাসনার জন্য ব্যবহার করা উচিত: গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তন। (এছাড়াও ইফিষীয় ৫:১৯ পদ দেখুন।) পৌল এই তিনটি শৈলীর সংজ্ঞা দেননি। অনেক লেখক এগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন:

- গীত মূলত গীতসংহিতা পুস্তককে নির্দেশ করে।
- স্তুতি মূলত মানুষের রচনা করা গান। অনেক লেখক এই শব্দটিকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বা ঈশ্বর সম্পর্কে গাওয়া গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এটিতে গীতসংহিতা পুস্তকের গান ছাড়াও বাইবেলভিত্তিক অন্যান্য গানকেও অন্তর্ভুক্ত করে।
- আত্মিক সংকীর্তনের সংজ্ঞা দেওয়া সবচেয়ে কঠিন। কিছু কিছু লেখক এগুলিকে বিধিবহির্ভূত গান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন; অন্যেরা মনে করেন যে আত্মিক সংকীর্তনকে খ্রিষ্টীয় জীবন এবং ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের গান হতে হবে।

সংজ্ঞা নির্বিশেষে, এই পদগুলি দেখায় যে মন্ডলী তার শুরুর সময় থেকেই বিভিন্ন ধরণের গান গেয়ে আসছে।

ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe) প্রামাণ্যতার নীতির কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "উপাসনার অভিব্যক্তি অবশ্যই খাঁটি হতে হবে, যা মানুষের সাংস্কৃতিক পার্থক্য প্রকাশ করে।"[48] খাঁটি উপাসনা প্রতিটি সংস্কৃতির ভাষায় ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য বলে। প্রতিটি প্রজন্মে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এমন গান লিখেছে যা তাদের সংস্কৃতির সঙ্গীত শৈলীতে ঈশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ করে। আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গীতই একমাত্র খাঁটি পবিত্র সঙ্গীত। পরিবর্তে, যদি না কোনো শৈলী শাস্ত্রের স্পষ্ট নীতিগুলির সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি না করে করে, তাহলে আমাদের প্রতিটি সংস্কৃতি এবং প্রতিটি প্রজন্মকে তাদের নিজস্ব ভাষায় ঈশ্বরের প্রশংসা করার সুযোগ দিতে হবে।

---

[48] Warren Wiersbe, *Real Worship* (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 139

মিলিয়ে দেখুন

আপনার মন্ডলীর সঙ্গীত কি আমাদের ঈশ্বরের সৃজনশীল বৈচিত্র্যকে দেখায়?

প্রতিটি ধরণ প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নয়

অনেকেই বাইবেলের সঙ্গীতের শৈলী বা ধরণকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করলেও বাইবেল কোনো নির্দিষ্ট সঙ্গীতের ধরণের নির্দেশ দেয় না। সঙ্গীতের ধরণের পিছনে যে দর্শনটি আছে তা অধ্যয়ন করার পর, ফ্রান্সিস শেফার (Francis Schaeffer) লিখেছেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে ঈশ্বরীয় শৈলী বলে কিছু নেই..."[49]

সঙ্গীতের সুর নীতিগত বিষয়বস্তু প্রকাশ করে না। গানবাজনার সুর ধার্মিকও নয়, আবার অধার্মিকও নয়। এর অর্থ কি এই যে প্রতিটি সংগীত শৈলীই উপাসনার জন্য উপযুক্ত? না। কিছু কিছু ধারা পাপপূর্ণ সংস্কৃতির সাথে এতটাই জড়িত যে সেগুলি উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরীয় বার্তা প্রকাশ করতে পারে না।

সঙ্গীতজ্ঞ এবং মিশনারিরা একই বিষয় খুঁজে পেয়েছেন: মানুষ বিভিন্নভাবে সঙ্গীতের ধ্বনিতে সাড়া দেয়। যদি দু'জন ব্যক্তি একই সঙ্গীত শোনে, তাহলে একজন গানের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে কাঁদতে শুরু করতে পারে। অন্যজন কিছুই অনুভব করতে পারে না।[50]

উপাসনার সংগীতের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা এটি হতে পারে না, "আমি কি এটা পছন্দ করি?" বা "এটি কি আমাকে অনুপ্রাণিত করে?" চূড়ান্ত পরীক্ষাটি হলো ঈশ্বরের গৌরব। এর অর্থ হলো আমাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একটি সঙ্গীতের ধরণ কী প্রকাশ করছে তা মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে, **"আমার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, এই সঙ্গীতের ধরণটি কি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে?"**

সবকিছু অনুমোদনযোগ্য হলেও, সবকিছু উপকারী নয় (১ করিন্থীয় ১০:২৩)। যদি উপাসনায় সঙ্গীতের লক্ষ্য বিশ্বাসীদেরকে সমৃদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা যে সঙ্গীতের ধরণ ব্যবহার করি তা যেন অবশ্যই এই উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত না করে। একই সঙ্গীত এক সংস্কৃতিতে উপাসনার জন্য সহায়ক হতে পারে, আবার অন্য সংস্কৃতিতে বাধাজনক হতে পারে। একজন সতর্ক উপাসনার লিডার এমন সঙ্গীত বেছে নেবে যা তার নেতৃত্বাধীন লোকেদের জন্য উপযুক্ত।

কোনো নির্দিষ্ট ধরণের সঙ্গীত উপযুক্ত কিনা তা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করি? একজন লিডার হিসেবে, আপনার সাংস্কৃতিক পরিবেশে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে আপনার লোকেদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আপনার। এক সংস্কৃতিতে যা উপযুক্ত তা অন্য সংস্কৃতিতে উপযুক্ত নাও হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ধারার ধর্মীয় পদ্ধতির কারণে অথবা একটি ধারা পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির পাপপূর্ণ অনুশীলনের সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে, একটি সঙ্গীতের ধরণ উপাসনার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। আপনার পরিস্থিতির জন্য সঙ্গীতের উপযুক্ততার দিক থেকে আপনাকে অবশ্যই সঙ্গীতকে মূল্যায়ন করতে হবে।

---

[49] Francis Schaeffer, *Art and the Bible* (Downers Grove: InterVarsity Press, 1973), 51
[50] Gerardo Marti, *Worship across the Racial Divide: Religious Music and the Multiracial Congregation*. (England: Oxford University Press, 2012)

পৌল আমাদেরকে সবকিছু পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তারপর যেটি উত্তম সেটিকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন (১ থিষলনীকীয় ৫:২১)। আমাদের কোনোকিছুই পরীক্ষা এবং প্রমাণ না করে গ্রহণ করা উচিত নয়। এটিতে আমরা যে গান গাই সেটিও অন্তর্ভুক্ত।

মিলিয়ে দেখুন

আপনি কি এমন গান করেন যা আপনার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে মানানসই নয়। **আপনার সংস্কৃতিতে** সেই সঙ্গীত কি কোনো অশালীন বা জাগতিক ধারাকে তুলে ধরে? গানের বার্তা কি পাঠ্যের বার্তার বিপরীত?

আমাদের উপাসনার সঙ্গীতে ভারসাম্য থাকা উচিত।

গীতসংহিতা পুস্তকটি দেখায় যে ঈশ্বর উপাসনায় বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দেন। গীতসংহিতা পুস্তকটিতে প্রশংসা, বিলাপ, সাহায্যের জন্য প্রার্থনা, এবং উদ্ধার পাওয়ার পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত আছে। গীতসংহিতা সকল উপাসকারীদের উপাসনার চাহিদার কথা বলে।

মন্ডলীতে পরিপক্কতার একটি চিহ্ন লো বৈচিত্র্য (১ করিন্থীয় ১২:৪-৬)। খ্রিষ্টের দেহে বিবিধ সংস্কৃতি, বিবিধ ভাষা, বিবিধ ব্যক্তিত্ব, এবং বিবিধ বরদান অন্তর্ভুক্ত। আমাদের উপাসনাকে, যার মধ্যে আমাদের সঙ্গীতও রয়েছে, অতি অবশ্যই খ্রিষ্টের দেহের সদস্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এমনকি, আমাদের উপাসনা এমন হতে হবে যেন তা গির্জাঘর ছাপিয়ে গিয়ে অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে। বাইবেলের গানগুলি তিন ধরণের শ্রোতার সাথে কথা বলে।[51]

সঙ্গীতকে ঈশ্বরের প্রশংসা ঘোষণা করতে হবে: "প্রভুর উদ্দেশে গীত গাও, হৃদয়ে সুরের ঝংকার তোলো" (ইফিষীয় ৫:১৯)।

► গীত ৯২:১-৪ পদ পড়ুন।

গীত ৯২ অধ্যায় দেখায় যে আমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাই। সঙ্গীতকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা উপস্থাপন করতে হবে। যাত্রা পুস্তক ১৫ অধ্যায়ে প্রশংসার গান থেকে শুরু করে প্রকাশিত বাক্যে উল্লিখিত স্বর্গীয় গান, বাইবেলের গানগুলি ঈশ্বরের মহত্বের প্রশংসা করে। বাইবেলে সঙ্গীতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্রশংসা। বিলাপ, অনুরোধ, বা প্রশংসার গীতগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঈশ্বরকেই উদ্দেশ করে লেখা।

গীতসংহিতা পুস্তকের গীতগুলি গেয়ে যান, এবং আপনার গান হবে:

- "আমি ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করলাম...
- "হে আমার ধার্মিক ঈশ্বর, আমি ডাকলে আমাকে উত্তর দিয়ো।"
- "আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, হে সদাপ্রভু, আমি তোমার স্তব করব..."
- "আমার সারা জীবন আমি সদাপ্রভুর জয়গান করব।।।"
- "হে সদাপ্রভু, আমি তোমায় ভালোবাসি, তুমি আমার শক্তি।"

---

[51] Herbert Bateman, editor. *Authentic Worship* (Grand Rapids: Kregel Publications, 2002), 150-155 অবলম্বনে।

সঙ্গীতকে মন্ডলীর কাছে সত্য ঘোষণা করতে হবে: "পরস্পরকে শিক্ষাদান ও সচেতন করো" (কলসীয় ৩:১৬)।

বহু উপাসনার লিডার বলেছেন, "আমাদেরশ্রোতাদের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া উচিত নয়; আমরা কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান গাই।" তবে, গীত সংহিতার বহু গানই ইস্রায়েলের উদ্দেশ্যে রচিত। যদিও এটি সত্য যে বহু বাইবেলভিত্তিক গানই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে রচিত, পাশাপাশি এটিও সত্য যে বহু বাইবেলভিত্তিক গান কংগ্রিগেশনের লোকেদের উদ্দেশ্যেও রচিত।

আরাধনা সঙ্গীতের জন্য শ্রোতা

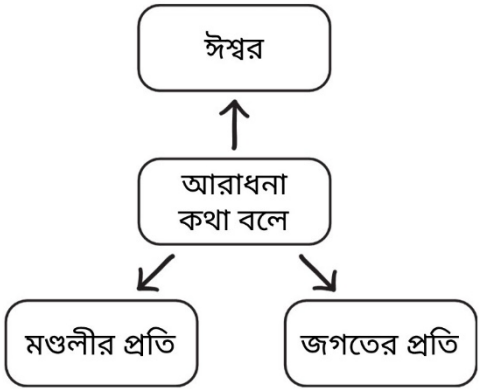

ইফিষীয় ৫:১৯ পদ বিশ্বাসীদেরকে গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তনে একে অপরের সাথে কথা বলার নির্দেশ দেয়। কলসীয় ৩:১৬ পদ আমাদের গান গাওয়ার উদ্দেশ্য আরো বেশি নির্দিষ্ট কথা বলে: "তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় বিভূষিত হয়ে পরস্পরকে শিক্ষাদান ও সচেতন করো এবং গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তনে মুখর হয়ে ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় তা করো।"

পৌল দেখিয়েছেন যে মন্ডলীর গানের মাধ্যমে খ্রিষ্টের বাক্য ঘোষিত হয়েছে। যখন আমরা গান গাই, আমরা আমাদের সহ-উপসনাকারীদের কাছে ঈশ্বরের সত্যকে তুলে ধরি। গানের মাধ্যমে, মন্ডলী একে অপরকে শিক্ষা দেয়। গানের মাধ্যমে, বিশ্বাসীরা গড়ে ওঠে এবং খ্রিষ্টের দেহ সমৃদ্ধ হয়।

সঙ্গীতকে জগতের কাছে সুসমাচার ঘোষণা করতে হবে: "সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর মহিমা ... প্রচার করো" (গীত ৯৬:৩)।

গীতরচক আমাদেরকে সমস্ত জাতির কাছে একটি সাক্ষ্য হিসেবে গান গাইতে বলেছেন:

> তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নতুন গান গাও; সমস্ত পৃথিবী, সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও। সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও; তাঁর নামের প্রশংসা করো; দিনের পর দিন তাঁর পরিত্রাণ ঘোষণা করো। সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর মহিমা আর সব লোকের মাঝে তাঁর বিস্ময়কর কাজের কথা প্রচার করো। (গীত ৯৬:১-৩)

► ১ রাজাবলি ৮:৪১-৪৩ পদ পড়ুন।

যখন ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়, তখন সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়। মন্দির উৎসর্গের সময়ে শলোমন প্রার্থনা করেছিলেন যে বিদেশীরাও মন্দিরে উপাসনা করবে; তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে প্রভুর নাম পৃথিবীর সমস্ত জাতির কাছে পরিচিত হোক। আমরা যখন উপাসনা করি, তখন সুসমাচার এক পর্যবেক্ষণকারী জগতে ঘোষণা করা হয়।

আমাদের উপাসনার গান যেন অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে কথা বলে; আমাদের উপাসনার গান মন্ডলীর সাথে কথা বলা উচিত; আমাদের উপাসনার গানের জগতের কাছে সুসমাচার প্রচার করা উচিত।

যখন আমরা এই কোনো এক প্রকার শ্রোতাদের ভুলে যাই, তখন আমাদের উপাসনা মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। যখন আমরা ভুলে যাই যে ঈশ্বর হলেন উপাসনার চূড়ান্ত শ্রোতা, তখন আমাদের উপাসনা মূলত

ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। যখন আমরা ভুলে যাই যে কংগ্রিগেশন উপাসনার শ্রোতা, তখন আমরা উপাসনায় একে অপরকে শিক্ষা দিতে এবং উপদেশ দিতে ব্যর্থ হই। যখন আমরা ভুলে যাই যে উপাসনার এই জগতে সুসমাচার প্রচার করা উচিত, তখন আমরা সুসমাচার প্রচার করতে এবং মহান আজ্ঞা পূরণ করতে ব্যর্থ হই।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার গানগুলিতে কি আপনি ঈশ্বরের সাথে, মন্ডলীর সাথে এবং অবিশ্বাসীদের সাথে কথা বলেন? প্রত্যেকটি গানই এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকের সাথে কথা বলে না; কিন্তু সর্বত্রব্যাপী উপাসনাসভা চলাকালীন, আমাদের এই শ্রোতাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বলা উচিত।

অনুশীলন করুন

আমরা দেখেছি যে কেন উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা উপাসনায় সঙ্গীতের জন্য বাইবেলের নীতিগুলি পরীক্ষা করেছি। উপাসনায় গানের জন্য ব্যবহারিক ধারণাগুলি দেখে আমরা এই পাঠটি শেষ করব। আপনি আপনার মন্ডলীর পরিবেশের সাথে মানানইসই করে নিতে পারেন।

উপরে তালিকাভুক্ত নীতিগুলির প্রতিক্রিয়ায়, এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করেছিল, "যদি উপাসনার গানের ধরণ ভিন্ন হয় এবং গানের ধরণ যদি সহজাতভাবে ভালো বা খারাপ না হয়, তাহলে কি এমন কোনো নির্দেশিকা আছে যা আমাদের মন্ডলীর জন্য গান নির্বাচন করতে সাহায্য করতে পারে?"

হ্যাঁ, কিছু ব্যবহারিক নির্দেশিকা আছে যা আমাদেরকে সাহায্য করে। আপনাকে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে আপনি কীভাবে এগুলিকে আপনার নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করবেন, কিন্তু মন্ডলীর সঙ্গীত সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কিছু প্রাথমিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

মন্ডলীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত হলো মন্ডলীর সমবেত গান

যেহেতু মন্ডলীর সঙ্গীত মন্ডলীর ঐক্য এবং বিশ্বাসীদের যাজকত্বকে প্রকাশ করে, তাই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত হলো কংগ্রিগেশনের সমবেত গান। যদিও কয়্যার, একক গান, প্রশংসাকারী দল এবং অন্যান্য বিশেষ গান মূল্যবান, খ্রিষ্টীয় উপাসনায় কংগ্রিগেশনের সমবেত গান হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত। কংগ্রিগেশনের সমবেত গান উন্নত করার জন্য আমরা কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে পারি।

মনে রাখবেন:

১। **সহযোগী বিষয়গুলি এত বেশি বিস্তারিত বা জোরে হওয়া উচিত নয় যাতে সেটি গানের থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।** নতুন নিয়মে, গান গাওয়া হলো মন্ডলীর সবচেয়ে প্রাথমিক সঙ্গীত। পিয়ানোবাদক, গীটারবাদক, ড্রামবাদকরা, এবং হারমোনিয়াম-তবলাবাদকরা মন্ডলীর প্রাথমিক মিউজিক তৈরি করে না। মন্ডলীকেই গান গাইতে দিন!

২। **কিছু কিছু গান বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই সবচেয়ে ভালো গাওয়া যায়।** প্রার্থনার গানগুলি কিছু কিছু সময়ে শান্তভাবে এবং কোনো বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গাইলে উত্তমভাবে প্রকাশিত হয়। এটি মন্ডলীকে কোনোরকম চিত্তবিক্ষেপ ছাড়াই পাঠের বার্তাটির উপর মনোযোগ দিতে সাহায্য করে।

৩। **গান বা সুরটি এত বেশি কঠিন বা একদম নতুন হওয়া উচিত নয় যে মন্ডলী তাতে অংশগ্রহণই করতে পারবে না।** নতুন গান ভালো, তবে একাধিক নতুন গান যুক্ত করার আগে আমাদের মন্ডলীকে একটি নতুন গান শেখার জন্য সময় দিতে হবে। যতক্ষণ না আমরা বার্তাটি বুঝতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমাগত নতুন গান যুক্ত করতে থাকলে তা সমস্যা সৃষ্টি করে। একটি ভালো পদ্ধতি হলো পরিচিত গানগুলি রাখার পাশাপাশি নতুন গান যুক্ত করতে থাকা।

৪। **পাস্টারদের মন্ডলীর সাথে গাইতে হবে।** যদি কংগ্রিগেশনের সমবেত গানটি উপাসনামূলক হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই উপাসনা করতে হবে। যদি পাস্টার মন্ডলীতে সমবেত গান চলাকালীন অন্যান্য কাজকর্ম করতে থাকেন, তাহলে তার কাজ বোঝায়, "উপাসনা সভায় কেবল আমার সারমনই গুরুত্বপূর্ণ।" পাস্টারদেরকে অতি অবশ্যই কংগ্রিগেশনের বাকি অংশের কাছে উপাসনাকে তুলে ধরতে হবে।

সঙ্গীতকে অবশ্যই তার বার্তাটি তুলে ধরতে হবে সঙ্গীতকে অবশ্যই বাক্যের পরিষেবা করতে হবে

যেহেতু উপাসনায় সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের প্রশংসা ঘোষণা করা, মন্ডলীর কাছে সত্য জানানো, এবং বিশ্বের কাছে সুসমাচার প্রচার করা, তাই গানের কথাগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গানের ধরণ নির্বিশেষে, যদি গান তার কথাগুলি বুঝতে বা সেগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে আমরা গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তনে একে অপরকে সম্বোধন করছি না।

এর অর্থ এই নয় যে যন্ত্রসঙ্গীত গুরুত্বহীন। বাদ্যযন্ত্রগুলি আমাদেরকে আমাদের মন, আবেগ, এবং ইচ্ছাকে উপাসনায় নিবিষ্ট করতে সাহায্য করতে পারে। যন্ত্রসঙ্গীত উপাসনায় মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু কংগ্রিগেশনের সমবেত গানের কথাগুলিই প্রাথমিক গুরুত্বের বিষয় হওয়া উচিত।

লিডারকে অবশ্যই কংগ্রিগেশনকে গানের কথাগুলির যে অর্থ সেটির দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করতে হবে।

লিডাররা তাদের নেতৃত্বদানের পদ্ধতি দ্বারা কথাগুলিকে আরো বেশি অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেন। দু'টি উদাহরণ দেখাবে কীভাবে একজন লিডার গানের বার্তাকে প্রভাবিত করে।

অনিরুদ্ধ কংগ্রিগেশনের সমবেত গানগুলির বার্তা নিয়ে সতর্কভাবে চিন্তা করে না। গত সপ্তাহে, অনিরুদ্ধ ত্রিত্ব [পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা] সম্পর্কে দু'টি গানের নেতৃত্ব দিয়েছিল। প্রথম গানটির স্তবকগুলি আলাদা আলাদা বিষয়ের উপর ছিল। ১ম স্তবক পিতার কাছে একটি প্রার্থনা; ২য় স্তবক পুত্রের কাছে একটি প্রার্থনা; ৩য় স্তবক পবিত্র আত্মার কাছে একটি প্রার্থনা; ৪র্থ স্তবকটি ত্রিত্বের কাছে একটি প্রার্থনা।

গানটি শুরু করার আগে অনিরুদ্ধ বলেছিল, "আমরা ১ম, ২য় এবং ৪র্থ স্তবক গাইব।"

৩য় স্তবকটি বাদ দেওয়ার ফলে কী সমস্যা হলো? এটি ত্রিত্বকে নিয়ে একটি গান; যদি আপনি একটি স্তবক বাদ দেন, তাহলে বার্তাটি দুর্বল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় গানে, তিনটি স্তবকের প্রতিটিই ত্রিত্বের নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপাসনা এবং প্রশংসা। অনিরুদ্ধ বললেন, "আসুন, আমরা দু'টি স্তবক গাই।" পুনরায়, তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে ত্রিত্বের উদ্দেশ্যে একটি গানে অবশ্যই তিনজন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাঠ্য বিবেচনা না করে একটি স্তোত্রের অনুচ্ছেদ স্তবক বাদ দেওয়া কংগ্রিগেশনের উপাসনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

লালু জানে যে উপাসনায় কংগ্রিগেশনের সমবেত গান গুরুত্বপূর্ণ। রবিবারে সে কম পরিচিত একটি গানের নেতৃত্ব দিয়েছিল। সে গান গাওয়ার আগে বলেছিল, "এই গানটি আমাদের কাছে নতুন। গীত সংহিতা ১৫০ অধ্যায়টি শুনুন, এই গীতটির উপর ভিত্তি করেই স্তোত্রটি তৈরি করা হয়েছে।" কয়েকটি কথায় লালু কংগ্রিগেশনকে একটি নতুন গানের অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে সাহায্য করেছিল।

উপাসনা সভার পরবর্তী অংশে, লালু একটি গানের নেতৃত্ব দিয়েছিল যেটি একজন রাজা হিসেবে ঈশ্বরের মহানতাকে বর্ণনা করে। তারা গান শুরু করার আগে লালু ১ তিমথি ১:১৭ পদ পড়েছিল, "এখন অনন্ত রাজাধিরাজ, অবিনশ্বর, অদৃশ্য, একমাত্র ঈশ্বর, তাঁরই প্রতি যুগে যুগে সম্মান ও মহিমা অর্পিত হোক। আমেন।" মন্ডলীর লোকেদের বহুবার গাওয়া গানটি নতুন মাত্রা পেয়েছিল যখন উপাসনাকারীরা সেই শাস্ত্রটি শুনেছিল যেখান থেকে গানটি অনুপ্রাণিত হয়েছিল। একটি গানকে তার বাইবেলের ভিত্তির সাথে সংযুক্ত করলে মন্ডলীর উপাসনা উৎসাহিত হয়।

► আপনার মাতৃভাষায় স্তোত্র এবং সমবেত সঙ্গীত বা কোরাসের সংগ্রহ দেখুন। এমন একটি গানের এবং শাস্ত্রীয় পদের উদাহরণ খুঁজে বের করুন যা এটিকে উপস্থাপিত করে।

যদি আপনি একটি প্রজেক্টর ব্যবহার করেন, তাহলে প্রজক্টরের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি উপাসনায় নেতৃত্বেরই একটি অংশ।

স্ক্রিনে থাকা গানের কথাগুলি উপাসনাকারীদেরকে কথাগুলির দিকে মনোযোগী হতে সাহায্য করতে পারে বা তা চিত্তবিক্ষেপ করতে পারে। উপস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে তাদের নেতৃত্বদানে সতর্ক থাকতে হবে। যে সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলতে হবে তা নিম্নরূপ:

- ভুল বানানে লেখা শব্দ
- যতিচিহ্নের ভুল অবস্থান
- দু'টি বাক্যাংশকে আলাদা লাইনে লেখার পরিবর্তে ভুল জায়গা থেকে বাক্য ভাগ করে দেওয়া
- ভুল ক্রমে স্লাইডগুলিকে সাজানো
- সঠিক সময়ে স্লাইডগুলিকে পরিবর্তন না করা

এই সমস্ত সমস্যাগুলি উপাসনা থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়। ত্রুটি থাকলে, লোকেরা উপাসনায় মনোনিবেশ করার পরিবর্তে সেগুলি নিয়ে ভাবতে থাকবে। বড়ো স্ক্রিনে শব্দগুলির বিন্যাস মন্ডলীর গান গাওয়াকে প্রভাবিত করে।

উপাসনার সঙ্গীতে, সঙ্গীত মূলত গানের কথাগুলিকে তুলে ধরে। যেহেতু এটি সত্যি, উপাসনার লিডারদের অবশ্যই কংগ্রিগেশনকে অর্থ বুঝে গান গাইতে সাহায্য করতে হবে। এটির কোনোটাই উপাসনা তৈরি করে না; উপাসনা হৃদয় থেকে আসে। তবে, সমস্ত প্রকারের চিত্তবিক্ষেপকে দূর করা উপাসনাকারীদেরকে উপাসনার প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সাহায্য করে।

কংগ্রিগেশনের সমবেত গানকে উন্নত করার কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ

১। **গানের মাধ্যমে উপাসনার গুরুত্ব শেখান।** ঠিক যেমন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে প্রার্থনা এবং অন্যান্য আত্মিক শৃঙ্খলার গুরুত্ব শেখাতে হবে, তেমনি তাদের শিখতে হবে যে ঈশ্বর তাদের কীভাবে গান গাইতে চান।

২। **নিশ্চিত করুন যে কংগ্রিগেশন জানে যে তারা কেন গান গাইছে।** যদি এটি একটি প্রার্থনা হয়, তাদেরকে তা মনে করিয়ে দিন। যদি এটি একটি প্রতিশ্রুতির গান হয়, তবে তা উল্লেখ করুন। যদি এটি প্রচার করা বার্তা প্রতিফলিত করে, তবে তা স্পষ্ট করুন। লোকেরা যদি জানে যে তারা কেন গান গাইছে তবে তারা আরো উৎসাহের সাথে গান গাইবে।

৩। **দক্ষতা দেখিয়ে গানের চেয়ে কংগ্রিগেশনের সমবেত গান বেছে নিন।** সমবেত গান সাধারণত গাওয়ার উপযুক্ত হয় এবং সেটিতে মনে রাখার মতো সুর থাকে। যদি আপনি চান যে সকলেই গান করুক, তাহলে বিবেচনা করুন, বাড়ি ফেরার পথে "বাচ্চারা কি এই গানটি গাইতে পারে?"

৪। **বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কমিয়ে দিন।** গিটার, অর্গান, ড্রাম বা কয়্যার সুর যেন কংগ্রিগেশনের আওয়াজকে ছাপিয়ে না যায়। ঘরের সবচেয়ে জোরে শব্দ হওয়া উচিত মন্ডলীর সমবেত কণ্ঠস্বর।

৫। **নতুন গান এবং পুরনো গানের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখুন।**

৬। **এমন গান ব্যবহার করুন যা খ্রিষ্টীয় অভিজ্ঞতার বিস্তৃত পরিসরকে প্রতিনিধিত্ব করে।** যদি সমস্ত গান আনন্দের হয়, তাহলে আপনি মন্ডলীর দুঃখী সদস্যদের পক্ষে কথা বলবেন না। গীতের মতো, আমাদের স্তোত্রগুলিতেও এমন কথা থাকা উচিত যা সুখী খ্রিষ্টবিশ্বাসী, দুঃখার্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসী, প্রলুব্ধ খ্রিষ্টবিশ্বাসী এবং কষ্টভোগী খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পরিস্থিতিকে তুলে ধরে।

৭। **পাস্টার এবং মন্ডলীর লিডারদের উৎসাহী গান গাওয়ার মডেল তৈরি করা উচিত, এমনকি যদি তারা মনেও করেন যে তারা ভালো গাইতে পারেন না।** একেবারেই গান না গাওয়ার চেয়ে বেসুরো গান গাওয়া ভালো। গান গাওয়ার সময় সারমনের নোটগুলি দেখতে থাকা এক পাস্টার বলছেন, "উপাসনায় গান গাওয়া খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

৮। **কংগ্রিগেশনকে মনে করিয়ে দিন যে তারাই সম্মিলিত উপাসনায় প্রধান উপকরণ।** যদি লোকেরা উৎসাহের সাথে গান না করে, তাহলে কংগ্রিগেশনের সমবেত গান তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মন্ডলীর লোকেদেরকে অবশ্যই শেখাতে হবে উপাসনার অংশ হিসেবে গান গাওয়া তাদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ এবং দায়িত্ব।

উপসংহার: গ্লোরিয়ার সাক্ষ্য

ঈশ্বর কি উপাসনার সঙ্গীতের মাধ্যমে কথা বলেন? তাইওয়ানের একজন পাস্টারের সাক্ষ্য শুনুন।

গ্লোরিয়া যখন আমাদের মন্ডলীতে এসেছিল, সে সুসমাচারের ব্যাপারে কিছুই জানত না। সারমন শোনার প্রতি তার কোনো আগ্রহই ছিল না। সে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠতেও আগ্রহী ছিল না। গ্লোরিয়া ঈশ্বরকে খুঁজছিল না, কিন্তু ঈশ্বর গ্লোরিয়াকে খুঁজছিলেন!

গ্লোরিয়া নিজের ইংরাজিতে কথা বলার ক্ষমতাকে উন্নত করতে আমাদের মন্ডলীতে এসেছিল। সে শুনেছিল যে আমাদের মন্ডলী বিনামূল্যে ইংরাজি ক্লাস করায়, তাই সে ইংরাজি শিখতে এসেছিল। প্রথম দিন গ্লোরিয়া দেরিতে এসেছিল। যখন সে ভেতরে ঢুকছিল, মন্ডলী একটি সাধারণ কোরাস গান গাইছিল যেটি গীত ৪২:১ পদ থেকে নেওয়া, "হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, হে ঈশ্বর, তেমনি আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করে।"

এক বছর পরে গ্লোরিয়া তার বাপ্তিস্মের সময়ে এই সাক্ষ্যটি দিয়েছিল:

"যখন আমি বসেছিলাম তখন আপনারা যে গানটি গাইছিলেন, সেটি ছাড়া আমার ওই সভার আর কিছুই বিশেষ মনে নেই। যখন আমি গানটা শুনছিলাম, আমি কাঁদতে শুরু করেছিলাম। ৩০ বছর ধরে আমি ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্খিত ছিলাম ঠিক যেভাবে একটা হরিণ জলের আকাঙ্খা করে, কিন্তু আমি জানতাম না যে আমি কীসের আকাঙ্খা করছি বা কী খুঁজছি। আমি শিক্ষার চেষ্টা করেছি; আমি অর্থের চেষ্টা করেছি; আমি বিনোদনের চেষ্টা করেছি; আমি সবকিছু চেষ্টা করে দেখেছিলাম – কিন্তু আমি তবুও শূন্য ছিলাম। আমি ইংরাজি শেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তাই আমি আপনার মন্ডলীতে এসেছিলাম।

"ইংরাজির পরিবর্তে, আমি সেই জল খুঁজে পেয়েছিলাম যা আমার প্রয়োজন ছিল। যখন আমি সভায় বসেছিলাম, আমি চোখের জলে উপলব্ধি করেছিলাম যে ঈশ্বরই হলেন আমার হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্খার পরিপূর্ণতা। তিনিই প্রকৃত আনন্দদাতা। সেইদিন আমি ঈশ্বরকে আমার হৃদয় দেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেছিলাম। আজকে তিনি আমার চোখের মণি, তিনি আমার জীবনের সবকিছু।"

৬ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) আমাদের উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ

- কারণ বাইবেলের উপাসনায় সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
- কারণ এটি বিশ্বাসীর যাজকত্বের ঈশতাত্ত্বিক নীতিকে প্রকাশ করে।
- কারণ এটি মন্ডলীর ঐক্যের ঈশতাত্ত্বিক নীতিকে প্রকাশ করে।

(২) সঙ্গীত

- মনের সাথে কথা বলে, তাই আমরা আমরা যে বার্তাটি গাইছি তা অবশ্যই সত্য হতে হবে।
- হৃদয়ের সাথে কথা বলে এবং সমস্ত আবেগকে স্পর্শ করে।
- শরীরের সাথে কথা বলে এবং এটির কখনোই অপবিত্র আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।
- ইচ্ছার সাথে কথা বলে এবং একটি প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানায়।
- সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্বার সাথে কথা বলে। এটি যখন সত্য শেখায় তখন এটিকে মূল্যবান করে তোলে এবং যখন এটি বৈধর্ম্য শেখায় তখন বিপজ্জনক করে তোলে।

(৩) উপাসনার সঙ্গীতে যে শাস্ত্রীয় নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে:

- উপাসনার গানের কথাগুলির অবশ্যই সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে।
- উপাসনার গানের ধরণ বা শৈলী বিবিধ হতে পারে। উপাসনা সঙ্গীতের ধরণ বা শৈলী ভিন্ন হতে পারে। পৌল গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন। মন্ডলী তার শুরুর সময় থেকেই বিভিন্ন ধরণের গান গেয়ে আসছে।
- প্রতিটি ধরণ প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নয়। আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "আমাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এই গানের ধরণটি কি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে?"

(৪) সঙ্গীতকে তিন প্রকার শ্রোতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে:

- সঙ্গীতকে ঈশ্বরের প্রশংসা ঘোষণা করতে হবে।
- সঙ্গীতকে মন্ডলীর কাছে সত্য ঘোষণা করতে হবে।
- সঙ্গীতকে জগতের কাছে সুসমাচার ঘোষণা করতে হবে।

(৫) মন্ডলীর সঙ্গীতে যে নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- মন্ডলীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত হলো কংগ্রিগেশনের সমবেত গান। মন্ডলীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত হলো মন্ডলীর সমবেত গান।
- সঙ্গীতকে অবশ্যই বাক্যের পরিষেবা করতে হবে।

৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) উপাসনার জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন ধরণের গানের গুরুত্ব বোঝার জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে ৪টি বা তার বেশি গানের একটি তালিকা তৈরি করুন। পরবর্তী পাঠে উপাসনা সভা পরিকল্পনা করার সময়ে আপনার তালিকাটি ব্যবহার করা হবে। মন, হৃদয় এবং ইচ্ছার সাথে কথা বলে এমন গানগুলি খুঁজে বের করুন।

- ঈশ্বরের প্রকৃতির উপর ৪টি গান
- যিশু এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপর ৪টি গান
- পবিত্র আত্মা এবং মন্ডলীর উপর ৪টি গান
- ৪টি গান যা ঈশ্বরের লোকেদেরকে একটি সমর্পিত, পবিত্র জীবনে আহ্বান জানায়
- সুসমাচার প্রচার এবং মিশনের উপর ৪টি গান

আপনি যদি একটি গ্রুপে অধ্যয়ন করেন, আপনার তালিকাটি শেয়ার করুন এবং তারপর আলোচনা করুন, "এই গানগুলির মধ্যে কতগুলি আমরা গত বছরে গেয়েছি? আমরা কি আমাদের গানের মাধ্যমে পুরো সুসমাচার ঘোষণা করছি?"

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের উপর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

৬ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) বাইবেল থেকে তিনটি গান তালিকাভুক্ত করুন।

(২) দু'টি ঈশতাত্ত্বিক নীতির তালিকা করুন যা আমাদের উপাসনা সঙ্গীতে প্রদর্শিত হওয়া উচিত।

(৩) উপাসনায় সঙ্গীত থাকার চারটি ব্যবহারিক কারণ লিখুন।

(৪) উপাসনার জন্য সঙ্গীত নির্বাচন করার সময় যে চারটি নীতি আমাদের পছন্দকে নির্দেশিত করবে সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করুন।

(৫) কলসীয় ৩:১৬ পদে পৌল কোন তিন ধরনের গান তালিকাভুক্ত করেছেন?

(৬) আমাদের উপাসনার সংগীতের চূড়ান্ত পরীক্ষা কী?

(৭) বাইবেলের গানগুলির উপর ভিত্তি করে গান গাওয়ার তিনটি উপায় তালিকাবদ্ধ করুন, যেগুলি বিভিন্ন শ্রোতার সাথে কথা বলা উচিত।

(৮) কলসীয় ৩:১৬ পদ উপাসনা সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কী শিক্ষা দেয়?

(৯) কলসীয় ৩:১৫-১৭ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ৭
উপাসনায় শাস্ত্র এবং প্রার্থনা

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) উপাসনায় শাস্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

(২) উপাসনায় শাস্ত্র ব্যবহার করার ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি জানবে।

(৩) প্রচারকে উপাসনার একটি অংশ হিসেবে দেখবে।

(৪) উপাসনায় প্রার্থনার গুরুত্বকে মূল্য দেবে।

(৫) মন্ডলীকে সম্মিলিত প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেবে।

(৬) বুঝতে পারবে যে নৈবেদ্য সংগ্রহ হলো উপাসনারই একটি কাজ।

(৭) প্রভুর ভোজকে একইসাথে আনন্দপূর্ণ উদযাপন এবং একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ স্মারক হিসেবে পালন করবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

মথি ৬:৫-৮ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

ক-খ-গ মন্ডলী তাদের উপাসনার সময়ের জন্য সুপরিচিত। তাদের সভা এই বিন্যাসটি অনুসরণ করে:

ক-খ-গ মন্ডলীর সভার অনুষ্ঠানসূচি	
ভূমিকা এবং ঘোষণা	
উপাসনার সময় (প্রশংসার গান)	৩০ মিনিট
দান/বিশেষ গান/প্রার্থনা	১৫ মিনিট
সারমন	৩০ মিনিট
উপাসনার সময় (প্রশংসার গান)	১৫ মিনিট

লোকেরা ক-খ-গ মন্ডলীর মিউজিক পছন্দ করে। আগত ব্যক্তিরা এই প্রবল সক্রিয় সভাটির প্রশংসা করে। তবে, পাস্টার রীতেন তার পরিচর্যা কাজের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলগুলি নিয়ে চিন্তিত। নতুন রূপান্তরিতরা দ্রুতই অন্যান্য মন্ডলীতে চলে

যাচ্ছে। আরো খারাপ বিষয় হলো, দীর্ঘমেয়াদী অংশগ্রহণকারীদের উপর করা একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মন্ডলীটি "যিশু খ্রিষ্টের দৃঢ় শিষ্য তৈরি করছে না। সংখ্যার দিক থেকে – হ্যাঁ; শিষ্যের দিক থেকে – না।"[52]

রীতেন বিশ্বাস করেন যে সমস্যার একটা অংশ হলো মন্ডলী উপাসনা বলতে কি বোঝে। ক-খ-গ মন্ডলীতে, উপাসনা কেবল সঙ্গীতেরই সমতুল্য। পাস্টার রীতেন প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, "সত্য উপাসনা কি সঙ্গীতের চেয়ে বেশি কিছু অন্তর্ভুক্ত করে? আমরা কি ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনাকে উপাসনা থেকে আলাদা করছি? এটি কি প্রচারের প্রভাবকে হ্রাস করছে?"

► পাস্টার রীতেনের উদ্বেগের উত্তর দিন। উপাসনা এবং প্রচারের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? ক-খ-গ মন্ডলী কীভাবে উপাসনাকারীদের মনে উপাসনা সভার সমস্ত অংশকে সংযুক্ত করতে পারে?

উপাসনায় শাস্ত্রের গুরুত্ব

ইভাঞ্জেলিকাল, অর্থাৎ সুসমাচার প্রচারবাদী হিসেবে আমরা শেখাই যে আমাদের সমস্ত ধর্মতত্ত্ব এবং উপাসনা শাস্ত্র দ্বারা নির্দেশিত। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের উপাসনার কেন্দ্রস্থানে বাইবেলের থাকা উচিত। ঈশ্বর তাঁর বাক্য পাঠের মাধ্যমে তাঁর লোকেদের সাথে কথা বলেন। পুরাতন নিয়মের সময় থেকে শাস্ত্রই উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আসছে।

দুঃখের বিষয় হলো, যদিও আমরা বলি যে বাইবেল আমাদের উপাসনার মূলে রয়েছে, তবুও অনেক মন্ডলী তাদের উপাসনায় খুব কমই শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করে। কিছু কিছু মন্ডলীর ক্ষেত্রে এটি সম্ভব যে আপনি তাদের উপাসনা সভায় উপস্থিত হলেন এবং শাস্ত্রের কয়েকটি পদ ছাড়া আর কিছুই আপনি শুনলেন না। এটি উপাসনার বাইবেলভিত্তিক মডেল থেকে অনেক দূরবর্তী।

বাইবেলভিত্তিক উপাসনায় ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল

► যাত্রা পুস্তক ২৪:১-১২ পদ পড়ুন।

যাত্রা পুস্তক ২৪:৭ পদে মোশি নিয়ম পুস্তক নিয়ে সকলের সামনে পাঠ করেছিলেন। লোকেরা ঈশ্বরের সমস্ত নির্দেশ অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞা করেছিল: "সদাপ্রভু যা যা বলেছেন আমরা সেসবকিছু করব; আমরা বাধ্য হব।" এর পর, ঈশ্বর পাথরের ফলকে চুক্তির (দশ আজ্ঞা) সারসংক্ষেপ লিখেছিলেন। ইস্রায়েল ছিল সেই পুস্তকের একটি জাতি। লিখিত চুক্তি ছিল ইস্রায়েলের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু।

ঈশ্বরের বাক্য সমাগম তাঁবু এবং মন্দিরের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। বার্ষিক উৎসবগুলি ছিল ইহুদি বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। নিস্তারপর্ব, প্রথম ফলের উৎসব এবং সমাগম তাঁবুর উৎসবে ঈশ্বরের বাক্যের কিছু অংশ জনসমক্ষে পাঠ করা হত। প্রতি সাত বছর অন্তর, সমগ্র জাতি ব্যবস্থা পাঠ শোনার জন্য একত্রিত হত এবং চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হত।[53]

---

[52] আমেরিকার অন্যতম বড় একটি মন্ডলীর সমীক্ষা থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। তারা দেখেছিল যে তাদের রূপান্তরিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই কখনও প্রকৃত শিষ্যত্বের পর্যায়ে পৌঁছায় নি।

[53] Timothy J. Ralston, "Scripture in Worship" in *Authentic Worship.* Edited by Herbert Bateman. (Grand Rapids: Kregel, 2002), 201

নতুন নিয়মে পৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে জনসমক্ষে শাস্ত্র পাঠ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল পুরাতন নিয়ম, পৌলের সমস্ত চিঠি এবং শাস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত অন্যান্য লেখা।[54] তিনি একজন তরুণ পরিচারককে শাস্ত্রপাঠ, উপদেশ এবং শিক্ষাদানে নিজেকে নিবেদিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (১ তিমথি ৪:১৩)। নতুন নিয়মের উপাসনায় ঈশ্বরের বাক্য ছিল কেন্দ্রবিন্দু।

বাইবেলভিত্তিক উপাসনায় ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল

► নহিমিয় ৮:১-১৮ পদ পড়ুন।

নির্বাসন থেকে ফেরার পর, ইষ্রা লোকেদের সামনে বিধান পাঠ করেছিলেন। লোকেরা শোনার জন্য জড়ো হয়েছিল কারণ পুরুষ, স্ত্রী এবং যত লোক বুঝতে পারে তাদের কাছে ইষ্রা বিধান পাঠ করেছিলেন আর সমস্ত লোক মন দিয়ে বিধানপুস্তকের কথা শুনল (নহিমিয় ৮:৩)। প্রত্যুত্তরে, লোকেরা "আমেন" বলেছিল এবং উপাসনা করার সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। যখন ইষ্রা এবং তার সহকারীরা শাস্ত্র পাঠ করতেন, তারা সেই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন এবং শ্রোতাদের পাঠটি বুঝতে সাহায্য করতেন। এটি প্রচার, ব্যাখ্যা এবং মানুষের প্রয়োজনে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগের একটি বাইবেলভিত্তিক উদাহরণ। প্রকৃত বাইবেলের প্রচার বাক্যের প্রতি সাড়া দিয়ে উপাসনাকে অনুপ্রাণিত করে।

যিশু সাব্বাথের দিনে অর্থাৎ বিশ্রামবারে তাঁর রীতি অনুযায়ী সমাজভবনে এসেছিলেন এবং যিশাইয় পুস্তক থেকে পাঠ করেছিলেন। যখন তিনি পাঠ শেষ করেছিলেন, যিশু একটি সারমন প্রচার করেছিলেন যেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন যে তিনি যিশাইয় ভাববাদীর প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করতে এসেছেন (লূক ৪:১৬-২৯)।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর তার প্রচারে দেখিয়েছিলেন যে পুরাতন নিয়েমের সমস্ত প্রতিজ্ঞা যিশুর পরিচর্যা কাজ এবং পবিত্র আত্মার আগমনে পরিপূর্ণ হয়েছে। অনুতপ্ত হয়ে বাপ্তিস্ম নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাটি শেষ করেছিলেন (প্রেরিত ২:১৪-৪১)। বাইবেলভিত্তিক প্রচার শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রত্যুত্তরের আহ্বান জানিয়েছিল। প্রচার মনের সাথে কথা বলে, তবে এটিকে হৃদয়ের সাথেও কথা বলতে হবে। প্রচারকে ইচ্ছাশক্তি থেকে সাড়া চাইতে হবে। যখন যিশু ইম্মায়ুতে যাওয়ার পথে শাস্ত্র উল্লেখ করেছিলেন, তখন শ্রোতাদের ভেতরে তাদের হৃদয় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল (লূক ২৪:৩২)।

বাইবেলভিত্তিক প্রচার সম্পর্কে

"প্রকৃত বাইবেল ব্যাখ্যার আশীর্বাদ হলো প্রজ্জ্বলিত হৃদয়, তা স্ফীত মস্তক নয়।"

- ওয়ারেন উইয়ার্সবি
(Warren Wiersbe)

প্রারম্ভিক মন্ডলীর প্রসারে প্রচার গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রেরিত পুস্তক, ঈশ্বরের বাক্য ২০ বারেরও বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেরিতরা প্রভুর বাক্য প্রচার করেছিলেন; তারা সাহসের সাথে ঈশ্বরের বাক্য বলেছিলেন; তারা ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক লোক ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছিল; ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল; ঈশ্বরের বাক্য প্রভাবশালী হয়েছিল; এবং পরজাতিরা প্রভুর বাক্যকে মহিমান্বিত করেছিল। ঈশ্বরের বাক্য ছিল প্রেরিতদের সমস্ত বার্তার ভিত্তি।

[54] ১ তিমথি ৪:১৩, ১ থিষলনীকীয় ৫:২৭, কলসীয় ৪:১৬, ২ পিতর ৩:১৬

যদিও প্রচারই একমাত্র মাধ্যম নয় যার মাধ্যমে শাস্ত্র কথা বলে, এটি ঈশ্বরের লোকেদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছে দেওয়ার প্রাথমিক মাধ্যম। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একজন পাস্টারের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ঈশ্বরের বাক্যকে অবশ্যই কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে। বাইবেলভিত্তিক প্রচার ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে শুরু করতে হবে, সেখানে ঈশ্বরের বাক্য ব্যাখ্যা করতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানাতে হবে।

মন্ডলীর ইতিহাসে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল

মন্ডলীর প্রথম শতকে প্রচার ছিল উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয় শতকে, শহীদ জাস্টিন লিখেছিলেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা রবিবারে প্রেরিতদের চিঠি এবং ভাববাদীদের পুস্তক পাঠ করার জন্য এবং সেগুলির ব্যাখ্যা শোনার জন্য একত্রিত হত। তৃতীয় শতকে বাইবেলের প্রতিটি প্রধান অংশের বিভিন্ন অংশ উপাসনার সময়ে পাঠ করা হত।

মধ্যযুগে ক্যাথলিক মন্ডলী প্রচারের ভূমিকাকে ন্যূনতম করে দিয়েছিল, কিন্তু ধর্মসংস্কারকরা প্রচারকে উপাসনার একটি কেন্দ্রীয় স্থানে ফিরিয়ে আনেন। সংস্কারকৃত প্রচারের লক্ষ্য বিনোদন, প্রচারকের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সমাজের সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ করা ছিল না। প্রচারের লক্ষ্য ছিল যত্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য ব্যাখ্যা করা; শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এমনভাবে করা যা শ্রোতাদের প্রভাবিত করে এবং জীবন পরিবর্তনকারী প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানায়।

শাস্ত্রকে উপাসনায় কেন্দ্রবিন্দু করে তোলা

যদি ঈশ্বরের বাক্য আমাদের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত হয়, তাহলে আমরা কীভাবে এই নীতিটি অনুশীলন করতে পারি? আমাদের উপাসনায় শাস্ত্রকে কেন্দ্রবিন্দু করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি নিম্নলিখিত:

উপাসনার সমস্ত অংশে শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত

উপাসনায় আমাদের শাস্ত্র শোনার জন্য সারমন পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে শুরু করা ছাড়া উপাসনা শুরু করার আর ভালো কোনো উপায় নেই।

উপাসনা সভার দু'টি শুরুকে বিবেচনা করুন। কোনটি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকারী আমন্ত্রণ?

১। "আজকে মন্ডলীতে আসার জন্য ধন্যবাদ। অনেকেরই বৃষ্টিতে এতদূর আসতে বেশ সমস্যা হয়েছে, কিন্তু আমি আনন্দিত যে আপনারা এসেছেন। চলুন, আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগ স্থির করি এবং উপাসনা করি। আসুন, আমরা দাঁড়াই এবং গান করি, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র?"

২। "'আমি আনন্দিত হলাম, যখন লোকে আমাকে বলল, চলো, আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাই।' ঈশ্বরের গৃহে সকলকে স্বাগত! মন্দিরে যিশাইয় দেখেছিলেন যে সদাপ্রভু উন্নত এবং সর্বোচ্চ স্থানে বিরাজমান। তিনি স্বর্গদূতেদের গাইতে শুনেছিলেন ''পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু, সমস্ত পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ।' আসুন, আমরা একসাথে গান করি 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।'"

প্রথম লিডার আমাদেরকে মন্ডলীতে আসার সমস্যার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল; দ্বিতীয় লিডার আমাদেরকে উপাসনার আনন্দের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রথম লিডার সাধারণ কিছু কথা দিয়ে শুরু করেছিল; দ্বিতীয় লিডার ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে শুরু করেছে। প্রথম লিডার একটি সাধারণ প্রচলিত স্তোত্র ঘোষণা করেছিল। দ্বিতীয় লিডার আমাদেরকে মনে করিয়েচ দিয়েছে যে স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরকে প্রশংসা করার সময়ে এই স্তোত্রটি গায়। কোন মন্ডলী অধিক উৎসাহের সাথে গানটি গাইবে?

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জঙ্গিহানার পর, লোকেরা তাদের নিজস্ব মন্ডলীতে রবিবারের সকালে আগের মতোই একত্রিত হতো। এই দু'টি মন্ডলী থেকে উপাসনা সভার শুরুটি তুলনা করুন:

১। "আজকে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের দেশের জন্য এই সপ্তাহটা খুবই মর্মান্তিক। আমাদের মধ্যে অনেকেই শোকতপ্ত। এই দুঃসময়েও উপাসনা করতে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আমরা 'সুদূরে পাহাড়ে, প্রিয় ক্রুশ বিরাজে' গানটি দিয়ে শুরু করব।"

২। "ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বল, সংকটকালে সদা উপস্থিত সহায়। এই কঠিন সময়তেও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তিনিই আমাদের আশা; তিনি আমাদের আশ্রয়। আসুন আমরা একসাথে উপাসনা করি, কারণ আমরা জানি যে "আমাদের ঈশ্বর এক পরাক্রান্ত দুর্গ, অটল প্রাচীর, কখনও হন না ভঙ্গ" ('Mighty Fortress Is Our God, a bulwark **never** failing')"

প্রথম লিডার লোকেদেরকে তাদের শোক মনে করিয়ে দিয়েছিল; দ্বিতীয় লিডার তাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে ঈশ্বর হলেন তাদের আশা। শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রভিত্তিক একটি গান এমন একটি সপ্তাহে এক দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছিল যখন লোকেদের আত্মবিশ্বাস পরীক্ষিত হয়েছিল।

উপাসনা সভার বিভিন্ন অংশে শাস্ত্র করা যেতে পারে:

- সভা শুরু করার কথা হিসেবে
- নৈবেদ্য দান করার আমন্ত্রণ হিসেবে
- গানের কথা হিসেবে
- প্রার্থনা হিসেবে

আমাদের উপাসনাকে ঈশ্বরের বাক্যে সিক্ত হতে হবে। উপাসনা হলো ঈশ্বরের নিজেকে তাঁর বাক্যে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তার প্রতি একটি প্রত্যুত্তর। উপাসনা সভার সমস্ত বিভাগে শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

উপাসনায় শাস্ত্রপাঠের একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান থাকা উচিত

আপনি কখনো একজন পাস্টারকে বলতে শুনেছেন, "আজকে আমাদের সময় খুবই কম এবং আমার সারমনটি বেশ বড়ো, তাই আমি শাস্ত্রপাঠ এড়িয়ে যাব?" কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ঈশ্বরের বাক্য, নাকি আমাদের কথা? আমাদের অবশ্যই উপাসনায় শাস্ত্রকে সময় দিতে হবে।

যেহেতু শাস্ত্রপাঠ উপাসনা, তাই আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে যে আমরা কীভাবে এটি পাঠ করছি। এটিকে স্পষ্টভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে পাঠ করতে হবে। যে ব্যক্তি এটি পড়বে (পাস্টার বা অন্য কোনো সদস্য), তাকে এটি সভা শুরু হওয়ার আগে অনুশীলন করে নিতে হবে। মন্ডলীর প্রথম তিন শতকে, শাস্ত্র পাঠকের পদ ছিল একটি পবিত্র ভরসার বিষয়। পাঠকদেরকে তাদের নির্ধারিত বইগুলি বাড়িতে রাখতে হতো এবং পড়া অনুশীলন করতে হতো। যখন তারা উপাসনা সভায় পাঠ করত, তারা স্পষ্টভাবে এবং অভিব্যক্তি সহকারে পাঠ করার জন্য প্রস্তুত থাকত।[55]

---

[55]Keith Drury, *The Wonder of Worship,* (Fishers, IN: Wesleyan Publishing House, 2002), 35

মনে রাখবেন, এটি হলো ঈশ্বরের বাক্যে যা ঈশ্বরের গৃহে ঈশ্বরের লোকেদের সামনে উপাসনার একটি অংশ হিসেবে পাঠ করা হচ্ছে। যদি উপাসনার গানের জন্য অনুশীলন প্রয়োজন হয়, তাহলে ঈশ্বরের বাক্যে পাঠের জন্যও অনুশীলন প্রয়োজন। এটি আমাদের নিজেদের দক্ষতার উপর গর্ব করার বিষয় নয়; এটি হলো নিশ্চিত করার একটি বিষয় যে ঈশ্বরের বাক্য শ্রোতাদের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এটি ঈশ্বরের বাক্য; এটি গুরুত্বপূর্ণ!

আমাদের পাঠকে অর্থবহ করে তোলা উচিত। বিভিন্নভাবে পড়ার ধরণ শাস্ত্রকে শ্রোতাদের কাছে মনোগ্রাহী করে তুলবে।

(১) কিছু কিছু সময়ে লিডারের শাস্ত্র পাঠ করা উচিত যাতে লোকেরা ঈশ্বরকে কথা বলতে শোনে। এই ধরণের পাঠ পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি বইগুলির বেশিরভাগের জন্য এবং বেশিরভাগ ভাববাদী পুস্তকের জন্য উপযুক্ত।

(২) কিছু কিছু সময়ে লিডার এবং মন্ডলীর লোকেরা পরিবর্ত পদ্ধতিতে পাঠ করতে পারে। বহু গীতই এই ধরণের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক পাঠের জন্য উপযুক্ত।

► গীত ১৩৬ অধ্যায়টি পড়ুন। ক্লাস লিডার প্রতিটি পদ শুরু করবেন; ক্লাসের প্রত্যেকে প্রতিটি পদের দ্বিতীয় অংশটির মাধ্যমে প্রত্যুত্তর করবে, "তাঁর দয়া অনন্তকালস্থায়ী।"

পর্বতের উপরে দেওয়া উপদেশগুলি উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক পাঠের জন্য উপযুক্ত (মথি ৫:১-১০):

লিডার: ধন্য তারা, যারা আত্মায় দীনহীন,
কংগ্রিগেশন: কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
লিডার: ধন্য তারা, যারা শোক করে,
কংগ্রিগেশন: কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।

(৩) কিছু কিছু শাস্ত্রপদ মন্ডলী একসাথে পাঠ করতে পারে। সমবেত গানের মতোই একই দেহ হিসেবে শাস্ত্রপাঠ মন্ডলীর একতাকে প্রকাশ করে। সমগ্র মন্ডলী ঈশ্বরের বাক্য পড়ায় অংশগ্রহণ করে। গীত ১২৪ অধ্যায়ের মতো প্রার্থনাগুলি সম্মিলিত পাঠের জন্য উপযুক্ত।

নহিমিয় পুস্তকে লেখা ইষ্রা'র বিধান-পাঠের বিবরণ আমাদের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দুতে এটি শাস্ত্র থাকার প্রভাব দেখায়।

► যদি আপনি এই ঘটনাটি পর্যালোচনা করতে চান তাহলে নহিমিয় ৮ অধ্যায়টি আরেকবার পড়ুন।

পাঠের বিশদগুলি লক্ষ্য করুন।

- ইষ্রা সকলের সামনে পুস্তকটি খুলেছিলেন। ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একটি দৃশ্যমান সংযোগ ছিল।
- তিনি সকলের চেয়ে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। পাঠককে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল এবং তার কথা শোনাও যাচ্ছিল।
- যখন তিনি পাঠ করতে শুরু করেছিলেন, সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি একটি শারীরিক প্রতিক্রিয়াও ছিল।

- যখন তিনি পাঠ করেছিলেন, লোকেরা তাদের দুই হাত উপরে তুলে বলেছিল, "আমেন! আমেন!" এবং তারা তাদের মাথা নত করেছিল, এবং মাটির দিকে মুখ করে সদাপ্রভুর উপাসনা করেছিল। তারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিল।

- লেবীয়রা সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেছিল, এবং ব্যাখ্যা করেছিল, যাতে লোকেরা কী পড়া হচ্ছে তা বুঝতে পারে। তারা ঈশ্বরের বাক্য বোঝার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। এটাই হলো আজকের দিনে প্রচার করার উদ্দেশ্য।

- বিধানের কথাগুলি শুনে লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। নহিমিয় তাদেরকে আনন্দ করতে বলেছিলেন, "কারণ সদাপ্রভুতে যে আনন্দ, তাই তোমাদের শক্তি।" ঈশ্বরের বাক্য একইসাথে অনুতাপ এবং আনন্দকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এই বিশেষ ঘটনার প্রতিটি বিশদ আমাদের সভাগুলিতে পুনরাবৃত্ত না হলেও, এই ঘটনাটি শাস্ত্রের শক্তিকে দেখায়। আমাদের অবশ্যই আমাদের উপাসনায় শাস্ত্রকে কেন্দ্রীয় স্থানে রাখতে হবে।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার মন্ডলী কি উপাসনায় বাইবেল পাঠের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে? শাস্ত্র পাঠের সময় মন্ডলীর চারপাশে তাকালে আপনি যে আচরণ এবং প্রতিক্রিয়াগুলি দেখতে পান তার কিছু বর্ণনা করুন।

কোনো সাধারণ রবিবারে, আপনার মন্ডলীর লোকেরা কতগুলি বিবিধ শাস্ত্রীয় অংশ শোনে? উপাসনাকারীরা কি জানে যে কেন শাস্ত্রাংশগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

ঈশ্বরের বাক্য প্রচার আমাদের উপাসনার কেন্দ্রিবিন্দু হওয়া উচিত

ঠিক যেভাবে সঙ্গীতের ধরণগুলি প্রতি প্রজন্মে বদলাতে থাকে, তেমনই প্রচারের ধরণগুলিও প্রতিটি প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য বদলায়। শাস্ত্র উপাসনার গানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট একধরণের সঙ্গীতকে বাইবেলভিত্তিক ধরণ বলে সংজ্ঞায়িত করে না; শাস্ত্র প্রচার করার ক্ষেত্রেও কোনো নির্দিষ্ট একধরণের প্রচার পদ্ধতিকে বাইবেলভিত্তিক ধরণ বলে সংজ্ঞায়িত করে না।

ধরণ বা শৈলী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এবং সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে বদলাতে পারে; কিন্তু কখনোই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়।। শাস্ত্র সঙ্গীতের ধরণের সংজ্ঞা দেয় না, কিন্তু এটি বিষয়বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করে। একইভাবে, প্রচারের ধরণ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বদলে যেতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তু কখনোই বদলে যাওয়া উচিত নয়।

শাস্ত্রে থেকে সারমনগুলি দেখায় যে ঈশ্বরের বাক্যের ঘোষণাই হলো প্রচারকের মুখ্য দায়িত্ব যিনি কংগ্রিগেশনের সামনে দাঁড়ান। সমসাময়িক প্রচারেও ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মনোযোগ একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে থাকা উচিত। পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি এবং শেখার ধরণ প্রচারের ধরণকে প্রভাবিত করতে পারে; কিন্তু বিষয়বস্তুকে অবশ্যই শাস্ত্রভিত্তিক হতে হবে।

উপাসনা হিসেবে প্রচার: ব্যবহারিক তাৎপর্য

> "যদি প্রচার করা উপাসনার কাজ না হয়, তাহলে মন্ডলী ঈশ্বরের উপাসনা করার পরিবর্তে প্রচারকের উপাসনা করতে পারে।"
>
> - ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe)

প্রচারকে উপাসনা হিসেবে দেখার ব্যবহারিক দিকগুলি কী কী? এটি কীভাবে প্রচার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করবে?

প্রচারের জন্য সতর্ক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

> "প্রচার, যদি উপাসনা না হয়, তাহলে তা অপবিত্র একটি প্রকৃত সারমন হলো ... ঈশ্বরের একটি কাজ, এবং নিছক মানুষের দ্বারা সম্পাদিত নয়।"
>
> - জেআই. প্যাকার. (J.I. Packer) থেকে গৃহিত

প্রচার করা যদি উপাসনা হয়, তাহলে আমাদের দায়িত্ব হলো সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুতি নেওয়া। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বেদিতে আমাদের শ্রেষ্ঠ উপহার আনতে হবে। দায়ূদ এমন কোনো জিনিস কখনোই দেননি যেটির কোনো মূল্য তার নিজের কাছে ছিল না। সভা শুরু করার আগে আমাদের সতর্কভাবে সারমন প্রস্তুত করা উচিত (২ শমূয়েল ২৪:২৪)।

প্রচারে কংগ্রিগেশনের দিক থেকে একটি প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।

যদি প্রচার করা উপাসনা হয়, তাহলের এটিতে মন্ডলীর দিক থেকে একটি প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন। উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে দেখি, আমরা নিজেদেরকে দেখি, এবং আমরা আমাদের জগতের প্রয়োজনীয়তাগুলি দেখি (যিশাইয় ৬:১-৮; পাঠ ১ দেখুন)। আমাদের সারমন যেন অবশ্যই শ্রোতাদের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, আমাদের সারমন যেন অবশ্যই এমন একজন শ্রোতাকে অনুতপ্ত করে যার সেটি হওয়া প্রয়োজন, এবং আমাদের সারমন যেন অবশ্যই এক হারিয়ে যাওয়া জগতের কাছে পৌঁছানোর জন্য মন্ডলীকে অনুপ্রাণিত করে। উপাসনা হিসেবে প্রচার পাপীদের কাছে অনুতাপ নিয়ে আসবে এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য বিশ্বাসীদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রচারে প্রচারকের তরফ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।

যদি প্রচার করা উপাসনা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে প্রচার আমাদের তরফ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া দাবি করে। যদি আমরা বলিদানমূলক উপাসনার একটি কাজ হিসেবে প্রচারের জন্য প্রস্তুত হই, তাহলে আমরা ঈশ্বরকে দেখব; আমরা আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় অংশগুলিতে অনুতপ্ত হব; এবং আমরা আমাদের চারপাশের জগতের প্রয়োজনীয়তাগুলি দেখতে পাব। প্রতিক্রিয়ায়, আমরাও যিশাইয়'র মতো উচ্চরবে বলব, "এই যে আমি। আমাকে পাঠান!" প্রকৃত প্রচার প্রচারককেও বদলে দেবে। যতক্ষণ না ঈশ্বর আমাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন এবং আমরা তাতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন্ডলীর লোকেদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা প্রকাশ করা উচিত নয়।

যিশু শাস্ত্রবিদদের (প্রচারক) তাদের খারাপ সারমনের জন্য তিরস্কার করেননি; তিনি তাদের তিরস্কার করেছিলেন কারণ তারা তাদের প্রচার করা জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা শাস্ত্র জানত এবং জানত যে কীভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে হয়, কিন্তু তারা নিজেরা শাস্ত্র দ্বারা পরিবর্তিত হয়নি। যিশু বলেছেন, "তারা যা প্রচার করে, তা নিজেরা অনুশীলন করে না" (মথি ২৩:৩)। যদি প্রচার করা উপাসনা হয়, তাহলে আমরা আমাদের প্রচার করা সত্য দ্বারা পরিবর্তিত হব। পরিবর্তে, এর ফলে, আমরা যাদের কাছে প্রচার করব, তাদের হৃদয় ও জীবন পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে কথা বলবেন।

প্রচারককে অবশ্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত হতে হবে।

যদি প্রচার করা উপাসনা হয়, তাহলে প্রচারককে অবশ্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত হতে হবে। ঠিক যেমন উপাসনার বাকি সমস্ত দিক প্রকৃত শক্তির জন্য পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল, তেমনই একজন প্রচারককেও ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হতে হবে যদি তিনি কার্যকারী হতে চান।

► ২ করিন্থীয় ৩:৩-১৮ পদ পড়ুন।

আমরা সারমনে আমাদের প্রস্তুতির সর্বোত্তম নৈবেদ্যটি নিয়ে আসি; তবে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর, পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই প্রচারে শক্তি আসে। পবিত্র আত্মার শক্তি ছাড়া আমরা মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারি, আমরা মন্ডলীকে প্রভাবিত করতে পারি, আমাদের দুর্দান্ত বিষয়বস্তুও থাকতে পারে, কিন্তু আমরা জীবন পরিবর্তন করতে পারব না।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার প্রচার কি বাইবেলভিত্তিক উপাসনার একটি কাজ? যদি কোনো ব্যক্তি নিয়মিতভাবে আপনার প্রচার শোনে, তাহলে সে কি সুষম বাইবেলভিত্তিক সত্য শুনবে?

উপাসনার বিপদ: ঈশ্বরের বাক্য হারিয়ে ফেলা

নিজেদেরকে বিশ্বাসী বলে দাবি করা অনেকের দৈনন্দিন জীবন থেকেই বাইবেল তার জায়গা হারিয়েছে। দুঃখের বিষয় হলো, এটি বহু মন্ডলীতেই সাপ্তাহিক উপাসনাতে এটির জায়গা হারিয়েছে। যেখানে প্রারম্ভিক মন্ডলী গীত গাইত, সেখানে আজকের কিছু মন্ডলী এমন গান গায় যেগুলিতে বাইবেলভিত্তিক বিষয়বস্তু খুবই কম থাকে বা থাকেই না। যেখানে প্রারম্ভিক মন্ডলী শাস্ত্র থেকে বড়ো বড়ো অংশ পাঠ করত, সেখানে আজকের কিছু মন্ডলী সারমনের সাথে যুক্ত কয়েকটি পদ পড়েই ছেড়ে দেয়। বহু সভাতেই, উপাসনা এমন একাধিক গান এবং একটি সারমন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে যা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অতি সামান্য মনোযোগ প্রদান করে।

সমসাময়িক উপাসনা আন্দোলনের কিছু লিডার জোর দিয়ে বলেন যে প্রকাশ্যে শাস্ত্রপাঠ করা এখন আর আধুনিক চাহিদা পূরণ করে না। সম্প্রতি একজন সুপরিচিত পাস্টার তার মন্ডলীর সহকর্মীদেরকে তার প্রচার মূল্যায়ন করতে বলেছিলেন। তারা তাকে বলেছিল যে তিনি খুব বেশি বাইবেল ব্যবহার করছেন! "বাইবেলের উপর ভিত্তি করে সারমন দেওয়া আপনার পক্ষে ভালো, তবে আপনার খুব দ্রুত প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ে পৌঁছানো উচিত, নয়তো আমরা শোনা বন্ধ করে দেব।" এই মন্ডলীর কর্মীরা মনে করত না যে বাইবেল আজকের মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক!

উপাসনার লিডার হিসেবে, আমাদেরকে অবশ্যই উপাসনায় শাস্ত্রের কেন্দ্রীয়তা বজায় রাখতে হবে। উপাসনায়, আমরা প্রার্থনা এবং প্রশংসার বিভিন্ন গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে কথা বলি। উপাসনায়, আমরা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা এবং তা ঘোষণা করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে আমাদের সাথে কথা বলতে শুনি। আমাদের উপাসনার ধরণ নির্বিশেষে, আমাদের কখনোই উপাসনা ঈশ্বরের বাক্যের কেন্দ্রীয়তা হারিয়ে ফেলা উচিত নয়।

► নহিমিয় ৮ অধ্যায় পর্যালোচনা করুন। প্রতিটি কথার একটি তালিকা করুন যা দেখায় যে লোকেরা বিধান পাঠকে গুরুত্ব দিয়েছিল। এটিকে আপনার বর্তমান উপাসনা সভায় শাস্ত্রপাঠের সাথে তুলনা করুন। একটি ব্যবহারিক পদক্ষেপ আলোচনা করুন যা আপনার উপাসনায় শাস্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারে।

উপাসনায় প্রার্থনার গুরুত্ব

লিয়ানা[56] একজন সমর্পিত খ্রিষ্টবিশ্বাসী। এমনকি যখন সে স্কুলে পড়ত, সে প্রতিদিন সকালে ঈশ্বরের সাথে সময় কাটাত। ব্রেকফাস্টের আগে সে বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনায় সময় কাটাত।

কিন্তু এখন সে চার সন্তানের মা হওয়ার ফলে প্রার্থনা এবং বাইবেল পড়া তার জন্য প্রতিনিয়ত কঠিন হয়ে উঠছে। একটি সন্তান একেবারেই শিশু এবং তার জন্য লিয়ানাকে রাতে জেগে থাকতে হয়। লিয়ানার প্রতিদিনই বাচ্চাদের আগে ঘুম থেকে উঠতে বেশ কষ্ট হয়। রাতে সে এতই ক্লান্ত থাকে যে প্রার্থনা এবং বাইবেল পাঠে মনোযোগ দিতেই পারে না।

রবিবার এলেই লিয়ানা খুশি হয়। প্রতি রবিবার সে সারা সপ্তাহের জন্য আত্মিক শক্তি অর্জন করে, কিন্তু দিন যত যেতে থাকে সে হতাশ হতে থাকে। সে অনুভব করে যে তার প্রার্থনার জীবন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

► লিয়ানাকে তার প্রার্থনার জীবনের জন্য একটি বাস্তবসম্মত পরামর্শ দিন।

এই পাঠটি আমরা উপাসনায় শাস্ত্রের অধ্যয়ন নিয়ে শুরু করেছিলাম। এখন আমরা উপাসনায় প্রার্থনার উপর অধ্যয়ন করার দিকে এগিয়ে যাব। শাস্ত্রে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলেন; প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যুত্তর জানাই। শাস্ত্র ও প্রার্থনার দ্বারা আমাদের উপাসনা পরিপূর্ণ হওয়া উচিত।

বাইবেলভিত্তিক উপাসনায় প্রকাশ্যে প্রার্থনা এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা

আমরা দেখেছি যে গীতসংহিতা পুস্তকটি ইহুদি উপাসনাকারীদের স্তোত্রের বই ছিল। এটি ইহুদি উপাসনাকারীদের প্রার্থনার বইও ছিল। গীতসংহিতা পুস্তকে জনসমক্ষে উপাসনার জন্য এবং ব্যক্তিগত উপাসনার জন্য প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমবেত এবং ব্যক্তিগত – উভয় ধরণের প্রার্থনাই ইহুদি উপাসনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বাড়িতে বিশ্বস্ত ইহুদিরা দিনে তিনবার প্রার্থনা করত (দানিয়েল ৬:১০)।[57] গীতসংহিতা অনেক গানগুলিই হলো ব্যক্তিগত প্রার্থনা। এগুলিতে প্রার্থনার ক্ষেত্রে আমরা-র তুলনায় আমি কথাটি বেশি দেখা যায়। ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য কিছু গীতের উদাহরণ হলো:

- গীত ১৮ – একটি ধন্যবাদের গান
- গীত ৩২ – ক্ষমা পাওয়ার জন্য একটি আনন্দের প্রার্থনা[58]
- গীত ৩৮ – একটি অনুতাপের প্রার্থনা
- গীত ৪১ – ক্ষমার জন্য একটি প্রার্থনা
- গীত ৫১ – একটি অনুতাপের প্রার্থনা
- গীত ৮৮ – কষ্টভোগের সময়ে একটি বিলাপ
- গীত ১১৬ – ঈশ্বরের যত্নশীলতার জন্য ধন্যবাদের একটি গান

---

[56] লিয়ানার কাহিনীটি Keith Drury, *The Wonder of Worship,* (Fishers, IN: Wesleyan Publishing House, 2002), 17 থেকে নেওয়া হয়েছে।

[57] দানিয়েলের এই অভ্যাসটি বিশ্বস্ত ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

[58] এই গীতটি সম্ভবত গীত ৫১ অধ্যায়ে দায়ূদের অনুতাপের ঠিক পরেই সংকলন করা হয়েছিল।

মন্দিরে ইহুদি উপাসনাকারীরা সমবেত প্রার্থনায় যুক্ত হতো। মন্দির উৎসর্গের সময়ে শলোমন মানুষের উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য একটি দেশব্যাপী প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (২ বংশাবলি ৬)। যিশাইয় যিহুদার লোকেদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, "আমার গৃহ আখ্যাত হবে সর্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলে" (যিশাইয় ৫৬:৭)। নির্বাসনকালের পরে সমাজভবনের উপাসনা বিধান পাঠ এবং প্রার্থনা করার উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। সমাজভবনের সভাগুলি একাধিক প্রার্থনার একটি ক্রম দিয়ে শুরু হতো।

ইহুদিদের প্রার্থনা করার ধরণটি প্রারম্ভিক মন্ডলীতেও অনুসরণ করা হতো। প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বাড়িতে দিনে তিনবার প্রার্থনা করত। যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা উপাসনার জন্য মিলিত হতো, তারা একটি দেহ হিসেবে একত্রে প্রার্থনা করত। প্রভুর প্রার্থনা প্রতিটি উপাসনা সভার একটি অংশ ছিল। অন্যান্য প্রার্থনাগুলি প্রতিটি উপাসনা সভা জুড়ে উপস্থাপন করা হতো।

বর্তমানকালে উপাসনায় প্রার্থনা

প্রার্থনা যদি বাইবেলে উল্লিখিত উপাসনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আজকের দিনে আমাদের উপাসনাতেও প্রার্থনা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। প্রকাশ্যে প্রার্থনা এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তিগত প্রার্থনা আমাদেরকে স্বয়ং দ্রাক্ষালতার সাথে সংযুক্ত করে এবং আমাদের আত্মিক জীবনের জন্য পুষ্টি প্রদান করে। ব্যক্তিগত প্রার্থনার অভাব বহু মন্ডলীতে আত্মিক শক্তির অভাবকে ব্যাখ্যা করতে পারে। যদি যিশুর তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজে ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে আত্মিক পুষ্টিলাভ এবং পরিচর্যা কাজে শক্তিযুক্ত হওয়ার জন্য আরো কত বেশি মাত্রায় প্রার্থনার উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

> "খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের যতটা ব্যক্তিগত ভক্তি আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তারা সে বিষয়ে বিশ্বাস করে।"
>
> - কেইথ ড্রুরি (Keith Drury)

প্রকাশ্যে বা সমবেত প্রার্থনা উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিছু কিছু মন্ডলী প্রার্থনায় খুব কমই মনযোগ দেয়। একজন পাস্টার তার মন্ডলীতে সমবেত প্রার্থনার অভাবের সমর্থনে বলেছিলেন, "চোখ বন্ধ থাকলে আপনি মানুষকে আগ্রহী করে রাখতে পারবেন না।"[59] তিনি বিশ্বাস করতেন যে শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মিলিত প্রার্থনা এই ভুল ধারণাটিকে সংশোধন করে যে খ্রিষ্টবিশ্বাস কেবল আমি এবং আমার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের বিষয়ভিত্তিক; আমরা একই দেহের অংশ। যখন আমরা প্রার্থনার অনুরোধগুলি শুনি এবং সম্মিলিত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করি, আমরা একজন সহখ্রিষ্টবিশ্বাসীর অসুস্থতা, আবেগীয় দুঃখ, এবং জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে সচেতন হই। সম্মিলিত প্রার্থনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে মন্ডলীর সদস্যরা হলো এক দেহ। সম্মিলিত প্রার্থনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর মণ্ডলীকে একটি দেহ হিসেবে বিবেচনা করেন।

ঠিক যেমন সারা উপাসনা জুড়ে শাস্ত্র ব্যবহার করা উচিত, ঠিক তেমনই সারা উপাসনা জুড়ে প্রার্থনা করা উচিত। ঈশ্বরের উপস্থিতিকে স্বাগত জানানোর জন্য একটি প্রারম্ভিক প্রার্থনা থেকে শুরু করে মানুষের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনায় নিবদ্ধ সময় পর্যন্ত, সদস্যরা যখন জগতে পরিচর্যা কাজ করার জন্য এগিয়ে যায় সেই সময়ের আশীর্বাদের শেষ প্রার্থনা পর্যন্ত, প্রার্থনা আমাদের উপাসনায় অন্যতম মূল বিষয় হওয়া উচিত।

---

[59] Keith Drury, *The Wonder of Worship,* (Fishers, IN: Wesleyan Publishing House, 2002), 28-এ উদ্ধৃত।

উপাসনায় প্রার্থনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে তোলা

প্রার্থনাকে সম্মিলিত উপাসনার আরো অর্থপূর্ণ অংশ করে তোলার কিছু ব্যবহারিক উপায় কী কী? এখানে ছয়টি ব্যবহারিক পরামর্শ দেওয়া হলো।

আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবন গড়ে তুলুন

কেউ প্রথমে নিজে উপাসনা না করা পর্যন্ত অন্যদের উপাসনায় নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত নয়। কেউ প্রথমে একান্তে প্রার্থনা না করা পর্যন্ত জনসমক্ষে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত নয়। আমরা যখন একটি ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবন গড়ে তুলি, তখনই আমরা জনসমক্ষে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হই। একজন উপাসনার লিডার হিসেবে, প্রতিদিনের ব্যক্তিগত প্রার্থনার নিয়মানুবর্তিতায় নিজেকে নিয়োজিত করুন।

> "খ্রিষ্টীয় জীবনের মূল উপাদান হল আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ঈশ্বরের উপাসনা এবং আরাধনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা।"
>
> - ডেনিস কিনলাও
> (Dennis Kinlaw)

কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শিখুন

যিশু শিষ্যরা বলেছিলেন, "প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিন" (লূক ১১:১)। প্রত্যুত্তরে যিশু একটি আদর্শ প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন যা প্রভুর প্রার্থনা নামে পরিচিত। প্রার্থনা করা শেখা যেতে পারে।

কিছুটা হলেও, ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানের কাছে প্রার্থনা হলো একটি স্বাভাবিক বিষয়; তবে, প্রার্থনা করা শেখা যেতে পারে। একটি ছোটো শিশু কথা বলার শিক্ষা না নিয়েই কথা বলতে শেখে। তবে, একটি শিশু বড়ো হওয়ার সাথে সাথে তারা ভাষা, শব্দভাণ্ডার এবং সঠিকভাবে কথা বলা সম্পর্কে আরো শেখে। একইভাবে, একজন তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসী স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে চায়, কিন্তু আমরা বিশ্বাসে পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে প্রার্থনার প্রতি আমাদের বোধগম্যতা এবং উপলব্ধি আরো গভীর হয়।

প্রার্থনার উপর লেখা বইগুলি প্রার্থনা সম্পর্কে আপনার বোধকে আরো গভীর করতে পারে। নিচে প্রার্থনার উপর লেখা কিছু কালজয়ী বই উল্লেখ করা হলো যা প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে উপকৃত করতে পারে:

- *Power Through Prayer* by E.M. Bounds
- *With Christ in the School of Prayer* by Andrew Murray
- Mighty Prevailing Prayer by Wesley Duewel

শাস্ত্রের বাক্য সহকারে প্রার্থনা করুন

প্রার্থনা করতে শেখার জন্য শাস্ত্রের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। প্রার্থনার প্রথম পাঠশালা হলো বাইবেল। গীতসংহিতা এবং বাইবেলে উল্লিখিত অন্যান্য প্রার্থনাগুলি আমাদেরকে কার্যকরভাবে প্রার্থনা করতে শেখায়। মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে, মহান খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাদের প্রার্থনা শাস্ত্র দিয়েই পূরণ করেছেন। নিচে বাইবেলের কিছু মহান প্রার্থনা তুলে ধরা হলো:

- ***সমাদরের প্রার্থনা।*** যাত্রা পুস্তক ১৫:১-১৮, ১ শমূয়েল ২:১-১০, ১ বংশাবলি ২৯:১১-২০, লূক ১:৪৬-৫৫, লূক ১:৬৮-৭৯, ১ তিমথি ৬:১৫-১৬, এবং প্রকাশিত বাক্য ৪:৮-৫:১৪।
- ***স্বীকারোক্তির প্রার্থনা।*** ইষ্রা ৯:৫-১৫, গীত ৫১, *এবং* দানিয়েল ৯:৪-১৯।

- ***মধ্যস্থতা বা বিনতি প্রার্থনা।*** আদি পুস্তক ১৮:২৩-৩৩, যাত্রা পুস্তক ৩২:১১-১৪, ইফিষীয় ১:১৫-২৩, *এবং* ফিলিপীয় ১:৯-১১।

ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপনের উপর মনোযোগ দিন

বহুবার আমাদের প্রার্থনা কেবল ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ পেশ করে। কিছু লোক ঈশ্বরকে অনুরোধের একটি তালিকা দেয়, গতকালের সমস্ত অনুরোধের উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানায়, এবং তারপরে "আমেন" বলে। প্রকৃত প্রার্থনা অতি অবশ্যই অনুরোধের একটি তালিকার চেয়েও অনেক বেশি কিছু হওয়া উচিত; প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

প্রভুর প্রার্থনা মূলত প্রার্থনার জন্য একটি মডেল প্রদান করে (মথি ৬:৯-১৩)। প্রভুর প্রার্থনায় যা যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ:

- **সমাদর**: "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক,"
- **সমর্পণ**: "তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমন পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।"
- **আবেদন**: "আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও।"
- **স্বীকারোক্তি**: "আমরা যেমন আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধীদের ক্ষমা করেছি, তেমন তুমিও আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করো।"
- **নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা**: "আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না, কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে রক্ষা করো।"
- **প্রশংসা**: "কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন।"

বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী একটি চার-স্তরীয় বিন্যাস অনুসরণ করে যার মধ্যে যিশুর দেওয়া মডেল প্রার্থনাটির সমস্ত উপাদানই অন্তর্ভুক্ত আছে: সমাদর, স্বীকারোক্তি, ধন্যবাদজ্ঞাপন, এবং বিনতি।

সমাদর

প্রার্থনায় সমাদর এবং প্রশংসা কখনোই বাদ থাকা উচিত নয়। প্রশংসা দিয়ে শুরু করার দ্বারা, আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের প্রার্থনা সাহায্যের জন্য একাধিক অনুরোধের একটি তালিকার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। গীতসংহিতা প্রার্থনার এমন একটি মডেল তুলে ধরে যার ভিত্তিমূল প্রশংসা। এমনকি বিলাপের গীতেও প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত আছে। যদি প্রার্থনা করা প্রকৃত উপাসনা হয়, তাহলে সেটিতে ঈশ্বরের সমাদর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

স্বীকারোক্তি

যিশাইয় ৬ অধ্যায় দেখায় যে আমাদের ঈশ্বরকে দেখার (সমাদর) সময়ে আমরা নিজেদেরকে দেখব। যখন আমরা ঈশ্বরের নিখুঁত পবিত্রতার আলোয় নিজেদেরকে দেখি, তখন আমরা আমাদের স্বীকারোক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি। কোনো খ্রিষ্টবিশ্বাসী যতই পরিপক্ক হোক না কেন, তার ঈশ্বরের সাথে পথ চলা যতই গভীর হোক না কেন, তার নিজেকে কখনোই এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত নয় যেখানে সে বলতে পারে, "আমার কিছু স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। আমার পরিপূর্ণতা

চূড়ান্ত।" যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, "প্রার্থনা করার সময়, তোমরা বোলো:... আর আমাদের সব পাপ ক্ষমা করো, যেমন আমরাও নিজেদের সব অপরাধীকে ক্ষমা করি" (লূক ১১:৪)। প্রকৃত উপাসনায় স্বীকারোক্তি অন্তর্ভুক্ত।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সমাদর ঈশ্বরকে তাঁর পরিচয়ের জন্য প্রশংসিত করে; ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঈশ্বরকে আমাদের জগতে তাঁর ক্রমাগত করতে থাকা কাজের জন্য প্রশংসিত করে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন স্বীকার করে সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত দান ঊর্ধ্বলোক [অর্থাৎ, স্বর্গ] থেকে আসে (যাকোব ১:১৭)। ধন্যবাদ জ্ঞাপনে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে তিনি যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। দশটি কুষ্ঠরোগীর কাহিনীটি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের গুরুত্ব দেখায় (লূক ১৭:১২-১৯)।

বিনতি

প্রভুর প্রার্থনায় যিশু দেখিয়েছেন যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের অনুরোধগুলিকে মূল্য দেন। ঈশ্বর একজন পার্থিব শাসকের মতো নন, যিনি এতই ব্যস্ত যে একজন সাধারণ নাগরিকের চাহিদাগুলিকে কোনো গুরুত্ব দেন না। পরিবর্তে, ঈশ্বর হলেন সেই যথার্থ পিতা যিনি তাঁর সন্তানদেরকে উত্তম উপহার দিয়ে আনন্দিত হন। প্রভুর প্রার্থনায় আমরা সাধারণ প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্য ("প্রতিদিন আমাদের দৈনিক আহার আমাদের দাও") এবং আত্মিক নির্দেশনা লাভের জন্য প্রার্থনা করতে উৎসাহিত হই ("আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না")।

প্রভুর প্রার্থনায়, আমরা যখন অনুরোধগুলি পেশ করি তখন আমরা নিজেদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে শিখি। বিশ্বাসী সন্তান হিসেবে আমরা শিখি যে তাঁর ইচ্ছা নিখুঁত; তাঁর "না" আমাদের ভালোর জন্যই। প্রার্থনা কোনো জাদুকাঠি নয় যা ঈশ্বরকে আমাদের ইচ্ছা পালন করতে বাধ্য করে। প্রার্থনা হলো একটি আত্মিক নিয়মানুবর্তিতা যা আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আনন্দপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করতে সাহায্য করে।

আপনার অগ্রাধিকারগুলিকে ঈশ্বরের অগ্রাধিকারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রার্থনা দেখায় যে কোনটি আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোনটি আমাদের সবচেয়ে আন্তরিক প্রার্থনাকে অনুপ্রাণিত করে – দৈহিক চাহিদা নাকি আত্মিক চাহিদা?

থিষলনীকীয় মন্ডলীর খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য পৌল তার প্রার্থনায় বলেছেন, "... আমরা তোমাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা করি, যেন আমাদের ঈশ্বর, তাঁর আহ্বানের যোগ্য বলে তোমাদের গড়ে তোলেন এবং তাঁর পরাক্রমে তোমাদের প্রত্যেক শুভ-সংকল্প এবং বিশ্বাস-প্রণোদিত প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন। আমরা এই প্রার্থনা করি, যেন তোমাদের মধ্যে প্রভু যীশুর নাম গৌরবান্বিত হয় এবং আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে, তোমরা তাঁতে গৌরব লাভ করতে পারো" (২ থিষলনীকীয় ১:১১-১২)। পৌলের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল যে ঈশ্বর তাদের জীবনে যেন তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করেন। এই খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা নির্যাতিত হচ্ছিল, কিন্তু পৌলের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে তাদের দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধার করার জন্য ছিল না। বরং, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে প্রভু যিশুর নাম তাদের মধ্যে মহিমান্বিত হোক।

ঠিক যেমন আমাদের অনুরোধ আমাদের অগ্রাধিকারগুলিকে প্রকাশ করে, তেমনভাবেই আমাদের ধন্যবাদজ্ঞাপনও আমাদের অগ্রাধিকারগুলিকে প্রকাশ করে। যদি আমাদের বেশিরভাগ ধন্যবাদজ্ঞাপন বস্তুগত আশীর্বাদের জন্য হয়, তাহলে বস্তুগত আশীর্বাদই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান হতে পারে। যদি আমাদের বেশিরভাগ ধন্যবাদজ্ঞাপন আমাদের আত্মিক জীবনে ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য হয়, তাহলে আত্মিক বৃদ্ধিই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান।

থিষলনীকীয় মন্ডলীর জন্য তাঁর প্রার্থনায় পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন কারণ তাদের বিশ্বাস প্রচুররূপে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এবং তাদের পরস্পরের জন্য ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছিল (২ থিষলনীকীয় ১:৩)। তার সর্বোত্তম ধন্যবাদ জ্ঞাপনটি সাময়িক আশীর্বাদগুলির জন্য ছিল না; তার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপনটি ছিল তাদের আত্মিক বৃদ্ধির জন্য। কোনটি আপনার জীবনে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য সবচেয়ে বড়ো কারণ – আর্থিক আশীর্বাদ নাকি আত্মিক বৃদ্ধির প্রমাণ?

ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন, কংগ্রিগেশনের সাথে নয়

সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে, ঈশ্বর কংগ্রিগেশনের সাথে কথা বলেছেন। প্রার্থনায় কংগ্রিগেশন ঈশ্বরের সাথে কথা বলে। সমবেত প্রার্থনার সময়টি লিডারের জন্য লোকেদের কাছে এটি বলার সময় নয় যে সে তাদেরকে (প্রার্থনার মাধ্যমে) কী বলতে চায়! প্রার্থনা ঈশ্বরের সাথে কথা বলে।

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে শিখিয়েছিলেন যে কীভাবে এক প্রকৃত উপাসনার আত্মায় প্রার্থনা করতে হয়:

> আর তোমরা যখন প্রার্থনা করো, তখন ভণ্ডদের মতো কোরো না, কারণ তারা সমাজভবনগুলিতে বা পথের কোণে কোণে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো প্রার্থনা করতে ভালোবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করো তখন ঘরে যাও, দরজা বন্ধ করো ও তোমার পিতা যিনি অদৃশ্য হলেও উপস্থিত—তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। এতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সবকিছু দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। আর তুমি প্রার্থনা করার সময় পরজাতীয়দের মতো অর্থহীন পুনরাবৃত্তি কোরো না, কারণ তারা মনে করে, বাগবাহুল্যের জন্যই তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে। তাদের মতো হোয়ো না, কারণ তোমাদের কী প্রয়োজন তা চাওয়ার পূর্বেই তোমাদের পিতা জানেন। (মথি ৬:৫-৮)

প্রকৃত প্রার্থনা ঈশ্বরকে বা কংগ্রিগেশনকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে না; এটি খুব সহজভাবে এবং স্পষ্টভাবে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার সাথে কথা বলে।

► আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবনে বৃদ্ধিলাভের জন্য আপনি কী করবেন? আপনার মন্ডলীতে আপনি কীভাবে প্রার্থনাকে প্রকাশ্য প্রার্থনার আরো বেশি অর্থবহ একটি অংশ করে তুলবেন?

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি একটি প্রত্যুত্তর হিসেবে নৈবেদ্য

প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর। এই কারণে আমাদের প্রার্থনা সহকারে শাস্ত্রপাঠ এবং সারমন অনুসরণ করা উচিত। প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রাপ্ত সত্যের প্রতি সাড়া দিই; আমরা আনুগত্যের প্রতি নিজেদেরকে অঙ্গীকারবদ্ধ করি।

নৈবেদ্যও ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি একটি প্রত্যুত্তর। পুরাতন নিয়মে বলিদান (নৈবেদ্য) ছিল বিধানের (ঈশ্বরের বাক্য) প্রতি উপাসনাকারীদের প্রতিক্রিয়া। নতুন নিয়মে নৈবেদ্য হলো ঈশ্বরের কাছে আমাদের সমগ্র সত্তার আত্মসমর্পণের প্রতীক।

নৈবেদ্য হলো উপাসনার একটি অংশ। গীতরচক উপাসনাকারীদেরকে নৈবেদ্য সাজিয়ে তাঁর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বলেছেন (গীত ৯৬:৮)। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক উপাসনাকে দানের সাথে সংযুক্ত করেছেন, "আর অপরের উপকার ও অন্যদের সঙ্গে তোমাদের সম্পদ ভাগ করার কথা ভুলে যেয়ো না, কারণ এ ধরনের বলিদানেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন" (ইব্রীয় ১৩:১৬)। পৌল

মন্ডলীকে বলেছিলেন যে তাদের ঈশ্বরকে দেওয়া উপহার তার কাছে সুরভিত নৈবেদ্যস্বরূপ, ঈশ্বরের প্রীতিজনক গ্রহণযোগ্য বলিদান (ফিলিপীয় ৪:১৮)।

উপাসনামূলক নৈবেদ্যের একটি ঈশতত্ত্ব

মন্ডলীতে যাওয়া বহু লোকই প্রাথমিকভাবে দান বা নৈবেদ্যকে এমনভাবে দেখে যেন আমরা মন্ডলীর খরচা মিটাচ্ছে। এটি নৈবেদ্যকে উপাসনার একটি আত্মিক কাজের চেয়ে একটি আর্থিক আদান-প্রদান করে তোলে। খ্রিষ্টীয় স্টুয়ার্ডশিপ, অর্থাৎ ন্যস্ত ন্যস্ত দায়ভারকে উপাসনার একটি অংশ হিসেবেই দেখা উচিত। নিম্নলিখিত প্রতিটি নীতি আমাদের নৈবেদ্য দানের ঈশ্বতত্ত্বের অংশ হওয়া উচিত।

উপাসনামূলক নৈবেদ্য অনুগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, ভয় দ্বারা নয়।

উপাসনা একটি কাজ হিসাবে প্রদত্ত দান ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। পৌল করিন্থীয় মন্ডলীর বিশ্বাসীদের যিরুশালেমের অভাবী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করার জন্য দান করতে বলেছিলেন। তিনি তাদের এই হুমকি দেননি যে, "তোমাদের অবশ্যই দান করতে হবে, কারণ তোমাদের একদিন সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।" পরিবর্তে, তিনি প্রশংসার মাধ্যমে তার আবেদন শেষ করেছিলেন, "বর্ণনার অতীত ঈশ্বরের দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই" (২ করিন্থীয় ৯:১৫)। তাদের দান করা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপহারের প্রতি ধন্যবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যদি একটি নৈবেদ্য দান প্রকৃত উপাসনা হয়ে থাকে, তাহলে তা একটি ইচ্ছুক হৃদয় থেকে আসে।

উপাসনামূলক নৈবেদ্য প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, পুরস্কার দ্বারা নয়।

প্রকৃত উপাসনা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, পুরস্কার লাভের ইচ্ছা দ্বারা নয়। আর্থিক উপহারগুলি আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে উপহারস্বরূপ তুলে ধরার একটি প্রতীক। পৌল ম্যাসিডোনিয়ার খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রশংসা করেছিলেন, কারণ "ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তারা প্রথমে প্রভুর, পরে আমাদেরও কাছে নিজেদের প্রদান করল" (২ করিন্থীয় ৮:৫)। তাদের উপহারগুলি ছিল ঈশ্বরের প্রতি এবং যে সকল প্রেরিতরা তাদের অঞ্চলে সুসমাচার নিয়ে এসেছিলেন তাদের প্রতি ভালোবাসার প্রতীকস্বরূপ।

ঠিক যেমন সঙ্গীত বা অন্য কোনো উপাসনামূলক কার্যকলাপ ভুল কারণে করা যেতে পারে, তেমনই দান ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। কিছু সুসমাচার প্রচারক প্রতিশ্রুতি দেন যে ঈশ্বর আর্থিক আশীর্বাদ দিয়ে আর্থিক উপহারের প্রতিদান দেবেন। বাইবেলের প্রেক্ষাপট থেকে শাস্ত্রাংশকে বিকৃত করে তারা ঈশ্বরকে দেওয়া উপহারের জন্য শতগুণ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। এই ধরণের দানে প্রেমময় উপাসনার কাজ হবে না, বরং এটি একটি মহাজাগতিক লটারির টিকিট কেনার মতো হবে যেখানে দাতা জ্যাকপট পাওয়ার করার আশা করে! বাইবেলে কোথাও এই ধরণের দানকে প্রশংসা করে না।

পরিবর্তে, বাইবেল মরিয়মের দানের প্রশংসা করে। যখন সে যিশুকে অভিষিক্ত করেছিলেন, সেখানে কোনো দৃশ্যমান পুরস্কার ছিল না। সে কিছু ফেরত পাওয়ার চিন্তা না করেই তার সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে দিয়েছিল। এমনকি শিষ্যরাও তার এই অপচয়ের জন্য রেগে গিয়েছিলেন। কেবল যিশু দেখেছিলেন এবং তার উপহারের প্রশংসা করেছিলেন, এমন একটি উপহার যা কেবল ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল (মথি ২৬:৬-১৩)।

উপাসনামূলক দান কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা দ্বারাই নয়, সেইসাথে **অন্যদের প্রতি ভালোবাসা** দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়। যোহন তার লিডারদের পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রকৃত প্রেম কেবল কথার চেয়েও অনেক বেশি কিছু; এটি কাজ। পৌলের প্রতি ফিলিপীয় মন্ডলীর লোকেদের ভালোবাসা তাদের দানেই প্রকাশিত হয়েছিল। একজন বিশ্বাসীর অন্যদের প্রতি ভালোবাসা তার দানেই দেখা যায়।

> জাগতিক সম্পদের অধিকারী হয়ে কেউ যদি তার ভাইবোনকে অভাবগ্রস্ত দেখে কিন্তু তার প্রতি করুণাবিষ্ট না হয়, তাহলে তার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কীভাবে থাকতে পারে? প্রিয় সন্তানেরা, এসো, মুখের কথায় অথবা ভাষণে নয়, কিন্তু কাজ করে ও সত্যের মাধ্যমেই আমরা প্রেম করি। (১ যোহন ৩:১৭-১৮)

উপাসনামূলক নৈবেদ্য উদার হয়, তা কৃপণ নয়।

পৌল করিন্থীয় মন্ডলীকে উদার হস্তে দান করতে উৎসাহিত করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা সর্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালী হবে, যেন তোমরা সব উপলক্ষে মুক্তহস্ত হতে পারো এবং আমাদের মাধ্যমে তোমাদের মুক্তহস্তের সেই দান ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ-দানে পরিণত হবে।" তাদের উদারতা ছিল ঈশ্বরের প্রতি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের একটি প্রকাশ। "তোমাদের সাধিত এই সেবাকাজ কেবলমাত্র যে ঈশ্বরের লোকদের অভাব দূর করেছে, তা নয়, কিন্তু তা বহু অভিব্যক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ-জ্ঞাপনে উপচে পড়ছে" (২ করিন্থীয় ৯:১১-১২)। যদি দান করা প্রকৃত উপাসনা হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই উদার হওয়া উচিত।

উপাসনামূলক নৈবেদ্য নম্রতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, অহংকার দ্বারা নয়।

► মথি ৬:১-৪ পদ পড়ুন।

পর্বতের উপরে দেওয়া উপদেশে যিশু দানের বিষয়ে ভুল অনুপ্রেরণার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। কেউ কেউ অন্যদের থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য দান করে; তাদের পুরস্কার হলো প্রশংসা। "তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।" কেউ কেউ নীরবে দান করে, যেখানে তারা নিজেদেরকে তাদের নম্রতার জন্য প্রশংসিত করে; তাদের পুরস্কার হলো আত্ম-সন্তুষ্টি। যিশু বলেছেন, "তোমার ডান হাত কী করছে, তা যেন তোমার বাঁ হাত জানতে না পায়।" নিজেকে নিজের উদারতার জন্য প্রশংসিত করবেন না। পরিবর্তে, আপনার স্বর্গস্থ পিতাকে দেখতে দিন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে পুরস্কৃত করতে দিন।

আনন্দপূর্ণ দানের একটি কাহিনী

জন ওয়েসলি (John Wesley) তার নিজের ঘরের জন্য সবেমাত্র কিছু ছবি কেনার পর তার পরিচারিকা আসে। সেদিন মারাত্মক ঠাণ্ডা পড়েছিল এবং তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে মেয়েটি কেবল একটি পাতলা গাউন পরে আছে। তিনি তাকে গরম জামা কেনার জন্য কিছু টাকা দিতে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখেন যে খুব সামান্য কিছু পড়ে আছে। তিনি কেঁদে উঠে বলেন, "আমি আমার এই দেওয়াল যে টাকা দিয়ে সাজিয়েছি সেই টাকা এই অসহায় মেয়েটিকে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করতে পারত!"

ওয়েলসি তার খরচ সীমিত করতে শুরু করেছিলেন যাতে তার কাছে দুঃস্থদেরকে দেওয়ার জন্য কিছু অর্থ থাকে। তার জার্নালে, তিনি নথিবদ্ধ করেছিলেন যে এক বছরে তার উপার্জন ছিল ৩০ পাউন্ড, এবং তার দিনযাপনের খরচ ছিল ২৮ পাউন্ড, তাই তিনি ২ পাউন্ড দান করেছিলেন। পরের বছরে তাঁর উপার্জন দ্বিগুণ হয়েছিল, কিন্তু তিনি তবুও ২৮ পাউন্ড দিয়েই চালিয়েছিলেন এবং ৩২ পাউন্ড দান করেছিলেন। তৃতীয় বছরে তার উপার্জন একলাফে ৯০ পাউন্ড হয়েছিল; কিন্তু তিনি

পুনরায় ২৮ পাউন্ড দিয়েই চালিয়েছিলেন, এবং ৬২ পাউন্ড দান করেছিলেন। চতুর্থ বছরে তিনি ১২০ পাউন্ড উপার্জন করেছিলেন, ২৮ পাউন্ড দিয়ে নিজের খরচ চালিয়েছিলেন, এবং ৯২ পাউন্ড দুঃস্থদের জন্য দিয়েছিলেন।

ওয়েসলি প্রচার করেছিলেন যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কেবল দশমাংশ নয়, অতিরিক্ত দান করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের দানও বৃদ্ধি পেতে হবে। তিনি সারা জীবন এটি অনুশীলন করেছিলেন। এমনকি যখন তার উপার্জন হাজার পাউন্ডে পৌঁছেছিল, তখনও তিনি সরল জীবনযাপনই করেছিলেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দান করেছিলেন। একটি বছরে তার উপার্জন ১,৪০০ পাউন্ডের বেশি ছিল; তিনি ৩০ পাউন্ড ছাড়া বাকি সব দান করেছিলেন।[60] তিনি বলেছিলেন যে তিনি কখনো নিজের জন্য ১০০ পাউন্ডের বেশি রাখেননি। তিনি তার জীবনকালে উপার্জিত ৩০,০০০ পাউন্ডের বেশিরভাগই দান করেছিলেন।[61]

এই কাহিনীর মূল কথা দারিদ্র্যের প্রতি আইনগত আদেশ নয়! মূল কথা হলো ঈশ্বরের প্রতি আনন্দপূর্ণ এবং স্বেচ্ছা আনুগত্য। ঈশ্বর সকলকে জন ওয়েসলির মতো একই আয় দেন না; ঈশ্বর সকলকে জন ওয়েসলির মতো একই হারে দান করার আহ্বানও জানান না। পরীক্ষাটি এই নয় যে, "আমি কি অন্য কারোর মতো ততটা দান করছি?" পরীক্ষাটি হলো, "আমি কি ঈশ্বরের প্রতি আনন্দের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করছি?" ঈশ্বর আমাদের বলিদানমূলক দান সহকারে উপাসনা করার আহ্বান জানান।

দান করার অনুশীলন

যেহেতু দান করা উপাসনারই একটি কাজ, নৈবেদ্য এমনভাবে সংগ্রহ করা উচিত যা উপাসনার মনোভাব বৃদ্ধি করে। নিম্নলিখিত ব্যবহারিক ধারণাগুলি বিবেচনা করুন।

নৈবেদ্য প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিদার উপর নয়, বরং উপাসনার উপর জোর দেওয়া উচিত।

সম্ভবত যে কারণে অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী নৈবেদ্যকে প্রধানত মন্ডলীর বিভিন্ন খরচা মিটানোর মাধ্যম হিসেবে দেখে থাকে, সেটা হল দান সংগ্রহের সময় মন্ডলীর বিভিন্ন খরচ সংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়! এটি আরো খারাপ হয় যখন আর্থিক সংকটের কারণে আমরা বলি, যদি উদারভাবে নৈবেদ্য না দেওয়া হয় তাহলে "মন্ডলী বন্ধ হয়ে যাবে" অথবা "আমরা কোনো মিশনারিকে পাঠাতে পারব না।" কখনো কখনো একজন পাস্টার নৈবেদ্য চাওয়ার জন্য ক্ষমা চান, "খুব ভালো হতো যদি আপনার কাছে আমার অর্থ চাওয়ার প্রয়োজন না হতো।" পরিবর্তে, নৈবেদ্যটি আনন্দের সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রকাশ হওয়া উচিত।

নৈবেদ্য সম্পর্কে কথা বলার সময়ে উপাসনার উপরেই জোর দেওয়া উচিত। নৈবেদ্যটি এমন একটি শাস্ত্রীয় অংশের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে যা উপাসনাকারীদেরকে নৈবেদ্যটির উদ্দেশ্য মনে করিয়ে দেয়। ২ করিন্থীয় ৮:৯ এবং ২ করিন্থীয়

---

[60] আজকের তুলনার জন্য, এটি প্রায় ২ কোটি টাকা উপার্জন এবং ৫ লক্ষ টাকা ছাড়া বাকি সব দেওয়ার সমতুল্য। তার জীবদ্দশায়, ওয়েসলি আজকের অর্থের প্রায় ৩০ কোটি টাকার সমতুল্য অর্থ উপার্জন এবং দান করেছিলেন।

[61] এই কাহিনীটি Charles Edward White, "Four Lessons on Money from One of the World's Richest Preachers" Christian History 19 (Summer 1988): 24 অবলম্বনে। ২২শে জুলাই, ২০২০ তারিখে https://christianhistoryinstitute.org/uploaded/50cf76d05900d6.14390582.pdf-থেকে উপলব্ধ।

৯:৭, যাত্রা পুস্তক ২৫:২, প্রেরিত ২০:৩৫, এবং এমনকি যোহন ৩:১৬ পদের মতো শাস্ত্রীয় অংশগুলি দানের জন্য প্রকৃত অনুপ্রেরণার দিকে নির্দেশ করে।

নৈবেদ্যটি অবশ্যই সমগ্র উপাসনা সভার একটি অংশ হওয়া উচিত।

কিছু কিছু সংস্কৃতিতে, উপাসনা সভার বাইরে মানুষজনকে তাদের নৈবেদ্য দান করতে উৎসাহিত করার প্রচলন আছে। যদিও এটি লোক দেখানো এড়াতে বা সভার সময় বাঁচানোর ইচ্ছা থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে, তবে এটি দানকে উপাসনা থেকে আলাদা করে। নৈবেদ্যকে উপাসনা সভার অংশ হিসেবে গ্রহণ করলে উপাসনাকারীরা দানকে উপাসনার একটি অংশ হিসেবে বুঝতে পারে।

যেহেতু নৈবেদ্য হলো ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সাড়া দেওয়া, তাই আপনি সারমনের আগে নৈবেদ্য গ্রহণ করার পরিবর্তে পরে নৈবেদ্য গ্রহণের কথা বিবেচনা করতে পারেন। এর অর্থ হলো, "আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সাড়া দিয়ে তাঁকে দান করছি।"

বাবা-মায়েদের উচিত তাদের সন্তানদেরকে উপাসনায় নৈবেদ্য দান করতে শেখানো।

আমরা যেমন আমাদের বাচ্চাদের গান গাইতে, প্রার্থনা করতে এবং শাস্ত্রপাঠ ও প্রচার শুনতে শেখাই, তেমনই আমাদের বাচ্চাদের আনন্দের সাথে দান করতে শেখানো উচিত। আমাদের বাচ্চারা যখন শিখবে যে দান করা প্রশংসার একটি আনন্দজনক কাজ, তখন তারাও উপাসনাকারী হয়ে ওঠে।

নৈবেদ্য নেওয়ার সময় যে গান হয় তা উপাসনামূলক হওয়া উচিত।

যদি নৈবেদ্য দান করা উপাসনা হয়, তাহলে নৈবেদ্য নেওয়ার সময়ে যে গান হয় তা উপাসনামূলক হওয়া উচিত। এই সঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীত বা কণ্ঠ দিয়ে গাওয়া গান হতে পারে; এটি একক বা সমবেত হতে পারে; এটি শান্ত এবং প্রতিফলিত হতে পারে; অথবা আনন্দময় এবং উচ্ছ্বসিত হতে পারে; যে ধরণেরই হোক না কেন, এটিকে উপাসনার একটি অংশ হতে হবে। নৈবেদ্যের সময় যারা গান গায়, তাদের আত্মিক নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করা উচিত ঠিক যেমন উপাসনাকারী আত্মিক নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করে। উপাসনার কোনো অংশকেই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

নৈবেদ্য সংগ্রহের পর উৎসর্গীকৃত প্রার্থনা করা উচিত।

যেহেতু নৈবেদ্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি উপহার, তাই নৈবেদ্যের পরে আত্ম-উৎসর্গের প্রার্থনা করা উচিত। এটি উপাসনাকারীদেরকে দানের উদ্দেশ্য মনে করিয়ে দেয় এবং উপাসনা হিসেবে দানের একটি দৃশ্যমান প্রমাণ প্রদান করে।

মন্ডলীর লিডারদেরকে লোকেদের দেওয়া উপহারের উত্তম তত্ত্বাবধায়ক হতে হবে।

এই নৈবেদ্য দানের মাধ্যমে, উপাসনাকারীরা তাদের উপহার মন্ডলীর লিডারদের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করছে। মন্ডলীর লিডারদের অবশ্যই সেই সমস্ত উপহারের ভালো তত্ত্বাবধায়ক হতে হবে। অর্থ ব্যবহারের জন্য মন্ডলীর কাছে তুলে ধরা হিসাব-নিকাশ দেখায় যে সমস্ত নৈবেদ্য ঈশ্বরের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি দানকে উৎসাহিত করে এবং মন্ডলীর নেতৃত্বে অসততার প্রলোভন কমায়। এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে খ্রিষ্টীয় লিডারদের অবিশ্বাসের চোখে দেখা হয়, সেখানে আমাদের নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

নৈবেদ্য নানারকম খরচা মিটানোর একটি উপায়ের চেয়েও অনেক বেশি কিছু; এটি উপাসনার একটি কাজ। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে উপাসনাকারীদের কাছে প্রকাশ করেন। আমরা আনন্দপূর্ণ হৃদয় থেকে দেওয়া আত্মত্যাগমূলক উপহারের মাধ্যমে সাড়া দিই। এই হলো প্রকৃত উপাসনা।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার মন্ডলীর লোকেরা দান করার সময়ে কি উপলব্ধি করে যে তারা উপাসনা করছে, নাকি তারা কেবল মন্ডলীর খরচা মেটাচ্ছে? নৈবেদ্যকে উপাসনার একটি কাজ করে তোলার জন্য আপনি কোন কোন ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি নিতে পারেন?

প্রভুর ভোজ

► আপনার মন্ডলীর প্রভুর ভোজ পালন নিয়ে আলোচনা করুন। আপনি কতবার প্রভুর ভোজ উদযাপন করেন? আপনি যখন প্রভুর ভোজ পালন করেন, তখন কি এটি উপাসনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই থাকে?

ঈশ্বর যেমন লিখিত বাক্যে (শাস্ত্রপাঠ) এবং কথিত বাক্যে (তাঁর বাক্য প্রচারে) প্রকাশিত হন, তেমনই তিনি প্রভুর ভোজের মাধ্যমে প্রদর্শিত বাক্যেও প্রকাশিত হন। প্রভুর ভোজ হলো যিশুর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুর স্মারক এবং তাঁর পুনরুত্থানের উদযাপন।[62] শেষ ভোজের সাথে নিস্তারপর্বের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এটি নতুন চুক্তিরও সূচনা করেছিল।

> "ভোজ হলো প্রভুর তাঁর লোকেদের সাথে আলাপচারিতার সময়। যারা খ্রিষ্টের সাথে এই সম্মেলন পালন করে, তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে আশা করতে পারে যে তিনি অবশ্যই তাদের সাথে দেখা করতে আসবেন।"
>
> - ফ্র্যাঙ্কলিন সেগলার ও র‍্যান্ডাল ব্র্যাডলি (Franklin Segler and Randall Bradley)

► মথি ২৬:১৭-৩০ এবং ১ করিন্থীয় ১১:১৭-৩৪ পদ পড়ুন।

নতুন নিয়মে প্রভুর ভোজ সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্যের মধ্যে রয়েছে সুসমাচারের বিবরণ এবং করিন্থীয় মন্ডলীর প্রতি পৌলের নির্দেশাবলী।

প্রভুর ভোজ পালনের সাথে সম্পর্কিত তিনটি প্রশ্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করা হয়।

- প্রভুর ভোজের অর্থ কী?
- কত ঘন ঘন প্রভুর ভোজ পালন করা উচিত?
- কীভাবে প্রভুর ভোজ পালন করা উচিত?

প্রভুর ভোজের অর্থ কী?

প্রভুর ভোজ পালন করা উপাসনার একটি অর্থপূর্ণ অংশ।[63] করিন্থীয় মন্ডলীর উদ্দেশ্যে লেখা পত্রে পৌলে দেখিয়েছেন যে প্রভুর ভোজে:

---

[62] Franklin M. Segler and Randall Bradley, *Christian Worship: Its Theology and Practice* (Nashville: B&H Publishing, 2006), 178

[63] ছবি: "The Lord's Supper" তুলেছেন Allison Estabrook. ১৪ই অক্টোবর, ২০২২ তারিখে https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52476662295/, লাইসেন্সকৃত CC BY 4.0. থেকে উপলব্ধ।

১। আমরা খ্রিষ্টের মৃত্যুর দিকে ফিরে তাকাই (“তোমরা প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা করে থাকো”)।
২। আমরা আগামী সময়ে খ্রিষ্টের পুনরাগমনের অপেক্ষায় আছি (“যতদিন পর্যন্ত তিনি না আসেন”)।

যখন আমরা প্রভুর ভোজ উদযাপন করি, আমরা তাঁর আত্মবলিদান স্মরণ করি, এবং আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞাত ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকি। উপাদানগুলি খ্রিষ্টের দেহ এবং রক্তের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেগুলি আমাদেরকে প্রভুর মৃত্যুতে আমাদের অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। “ধন্যবাদ দেওয়ার যে পানপাত্রটি নিয়ে আমরা ধন্যবাদ দিই, তা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আবার, যে রুটি আমরা ভেঙে থাকি, তা কি খ্রীষ্টের দেহের সহভাগিতা নয়?” (১ করিন্থীয় ১০:১৬)। প্রভুর ভোজ হলো ক্রুশবিদ্ধ এবং পুনরুত্থিত প্রভুর অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতির একটি শক্তিশালী প্রতীক।

কত ঘন ঘন প্রভুর ভোজ পালন করা উচিত?

শাস্ত্র বা মন্ডলীর ইতিহাস এই প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর দেয় না। অনুমান করা হয় যে, প্রারম্ভিক মন্ডলীতে প্রতি রবিবার প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা হতো। বর্তমানে কিছু মন্ডলী সাপ্তাহিকভাবে প্রভুর ভোজ উদযাপন করে, আবার অন্যরা বছরে একবার বা দু’বার এটি পালন করে।

যতক্ষণ প্রভুর ভোজকে উপাসনার একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ দিক হিসেবে পালন করা হয় ততক্ষণ এটির ঘন ঘন উদযাপন মোটেই প্রভুর ভোজের গুরুত্ব হ্রাস করে না, ঠিক যেমন সাপ্তাহিক বাইবেল পাঠ উপাসনায় শাস্ত্রের গুরুত্বকে হ্রাস করে না।

কীভাবে প্রভুর ভোজ পালন করা উচিত?

পৌল করিন্থীয় মন্ডলীকে “অযোগ্যরূপে” খাওয়া এবং পান করার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন (১ করিন্থীয় ১১:২৭)। কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ আমাদেরকে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে এটির তাৎপর্য অনুযায়ী প্রভুর ভোজ পালন করতে সাহায্য করে।

প্রভুর ভোজ উপাসনার একটি কেন্দ্রীয় অংশ হওয়া উচিত, কোনো সংযোজন নয়।

প্রভুর ভোজের জন্য একটি স্বাভাবিক সময় হলো সারমনের পরে। এক্ষেত্রে, সারমন আমাদেরকে ভোজ সম্পর্কে আরো গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এটি সরাসরি প্রভুর ভোজের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা সারমনের মাধ্যমে অথবা সম্পর্কিত বিষয়ের (মুক্তি, প্রায়শ্চিত্ত, অনুগ্রহ, শিষ্যত্ব) উপর সারমনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। যেসব মন্ডলী ঘন ঘন প্রভুর ভোজ উদযাপন করে, তাদের জন্য প্রতিটি সভার মূল বিষয়বস্তু প্রভুর ভোজের উপর কেন্দ্রীভূত করা উপযুক্ত নয়। তবে, প্রভুর ভোজ পালন এবং উপাসনার পূর্ববর্তী অংশের মধ্যে একটি স্পষ্ট যোগসূত্র থাকা উচিত।

প্রভুর ভোজ হলো একইসাথে একটি ভাবগম্ভীর এবং আনন্দপূর্ণ উপলক্ষ।

প্রভুর ভোজ হলো ভাবগম্ভীর আত্ম-পরীক্ষার এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি আনন্দপূর্ণ উদযাপনের সময়। উদযাপনের গম্ভীরতা এটির স্মরণে প্রতিফলিত যে ভোজটি প্রভুর মৃত্যুর কথা মনে করে খাওয়া হচ্ছে। উদযাপনের আনন্দ প্রভুর ফিরে আসার প্রতিজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়।

মাঝে মাঝে, পুনরুত্থানের উদযাপন এবং খ্রিষ্টের পুনরাগমনের প্রত্যাশা প্রভুর ভোজের প্রাথমিক জোরের বিষয় হতে পারে। অন্য সময়ে, যিশুর মৃত্যুর গাম্ভীর্য এবং আত্ম-পরীক্ষার গুরুত্ব প্রাথমিক জোর হতে পারে। উভয় দিকই এটি পালনের অংশ।

আমরা প্রভুর ভোজে আনন্দ করি কারণ এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারাই সম্ভব। প্রভুর ভোজে আমাদের স্মরণ করানো হয় যে কেবল অনুগ্রহই আমাদেরকে পরিত্রাণ প্রদান করে। আমরা প্রভুর ভোজের গম্ভীরতা স্বীকার করি কারণ আমরা মনে রাখি যে প্রভুর ভোজে আমাদের অংশগ্রহণ পাপ থেকে দূরে থাকার প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রভুর টেবিলে প্রত্যেক উপাসনাকারীকেই নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে।

প্রভুর ভোজে মন্ডলীর একতা প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

দুঃখের বিষয় যে, প্রভুর ভোজের অধ্যাদেশ যা মন্ডলীর ঐক্যকে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল, তা কখনো কখনো বিভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে প্রভুর ভোজ পরিবেশন করা হবে (আলাদা আলাদা কাপ, সকলের জন্য একটি সাধারণ কাপ, কাপে রুটি ডুবিয়ে) এবং কারা অংশগ্রহণ করতে পারে (সকল দাবীদার বিশ্বাসী, কেবল যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে, কেবল স্থানীয় মন্ডলীর সদস্যরা) তা নিয়ে পার্থক্য মন্ডলীগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

পৌল করিন্থীয় মন্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে যেহেতু তারা একটি রুটি ভাগ করে নেয়, অতএব তাদেরকে অবশ্যই এক দেহ হতে হবে। "কারণ, আমরা যারা অনেকে, আমরা এক রুটি, একই দেহ, কারণ আমরা সকলেই এক রুটি থেকে অংশগ্রহণ করে থাকি" (১ করিন্থীয় ১০:১৭)।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রভুর ভোজে, উপাসনাই মুখ্য বিষয় এবং সমস্ত অনুষ্ঠান-পদ্ধতিই আনুষঙ্গিক। মন্ডলীকে অবশ্যই সেই সমস্ত পদ্ধতি বজায় রাখতে করতে হবে যা সুসমাচার পুস্তকগুলি এবং ১ করিন্থীয়'র প্রতি বিশ্বস্ত। যাইহোক, প্রভুর ভোজ যেভাবে পরিবেশন করা হোক না কেন, এটি বিভাজনমূলক হওয়া উচিত নয়। প্রভুর ভোজে আমরা ঈশ্বরের পরিবারের একতা উদযাপন করি।

উপসংহার: উপাসনার একটি শক্তিশালী প্রভাব

উপাসনা কী গুরুত্বপূর্ণ? এখানে ১৯৪৫ সালের একটি সাক্ষ্য তুলে ধরা হলো যা দেখায় যে যখন একজন সাধারণ ব্যক্তি প্রার্থনার মাধ্যমে উপাসনা করে তখন কী ঘটতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, এক রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাপানি-আমেরিকান শিক্ষার্থী বেইলর ইউনিভার্সিটিতে পুনর্জাগরণের এক মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল। রেইজি হোশিজাকি (Reiji Hoshizaki) তার পড়াশোনা চালানোর জন্য কেয়ারটেকারের কাজ করতেন। ক্লাসরুমগুলি পরিষ্কার করার সময়ে তিনি প্রতিটি বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন।

এরকম কয়েক সপ্তাহ প্রার্থনা করার পরে একদিন রেইজি যখন ক্লাসে বসে ছিলেন তখন তিনি সহপাঠীদের জন্য এতটাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলেন এবং চোখের জলে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করেছিল, "রেইজি'র কী হয়েছে?" রেইজি'র কিছুই হয়নি; তার চেয়ারটাই তার বেদি হয়ে উঠেছিল।

রেইজি'র বিনতিমূলক প্রার্থনার মাধ্যমে গোটা বেইলর ইউনিভার্সিটিতে পুনর্জাগরণ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তারপর গোটা টেক্সাস শহরে। একাধিক শিক্ষার্থী যারা সুসমাচার প্রচার করত, তারা বেইলরের ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল যাতে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পুনর্জাগরণ ছড়িয়ে দিতে পারে। প্রার্থনা হলো উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যখন আমরা উপাসনা করি, আমাদের জগত ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

৭ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) আমাদের উপাসনার সকল অংশে শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করে আমরা শাস্ত্রকে উপাসনার প্রধান ভূমিকায় রাখতে পারি।

(২) যেহেতু শাস্ত্র হলো উপাসনার কেন্দ্র, তাই আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি স্পষ্টভাবে, অভিব্যক্তি সহযোগে এবং বৈচিত্র্যের সাথে পড়া হচ্ছে, যা পাঠকে প্রাণবন্ত রাখবে।

(৩) যেহেতু প্রচার হলো উপাসনার অংশ, তাই:

- প্রচারের জন্য সতর্ক প্রস্তুতি প্রয়োজন।
- প্রচারে কংগ্রিগেশনের দিক থেকে একটি প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।
- প্রচারে প্রচারকের তরফ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।
- প্রচারককে অবশ্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত হতে হবে।

(৪) প্রার্থনাকে সমবেত প্রার্থনার একটি অর্থপূর্ণ অংশ করে তোলার কিছু ব্যবহারিক উপায়:

- আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবন গড়ে তুলুন।
- কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শিখুন।
- শাস্ত্রের বাক্য সহকারে প্রার্থনা করুন।
- ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপনের উপর মনোযোগ দিন।
- আপনার অগ্রাধিকারগুলিকে ঈশ্বরের অগ্রাধিকারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন
- ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন, কংগ্রিগেশনের সাথে নয়।

(৫) যেহেতু নৈবেদ্য দান উপাসনার অংশ, তাই:

- উপাসনামূলক নৈবেদ্য অনুগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, ভয় দ্বারা নয়।
- উপাসনামূলক নৈবেদ্য প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, পুরস্কার দ্বারা নয়।
- উপাসনামূলক নৈবেদ্য উদার হয়, তা কৃপণ নয়।
- উপাসনামূলক নৈবেদ্য নম্রতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, অহংকার দ্বারা নয়।
- আমরা যেভাবে নৈবেদ্য সংগ্রহ করি সেটির উপাসনার মনোভাব তৈরিতে অবদান রাখা উচিত।

(৬) প্রভুর ভোজ

- খ্রিষ্টের মৃত্যুর দিকে ফিরে তাকাই।
- খ্রিষ্টের পুনরাগমনের অপেক্ষা করে।
- যোগ্য উপায়ে পালন করা উচিত।
- ভাবগম্ভীর এবং আনন্দপূর্ণ পদ্ধতিতে পালন করতে হবে।
- এমন পদ্ধতিতে পালন করতে হবে যা মন্ডলীর একতাকে প্রতিফলিত করে।

৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) ৬ নং পাঠে আপনি পাঁচটি আলাদা বিষয়ের জন্য কিছু গান নির্বাচন করেছিলেন। এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতিটীর জন্য ৩-৪টি শাস্ত্রীয় উল্লেখ খুঁজে বের করুন যা ওই বিষয়টি সম্পর্কে বলেছে। আপনার তালিকাগুলি পরের একটি পাঠে আপনার উপাসনা সভা পরিকল্পনা করার সময়ে ব্যবহৃত হবে।

- ঈশ্বরের প্রকৃতির উপর ৩-৪টি পদ
- যিশু এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপর ৩-৪টি পদ
- পবিত্র আত্মা এবং মন্ডলীর উপর ৩-৪টি পদ
- ঈশ্বরের লোকেদেরকে একটি সমর্পিত, পবিত্র জীবনে আহ্বান জানায় এমন ৩-৪টি পদ
- সুসমাচার প্রচার এবং মিশনের উপর ৩-৪টি পদ

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের উপর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

৭ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) উপাসনায় শাস্ত্রের গুরুত্ব দেখানোর জন্য তিনটি উদাহরণ তালিকাভুক্ত করুন।

(২) উপাসনার সভার তিনটি অংশের নাম লিখুন যেখানে শাস্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৩) উপাসনা হিসেবে প্রচারের নীতিটির চারটি ব্যবহারিক তাৎপর্য তালিকাভুক্ত করুন।

(৪) প্রার্থনাকে সম্মিলিত উপাসনার অর্থপূর্ণ অংশ করে তোলার জন্য তিনটি ব্যবহারিক পরামর্শ তালিকাভুক্ত করুন।

(৫) উপাসনামূলক নৈবেদ্যের চারটি ঈশতাত্ত্বিক নীতি তালিকাভুক্ত করুন।

(৬) দান করা উপাসনার একটি কাজ হিসাবে চারটি ব্যবহারিক ধারণা তালিকাভুক্ত করুন।

(৭) ১ করিন্থীয় পত্রে স্বীকৃত প্রভুর ভোজের দু'টি দিক তালিকাভুক্ত করুন।

(৮) মথি ৬:৫-৮ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ৮
উপাসনা পরিকল্পনা এবং নেতৃত্বদান

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) উপাসনায় নেতৃত্বদানের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

(২) উপাসনা সভায় পরিকাঠামো এবং থিমের ভূমিকা বুঝবে।

(৩) ভারসাম্যপূর্ণ উপাসনা সভা পরিকল্পনা করবে যা খ্রিষ্টের সমগ্র দেহের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

(৪) একজন উপাসনার লিডারের মধ্যে যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তার মর্ম উপলব্ধি করবে।

(৫) উপাসনায় নেতৃত্বদান এবং কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য বুঝবে।

(৬) উপাসনায় কার্যকারী নেতৃত্বদানের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি প্রয়োগ করবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

২ বংশাবলি ৫:১৩-১৪ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

► প্রত্যেক সপ্তাহের উপাসনা সভার পরিকল্পনার জন্য আপনি কতটা সময় দেন? আপনি কি শাস্ত্রের সারমনের সঙ্গে গানের মিল রাখেন? এই ধরণের পরিকল্পনা কি প্রয়োজনীয়, নাকি অগ্রিম পরিকল্পনা উপাসনায় পবিত্র আত্মার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে?

কল্পনা করুন একজন মহিলা যিনি বিশেষ অতিথিদের জন্য খাবার তৈরি করছেন। অতিথিরা যখন রাতের খাবারের জন্য আসেন, তখন গৃহকর্ত্রী বললেন, "আমি খাবার রান্না করার জন্য খুব বেশি সময় ব্যয় করা বিশ্বাস করি না। এখানে কিছু বেঁচে যাওয়া রুটি, মাংস এবং শাকসবজি মুড়ি, পিয়াজ আর লঙ্কা আছে। আপনার ইচ্ছামতো এগুলি একসাথে খেতে পারেন।" আপনি কি বিশেষ অতিথিদের জন্য এটি করবেন? অবশ্যই না! আপনি আপনার অতিথিদের আপনার সেরাটা দিতে চান।

কল্পনা করুন একজন পাস্টার যিনি ঈশ্বরের কাছে উপাসনাকে তার উপহার হিসেবে নিয়ে আসছেন। তিনি বললেন, "আমি উপাসনার পরিকল্পনা করার জন্য খুব বেশি সময় ব্যয় করায় বিশ্বাস করি না। আমি পবিত্র আত্মাকে আমার মাধ্যমে কথা বলার স্বাধীনতা দিতে চাই, তাই আমি কোনো পরিকল্পনা করব না। আমি আত্মার পথপ্রদর্শনকে অনুসরণ করি।"

কিছু কিছু লিডার মনে করেন যে পবিত্র আত্মা একটি সুপ্রস্তুত সারমন বা সুপরিকল্পিত সভায় কাজ করতে পারেন না। তবে, বাইবেল উপাসনার জন্য পরিকল্পনার গুরুত্বকে দেখায়। মন্দিরে উপাসনার জন্য মিউজিশিয়ানদের সতর্ক প্রস্তুতি থেকে করিন্থীয় মন্ডলীর জন্য উপাসনা নিয়ে পৌলের নির্দেশাবলী পর্যন্ত শাস্ত্র দেখায় যে পরিচর্যা কাজে নেতৃত্বদানের জন্য পরিকল্পনা

গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কখনোই এমন কোনো নৈবেদ্য নিয়ে আসা উচিত নয় যেটির গুরুত্ব আমাদের নিজেদের কাছেই নেই। যেহেতু উপাসনা হলো ঈশ্বরের কাছে আমাদের বলিদান, তাই ঈশ্বর আমাদের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্যটিই পাওয়ার যোগ্য।

এই পাঠে আমরা উপাসনায় নেতৃত্বদানের দু'টি দিক দেখব। প্রথমে, আমরা উপাসনার জন্য পরিকল্পনার গুরুত্বটি অধ্যয়ন করব। তারপরে, আমরা উপাসনা সভায় কার্যকর নেতৃত্বদানের বিষয়ে করব।

উপাসনা সভার জন্য প্রস্তুতি

► যাত্রা পুস্তক ২৮-২৯ পদ পড়ুন। যারা ইস্রায়েলের উপাসনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের যত্ন সহকারে প্রস্তুতিটি লক্ষ্য করুন। উপাসনায় নেতৃত্বদানের জন্য আপনি কীভাবে আত্মিক, মানসিক, এবং আবেগের দিক থেকে প্রস্তুতি নেন?

উপাসনার লিডারের প্রস্তুতি

উপাসনা সভার জন্য পরিকল্পনা করা এবং প্রস্তুতি নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ; **উপাসনার লিডারের** প্রস্তুতি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এমন জায়গায় মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারি না যেখানে আমরা নিজে ছিলাম না। এই কারণে, অন্যদেরকে উপাসনায় নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করার আগে আমাদের নিজেদের হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হবে।

২ নং পাঠে, উপাসনাকারীদের থেকে ঈশ্বর কী কী চান তা আমরা দেখেছিলাম। ঈশ্বর তাঁর উপাসনাকারীদেরকে পরিষ্কার হাত এবং বিশুদ্ধ হৃদয় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। উপাসনা সভা শুরু করার আগে, আমাদের নিজেদেরকে উপাসনার লিডার হিসেবে প্রস্তুত করা উচিত। উপাসনায় নেতৃত্বদানের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

প্রার্থনা এবং শাস্ত্রপাঠের সাথে উপাসনার পরিকল্পনা শুরু করুন। আপনার নিজের আত্মিক বিকাশের জন্য ঈশ্বরের বাক্যে সময় কাটান। উপাসনার লিডারদের জন্য অবিরত এক হলো ব্যক্তিগত আত্মিক বিকাশের বিকল্প হিসেবে পরিচর্যার প্রস্তুতিকে মেনে নেওয়া। আমরা অন্যদের জন্য সারমন প্রস্তুত করার জন্য বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারি, কিন্তু আমাদের নিজের আত্মিক চাহিদাগুলির সাথে ঈশ্বরের বাক্যকে অনুমতি দিতে ব্যর্থ হতে পারি।

মন্ডলীতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের জন্য শাস্ত্রপদ এবং গান বেছে নেওয়ার আগে, ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের আত্মাকে আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে দেওয়ার জন্য সময় নিন। তারপর রবিবারের উপাসনার পরিকল্পনা শুরু করার সময়ে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে শাস্ত্র, সারমনের টপিক, এবং গান সম্পর্কে নির্দেশনা দেন যা মানুষের চাহিদা পূরণ করবে।

> "যে ব্যক্তি অন্যদের রাজার উপস্থিতিতে পরিচালিত করে, সে অবশ্যই রাজার দেশে বহুদূর ভ্রমণ করেছে এবং প্রায়শই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।"
>
> - চার্লস স্পারজিয়ন
> (Charles Spurgeon)

মিলিয়ে দেখুন

আপনি কীভাবে আপনার জীবনে ব্যক্তিগত উপাসনার একটি স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলেন? আপনি কী ধরণের বাধার সম্মুখীন হন? এই বাধাগুলির প্রতি আপনি কীভাবে সাড়া দেন?

উপাসনা সভার পরিকল্পনা[64]

ফ্রেড বক (Fred Bock) তার অধীনে পরিচর্যা কাজ করা পাস্টার লয়েড জন অগিলভি (Lloyd John Ogilvie)'র প্রস্তুতির বর্ণনা দিয়েছেন। ডঃ ওগিলভি পুরো এক বছর ধরে তার সারমন পরিকল্পনা করেছিলেন। অনেক সময়, জানুয়ারিতে বেছে নেওয়া একটি সারমনের টপিক জুলাই মাসে প্রচার করার সময় মণ্ডলীর প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত ছিল। কেন? "আমাদের ঈশ্বর হলেন গতকাল, আজ এবং আগামীকালের ঈশ্বর। তিনি আমাদের চাহিদাগুলি আগে থেকেই জানেন, আমাদের অনেক আগেই। ...এবং যখন আমরা প্রস্তুত এবং সংগঠিত হই, তখন এটি আমাদেরকে পবিত্র আত্মার জন্য আরো ব্যবহারযোগ্য, নমনীয় সরঞ্জাম করে তোলে।"[65] পবিত্র আত্মা জানেন কে আপনার পরিচর্যার অধীনে থাকবে; তিনি আপনাকে সেই গান এবং শাস্ত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারেন যা তাদের চাহিদা পূরণ করবে।

হয়ত আপনার একসাথে একবছরের পরিকল্পনা করার দরকার নেই, কিন্তু উপাসনার পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ। যত্নশীল পরিকল্পনা আমাদেরকে সভা চলাকালীন "পরবর্তীতে কী আছে" এই ভয়ের পরিবর্তে উপাসনায় মনোযোগ দিতে সাহায্য করে। যখন আমরা পরিকল্পনা করি না, তখন আমরা গত সপ্তাহে যা যা করেছিলাম তা করার একটি প্রবণতা আমাদের থাকে। পরিকল্পনা আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃজনশীল হতে সাহায্য করে।

একটি পরিকাঠামো দিয়ে শুরু করুন।

আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই জীবনে শৃঙ্খলা পছন্দ করি। আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট এবং রাতে ডিনার খেতে পছন্দ করি। আমরা সাধারণত কোনো বই এলোমেলোভাবে কিছু পাতা পড়ার পরিবর্তে ১ম অধ্যায় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পড়া পছন্দ করি। কোনো যাত্রীই একটি বিমানে বসে এটি শুনতে পছন্দ করবে না যে পাইলট বলছে, "আমরা এখনো ঠিক করিনি যে আজকে আমরা কোন রুটে যাবো। আমরা কেবল আকাশে উড়ব এবং দেখা যাক তারপর কী হয়।" আমরা পরিকাঠামো পছন্দ করি।

উপাসনায় পরিকাঠামো আমাদের পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করার স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে না যখন তিনি পরিকল্পনাগুলি পরিবর্তিত করেন! পরিকাঠামো উপাসনার নির্দেশনা দেয়, এবং পাশাপাশি পবিত্র আত্মা যদি আমাদের পরিকাঠামোকে অগ্রাহ্য করেন, তবে তাঁর নেতৃত্বের জন্যও উন্মুক্ত থাকে। মন্দির উৎসর্গের সময়ে একটি পরিকল্পিত পরিকাঠামো ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের ক্রম বদলে দিয়েছিল (২ বংশাবলি ৫:১৩-১৪)।

> "শৃঙ্খলা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্ততা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে, এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ছাড়া শৃঙ্খলা প্রাণহীন হয়ে যেতে পারে।"
>
> - ফ্র্যাঙ্কলিন সেগলার এবং র‍্যান্ডাল ব্র্যাডলি (Franklin Segler and Randall Bradley)

পরিশিষ্ট ক-এ কিছু পরিকাঠামো দেওয়া হয়েছে যা লিডাররা উপাসনা পরিকল্পনার সময়ে ব্যবহার করতে পারে। আপনার উপাসনা সভার জন্য এর মধ্যে যেকোনো একটি ব্যবহার করা আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। এগুলি কোনো কঠোর বিন্যাস নয়, তবে এটি এমন একটি পরিকাঠামো প্রদান করতে পারে যা আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে মানানসই করে নিতে পারেন।

---

[64] উপাসনা পরিকল্পনার বেশিরভাগ বিষয়বস্তু "The Nuts and Bolts of Worship Planning" থেকে প্রাপ্য, এবং ২২শে জুলাই, ২০২০ তারিখে http://worship.calvin.edu/resources/resource-library/the-nuts-and-bolts-of-worship-planning-এ উপলব্ধ।

[65] Lois and Fred Bock, *Creating Four-Part Harmony*, (Carol Stream: Hope Publishing, 1989), 43

উপাসনা পরিকল্পনার জন্য কিছু প্রচলিত পরিকাঠামোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত:[66]

(১) সারমন-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো

- সত্যের স্বীকারোক্তি: স্তোত্রগীত, শাস্ত্রপাঠ, সারমন
- সত্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া: আমন্ত্রণ, নৈবেদ্য, সমাপ্তিমূলক স্তোত্রগীত

(২) ঈশ্বরের লোকেদের উপাসনার কার্যকলাপের উপর ভিত্তিশীল পরিকাঠামো

- ঈশ্বরের লোকেরা একত্রিত হয়: উপাসনার আহ্বান, প্রশংসার স্তোত্রগীত, প্রার্থনা
- ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য শোনে: শাস্ত্রপাঠ এবং সারমন
- ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ঈশ্বরের লোকেদের সাড়া: আমন্ত্রণের স্তোত্রগীত, প্রার্থনা, নৈবেদ্য
- ঈশ্বরের লোকেদের প্রেরণ: সমাপ্তিমূলক স্তোত্রগীত, আশীর্বচন

(৩) ঈশ্বর এবং তাঁর লোকেদের মধ্যে কথোপকথন দেখানো পরিকাঠামো (যিশাইয় ৬ অধ্যায়ের উপর ভিত্তিশীল)

- ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন (১ পদ): উপাসনার আহ্বান
- ঈশ্বরের লোকেরা প্রশংসা এবং স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দিয়েছে (৩-৫ পদ): স্তোত্রগীত এবং প্রার্থনা
- ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে কথা বলেছেন (৬-৮ পদ): শাস্ত্রপাঠ এবং সারমন
- ঈশ্বরের লোকেরা প্রতিশ্রুতির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে (৮ পদ): আমন্ত্রণমূলক স্তোত্রগীত এবং নৈবেদ্য
- ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মহান আজ্ঞা দান করেছেন (৯ পদ): আশীর্বচন

(৪) গীত ৯৫ অধ্যায়ের উপর ভিত্তিশীল পরিকাঠামো

- আনন্দপূর্ণ ধন্যবাদের মাধ্যমে প্রবেশ করা ১-৫ পদ): উপাসনার আহ্বান, প্রশংসার স্তোত্রগীত
- ভক্তিপূর্ণ উপাসনা চালিয়ে যাওয়া (৬-৭ পদ): উৎসর্গীকরণের স্তোত্রগীত, প্রার্থনা
- ঈশ্বরের রব শোনা (৭-১১ পদ): শাস্ত্রপাঠ এবং সারমন

একটি ঐক্যবদ্ধ বার্তা প্রচার করুন।

উপাসনা ঈশ্বরের সাথে কথা বলে, সেইসাথে এটি কংগ্রিগেশনের সাথেও কথা বলে। উপাসনায়, আমরা উপাসনাকারীদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে আসি। উপাসনা সভা পরিকল্পনা করার সময়ে এটি জিজ্ঞাসা করা সহায়ক, "এই সভায় ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছে কোন বার্তা প্রকাশ করতে চান?"

আপনি কি কখনো এরকম কোনো সভায় অংশগ্রহণ করেছেন?

---

[66] এখানে অন্তর্ভুক্ত পরিকাঠামোগুলি সম্পূর্ণ উপাসনার জন্য। কিছু উপাসনার লিডার কেবল উপাসনার গানের অংশের জন্য কাঠামো ব্যবহার করে। সেগুলি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ সেগুলি উপাসনাকে বাকি সেবা থেকে আলাদা করার প্রবণতা রাখে। বাইবেলে, উপাসনায় সমস্ত পরিচর্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে, সারমন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও বিশেষ সঙ্গীতের সেট উপাসনা নয়।

সভার ক্রম	টপিক/থিম
সমবেত স্তোত্রগীত ১	প্রার্থনার বিভিন্ন উপকারিতা
সমবেত স্তোত্রগীত ২	ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা
সমবেত স্তোত্রগীত ৩	আমাদের স্বর্গের আশা
একক/কয়ারের স্তোত্রগীত	আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মাকে স্বাগত জানানো
সারমন	"নীনবীতে যাওয়ার জন্য যোনার আহ্বান" – সুসমাচার প্রচারের একটি চ্যালেঞ্জ
সমবেত স্তোত্রগীত ৪	ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা

উপাসনাকারীদের কাছে কী বার্তা থেকে যাবে? প্রার্থনা, ঈশ্বর, স্বর্গ এবং পবিত্র আত্মার প্রশংসা সম্পর্কে তারা গান গেয়েছে এবং তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়ে একটি সারমন শুনেছে। পরের সপ্তাহে, লোকেরা কি সুসমাচার প্রচারের চ্যালেঞ্জটি মনে রাখবে? সম্ভবত, কিন্তু উপাসনা সভার পরিকাঠামো এই থিমটিকে শক্তিশালী করেনি।

এবার সুসমাচার প্রচারের থিমের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত একটি সভা বিবেচনা করুন:

সভার ক্রম	টপিক/থিম
সমবেত স্তোত্রগীত ১	ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা
সমবেত স্তোত্রগীত ২	প্রশংসা এবং সুসমাচার প্রচার
সমবেত স্তোত্রগীত ৩	আমাদের সুসমাচার প্রচারভিত্তিক বার্তার সারাংশ
সমবেত স্তোত্রগীত ৪	সুসমাচার প্রচারের প্রয়োজনীয়তা
সারমন	"নীনবীতে যাওয়ার জন্য যোনার আহ্বান" – সুসমাচার প্রচারের চ্যালেঞ্জ
একক বা কয়ারের স্তোত্রগীত	সুসমাচার প্রচারের আদেশ
সমবেত স্তোত্রগীত ৫	আদেশের প্রতি প্রত্যুত্তর

যেহেতু লিডাররা একটি বিষয়কে সম্প্রচার করার জন্য এই সভার পরিকল্পনা করেছেন, তাই সম্ভবত লোকেরা সপ্তাহজুড়ে ঈশ্বরের রব শুনতে পাবে, যা তাদের সুসমাচার প্রচারের আহ্বানের কথা মনে করিয়ে দেবে। তারা যখন সেই লোকেদের পাশ দিয়ে যায় যাদের জীবন শূন্য, তখন সম্ভবত তারা সেই গানের কথাগুলি মনে রাখবে যেখানে মানুষদের প্রভুর প্রয়োজন সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারা যখন মঙ্গলবার কাজ করছে, তখন তারা সম্ভবত আনন্দ করবে যে, যিশু আমাদের রক্ষা করেছেন এবং মনে রাখবেন যে, যেহেতু যিশু আমাদের রক্ষা করেছেন, তাই আমাদের অবশ্যই অন্যদের সঙ্গে এই আনন্দ ভাগ করে নিতে হবে।

ঈশ্বর কি এমন কোনো উপাসনা সভার মাধ্যমে কাজ করতে পারেন যেটির কোনো কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নেই? অবশ্যই! তবে, আমরা যদি যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করার জন্য সময় বের করি তবে আমরা আমাদের কংগ্রিগেশনকে প্রচারের বার্তার উপর মনোযোগ স্থির করতে সাহায্য করি। এটি কি সর্বদা প্রয়োজনীয়? না। কখনো কখনো একটি উপাসনায় একাধিক বিষয়বস্তু থাকে যা ঈশ্বর মন্ডলীর বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করেন। আমাদের কখনোই এই ভাবনার ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয় যে ঈশ্বর শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে মাধ্যমে কাজ করেন। তবে, একটি ঐক্যবদ্ধ থিম প্রায়শই উপাসনাকারীদেরকে সভার বার্তায় মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে।

উপাসনায় একটি ভারসাম্য বজায় রাখুন।

আমাদের সকলেরই প্রিয় জিনিস আছে: প্রিয় খাবার, প্রিয় মিউজিক, প্রিয় বই, প্রিয় খেলা, এবং প্রিয় বাইবেলের বই। উপাসনার পরিকল্পনায়, একজন লিডারের জন্য তার পছন্দের গান, শাস্ত্র এবং সারমনের বিষয়বস্তু ছাড়াও আরো অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। ভারসাম্যপূর্ণ উপাসনা সমগ্র কংগ্রিগেশনের কাছে সম্পূর্ণ সুসমাচার প্রচার করবে।

(১) ভারসাম্যপূর্ণ উপাসনা ঈশ্বরের মহিমা এবং আমাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতি উভয়ই প্রদর্শন করে।

ঈশ্বর হলেন একজন মহিমান্বিত ঈশ্বর যিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করেন; ঈশ্বর হলেন একজন বর্তমান ঈশ্বরও বটে, যিনি তাঁর লোকেদের মাঝে বাস করেন। আমরা সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে এই ভারসাম্য দেখতে পাই।

লোহিত সাগর পার করার পরে, ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের শক্তি বর্ণনা করে গান গেয়েছিল; "দেবতাদের মধ্যে কে তোমার মতো, হে সদাপ্রভু? তোমার মতো কে— পবিত্রতায় মহিমান্বিত, প্রতাপে অসাধারণ, অলৌকিক কর্মকারী?" তারা ঈশ্বরের যত্নশীলতার কথা বর্ণনা করে গান গেয়েছিল; "তোমার চিরস্থায়ী প্রেমে করবে তুমি পরিচালনা তোমার মুক্তিপ্রাপ্ত জাতিকে। তোমার শক্তিতে তুমি তাদের পথ দেখাবে তোমার পবিত্র বাসস্থানের দিকে" (যাত্রা পুস্তক ১৫:১১-১৩)।

যিশাইয় প্রভুকে সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি ছিলেন মহিমান্বিত এবং পৃথিবীর অনেক উপরে বিরাজমান। প্রভু মহিমায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং যিশাইয়'র সাথে কথা বলে তাকে আদেশ দিয়েছিলেন, "তুমি যাও ও গিয়ে এই লোকদের বলো:" (যিশাইয় ৬:১-১৩)।

গীতরচয়িতা মহিমান্বিত ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন, "হে সদাপ্রভু, আমার প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম মহিমান্বিত! তুমি আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বে তোমার মহিমা স্থাপন করেছ!" এই মহিমান্বিত ঈশ্বর মানবজাতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হওয়ার জন্য নিজেকে অবনত করেছেন, "মানবজাতি কি যে, তাদের কথা তুমি চিন্তা করো? মানুষ কি যে, তার তুমি যত্ন করো?" (গীত ৮)।

উপাসনায়, আমরা ঈশ্বরের মহিমা এবং আমাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতি উভয় দিকেই মনোযোগ দিই। যখন আমাদের উপাসনা ঈশ্বরের মহিমা ভুলে যায়, তখন তিনি একজন সাধারণ বন্ধু হয়ে ওঠেন যার আর আনুগত্য এবং সেবার প্রয়োজন নেই। যখন আমাদের উপাসনা আমাদের সাথে ঈশ্বরের বর্তমান সংযুক্তি ভুলে যায়, তখন আমরা তাঁকে একজন দূরবর্তী ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করি যিনি আমাদের উদ্বেগের কোনো পরোয়া করেন না। উপাসনার পরিকল্পনা করার সময়ে, আমাদের মানবজাতির সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের উভয় দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। উপাসনাকারীদেরকে আমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে যে আমরা ঈশ্বরকে ভয় করি; আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে আমরা ঈশ্বরে আনন্দিত।

প্রার্থনায়, আমরা তাঁর পরাক্রমশালী কাজের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি; আমরা আমাদের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত চাহিদাগুলিও তাঁর কাছে নিয়ে আসি।

► আপনার মাতৃভাষায় লেখা স্তোত্রগীত এবং কোরাসের সংগ্রহ দেখুন। ঈশ্বরের মহিমাকে স্বীকৃতি দেয় এমন একটি গানের উদাহরণ খুঁজে বের করুন। আমাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে আরেকটি গান খুঁজে বের করুন।

(২) ভারসাম্যযুক্ত উপাসনা একইসাথে সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত।

গীতসংহিতা পুস্তকটি একইসাথে সম্মিলিত প্রশংসা এবং ব্যক্তিগত প্রশংসা। কিছু গীত "আমাদের" প্রশংসার কথা বলে; কিছু গীত "আমার" প্রশংসার কথা বলে। মন্দিরে, ইহুদি উপাসনাকারীরা একসাথে উপাসনা করত; বাড়িতে তারা ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করত। যিশু প্রায়শই সম্মিলিত উপাসনার জন্য সমাজভবনে যেতেন; তিনি তাঁর পিতার সাথে একাকী সময় কাটানোর জন্য নির্জন স্থানেও চলে যেতেন (লূক ৪:১৬ এবং মার্ক ১:৩৫)। বাইবেলভিত্তিক উপাসনা একইসাথে সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত ছিল। উপাসনায়, আমাদের অবশ্যই মন্ডলীকে একটি দেহ হিসেবে উপাসনা করার সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং পৃথক উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত ভক্তি প্রকাশের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

অনুশীলন করুন

যে উপাসনা একইসাথে সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত, সেটি সভাটির সমস্ত দিককেই প্রভাবিত করে। একসাথে আমরা সবাই সমগ্র মন্ডলীর জন্য বিভিন্ন গান গাইব; সেইসাথে আমরা ব্যক্তিগত উপাসনার বিভিন্ন গান গাইব। আমরা প্রার্থনা করব, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা"; আমাদের দলগত প্রার্থনার সময় থাকবে যাতে প্রতিটি সদস্য দৈহিকভাবে পৃথকভাবে প্রার্থনা করতে পারে।

ইতিহাসের যেকোনো সময়েই, সম্মিলিত উপাসনা একটি চ্যালেঞ্জ। মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, টেক্সটিং এবং অবিরাম ইন্টারনেট ব্যবহারের যুগে, আমরা উপাসনা সভায় বসে থেকেও মানসিক ও আত্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি। সম্মিলিত উপাসনার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতার জন্য আমাদের নিজেদেরকে মনের বিক্ষেপ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং দৈহিকভাবে উপাসনা করতে হবে।

► আপনার মাতৃভাষায় লেখা স্তোত্রগীত এবং কোরাসের সংগ্রহ দেখুন। এমন একটি গানের উদাহরণ খুঁজে বের করুন যার কথাগুলি একটি সমবেত দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে। এতে "আমাদের," "আমরা," ইত্যাদি সর্বনাম বা "সমস্ত মানুষ"-এর মতো পরিভাষা থাকতে পারে। এরপর, এমন একটি গানের উদাহরণ খুঁজে বের করুন যার কথাগুলি একজন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। এতে "আমার" বা "আমি"-র মতো সর্বনাম থাকতে পারে।

(৩) ভারসাম্যযুক্ত উপাসনায় পরিচিত এবং নতুন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

এই ভারসাম্য ঈশতাত্ত্বিক নয় বরং ব্যবহারিক, তবে আমরা যদি সক্রিয়ভাবে কংগ্রিগেশনকে উপাসনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাই তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। উপাসনার পরিকল্পনা করার সময়ে, আমাদের পরিচিত এবং নতুনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত।

নতুন নতুন জিনিসের অত্যধিক ব্যবহার একটি কংগ্রিগেশনকে উপাসনাকারীদের পরিবর্তে পর্যবেক্ষক করে তোলে; তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না কারণ তারা সেই গানগুলি জানে না। সি.এস. লুইস (C.S. Lewis) একবার অভিযোগ করেছিলেন

যে অনেক পাস্টার ভুলে যান যে "যিশু পিতরকে বলেছিলেন, 'আমার মেষদের চরাও,' তিনি পিতরকে কসরত দেখানো কুকুরদের নতুন কৌশল শেখাতে বলেননি।'" অতিরিক্ত নতুনত্ব উপাসনায় মনোনিবেশ করা কঠিন করে তোলে।

অতি পরিচিত বিষয়গুলি ফাঁপা রুটিনের দিকে পরিচালিত করে। একটি উপাসনা সভা যা সম্পূর্ণরূপে অনুমানযোগ্য হয়ে উঠেছে, তা মন্ডলীর মনোযোগ হারিয়ে ফেলে এবং উপাসনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

উপাসনা পরিকল্পনায় পরিচিত এবং নতুন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন উপাসনার লিডার প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে একটি নতুন স্তোত্রগীতে কংগ্রিগেশনকে নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্তোত্রগীতটি প্রায়শ্চিত্তের মূল্য দেখায়। সেই গানটি গাওয়ার পর, উপাসনার লিডার একটি পুরনো, আরো পরিচিত গানের নেতৃত্ব দিয়েছিল যাতে মন্ডলীকে যিশুর বলিদানের প্রতি সাড়া দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

পরিচিত এবং নতুনের ভারসাম্য কংগ্রিগেশনকে সক্রিয় উপাসনা করতে উৎসাহিত করে।

অনুশীলন করুন

যে উপাসনা পরিচিত এবং নতুনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে তাতে পুরানো এবং নতুন উভয় স্তোত্রগীতই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এতে পরিচিত এবং কম পরিচিত উভয় ধরণের শাস্ত্রপাঠ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেখানে যিশু নতুন জন্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন সেই যোহন ৩:১-২১ পদের মতো পরিচিত অনুচ্ছেদ পড়ার আগে, আমরা যিহিষ্কেল ৩৬:১৬-৩৮ পদের মতো কম পরিচিত অনুচ্ছেদ পড়তে পারি যেখানে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে জল দিয়ে ধুয়ে তাঁর লোকেদের একটি নতুন হৃদয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই দু'টি শাস্ত্রীয় অংশের বিষয়বস্তু ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এগুলি একসাথে পড়লে যোহন ৩ অধ্যায়ে যিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কংগ্রিগেশনের বোধগম্যতা আরো গভীর হবে।

যদি আপনি কোনো নতুন গানের সূচনা করছেন, তাহলে নতুন গানটিকে একাধিক পরিচিত গানের মাঝে ঘিরে রাখুন। যখন আমরা অপরিচিত গান দিয়ে উপাসনা শুরু করি, তখন সভাটি অনিশ্চিতভাবে শুরু হয়। একটি পরিচিত গান দিয়ে শুরু করা এবং তারপর নতুন গানটি সূচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ।

তাইওয়ানের একটি মন্ডলীতে গান উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সৃজনশীল পদ্ধতি ছিল। তাদের মন্ডলীর বেশিরভাগ সদস্যই নতুন বিশ্বাসী ছিল এবং সেখানে হওয়া অনেক গানই তারা জানত না। সেই মন্ডলীতে প্রতিটি সভার আগে একটি মহড়া হতো। উপাসনার কুড়ি মিনিট আগে, লোকেরা সেই গানগুলি গাইত যেগুলি উপাসনার সভার অংশ হবে। পিয়ানোবাদক সুর বাজাত যাতে সবাই সুরটি শিখতে পারে। যেহেতু এটি একটি মহড়া ছিল, তাই লিডার থামত এবং একটি অংশকে পুনরাবৃত্তি করতে পারত যতক্ষণ না মন্ডলীটি এটি ভালোভাবে শিখে নেয়। ১০টা থেকে, লোকেরা আত্মবিশ্বাসের সাথে এমনকি নতুন গানও গাইত।

► আপনার মাতৃভাষায় লেখা স্তোত্রগীত এবং কোরাসের সংগ্রহ দেখুন। একই বিষয়ের উপর দু'টি গান অথবা একই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত দু'টি গান খুঁজে বের করুন। দু'টি গানের মধ্যে স্পষ্ট সংযোগ থাকা উচিত। একটি গান খুব পরিচিত হওয়া উচিত, এবং একটি অপরিচিত হওয়া উচিত। যদি আপনি এই দু'টি গান একটি উপাসনা সভায় ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি প্রথমে কোনটি গাইবেন? আপনি কীভাবে প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে এগিয়ে যাবেন?

একটি টিম হিসেবে পরিকল্পনা করুন।

উপদেশক এই বাস্তবিক উপদেশটি দেয়; "একজনের চেয়ে দুজন ভালো, কারণ তাদের কাজে অনেক ভালো ফল হয়" (উপদেশক ৪:৯)। উপাসনার পরিকল্পনা একটি দলগত কার্যক্রম হওয়া উচিত। উপাসনা সভার নেতৃত্বের সাথে জড়িত প্রত্যেকেরই পরিকল্পনায় একটি ভূমিকা থাকা উচিত।

যখন পাস্টার, গানের লিডার এবং অন্যান্য মন্ডলীর লিডাররা সভার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়, তখন প্রতিটি ব্যক্তির বরদান একসাথে যুক্ত হয়। একটি দল হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে, মন্ডলীর নেতৃত্বের প্রতিটি সদস্যের শক্তি সেই উপাসনায় অবদান রাখে।

দীর্ঘমেয়াদের জন্য পরিকল্পনা।

কোনো একক সভাই সমগ্র বাইবেলের বার্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে না, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাদের উপাসনাকারীদের কাছে সুসমাচারের সমস্ত দিক তুলে ধরা উচিত। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু প্রিয় টপিক আছে; কিন্তু আমাদের অবশ্যই সেই টপিকগুলিও প্রচার করতে এবং গাইতে সচেষ্ট হতে হবে যা আমাদের প্রিয় নয়।

কিছু পাস্টার এবং উপাসনার লিডার একটি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করেন যা তিন বছরের মধ্যে বাইবেলের মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য থিম নির্ধারণ করে।[67] অন্যরা সাপ্তাহিক পরিকল্পনা করেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বার্তাটি নিয়ে কাজ করার বিষয়ে মনোযোগ দেন।

এমনকি যদি আপনি কঠোর শিক্ষাদানের ক্যালেন্ডার অনুসরণ না করেন, তবুও খ্রিষ্টীয় বছরের প্রাথমিক সিজনগুলি সম্পর্কে সচেতনতা আপনাকে সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির দিকে পরিচালিত করবে। খ্রিষ্টীয় বছরের গুরুত্বপূর্ণ সিজনগুলি হল:

- **অ্যাডভেন্ট** (বড়দিনের আগের চারটি রবিবার): খ্রিষ্টের প্রথম এবং দ্বিতীয় আগমন উভয়ের উপরেই আলোকপাত করে।
- **বড়দিন**: খ্রিষ্টের মানবদেহ-ধারণ এবং জন্মের উপর আলোকপাত করে।
- **লেন্ট** (ইস্টারের আগের ছ'টি রবিবার): যিশুর কষ্টভোগ ও মৃত্যুর উপর আলোকপাত করে, সেইসাথে প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য শিষ্যত্বের দাবিগুলির উপরেও আলোকপাত করে।
- **ইস্টার**: খ্রিষ্টের পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণের উপর আলোকপাত করে।
- **পেন্টিকস্ট বা পঞ্চাশত্তমী**: পবিত্র আত্মা এবং মন্ডলীর উপর আলোকপাত করে।

আপনি যদি কোনো আনুষ্ঠানিক ক্রম অনুসরণ করুন বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা করুন না কেন, নিশ্চিত হোন যে আপনার কংগ্রিগেশন উপাসনার অংশ হিসেবে সমগ্র সুসমাচার শুনছে।

---

[67] ২২শে জুলাই, ২০২০ তারিখে অনলাইনে http://lectionary.library.vanderbilt.edu/calendar.php থেকে প্রাপ্য।

শান্তিপূর্ণভাবে পরিকল্পনা করুন।

উপাসনা আমাদের বিষয়ে নয়; উপাসনা হলো ঈশ্বরের প্রতি আমাদের উৎসর্গ। আমাদের উপাসনা পরিকল্পনা সেই নৈবেদ্যের অংশ। "এটা কি যথেষ্ট ভালো?" এই চিন্তাভাবনার অপরাধবোধভিত্তিক চাপ ছাড়াই আমরা উপাসনার পরিকল্পনা করি। আমরা অনুগ্রহের ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমাদের নৈবেদ্য যথেষ্ট ভালো বলে নয়, বরং ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন বলেই তা গ্রাহ্য হয়।

"আমাদের অবশ্যই ক-খ-গ মন্ডলীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে" এই চাপ এড়াতে এটি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের প্রযুক্তি এবং মাল্টি-মিডিয়ার জগতে, অনেক মন্ডলীর লিডার অন্যান্য মন্ডলীর মতোই তাল মিলিয়ে চলার জন্য ক্রমাগত চাপে রয়েছেন। পাস্টররা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির জন্য প্রতিযোগিতা করেন। সঙ্গীত পরিচালকরা নতুন গান গাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। উপাসনাকারীরা এমন একটি মন্ডলীর সন্ধানে ক্রেতা হয়ে ওঠে যা নতুন নতুন আকর্ষণ প্রদান করে।

আপনার অঞ্জলির মাধ্যমে ঈশ্বরকে মুগ্ধ করার প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। সঙ্গীত এবং প্রযুক্তির মতো উপাসনার উপাদানগুলিকে প্রকৃত উপাসনার বিকল্প হতে দেবেন না। অনুগ্রহের ঈশ্বর আপনার বলিদানের সুমিষ্ট সুবাসে আনন্দিত হন তা জেনে তাঁর কাছে আপনার সেরাটা নিয়ে আসুন। তাকে আপনার সেরাটা দিন, এবং তারপর তাকে আপনার নৈবেদ্য গ্রহণ করার জন্য বিশ্বাস করুন। উপাসনা অন্যান্য মন্ডলীর সাথে প্রতিযোগিতা নয়; এটি ঈশ্বরের জন্য একটি উপহার।

উপাসনা সভা পরিচালনা করা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: শ্রোতা কে?

► উপাসনায় কংগ্রিগেশনের ভূমিকা কী? উপাসনার লিডারদের ভূমিকা কী? ঈশ্বরের ভূমিকা কী?

অনেকেই উপাসনা সভাকে একটি কনসার্টের মতো দেখে। মন্ডলীতে উপস্থিত লোকেরা পাস্টার এবং মিউজিশিয়ানদের পারফর্ম করতে দেখে। উপাসনার বেদীটি একটি কনসার্ট হলের মতো হয়ে ওঠে।

ব্যারি লিইশ (Barry Liesch) উপাসনার এই দৃশ্যটিকে একটি ফুটবল গেমের মতো করে বর্ণনা করেছেন:[68]

- উপাসনার লিডাররা হলো একদল খেলোয়াড় যারা উপাসনা করছে।
- কংগ্রিগেশন হলো গ্যালারিতে বসে খেলা দেখা দর্শক।
- ঈশ্বর হলেন কোচ যিনি উপাসনার লিডারদেরকে বলে দেন যে কী করতে হবে।

[68]Barry Liesch, *The New Worship*, 2nd edition (Grand Rapids: Baker Books, 2001), 123

উপাসনার বাইবেলভিত্তিক চিত্রটি অনেকটাই আলাদা। বাইবেলভিত্তিক উপাসনায়, কংগ্রিগেশন উপাসনা করে যেখানে উপাসনার লিডাররা কোচের মতো উপাসনার নির্দেশনা দেয়।

- উপাসনার লিডার হলো কংগ্রিগেশনকে নির্দেশনা দেওয়া কোচ।
- উপাসনাকারীরা হলো খেলোয়াড় যারা উপাসনা করছে।
- ঈশ্বর হলেন শ্রোতা যিনি আমাদের উপাসনা গ্রহণ করেন।

একটি নাটকের পারফর্ম্যান্সে আপনি কখনোই পরিচালককে লক্ষ্য করেন না। পরিচালক নাটকের প্রতিটি লাইন জানেন এবং জানেন যে কোন অভিনেতা কখন স্টেজে আসবে। যদি তিনি তার কাজটি ভালো করে করেন, দর্শক কখনোই তাকে লক্ষ্য করবে না। এটাই হলো উপাসনার লিডারদের ভূমিকা। আমাদের কাজ মানুষের জন্য উপাসনা করা নয়; আমাদের কাজ হলো উপাসনায় মন্ডলীকে পথ দেখানো। কংগ্রিগেশন ঈশ্বরের উপস্থিতিতে, পাস্টার এবং উপাসনার লিডারের সাথে উপাসনা করে। উপাসনায় আমাদের লক্ষ্য হলো ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা। উপাসনার বাইবেলভিত্তিক মডেলে ঈশ্বর হলেন আমাদের উপাসনার শ্রোতা।

তবে, ঈশ্বর কেবল একজন শ্রোতা নন; আমরা উপাসনায় যা কিছু করি তার সবকিছুই ঈশ্বর শক্তি যোগান। আর, উপাসনার লিডার কেবল কোচ বা পরিচালকের চেয়েও বেশি কিছু। উপাসনার লিডার একইসাথে একজন পরিচালক এবং উপাসনাকারী। উপাসনার সাথে একাধিক সম্পর্ক জড়িত:

- ঈশ্বর উপাসনাকারীদের আমন্ত্রণ জানান, উপাসনা গ্রহণ করেন, এবং উপাসনার লিডারদের পরিচালনা করেন যাতে তারা কংগ্রিগেশনকে পরিচালনা করতে পারে।
- উপাসনার লিডাররা উপাসনায় কংগ্রিগেশনকে পরিচালনা করে, ঈশ্বরের রব শোনে, এবং উপাসনাকারী হিসেবে অংশগ্রহণ করে।
- কংগ্রিগেশন ঈশ্বরের কাছে উপাসনা নিবেদন করে, ঈশ্বরের বাক্য শোনে, এবং উপাসনায় একে অপরের সাথে বার্তালাপ করে।

কীভাবে পারফর্ম্যান্স হিসেবে উপাসনা এড়িয়ে চলতে হয়[69]

১। কংগ্রিগেশন যে গানগুলি জানে অথবা সহজেই শিখতে পারে, সেগুলো করুন। কংগ্রিগেশনের গানের সুরে গান। নতুন গানগুলি পরিমিতভাবে ব্যবহার করুন।

[69] Jamie Brown, "Are We Headed For A Crash? Reflections on the Current State of Evangelical Worship।" Available at https://worthilymagnify.com/2014/05/19/crash/ ২২শে জুলাই, ২০২০ থেকে গৃহিত।

২। ঈশ্বরের শক্তি, মহিমা এবং পরিত্রাণের গান করুন এবং উদযাপন করুন। নিজের কংগ্রিগেশনের সেবা করুন। ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে তাদের পূর্ণ করুন। খারাপ কথা বা দুর্বল ঈশতত্ত্ব রয়েছে এমন কোনো গান গাইবেন না।

৩। আলো জ্বালিয়ে রাখুন। বেশি কথা বলা বন্ধ করুন। সুসমাচারের কেন্দ্রিকতা হারানোর মূল্যে লুপ / লাইট / ভিজ্যুয়ালকে আপনার সৃজনশীলতার মাধ্যম হতে দেবেন না।

৪। আপনার উপাসনা পরিচালনা এবং আপনার পছন্দের গানগুলিকে আপনার কংগ্রিগেশনের বেশিরভাগ সদস্যের জন্য উপযুক্ত করে তুলুন। পালকীয়ভাবে নেতৃত্ব দিন।

৫। যিশুর দিকে নির্দেশ করুন। নিজের দিকে আকর্ষণ টেনে নেবেন না।

উপাসনার লিডারের গুণাবলী

আপনার শিরোনাম যেটিই হোক, একজন উপাসনার লিডার হিসেবে আপনি একজন পালকীয় ভূমিকা পালন করেন। আপনি যদি পাস্টার হন, তাহলে আপনি ইতিমধ্যেই এটি বুঝতে পেরেছেন। আপনি যদি একজন সাধারণ লিডার হন, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার ভূমিকা আপনাকে আত্মিক নেতৃত্বের অবস্থানে রাখে।

উপাসনার লিডার নির্বাচন করার সময়ে, আমাদের অবশ্যই আত্মিক যোগ্যতা বিবেচনা করতে হবে, কেবল সঙ্গীতের জ্ঞান বা ব্যক্তিগত যোগ্যতা নয়। প্রেরিতরা যখন গ্রিক বিধবা মহিলাদের যত্ন নেওয়ার জন্য ডিকনদের বেছে নিয়েছিলেন, তখন তারা এমন ব্যক্তিদের খোঁজ করেছিলেন যাদের সুনাম ছিল, যারা পবিত্র আত্মা এবং প্রজ্ঞায় পূর্ণ ছিল (প্রেরিত ৬:৩)। নীতিগত, আত্মিক এবং নৈতিক যোগ্যতা ছিল প্রাথমিক গুরুত্ব।

কিছু কিছু মন্ডলীতে গানের লিডার, মিউজিশিয়ান এবং অন্যান্য নেতৃত্বের ভূমিকা জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে বেছে নেওয়া হয়। যদি টেবিলে পরিবেশনকারী ডিকনদেরকে তাদের আত্মিক যোগ্যতার জন্য বেছে নেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই উপাসনার লিডারদের আত্মিক গুণাবলীর জন্যই বেছে নেওয়া উচিত।

যদি আপনি আপনার মন্ডলীতে উপাসনা পরিচালনা করেন (পাস্টার, মিউজিশিয়ান, অথবা উপাসনার অন্য কোনো লিডার হিসেবে), তাহলে আপনার এমন গুণাবলী বিকাশের চেষ্টা করা উচিত যা একজন কার্যকারী উপাসনার লিডার তৈরি করে।

- **আত্মিক বিচক্ষণতা।** "আমি কি পবিত্র আত্মার নেতৃত্বের প্রতি সংবেদনশীল?"
- **সংবেদনশীলতা।** "আমি কি মন্ডলীর চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল? আমি কি এমন গান এবং শাস্ত্রপদ বেছে নিই যা সেই চাহিদার কথা বলে?"
- **সহযোগিতা।** "আমি কি কোনো দলে কার্যকরভাবে সেবা করি? যখন পাস্টার আমাকে সমাপ্তির গান পরিবর্তন করতে বলেন, তখন আমি কি সহযোগিতা করি? আমি কি পুরো দলের চাহিদা পূরণ করি?"
- **জ্ঞান।** "ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান কি বৃদ্ধি পাচ্ছে? আমি কি ঈশ্বরের বাক্যকে উপাসনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখি?"
- **প্রজ্ঞা।** "আমি কি উপাসনা নিয়ে দ্বন্দ্ব বোঝার এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য প্রজ্ঞায় বৃদ্ধি পাচ্ছি? আমি কি নিজেকে দ্রুত শোনার এবং ধীরে কথা বলার জন্য সংযম করি?" (যাকোব ১:১৯)

- **ধৈর্য।** "যখন কংগ্রিগেশন সভার জন্য *আমার পরিকল্পনার* প্রতি সাড়া দিতে দেরি করে, তখন কি আমি ধৈর্য ধরি?"
- **নম্রতা।** "আমি কি এমন একটি গান গাইতে চাইছি যা আমার কংগ্রিগেশনের কম প্রশিক্ষিত সদস্যদের চাহিদা পূরণ করে? আমি কি এমন একটি সহজ স্টাইলে প্রচার করতে ইচ্ছুক যা আমার কংগ্রিগেশনের তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত সদস্যদের চাহিদা পূরণ করে? আমি কি নম্রতার সাথে নেতৃত্ব দিই, নাকি আমি নিজেকে সেই মন্ডলীর শ্রেষ্ঠ মনে করি যেখানে ঈশ্বর আমাকে রেখেছেন?" উপাসনার লিডার হিসেবে আপনার সৃজনশীলতাকে আপনার পালকীয় দায়িত্বের কাছে সমর্পণ করতে হবে। আপনার প্রথম কর্তব্য হল লোকজনের সেবা করা।
- **সৃজনশীলতা।** "আমি কি উপাসনাকে অর্থবহ করে তোলার উপায় খুঁজি? আমি কি এমন পুনরাবৃত্তিমূলক পদ্ধতিতে অনুসরণ করা এড়িয়ে চলি যেখানে প্রতিটি সভা একই রকম?"
- **শৃঙ্খলাপরায়ণতা।** "আমি কি আমার সৃজনশীলতাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করি যাতে উপাসনা থেকে আনমনা না হই? আমি কি প্রতিটি সভা এত নতুন করে করা এড়িয়ে চলি যেখানে লোকেদের ঈশ্বরের উপর তাদের মনোযোগ আরোপ করতে সমস্যা হয়?"
- **উৎকর্ষতা।** "আমি কি প্রতি সপ্তাহে আমার সর্বোত্তম নৈবেদ্য নিয়ে আসি? আমি কি একজন উপাসনার লিডার হিসেবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছি?"[70]

উপাসনায় নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ

একজন লিডার লোকেদেরকে উপাসনা করার জন্য জোর করতে পারে না; তবে, একজন লিডার কংগ্রিগেশনের জন্য এটিকে সহজতর করে তুলতে পারে যাতে তারা উপাসনায় তাদের মনোযোগ দিতে পারে।

উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্বদান

উপাসনায় নেতৃত্বদানের অন্যতম সুবিধা হলো কংগ্রিগেশনের *সাথে* উপাসনা করার সুযোগ। উপাসনায় কংগ্রিগেশনকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি লিডারকেও উপাসনা করতে হবে।

দুঃখের বিষয় হলো, উপাসনার লিডারের জন্য উপাসনা একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। আমরা উপাসনা পরিচালনা করতে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারি যে আমরা নিজেরা উপাসনা করতে ব্যর্থ হই! আপনি যদি সঙ্গীত পরিচালক হন, তাহলে আপনি উপাসনা করার চেষ্টা করার সময়ে নিজেকে এই ধরণের চিন্তাভাবনা করতে দেখতে পাবেন:

- "লিড গায়ক দেরি করছে। আশাকরি সে বিশেষ গানটার আগেই এসে পড়বে!"
- "প্রথম স্তোত্রগীতটা লোকেরা ভালোভাবে গাইতে পারেনি। এটা কি আমাদের মন্ডলীর জন্য একটু বেশি কঠিন?"
- "মনে হচ্ছে আমরা খুবই ধীরে গান গাইছি। পরের অংশটা কি আমাদের একটি দ্রুতভাবে গাওয়া উচিত?"

---

[70] উৎকর্ষতার গুণমান বলতে এই নয় যে কেবল পেশাদারভাবে প্রশিক্ষিত লিডাররাই উপাসনা পরিচালনা করতে পারবে। হ্যারল্ড বেস্ট (Harold Best) উৎকর্ষতাকে "আমার আগের চেয়ে ভালো হওয়ার প্রক্রিয়া" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেহেতু উপাসনা ঈশ্বরের কাছে আমাদের নিবেদন, তাই আমরা ক্রমাগত আগের চেয়ে ভালো হওয়ার চেষ্টা করি। Harold Best, *Music through the Eyes of Faith* (San Francisco: Harper Books, 1993), 108

যদি আপনি পাস্টার হন, উপাসনা করার সময়ে আপনার মাথায় এই চিন্তাগুলি আসতে পারে:

- "গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে ১০ জন লোক কম এসেছে। তারা কোথায়?"
- "আমার কি একটি আমন্ত্রণ জানিয়ে সারমনটি শেষ করা উচিত?"
- "ওই গানটা আমার সারমনের জন্য উপযুক্ত নয়! আমি কীভাবে স্বর্গ নিয়ে লেখা ওই গানটা থেকে বিচারের বার্তার উপর লেখা আমার সারমনের দিকে এগিয়ে যাব?"

আমাদের জীবনে উপাসনার জায়গায় সভা পরিচালনার কৌশলকে আসতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা যখন উপাসনা পরিচালনা করি, তখন আমাদের অবশ্যই উপাসনা করতে হবে। এটি সমগ্র কংগ্রিগেশনের উপাসনাকে অনুপ্রাণিত করে। একজন বক্তা বলেছেন, "উপাসনার নেতা হিসেবে আমরা পালের রাখাল নই যারা কংগ্রিগেশনেকে তাদের পছন্দের দিকে নিয়ে যায়। আমরা এমন উপাসনাকারী যারা মন্ডলীকে আমাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাই।" লিডার যখন উপাসনা করতে বলে, কংগ্রিগেশন তখন উপাসনা করে না; লিডার যখন উপাসনা করে, তখন তারা উপাসনা করে। উপাসনার লিডার নিজের উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেন।

উৎসাহের সাথে নেতৃত্বদান

সুজাতা একটি অসুস্থ বাচ্চার যত্ন নেওয়ার কারণে ভোর ৩টে পর্যন্ত জেগে ছিল। তিন ঘন্টা ঘুমনোর পর, সে জলখাবার তৈরি করে মন্ডলীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে উঠেছিল। ঘুমের অভাবে ক্লান্ত হয়ে সে মন্ডলীতে পৌঁছেছিল, খেলনা গুছিয়ে রাখতে ভুলে যাওয়ার কারণে তার ছেলেকে কঠোরভাবে বকাবকি করেছিল বলে সে কিছুটা হতাশ হয়েছিল এবং এই সপ্তাহে ঈশ্বরের সাথে একাকীভাবে কম সময় কাটানোর কারণে সে আত্মিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পাস্টার যতীন উপাসনায় আরো বেশি অংশগ্রহণ দেখতে চায়। প্রথম গানের পর, তিনি পুলপিটের সামনে এসে প্রশ্ন করেন, "আপনাদের সমস্যাটা কী? আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আছি। আমরা রাজার উপাসনা করছি, এবং আপনাদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখে মনে হচ্ছে আপনাদের ঘরে ঘুমিয়ে থাকাই ভালো! আপনাদ্দের লজ্জা পাওয়া উচিত। উপাসনায় যোগদান করুন!"

পাস্টর যতীননের উদ্দেশ্য ভালো ছিল। তিনি চান তার কংগ্রিগেশন সক্রিয় উপাসনাকারী হোক, কিন্তু সুজাতা কী শুনলো? "আমি একজন মা হিসেবে ব্যর্থ; আমি আমার ছেলের প্রতি খুব কঠোর ছিলাম। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমি ব্যর্থ; গতকাল আমার প্রার্থনা মিস করেছি। এমনকি মন্ডলীতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও আমি ব্যর্থ; আমি গান গাইনি বলে ঈশ্বর রেগে গেছেন।" অপরাধবোধকে প্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করে, পাস্টার যতীন সুজাতার জন্য উপাসনাকে আরো কঠিন করে তুলেছেন।

উপাসনার লিডার হিসেবে, আমাদের উপাসনাকে অনুপ্রাণিত করা উচিত; আমাদের উপাসনাকে নিজেদের জীবনে আদর্শ করে তোলা উচিত; তারপরে আমরা ফলাফলগুলি ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই উপাসনাকে সম্ভব করে তোলে; একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই প্রকৃত উপাসনাকে শক্তিযুক্ত করে; একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই একজন উপাসনাকারীর হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

আমাদের উপাসনাকে ইতিবাচক কথা দিয়ে অনুপ্রাণিত করা উচিত, কিন্তু আমাদের কখনোই উপাসনাকারীদেরকে অপরাধবোধে চালিত করার চেষ্টা করা উচিত নয়, অথবা কৃত্রিমভাবে আবেগকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়।

আমাদের লক্ষ্য হলো উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করা। তিনি উপাসনাকে অনুপ্রাণিত করেন; উপাসনা আমাদের প্রেরণামূলক কৌশল বা আবেগগত কৌশলের উপর নির্ভর করে না। যে কাজটি ঈশ্বরের, উপাসনার লিডার হিসেবে তা আমাদের করার প্রয়োজন নেই!

এই অংশটি শুরু হয়েছিল সুজাতার কাহিনী দিয়ে। শেষ করা যাক একজন নম্র, উৎসাহদাতা উপাসনার লিডারের সত্য ঘটনা দিয়ে। ধনঞ্জয় ছোটোদের উপাসনায় সক্রিয় করার জন্য বেশ সংগ্রাম করেছিল। সে দেখত যে তারা উপাসনার চেয়ে মোবাইলে মেসেজ করায় বেশি মনোযোগী ছিল। কিছু লিডার এইরকম কিছু দিয়ে সভা শুরু করত: "বাচ্চারা, আমরা এখানে উপাসনা করতে এসেছি। ফোনগুলো দূরে রাখো এবং উপাসনায় মনোযোগ দাও। তোমরা ঈশ্বরকে অসম্মান করছ!"

ধনঞ্জয় বেশ আলাদা কিছু করেছিল। গীটারিস্ট যখন উপাসনার একটি শান্ত সুর বাজাচ্ছিল, তখন ধনঞ্জয় আস্তে আস্তে বলেছিল, "আমরা যখন ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আসছি, আমি জানি তোমরা কেউই তোমাদের পাশের বন্ধুকে উপাসনা থেকে দূরে সরাতে চাও না। তাই, এসো, আমরা সবাই আজ সকালে আমাদের ফোনগুলো সরিয়ে রাখি এবং ঈশ্বরের রব শুনি।" ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকে তাদের ফোন সরিয়ে রেখেছিল। ধনঞ্জয় নম্রভাবে ছোটোদেরকে উপাসনা করতে শিখিয়েছিল।

নেতৃত্ব দেওয়া নাকি কৌশল অবলম্বন করা?

একজন সমসাময়িক উপাসনার লিডারের সাক্ষ্য শুনুন:

আমার ইউনিভার্সিটির প্রথম বছরে, আমি আমার ইউনিভার্সিটির কাছের একটি মন্ডলীতে গিয়েছিলাম; সেখানকার ঝকঝকে আলো আর উচ্চস্বরের গান বেশ আনন্দদায়ক ছিল। উপাসনার লিডারের বাহারি চুল ছিল, সুন্দর স্টাইলের জিন্স পরত এবং বেশ দামী একটা গীটারও ছিল। সভার শুরুতে, আমি লক্ষ্য করলাম যে তার কোমরের উচ্চতায় একটা অব্যবহৃত মাইক সেট করা আছে। আমি ভাবছিলাম যে 'এটি কী কাজে লাগতে পারে?', এবং তারপরে আমি নিজের দুই হাত উপরের দিকে তুলেছিলাম এবং সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে গিয়েছিলাম।

"সাউন্ড দুর্দান্ত ছিল, প্রশংসাকারী টীম অসাধারণ ছিল, এবং শেষ গান পর্যন্ত মিউজিকও খুব যত্ন সহকারে পরিকল্পিত ছিল। লিডার যখন একদম শেষ কথাগুলি গাইছিল 'I'm falling on my knees, offering all of me' ('নতজানু হয়ে প্রভু তোমার শরণে, সমর্পিলাম প্রাণ সবই তোমারে'), সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিল। আর ঠিক তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সেই অব্যবহৃত মাইকটির উদ্দেশ্য কী ছিল। সেটি একদম নিখুঁত উচ্চতায় রাখা ছিল যাতে লিডার হাঁটু মুড়ে বসে পড়ার সময়ে গান গাইতে এবং গীটার বাজাতে পারে। আমি এই মন্ডলীর উদ্দেশ্যটি বিচার করতে চাই না, কিন্তু আমি এরকম অনুভব করাও থামাতে পারছি না যে এই আবেগীয় মুহূর্তের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য আমার উপর কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে, যা আগে থেকেই স্পষ্টভাবে পরিকল্পিত ছিল।"[71]

এই উদাহরণটি সমসাময়িক উপাসনা থেকে এসেছে, কিন্তু আমরা পরম্পরাগত উপাসনা থেকে বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করতে পারতাম। কৌশল অবলম্বন করার সমস্যাটি কোনো এক ধরণের উপাসনার ধরণে সীমিত নয়। আমাদের মিউজিকের

[71] Joel Wentz, "Confessions of a Former Worship Leader." https://relevantmagazine.com/life5/1301-confessions-of-a-former-worship-leader/ ২২শে জুলাই, ২০২০-তে উপলব্ধ।

ধরণ বা আন্তরিক উদ্দেশ্য নির্বিশেষে, আমরা কংগ্রিগেশনের সাথে পুতুলের মতো ব্যবহার করতে পারি যাদের আমরা কৌশল অবলম্বন করে একটি নির্দিষ্ট আবেগীয় প্রতিক্রিয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

উপাসনায় আবেগ কি ভুল? না; আমরা উপাসনার আবেগীয় প্রভাবের একাধিক বাইবেলভিত্তিক উদাহরণ দেখতে পাই। একটি আবেগীয় প্রতিক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করা কি ভুল? না; ভালো সংযোগ স্থাপন একইসাথে মন এবং সমস্ত আবেগকে স্পর্শ করে। তবে, যদি আমরা সতর্ক না হই, তাহলে আমরা পবিত্র আত্মার কাজের বাইরেও একটি বিশেষ আবেগীয় প্রভাব তৈরি করার জন্য কাজ করতে পারি।

আমরা কীভাবে উপাসনায় নেতৃত্বদান এবং কৌশল অবলম্বন করা মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি? কৌশল তখনই ঘটে যখন মন্ডলীর প্রতিক্রিয়া পবিত্র আত্মার শক্তির পরিবর্তে লিডারদের কাজের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। হয়তো আমরা কখনোই নেতৃত্ব এবং কৌশলের মধ্যে পুরোপুরি পার্থক্য করতে পারি না, তবে কিছু লক্ষণ রয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে আমরা হয়তো কৌশলের সীমা অতিক্রম করছি।

১। **আমরা যখন আবেগকে উপাসনার সাথে গুলিয়ে ফেলি, তখন আমরা উপাসনাকে কৌশলে পরিণত করার ঝুঁকিতে থাকি।** আমরা অনুভব করতে শুরু করি যে আবেগীয় প্রতিক্রিয়া তৈরি করা আমাদের দায়িত্ব। এমনকি কিছু উপাসনার লিডার বলেছেন, "যতক্ষণ না এটি বাস্তব হচ্ছে, ততক্ষণ এটিকে নকল করতে থাকুন। যতক্ষণ না লোকেরা এটি বাস্তবে অনুভব করছে, ততক্ষণ আবেগকে নকল করুন।" এটি ধরে নেয় যে আমাদের কাজ হলো আবেগকে ব্যবহার করে উপাসনা তৈরি করা। উপাসনার লিডাররা উপাসনা পরিচালনা করে; আমরা উপাসনা তৈরি করি না।

২। **যখন আমরা ধরে নিই যে হৃদয় পরিবর্তনের জন্য উচ্চ আবেগীয় অবস্থার প্রয়োজন, তখন আমরা উপাসনাকে কৌশলে পরিণত করার ঝুঁকিতে থাকি।** ঈশ্বর আবেগে ভরা মন্ডলীতে কাজ করতে পারেন, কিন্তু তিনি বাড়িতে শান্ত মুহূর্তগুলিতেও কাজ করতে পারেন। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে কেবল আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাদের পরিচর্যায় থাকা ব্যক্তিদের হৃদয়ে পরিবর্তন আনতে পারেন, তাহলে আমরা মন্ডলীকে কৌশল দ্বারা পরিচালনার চেষ্টা করার ঝুঁকিতে থাকি।

৩। **আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট শারীরিক ক্রিয়াকে উপাসনার সাথে সমতুল্য করি, তখন আমরা উপাসনাকে কৌশলে পরিণত করার ঝুঁকিতে থাকি।** কখনো কখনো একজন লিডার চায় যে লোকেরা সাড়া দিক, তাই সে বলে, "যদি আপনি যিশুকে ভালোবাসেন, তাহলে আপনি আপনার হাত তুলুন।" স্পষ্টতই, এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে মন্ডলীর কোনো ব্যক্তি যে প্রকৃত অর্থে যিশুকে ভালোবাসে না, সে হাত তুলবে! অথবা, মন্ডলীর কোনো ব্যক্তি যে যিশুকে ভালোবাসে, তার হাত নাও উঠতে পারে। উপাসনা কোনো নির্দিষ্ট শারীরিক ক্রিয়ার সমতুল্য নয়। গান গাওয়ার সময়ে হাততালি দেওয়া যেমন প্রমাণ করে না যে আমরা উপাসনা করছি, ঠিক তেমনই প্রার্থনার সময় চুপ করে বসে থাকাও প্রমাণ করতে পারে যে আমরা প্রার্থনা করছি। কেবল ঈশ্বরই উপাসনাকারীদের হৃদয় দেখেন। **"যখন উপাসনার লিডাররা বাহ্যিক ক্রিয়াকে অভ্যন্তরীণ মনোভাবের প্রধান পরীক্ষা করে তোলে, তখন তারা বিপজ্জনক পথে চলেছে।"**[72]

৪। **আমরা যখন ঈশ্বরের অন্য কোনো সময়ে বা স্থানে করা কাজ নকল করার চেষ্টা করি, তখন আমরা উপাসনাকে কৌশলে পরিণত করার ঝুঁকিতে থাকি।** আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে ঈশ্বর যেহেতু গত সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট

---

[72] Warren Wiersbe, *Real Worship* (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 215

গানকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তাই এই সপ্তাহেও তাঁকে একই গানকে আশীর্বাদ করতে হবে। ঈশ্বর যখন কাজ করেন, তখন তিনি তাঁর নিজস্ব উপায়ে কাজ করেন। উপাসনার লিডারদের অবশ্যই ঈশ্বরকে তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিতে হবে। এমন কোনো জাদুকরী পদ্ধতি নেই যা প্রতিটি পরিস্থিতিতে একই আত্মিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

৫। **আমরা যখন আমাদের পরিচর্যা কাজকে মানুষের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার ক্ষমতা দিয়ে পরিমাপ করি, তখন আমরা উপাসনাকে কৌশলে পরিণত করার ঝুঁকিতে থাকি।** জনসমক্ষে কথা বলা যেকোনো ব্যক্তি বা মিউজিশিয়ান শ্রোতাদের কাছ থেকে সাড়া পেতে ভালোবাসে; এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া দিয়ে আমাদের পরিচর্যা কাজের কার্যকারিতা পরিমাপ করি, তখন আমরা পবিত্র আত্মার পরিবর্তে আমাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করার ঝুঁকিতে থাকি।

এই বিষয়টি কঠিন। অনেক সময় দু'টি ভিন্ন পরিস্থিতিতে একই কথা উচ্চারিত হলে তা ভিন্ন ভিন্ন প্রেরণার প্রতিনিধিত্ব করে। একদিকে, যদি আমরা অসাবধান থাকি তাহলে আমরা উপাসনাকে কৌশলে কাজে লাগাতে শুরু করতে পারি। অন্যদিকে, যদি আমরা আবেগকে খুব বেশি ভয় পাই তাহলে আমরা কোনো নেতৃত্বই দিতে পারি না!

এই কারণে আমাদের অন্য কারোর উপাসনার নেতৃত্ব বিচার করতে ধীর হওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের নিজস্ব নেতৃত্ব মূল্যায়ন করতে দ্রুত হওয়া উচিত। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি আমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যগুলি দেখান। আমাদের উপাসনাকারীদের আমাদের পছন্দসই কোনো নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার প্রতি কৌশল না চাপিয়ে উপাসনা পরিচালনা করার বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

ব্যবহারিক প্রশ্নাবলী

আমরা কীভাবে আমাদের সভা শুরু করব?

একটি খারাপ উদাহরণ:

১০টা বাজে, সভা শুরু করার সময় হয়েছে। পাস্টার গানের লিডারকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। তিনজন মহিলা রান্নার রেসিপি নিয়ে গল্প করছে। চারজন লোক ফসলের জন্য বৃষ্টি কম হওয়া নিয়ে গল্প করছে। কীভাবে আমরা এই সমস্ত বিষয় থেকে উপাসনার দিকে এগিয়ে যাব?

উপাসনার লিডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সভা শুরু করা। আমরা কীভাবে ঈশ্বরের লোকেদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমন্ত্রণ জানাব?

- **কিছু কিছু মন্ডলী নীরবতার একটি মুহূর্ত দিয়ে শুরু করে।** লিডার সহজভাবে বলে শুরু করে, "আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে চলেছি, তাই আসুন আমরা কিছুক্ষণ নীরবে প্রার্থনা করি।"
- **কিছু কিছু মন্ডলী সঙ্গীতের সাথে "উপাসনার আহ্বান" দিয়ে শুরু করে।** এই গানটি কয়্যার গাইতে পারে, বা কোনো ব্যক্তি গাইতে পারে, বা এটি সমগ্র কংগ্রিগেশন একটি কোরাস গান হতে পারে। কিছু কিছু মন্ডলীতে, পাস্টার সামনে আসতে পারেন এবং "তাঁর দ্বারে প্রবেশ করি ধন্যবাদ দিয়ে..." এরকম কোনো গান দিয়ে শুরু করতে পারেন।
- **কিছু কিছু মন্ডলী শাস্ত্রের একটি পদ দিয়ে শুরু করতে পারে**, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গীত সংহিতা থেকে নেওয়া হয়।

> এসো, আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আনন্দগান করি; আমাদের পরিত্রাণের শৈলের উদ্দেশে উচ্চস্বরে গান গাই। আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁর সামনে যাই সংগীত ও গান দিয়ে তাঁর উচ্চপ্রশংসা করি। (গীত ৯৫:১-২)

যে গীতগুলি উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমন্ত্রণ জানায়, তার মধ্যে আছে গীত ১৫, গীত ৬৬:১-৪, গীত ৯৬:১-৪, গীত ১০০, গীত ১০৫:১-৩, গীত ১০৭:১-৩, গীত ১৪৯:১-২, এবং গীত ১৫০।

ঘোষণাগুলি কি উপাসনা?

একজন স্প্যানিশ পাস্টার প্রশ্ন করেছিলেন, "উপাসনার মধ্যে ঘোষণাগুলি কোথায় খাপ খায়? আমরা আমাদের মন্ডলীতে উপাসনা এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির উপর মনোনিবেশ করার চেষ্টা করি। আমাদের একটি চমৎকার সভা হয়, এবং তারপরে বিরক্তিকর ঘোষণার দীর্ঘ তালিকা দিয়ে শেষ হয়। এটি সভার আত্মিকতাকে প্রভাবিত করে। আমরা কীভাবে ঘোষণাগুলিকে উপাসনার অংশ করে তুলব?"

আমরা যেখানেই ঘোষণাগুলিকে রাখি না কেন, সেগুলি সভাটিকে ব্যাহত করতে পারে। ঘোষণাগুলি খুব কমই উপাসনা; বরং, সেগুলি উপাসনাকে ব্যাহত করে। আপনি কী করতে পারেন? এর কোনো যথার্থ উত্তর নেই, তবে কয়েকটি পরামর্শ সাহায্য করতে পারে:

- যখনই সম্ভব, জোরে জোরে না পড়ে ঘোষণাগুলি ছাপিয়ে নিন। যখন আপনাকে জনসাধারণের জন্য ঘোষণা করতে হবে, তখন ছোটো করে ঘোষণা করুন।
- সভা শুরু হওয়ার আগে ঘোষণাগুলি দেখানোর জন্য একটি ওভারহেড প্রজেক্টর ব্যবহার করুন।
- কিছু কিছু মন্ডলী ঘোষণাগুলি করে এবং তারপর প্রার্থনায় সময় কাটিয়ে সভা শুরু করে।
- একটি মন্ডলী আছে যেটি ১০টায় সভা শুরু করে। মন্ডলীটি ৯:৫০-এ সমস্ত ঘোষণা করে। পাস্টার বলেছেন, "এটি দু'টি জিনিস অর্জন করে। প্রথমত, এটি লোকেদের তাড়াতাড়ি আসতে উৎসাহিত করে কারণ তারা ৯:৫০-এর মধ্যে এখানে না থাকলে ঘোষণাগুলি শুনতে পাবে না। দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের সভার প্রথম কথাটি থেকেই সম্পূর্ণরূপে উপাসনার উপর মনোনিবেশ করার সুযোগ করে দেয়।"
- ঘোষণাগুলিকে উপাসনার আত্মিকতাকে ব্যাহত করতে দেবেন না। পরিবর্তে, ঘোষণাগুলিকে মন্ডলীর পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করার অংশ হিসেবে দেখুন, ঘোষণা করুন এবং এগিয়ে যান। যখন আমরা বুঝতে পারি যে মন্ডলীর কার্যক্রম (প্রার্থনার সহভাগিতা, কমিউনিটির পরিষেবা, সুসমাচার প্রচারের জন্য যাওয়া, এবং মন্ডলীর বিভিন্ন প্রজেক্ট) উপাসনার অংশ, তখন এই কার্যকলাপের ঘোষণাগুলি মন্ডলীর উপাসনার অংশ হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন একজন বাবা সপ্তাহের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা পরিবারকে মনে করিয়ে দিয়ে পরিবারের প্রার্থনার সময়টি শেষ করতে পারেন, তেমনি একজন পাস্টার মন্ডলীর পরিবারকে সপ্তাহের কার্যক্রম মনে করিয়ে দিয়ে সভাটি শেষ করতে পারেন। মন্ডলীর কার্যক্রমের ঘোষণা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা একটি পরিবার; পরিবারের সহভাগিতা উপাসনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উপাসনার বিপদসকল: "আমরা এটি করি কারণ..."

এক নববিবাহিত বউ রবিবারের রাতের খাবারের জন্য মাংস রান্না করছিল। মাংসের টুকরোগুলিকে কড়াইতে দেওয়ার আগে সে খুব সতর্কভাবে মাংসের টুকরোগুলিকে ছোটো ছোটো করে কেটে একটি পাত্রে রেখেছিল। তার স্বামী প্রশ্ন করেছিল, "তুমি এটা কেন করছ?"

"এইভাবেই মাংস রান্না করতে হয়। আমার মা সবসময় মাংস রান্না করার আগে মাংসের টুকরোগুলিকে ছোটো ছোটো করে কেটে নেয়। আমার মনে হয় এটি স্বাদ বাড়িয়ে তোলে।" নতুন বউটি ভাবতে শুরু করে, "কেন মাংসের টুকরোগুলিকে এইভাবে কেটে নিতে হয়?" সে তার মা'কে ফোন করে জানতে চায়, "তুমি মাংসের টুকরোগুলিকে ওইভাবে কেটে নাও কেন?"

তার মা বলেছিলেন, "কারণ তোর দিদা, আমার মা সবসময়ের জন্যই রান্নার আগে মাংস ওইভাবেই কেটে নিত। এটা অবশ্যই স্বাদে সাহায্য করে। তুই বরং তোর দিদাকে জিজ্ঞাসা কর।"

নতুন বউটি তার বৃদ্ধা দিদাকে ফোন করেছিল। দিদা আর রান্না করতেন না, কিন্তু তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। "হ্যাঁ, আমার মনে আছে যে কেন আমি মাংসের টুকরোগুলিকে ছোটো ছোটো করে কেটে নিতাম। যখন তোর দাদু আর আমার বিয়ে হয়, তখন আমাদের অনেক বাসনপত্র কেনার ক্ষমতা ছিল না। আমার রান্নার একমাত্র কড়াইটা খুবই ছোটো ছিল। বড় মাংসের পিসগুলোকে না কেটে নিলে ওগুলো আমার ওই কড়াইতে ধরত না!"

৫০ বছর ধরে ওই মহিলার মেয়ে এবং নাতনী একটি ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছিল যার কোনো মানেই ছিল না। তারা কখনোই প্রশ্ন করেনি যে সেটি তারা করে "কেন?"

উপাসনার লিডার হিসেবে, আমরা কখনো কখনো "কেন" প্রশ্নটি বিবেচনা না করেই কাজগুলিই করতে থাকি।

যে কারণগুলির জন্য মন্ডলীগুলি কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই কাজগুলি করে:

১। **অতীতের মন্ডলীগুলি এটি করত।** ঐতিহ্যের মূল্য আছে। অতীতে যদি মন্ডলীগুলি কিছু করে থাকে, তাহলে আমাদের তা জিজ্ঞাসা না করে সেটি বাতিল করা উচিত নয়, "তারা কেন এটি করেছে?" ঐতিহ্যটি সংরক্ষণের জন্য আমরা উপযুক্ত কারণ খুঁজে পেতে পারি; কিন্তু যদি "অতীতে মন্ডলীগুলি এটি করেছে" – এটিই একমাত্র কারণ হয়, তাহলে সেটি যথেষ্ট নাও হতে পারে।

২। **বড়ো মন্ডলীগুলি এটি করে।** অন্যদের কাছ থেকে শেখার মূল্য আছে। যদি কোনো অনুশীলন অন্য মন্ডলীতে কাজ করে, তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, "এই অনুশীলন কি আমাদের জন্য উপকারী? তারা কেন এটি করে?" আমরা হয়তো দেখতে পাব যে একটি উপাসনা অনুশীলনের অনুকরণ করার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু যদি "বড় মন্ডলীগুলি এটি করে" – এটিই একমাত্র কারণ হয়, তাহলে সেটি আমাদের পরিস্থিতির জন্য সহায়ক নাও হতে পারে।

৩। **লোকেরা এটি পছন্দ করে।** উপাসনার এমন মূল্য আছে যা মানুষের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। শাস্ত্রে এমন কিছু নেই যা বলে, "আপনার উপাসনা একঘেয়ে হওয়া উচিত!" আমরা হয়তো দেখতে পাব যে আমাদের মন্ডলীর

লোকেদের একটি প্রিয় গান সত্য এবং উপাসনামূলক। যদি তাই হয়, তাহলে তা চমৎকার; কিন্তু যদি লোকেরা এমন একটি গান পছন্দ করে যা মিথ্যা মতবাদ শেখায়, তাহলে আমাদের তা গাওয়া উচিত নয়।

৪। **এটি আমাদের আত্মায় এবং সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করতে সাহায্য করে।** এটিই আমাদের কাজের চূড়ান্ত কারণ। উপাসনা পরিকল্পনা করার সময়ে এবং উপাসনা পরিচালনা করার সময়ে, আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, "এই গানটি কি আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা আরো ভালোভাবে করতে সাহায্য করে? এই উপাসনার অনুষ্ঠানসূচি কি আমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যায়? এই সারমনটির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য একটি আমন্ত্রণ কি সর্বোত্তম উপায় হবে, নাকি আমাদের প্রশংসার গান দিয়ে শেষ করা উচিত? এই সপ্তাহে আমরা কীভাবে আত্মায় এবং সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করব?"

উপসংহার: যখন আমরা উপাসনায় ব্যর্থ হই

মন্ডলীটি শুরুর স্তোত্রগীতটি আধমনা হয়ে গাইল। কয়্যার অনুশীলন করেছিল, কিন্তু সকালে তারা খুব খারাপভাবে গেয়েছিল। যে একক গান গেয়েছিল, সে তার কথা ভুলে গিয়েছিল। পিয়ানোবাদক ভুল সুর বাজিয়েছিল। পাস্টারের সারমন মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি বলেই মনে হয়েছিল। উপাসনা সভাটি ছিল একটি বিপর্যয়। আপনার সাথে কি কখনো এমনটি ঘটেছে? উপাসনা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে আপনি কী করেন?

(১) মনে রাখবেন, সমস্ত উপাসনাই একটি মহড়া।

আমাদের উপাসনা স্বর্গীয় উপাসনার জন্য মহড়া। আমরা অসম্পূর্ণ মানুষ, এবং আমাদের উপাসনা সর্বদা ত্রুটিপূর্ণই থাকবে। "আমাদের উপাসনায় আমাদের সেরাটা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, নিখুঁত হতে নয়।"[73]

(২) পরবর্তী সপ্তাহ আসছে।

সোমবার পদত্যাগ করবেন না। মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করুন এবং সভাটি বিশ্লেষণ করুন। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিন এবং এগিয়ে যান। এইমাত্র বর্ণিত সভাতে, শুরুর স্তোত্রগীতটি কংগ্রিগেশনের কাছে অপরিচিত ছিল। পরিচালক ভেবেছিল যে তারা সেই স্তোত্রগীতটি জানে; কিন্তু তারা জানত না। সে তার গান বইয়েএকটি নোট লিখে রেখেছিল, "কংগ্রিগেশন আবার এটি গাওয়ার আগে এই গানটি কয়্যারকে শিখাতে হবে।" আপনার ভুল থেকে শিখুন, ঈশ্বরের সাহায্য নিন এবং পরের রবিবার ঈশ্বরকে আপনার মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ দিন।

(৩) মনে রাখবেন, উপাসনা হলো অনুগ্রহের বিষয়।

অনেক উপাসনার লিডারই নিখুঁত হতে চায়; আমরা কখনোই সন্তুষ্ট হই না। উপাসনা ত্রুটিহীন হওয়ার বিষয় নয়; উপাসনা হলো অনুগ্রহের সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বর তাঁর লক্ষ্য অর্জনে আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেও কাজ করেন। এটি এমনই হওয়া উচিত! যখন আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বরই উপাসনাকে ক্ষমতাসম্পন্ন করেন, তখন আমাদেরকে নম্রতা এবং আত্মসমর্পণের জায়গায় নিয়ে আসা হয়।

---

[73] এই বিভাগের উক্তি এবং পরামর্শগুলি Franklin Segler and Randall Bradley, *Christian Worship* (Nashville: B&H Publishing, 2006), 274-275 থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৪) যদি আমরা আমাদের সর্বোত্তমটি দিয়ে থাকি, তাহলে আমরা ব্যর্থ হইনি।

সেই রবিবারে উপাসনার লিডার হতাশ হয়ে মন্ডলী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। যখন সে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুব্রত তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সুব্রত লাজুক প্রকৃতির ছিল এবং খুবই কম কথা বলত, কিন্তু সেদিন সকালে সে বলেছিল, "আজকে দান তোলার সময়ে তুমি 'যিশু আমাকে ভালোবাসেন' গানটা করেছিলে।" (হ্যাঁ, উপাসনার লিডার জানত যে সে কী করেছিল – সে সবকিছুই ঘেঁটে দিয়েছিল!) কিন্তু সুব্রত আরো বলেছিল, "আমার আজকে ওই গানটা শোনা প্রয়োজন ছিল। এই সপ্তাহে ডাক্তার বলেছে যে আমার ক্যান্সার হয়েছে; আমি স্মরণ করা প্রয়োজন ছিল যে যিশু আমাকে ভালোবাসেন।"

যদি আমরা আমাদের সেরাটি দিয়ে থাকি, আমরা ব্যর্থ হইনি। আমরা যাদের সেবা করি তাদের কাছে তাঁর বাক্য বলার জন্য আমাদের দুর্বল প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঈশ্বর কাজ করেন।

► গ্রুপে আলোচনার জন্য। "৮ নং পাঠের পর্যালোচনা" অংশটি দেখুন। এখানে এমন কি কোনো পয়েন্ট আছে যার সাথে আপনি সহমত নন? আপনার তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য কোন বিষয়গুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

৮ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) কীভাবে আমরা একটি উপাসনা সভার জন্য প্রস্তুতি নিই?

- উপাসনার সভার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয় উপাসনা নেতার ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটানোর মাধ্যমে।
- পরিকল্পনার জন্য একটি বিন্যাস উপাসনা সভার জন্য পরিকাঠামো প্রদানে সাহায্য করে।
- উপাসনা সভার জন্য একটি থিম একটি কেন্দ্রীয় বার্তাকে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।
- ভারসাম্য নিশ্চিত করে যে আমাদের উপাসনা সমগ্র মন্ডলীর কাছে সমগ্র সুসমাচারকে তুলে ধরছে।
    - ভারসাম্যপূর্ণ উপাসনা ঈশ্বরের মহিমা এবং আমাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতি উভয়ই প্রদর্শন করে।
    - ভারসাম্যযুক্ত উপাসনা একইসাথে সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত।
    - ভারসাম্যযুক্ত উপাসনায় পরিচিত এবং নতুন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।
- উপাসনার পরিকল্পনায় পুরো মন্ডলীর নেতৃত্বদানকারী দলকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- উপাসনার জন্য পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- আমরা কোনোরকম চাপ ছাড়াই পরিকল্পনা করতে পারি, কারণ উপাসনার আমাদের বিষয়ে নয়; এটির বিষয় হলেন স্বয়ং ঈশ্বর।

(২) একটি উপাসনা সভা পরিচালনায় কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?

- উপাসনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রোতা হলেন ঈশ্বর।
- কংগ্রিগেশন, উপাসনার লিডাররা, এবং ঈশ্বর – সকলেই উপাসনা সভায় পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। লিডারেরা শ্রোতাদের জন্য উপাসনা পরিচালনা করে না।
- উপাসনার লিডারকে অবশ্যই উপাসনা করতে হবে। সে উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দেয়।
- উপাসনার লিডারকে উৎসাহদানকারী হতে হবে, এমন ব্যক্তি নয় যে দোষ দিতে থাকে।
- উপাসনার লিডারকে অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে, সে কৌশল অবলম্বন নয়।
- ঘোষণাগুলি যতটা সম্ভব কম বিঘ্নকারী উপায়ে পরিচালনা করা উচিত।
- উপাসনার পরিকল্পনা করার পর, আমাদের ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত যে তিনি যেভাবে আসতে চান, সেভাবে আমাদের সভায় প্রবেশ করবেন।

৮ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) ৬ ও ৭ নং পাঠে, আপনি পাঁচটি আলাদা বিষয়ের উপর গান এবং শাস্ত্রীয় অংশ নির্বাচন করেছিলেন। এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতিটির উপর ভিত্তি করে একটি সভা পরিকল্পনা করুন। সম্মিলিত সভা পরিকল্পনা করার সময়ে যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন, যার মধ্যে থাকবে কংগ্রিগেশনের গান, শাস্ত্র, সারমনের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্য, এবং আপনার সভার জন্য উপযুক্ত অন্যান্য বিষয়। এই প্রজেক্টটির জন্য পরিশিষ্ট ক-তে প্রদত্ত এক বা একাধিক রূপরেখা ব্যবহার করুন।

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের উপর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

৮ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) সারমন-কেন্দ্রিক একটি উপাসনার পরিকাঠামোর দু'টি প্রধান অংশ তালিকাভুক্ত করুন।

(২) ঈশ্বরের লোকেদের উপাসনার কার্যকলাপের উপর ভিত্তিশীল একটি উপাসনা [সভা]র পরিকাঠামোর চারটি প্রধান অংশ তালিকাভুক্ত করুন।

(৩) গীত ৯৫ অধ্যায়ের উপর ভিত্তিশীল পরিকাঠামোর তিনটি প্রধান অংশ তালিকাভুক্ত করুন।

(৪) ভারসাম্যপূর্ণ উপাসনা সম্বন্ধে কোন তিনটি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত?

(৫) বাইবেলভিত্তিক মডেল বা আদর্শে আমাদের উপাসনার শ্রোতা কে?

(৬) একজন কার্যকারী উপাসনার লিডারের তিনটি গুণাবলী তালিকাভুক্ত করুন।

(৭) আমরা হয়তো উপাসনাকে কৌশলে পরিণত করছি এমন তিনটি লক্ষণ কী কী?

(৮) ২ বংশাবলি ৫:১৩-১৪ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ৯
অন্যান্য প্রশ্নসমূহ

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) উপাসনার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে সম্মান করার সময় শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।
(২) শাস্ত্র এবং সংস্কৃতি উভয়ের ভিত্তিতেই উপাসনাকে মূল্যায়ন করবে।
(৩) সঙ্গীতের ধরণ মূল্যায়ন করার সময়ে নির্দিষ্ট প্রতিকূলতাগুলি বুঝতে পারবে।
(৪) উপাসনায় রোমীয় ১৪ অধ্যায়ের নীতিগুলি প্রয়োগ করবে।
(৫) উপাসনায় শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব উপলব্ধি দেবে।
(৬) উপাসনায় আবেগকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া বা সেটিকে এড়িয়ে চলা থেকে সতর্ক থাকবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

১ করিন্থীয় ১৪:১৫-১৭ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe) একটি মন্ডলীতে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন যেটি উপাসনার অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল:

> "সন্ধ্যার সভায় ফিরে আসতে ভুলবেন না," উপাসনার লিডার, টেলিভিশন গেম শো-এর সঞ্চালকের মতো কণ্ঠস্বর এবং হাসিমুখে বলেছিল। "আমরা একটা দারুণ মজাদার সময় কাটাতে চলেছি।"
>
> রবিবারের সারা বিকেল আমি এই কথাটার মানে নিয়ে ভাবছিলাম। "আমরা একটা দারুণ মজাদার সময় কাটাতে চলেছি" – এটা একটা জন্মদিনের নিমন্ত্রণে মানাতে পারে, কিন্তু এটি কীভাবে গৌরবের প্রভুর উপাসনা করতে একত্রিত হওয়া একদল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে? মোশি এবং ইস্রায়েলের লোকেরা মজাদার সময় কাটাননি যখন তাঁরা সীনয় পর্বতে একত্রিত হয়েছিলেন...
>
> পাটম দ্বীপে যোহনের কিছু নাটকীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কিন্তু তিনি মজাদার সময় কাটিয়েছিলেন কিনা তা সন্দেহের বিষয়।[74]

এই পাঠগুলিতে আমরা দেখেছি যে উপাসনা একটি মজাদার সময়ের চেয়েও বেশি কিছু, একটি নির্দিষ্ট রীতির চেয়েও বেশি কিছু, এবং রবিবারের সকালের কাজকর্মের চেয়েও বেশি কিছু। উপাসনার হলো ঈশ্বরকে তাঁর যোগ্য গৌরব প্রদান করা।

---

[74] Warren Wiersbe, *Real Worship* (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 169-170

খাতা কলমে এটি বলা সহজ; বাস্তব জীবনে এটি একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এই পাঠে আমরা উপাসনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন দেখব। যখন আপনি এই প্রশ্নগুলি অধ্যয়ন করবেন, মনে রাখবেন যে চূড়ান্ত প্রশ্ন এটি নয় যে "আমি কী পছন্দ করি?" উপাসনার জন্য চূড়ান্ত প্রশ্নটি হলো "ঈশ্বর কী পছন্দ করেন? কোনটি ঈশ্বরকে সম্মানিত এবং গৌরবান্বিত করে?"

উপাসনা এবং সংস্কৃতি

► আপনার মন্ডলীর উপাসনার ধরণ নিয়ে আলোচনা করুন। আপনার উপাসনার কোন দিকগুলি শাস্ত্রে নির্দেশিত এবং কোন দিকগুলি সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়?

"আমার দেশে উপাসনার জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয় হল সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা। বেশিরভাগ মন্ডলী বিদেশ থেকে উপাসনার একটি ধরণ আমদানি করছে - তা সে সমসাময়িক হোক বা ঐতিহ্যবাহী। আমাদের লোকেরা পশ্চিমাদের একটি ধরণ গ্রহণ করে কারণ তারা আধুনিক হতে চায়, কিন্তু 'ঐতিহ্যবাহী' বা 'সমসাময়িক' উপাসনা উভয়ই মানুষের সাথে সংযুক্ত হয় না, কারণ দুটোই বিদেশী। আমরা কীভাবে এমনভাবে উপাসনা করব যা ঈশ্বরকে সম্মান করে এবং আমরা যে জগতে পরিচর্যা করি তার সাথে কথা বলে?"

সংস্কৃতি নাকি বাইবেল?

একজন বর এবং কনে দু'টি ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ ছিল। বিয়ের ভোজে কনের সংস্কৃতির খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। একটি খাবার পরিবেশন করার সময়, বর জিজ্ঞাসা করেছিল, "এটা কী?" কনে তাকে উত্তর দিয়েছিল এবং তারপর বলেছিল, "আমার দেশে এটি একটি সুস্বাদু খাবার।" বর ভ্রু কুঁচকে বলেছিল, "আমার দেশে, এটি জঘন্য!" সাংস্কৃতিক পার্থক্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

আমাদের প্রত্যেকেই সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসীর হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার বদলে কাঁটাচামচ দিয়ে খাবার খাওয়ার কারণ এই নয় যে কাঁটাচামচ অনেক বেশি বাইবেল সমর্থিত বা অনেক বেশি করিতকর্ম। তারা কাঁটাচামচ দিয়ে খায় কারণ এমন একটি সংস্কৃতিতে বড়ো হয়েছে যেখানে কাঁটাচামচ ব্যবহার করা হয়। তাদের অন্য প্রান্তের খ্রিষ্টবিশ্বাসী বন্ধুরা কাঁটাচামচের বদলে চপস্টিক দিয়ে খাওয়াকে অনেক বেশি ব্যবহার্য বলে মনে করতে পারে।

আমাদের উপাসনা আমাদের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের উপাসনার একাধিক দিক হলো সংস্কৃতির ব্যাপার। যে ব্যক্তি একটি ঐতিহ্যশালী আমেরিকান মন্ডলীতে বড়ো হয়েছে, তার চার্চ অর্গানের আওয়াজ ভালো লাগতে পারে। এমন নয় যে চার্চ অর্গানটি গীটারের চেয়ে বেশি বাইবেল সমর্থিত; একটি সংস্কৃতির একটি দিক।

আফ্রিকার লোসেথো (Lesotho) দেশের একটি মন্ডলীতে একজন লিডার এবং কংগ্রিগেশনের লোকেদের মধ্যে একটি আহ্বান এবং প্রত্যুত্তর গান করে। এই ধরণটিতে, লিডার একটি স্তবক গায় এবং তারপর কংগ্রিগেশন পরের স্তবকটি গায়। গানের এই অপূর্ব শৈলীটি আগে কখনো আমেরিকান মন্ডলীতে শোনা যায়নি। যদি সঙ্গীত পরিচালক আমেরিকান মন্ডলীতে এটি করার চেষ্টা করে, কংগ্রিগেশন বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। সমবেত বনাম আহ্বান/প্রত্যুত্তর গান গাওয়া সংস্কৃতির বিষয়, তা বাইবেলের নীতির বিষয় নয়।

আমরা যখন উপাসনার ধরণ পরীক্ষা করছি, তখন আমাদের এই তিনটি প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখা উচিত:

১। আমরা কি সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রকে গুলিয়ে ফেলছি?

২। আমাদের সংস্কৃতি কি শাস্ত্রের বিপরীত?

৩। ঈশ্বর যে সংস্কৃতিতে আমাদেরকে রেখেছেন, সেখানের লোকেদের সাথে আমাদের উপাসনা কীভাবে সর্বাধিক কার্যকারীভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে?

আমরা কি সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রকে গুলিয়ে ফেলছি?

আমাদের নিজস্ব উপাসনার চেয়ে ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি বিবেচনা করার সময়ে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রকে গুলিয়ে ফেলছি না। আমাদের পক্ষে শাস্ত্রে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে পড়া এবং এরপর অন্য সকলে যাতে একইভাবে বাইবেল পড়ে, সেই বিষয়ে জোর দেওয়া সহজ। আমরা ধরে নিতে পারি যে আমাদের পথই হলো বাইবেলের পথ।

কেউ বলতে পারে, "অর্গানই হলো মন্ডলীর মিউজিকের জন্য সঠিক বাদ্যযন্ত্র। উপাসনায় গীটারের কোনো জায়গাই নেই।" কিন্তু, পৃথিবীর বহু জায়গায়, একটি অর্গান পুরোপুরি অবাস্তব একটি বাদ্যযন্ত্র, অন্যদিকে সহজে বহনযোগ্য একটি গীটার গান গাওয়ার জন্য খুবই ব্যবহার্য। কেউ তর্ক করতে পারে না যে দ্বিতীয় শতকের গৃহ মন্ডলীগুলি অর্গান বাজাতো! কেউ অর্গান পছন্দ করতেই পারে, কিন্তু তাদের কখনোই বাইবেলের নীতিগুলিকে তাদের সংস্কৃতির পছন্দ-অপছন্দ দিয়ে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়।

পল ব্র্যাডশ (Paul Bradshaw), একজন উপাসনা-ইতিহাসবিদ, দেখিয়েছেন যে এমনকি মন্ডলীর প্রথম দু'টি শতকেও, উপাসনার একাধিক ধরণ ছিল। মন্ডলী ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রতিটি পরিস্থিতিতে উপাসনা একইরকম থাকার সম্ভাবনাও খুব কম।[75]

এই প্রশ্নটি বাস্তবিক প্রভাব কী? অন্যদের উপাসনা শৈলী মূল্যায়ন করার সময় অথবা আমাদের নিজস্ব মন্ডলীর ভিতর থেকে নতুন ধারণার প্রতি সাড়া দেওয়ার সময়ে, আমাদের সংস্কৃতিকে শাস্ত্রের সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। আমাদের কোনো ধারণাকে কেবল এই কারণে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় যে এটি আমাদের সাংস্কৃতিক অপছন্দের কারণ হয়। যদি কোনো উপাসনা পদ্ধতি বাইবেলের নীতির বিরোধিতা না করে, তাহলে **আমাদের অন্যদেরকে তাদের পছন্দের উপায়ে উপাসনা করতে দেওয়া উচিত।**

এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি উপাসনা শৈলী প্রতিটি মন্ডলীর জন্য উপযুক্ত। একজন বুদ্ধিমান উপাসনার লিডার এমন একটি শৈলীতে নেতৃত্ব দেবে যেটি সে যাদের কাছে পরিচর্যা করছে তাদের জন্য উপযুক্ত।

মিলিয়ে দেখুন

এমন কি কোনো উপাসনার অভ্যাস আছে যা আপনি বাইবেলের নীতির কারণে নয়, বরং তা আপনার সাংস্কৃতিক পছন্দের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন? যদি তাই হয়, তাহলে আপনি কি অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে তাদের নিজস্ব উপায়ে উপাসনা করার স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছুক, যতক্ষণ না এটি শাস্ত্র লঙ্ঘন করছে?

---

[75]Paul Bradshaw, "The Search for the Origins of Christian Worship" in Robert Webber, *Twenty Centuries of Christian Worship* (Nashville: Star Song Publishing, 1994), 4

আমাদের সংস্কৃতি কি শাস্ত্রের বিপরীত?

এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা কেবল আমাদের সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক বলেই কোনো উপাসনা অভ্যাসকে সমর্থন করতে প্রলুব্ধ হই। যদি আমরা দেখতে পাই যে আমাদের সংস্কৃতিতে যা স্বাভাবিক তা শাস্ত্রের বিরোধিতা করে, তাহলে **আমাদেরকে অবশ্যই সংস্কৃতির প্রত্যাশার চেয়ে শাস্ত্র মেনেই চলতে হবে।**

ধর্মসংস্কারকরা যখন উপাসনায় নাটকীয় পরিবর্তনগুলি এনেছিলেন, তখন তারা এই সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি বলেছিল, "সাধারণ বিশ্বাসীদের বাইবেল পড়া উচিত নয়; তারা এটি বোঝে না।" ওয়াইক্লিফ (Wycliffe), হাস্ (Huss), লুথার (Luther), এবং অন্যান্য সংস্কারকরা উপলব্ধি করেছিলেন যে শাস্ত্র সমস্ত মানুষের জন্যই। তাদের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি শাস্ত্রের শিক্ষার বিরোধিতা করেছিল। শাস্ত্রের সত্যের সাথে তাদের সংস্কৃতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য সংস্কারকরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

যদি সংস্কৃতি শাস্ত্রের বিরোধিতা করে, আমাদের অবশ্যই নিজেদের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে! ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী; আমরা আমাদের চারপাশের জগতের সাথে মানানসই হয়ে ওঠার জন্য আমরা কোনোমতেই শাস্ত্রের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততার সাথে সমঝোতা করতে পারি না। রোমীয় ১২:২ পদের ভাষান্তর করে বলা যায়, "নিজের সংস্কৃতির সাথে এতটাও খাপ খাইয়ে নেবেন না যেখানে আপনি চিন্তা না করেই তাতে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন।"[76] আমরা জগতকে তার ছাঁচে আমাদেরকে মানানসই করিয়ে নিতে দিতে পারি না।

মিলিয়ে দেখুন

এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যেখানে আপনার উপাসনা শাস্ত্রের নীতিগুলির বিরোধিতা করে?

ঈশ্বর যে সংস্কৃতিতে আমাদেরকে রেখেছেন, সেখানের লোকেদের সাথে আমাদের উপাসনা কীভাবে সর্বাধিক কার্যকারীভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে?

এই প্রশ্নটি আমাদের জগতে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা আমাদের চারপাশের জগৎকে সুসমাচারের মাধ্যমে স্পর্শ করতে চাই, তাহলে আমাদের উপাসনাকে এমন একটি ভাষায় কথা বলতে হবে যা তারা বোঝে।

জন ওয়েসলি (John Wesley) যখন মাঠে প্রচার শুরু করেছিলেন তখন এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তার অ্যাংলিকান সহকর্মীদের মতো, ওয়েসলি প্রথমে বিশ্বাস করতেন যে মন্ডলীই হলো প্রচারের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। জর্জ হোয়াইটফিল্ডের (George Whitefield) প্রভাবে ওয়েসলি বুঝতে শুরু করেছিলেন যে মহান আদেশ তাকে মন্ডলীর বাইরে প্রচার করতে হবে।[77] ওয়েসলি ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন, "আমি কীভাবে কয়লা খনি শ্রমিকদের কাছে সবচেয়ে কার্যকরভাবে সুসমাচার প্রচার করতে পারি যারা বিয়ে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছাড়া কখনো গির্জাঘরে প্রবেশ করে না?" উত্তরটি ছিল উন্মুক্ত জায়গায় প্রচার করা।

---

[76] E. H. Peterson, *The Message* (Colorado Springs: NavPress, 2002)
[77] এটি ২য় প্রশ্নটিকে নির্দেশ করে – "আমাদের সংস্কৃতি কি শাস্ত্রের বিপরীত?"

১৭৩৯ সালের ২রা এপ্রিল ওয়েসলি শহরের বাইরে গিয়েছিলেন এবং প্রায় ৩,০০০ লোকেরা কাছে প্রচার করেছিলেন যারা একটি মাঠে জড়ো হয়েছিল। এটি এমন একটি মিনিস্ট্রির শুরু করেছিল যা ১৮শতকের ইংরাজি ভাষা বলা জগতকে বদলে দিয়েছিল।

ওয়েসলি এত দৃঢ়ভাবে মাঠে প্রচার করার বিরোধিতা করেছিলেন যে তিনি একবার বলেছিলেন, "যদিগির্জাঘরের ভিতর আত্মাদের রক্ষা করা না হতো, তাহলে আমি এটাকে প্রায় পাপ বলেই মনে করতাম।" যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার সাংস্কৃতিক কুসংস্কারগুলি সুসমাচারের জন্য একটি বাধাস্বরূপ ছিল, ওয়েসলি তার অনুশীলনগুলি পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তার বহু অ্যাংলিকান সহকর্মী এই পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বাইরে প্রচার শুরু করার একমাসের মধ্যেই এক বিশপ ওয়েসলিকে বলেছিলেন যে তিনি আর কোনোমতেই অ্যাংলিকান মন্ডলীগুলিতে প্রচার করার জন্য স্বাগত নন। আপনার সংস্কৃতির সাথে কথা বলতে সাহসী হওয়ায় কিন্তু অনেক সময় অনেক দাম হতে পারে; এটির ফলে ওয়েসলিকে তার অনেক অ্যাংলিকান সহকর্মীদের থেকে সম্মান হারাতে হয়েছিল। আলো এবং লবণ হওয়ার জন্য যিশুর যে আহ্বান তা ব্যক্তিগত সুবিধার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চ অগ্রাধিকারযুক্ত।

মাইকেল কসপার (Michael Cosper) আমাদের উপাসনা এবং পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কটি বোঝার জন্য তিনটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন।[78]

(১) এখানে কারা আছে?

এই প্রশ্নটি আমাদের কংগ্রিগেশনের দিকে দৃষ্টিপাত করে; "আমাদের উপাসনা সভায় কে বা যোগদান করে?" কখনো কখনো আমরা জগতের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি যে আমরা মন্ডলীর সেবা করতে ব্যর্থ হই। আমরা যখন এমন কেউ হতে চেষ্টা করি যা আমরা নই তখন আমাদের উপাসনা এমন এক উপাসনা হয়ে ওঠে যা হওয়া উচিত নয়। যেহেতু উপাসনার কংগ্রিগেশনের সাথে কথা বলা উচিত, তাই আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, "এখানে কারা আছে? ঈশ্বর আমাদের মন্ডলীতে কাদের রেখেছেন?"

(২) এখানে কারা ছিল?

এই প্রশ্নটি আমাদের ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে। বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের একটি ঐতিহ্য আছে, যা প্রারম্ভিক মন্ডলীর সাথে সম্পর্কিত এবং বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত।

এর অর্থ হলো আমরা আমাদের প্রজন্মের কাছে অতীতের মহান স্তোত্রগীতগুলি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করব। এর অর্থ হলো আমরা আজকের মানুষকে মন্ডলীর ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করব। তরুণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জানা উচিত যে তারা এমন একটি ঐতিহ্যের অংশ যা আমাদের জন্মের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং আমরা চলে যাওয়ার পরেও দীর্ঘকাল ধরে তা চলবে। আমরা সমস্ত প্রজন্মের বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত সার্বজনীন মন্ডলীর অংশ।

আমাদের উপাসনার ঐতিহ্য পঞ্চাশত্তমী থেকে, সীনয় পর্বতে মোশির কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ থেকে এবং অবশেষে কাছ এদন উদ্যানে আদম ও হবার কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ থেকে এসেছে। আমাদের উপাসনার সেই ইতিহাস উদযাপন করা উচিত।

---

[78] Michael Cosper, *Rhythms of Grace: How the Church's Worship Tells the Story of the Gospel* (Wheaton: Crossway Books, 2013), 176-179

~~যখন আমরা "A Mighty Fortress is Our God" গানটি গাই, তখন আমরা সংস্কারের উপাসনায় যোগদান করি।~~ যখন আমরা প্রেরিতের বিশ্বাসসূত্র পাঠ করি, তখন আমরা দ্বিতীয় শতকের উপাসনায় যোগদান করি। উপাসনায় আমরা জিজ্ঞাসা করি, "আমাদের আগে এখানে কারা ছিল?"

(৩) এখানে কাদের থাকা উচিত?

এই প্রশ্নটি আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করে। আমরা যখন প্রশ্ন করি, "কাদের আমাদের মন্ডলীর অংশ হওয়া উচিত," তখন আমরা এই জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি:

- আমরা কাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি?
- যদি আমাদের সমাজের লোকেরা মন্ডলীতে আসত, তাহলে আমাদের উপাসনা সভাটি কেমন হতো?[79]
- আমরা যাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি তাদের সাথে কথা বলার জন্য উপাসনা করার সময় কীভাবে আমরা আমাদের বার্তার প্রতি সত্য থাকতে পারি?

বইতে লিখিত থাকার চেয়েও এই প্রশ্নগুলি বাস্তব জীবনে অনেক বেশি কঠিন! চারটি দৃশ্যপট দেখুন। প্রতিটি মন্ডলীই সমাজের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে।

ক-মন্ডলী: এমন একটি মন্ডলী যে এই প্রশ্নটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, "এখানে কারা আছে?"

ক-মন্ডলী এমন একটি এলাকায় ছিল যেখানে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বাস করে। সেই এলাকাবাসীদের গড় বয়স ৭০, এবং মন্ডলীতে যারা আসেন তাদের গড় বয়সও ৭০ বছর। দু'বছর আগে তাদের পাস্টার তরুণ পরিবারগুলির কাছে পৌঁছানো ঠিক করেছিলেন। দু'মাসের মধ্যে, তিনি অর্গান, কয়্যার, এবং স্তোত্রগীতগুলির পরিবর্তে গীটার, একটি প্রশংসাকারী দল, এবং একটি ওভারহেড স্ক্রিন নিয়ে এসেছিলেন।

দুঃখজনকভাবে, পাস্টার জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলেন, "এখানে কারা আছে?" ফলস্বরূপ, ১০০ জন প্রবীণ নাগরিকদের মন্ডলী কমে গিয়ে ৩৫ জন প্রবীণ নাগরিকের একটি মন্ডলীতে পরিণত হল যারা এমন গান গাইছেন যা তাদের পছন্দ নয়, এমন স্ক্রিন দেখছেন যা তাদের ভালো লাগে না, আর উচ্চস্বরে বাজানো গিটার নিয়ে অভিযোগ করছেন।

ক-মন্ডলীর কি লোকেদের কাছে পৌঁছানো উচিত? অবশ্যই! কিন্তু এটি সবচেয়ে কার্যকরভাবে যাদের কাছে পৌঁছাতে পারে তারা হল তাদের এলাকার অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধরা (যারা মন্ডলীর সাথে যুক্ত নয়)। ইতিমধ্যেই মন্ডলীতে থাকা লোকেদেরকে উপেক্ষা করে, তারা এমনভাবে উপাসনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা মন্ডলীর সাথে বা আশেপাশের এলাকার লোকেদের জন্য মানানসই। ক-মন্ডলী জিজ্ঞাসা করতে ব্যর্থ হয়েছে, "এখানেকারা আছে?"

---

[79] জন ওয়েসলি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অ্যাংলিকানরা বুঝতে পেরেছিল যে যোগদানকারী কয়লা খনি শ্রমিক, রুপান্তরিত পতিতা এবং নিরক্ষর দোকানদারদের উপস্থিতিতে উপাসনার সভা উচ্চবিত্ত অ্যাংলিকানদের আনুষ্ঠানিক উপাসনার থেকে অনেক আলাদা হবে। অনেক পুরোহিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তারা নিম্নবিত্তদের দ্বারা তাদের উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটাতে দিতে রাজি নন। এর ফলে মেথডিস্ট সোসাইটিসকল গঠিত হয়।

খ-মন্ডলী: এমন একটি মন্ডলী যে এই প্রশ্নটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, "এখানে কারা ছিল?"

খ-মন্ডলী একটি দ্রুত বর্ধনশীল শহরে অবস্থিত যেখানে অনেক তরুণ পরিবার রয়েছে। মন্ডলীটি তাদের সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলে; তাদের উপাসনা উত্তেজনাপূর্ণ এবং উৎসাহী।

খ-মন্ডলীর সুসমাচার প্রচারের প্রতি একটা আবেগ আছে। দুর্ভাগ্যবশত, মন্ডলীটি জিজ্ঞাসা করেনি, "এখানে কারা *ছিল?*" খ-মন্ডলী তার ঐতিহ্য ভুলে গেছে যে মন্ডলী একটি বিশুদ্ধ হৃদয় এবং বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবনের বার্তা প্রচার করত। পাস্টার ধর্মতত্ত্ব প্রচার করা এড়িয়ে চলেন কারণ তিনি মনে করেন, "মানুষ ধর্মতত্ত্ব শুনতে চায় না; তারা ব্যবহারিক সারমন চায়।" সঙ্গীত পরিচালক বাইবেলের গভীরতার গান এড়িয়ে চলেন কারণ তিনি মনে করেন, "মানুষ কঠিন শব্দের গান পছন্দ করে না; তারা সহজ গান পছন্দ করে।" ফলস্বরূপ, মন্ডলীটি "বাপ্তাইজিত পৌত্তলিকদের" একটি প্রজন্ম গড়ে তুলেছে।[80]

খ-মন্ডলী সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তার সদস্যরা ধার্মিকতায় খুব কমই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক লোক এখানে যোগ দেয়, কারণ এটি একটি বিনোদনমূলক মন্ডলী যেখানে খুব কম অঙ্গীকারের প্রয়োজন হয়। যেহেতু খ-মন্ডলীর তার ঐতিহ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, তাই অনেক রূপান্তরিত ব্যক্তি দ্রুতই আরো ভালো বিনোদন প্রদানকারী অন্যান্য মন্ডলীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। খ-মন্ডলী জিজ্ঞাসা করতে ব্যর্থ হয়েছে, "এখানে কারা ছিল?"

গ-মন্ডলী: এমন একটি মন্ডলী যে এই প্রশ্নটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, "এখানে কাদের থাকা উচিত?"

গ-মন্ডলী প্রায় ১০০ বছর আগে একটি ছোটো গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হয়েছিল। উপাসনা, প্রচার এবং গান সেখানকার টাউনের মানুষের কাছে পৌঁছেছিল। মধ্যবর্তী বছরগুলিতে, সম্প্রদায়টি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। গ-মন্ডলী এখন অভ্যন্তরীণ শহর দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু এর উপাসনা এখনো গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে আবেদন করার জন্য পরিকল্পিত রয়েছে।

দুঃখের বিষয় হল, গ-মন্ডলীর কাছাকাছি বসবাসকারী অনেকেই আছে যারা প্রতি সপ্তাহে মন্ডলীর সামনে দিয়ে গেলেও তারা জানে না যে মন্ডলীর কাছে তাদের গভীর ক্ষুধার সমাধান আছে। গ-মন্ডলী কাছে তার সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বার্তা আছে, কিন্তু সে স্পষ্টভাবে সমাজের সাথে সংযোগ স্থাপন করে না। যদি গ-মন্ডলী এমনভাবে উপাসনা করতে পারত যা ঈশ্বর এবং অভাবী জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, তাহলে সে তার সমাজকে রূপান্তরিত করতে পারত। পরিবর্তে, গ-মন্ডলী মৃতপ্রায় কারণ সে জিজ্ঞাসা করতে ব্যর্থ হয়েছে, "এখানে **কাদের** থাকা উচিত?"

ঘ-মন্ডলী: একটি মন্ডলী যে তার সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করে

ঘ-মন্ডলীতে পূর্ববর্তী তিনটি মন্ডলীর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ৪০ বছর আগে মন্ডলীটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই এলাকাটি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই মাপকাঠিতে, অন্যান্য মন্ডলীর মতো নয়, তবে ঘ-মন্ডলী তার সম্প্রদায়ের সাথে ভালোভাবে সংযোগ স্থাপন করতে শিখেছে।

যখন পাস্টাররা বুঝতে পেরেছিলেন যে অনেক তরুণ রূপান্তরিত ব্যক্তি রবিবারে প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব বুঝতে পারছে না, তখন তারা নতুন বিশ্বাসীদের পরিপক্কতায় আনার জন্য শিষ্যত্ব গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। যখন মিউজিক লিডার বুঝতে পারলেন

---

[80] বাইবেলের ভিত্তিহীন দাবিদার খ্রিষ্টিয়ানদের জন্য মার্ক ডেভার (Mark Dever) এই কথাটি ব্যবহার করেছেন।

যে গানগুলি তাদের লোকজনদের অনেকের সাথেই সংযোগ স্থাপন করছে না, তখন তিনি এমন গান অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছিলেন যা তত্ত্বগতভাবে সত্য এবং গানের দিক থেকেও আকর্ষণীয়।

মন্ডলী যত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল, তারা চারপাশের শহরে তাদের শাখা মন্ডলী খুলতে শুরু করেছিল এবং এই মন্ডলীগুলিকে তাদের পারিপার্শ্বিক এলাকার লোকজনদের চাহিদার সাথে মানানসই হয়ে ওঠার অনুমতি দিয়েছিল। এই মন্ডলীগুলিতে বহু তরুণ প্রচারকরা ছিলেন যারা ঘ-মন্ডলীরই একটি অংশ ছিলেন। প্রতিটি শাখা মন্ডলী পৃথক, প্রতিটি শাখা মন্ডলীই সুসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ত। ঘ-মন্ডলী সমৃদ্ধ হচ্ছে কারণ সে প্রশ্ন করতে শিখেছে "এখানে কারা আছে, এখানে কারা ছিল, এবং এখানে কাদের থাকা উচিত?" ঈশ্বর তাকে যে এলাকায় রেখেছে, তাদের সাথে বাইবেলভিত্তিক সত্যের সংযোগ স্থাপন করতে সে শিখেছে।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার উপাসনা কি আপনার মন্ডলীতে আসা লোকেদের সাথে কথা বলে? আপনার উপাসনা কি খ্রিষ্টীয় মন্ডলীর ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে? আপনার উপাসনা কি তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন যাদের কাছে ঈশ্বর আপনার মন্ডলীর মাধ্যমে পৌঁছাতে চান?

সঙ্গীতের ব্যাপারে কী মতামত?

পৃথিবীর বহু অংশের মন্ডলীর মিউজিশিয়ানরা বাইবেলভিত্তিকভাবে সঠিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সুগ্রাহ্য এমন গান খুঁজে বের করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়। আমরা এমন সঙ্গীতের খোঁজ করি যেটি আমরা যে লোকজনের কাছে পৌঁছাতে চাই, তাদের মাতৃভাষায় রচিত। বিদেশি সঙ্গীত সংস্কৃতিগতভাবে প্রাসঙ্গিক না হতেও পারে, এবং কিছু স্থানীয় সাংস্কৃতিক গান বাইবেলভিত্তিক না হতেও পারে। আমরা কীভাবে এমন সঙ্গীত বেছে নেব যেটি একইসাথে শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সেই সংস্কৃতির প্রতিও সংবেদনশীল যেখানে আমরা পরিচর্যা কাজ করি? এখানে কিছু পাস্টারের উত্তর তুলে ধরা হলো যারা এই সমস্যাটির সম্মুখীন হয়েছেন:

যখন মন্ডলীর জন্য গান নির্বাচন করার বিষয়টি আসে, তখন কাউকে বাইবেলভিত্তিকভাবে বিশ্বস্ত থাকার এবং সংস্কৃতিগতভাবে সংবেদনশীল থাকার মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। "বাইবেলভিত্তিকভাবে বিশ্বস্ত" থেকে আমি এমন গানের খোঁজ করছি যেগুলি সত্য এবং স্পষ্ট। "সংস্কৃতিগতভাবে সংবেদনশীল" থেকে আমি এমন গানের খোঁজ করছি যেগুলি গাওয়ার যোগ্য এবং মন্ডলীর লোকজনের জন্য আকর্ষণীয়।

বাইবেলভিত্তিকভাবে বিশ্বস্ত থাকাই অগ্রাধিকার, কিন্তু আমাদেরকে দু'টির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি গান গাওয়ার একটি অংশের উদ্দেশ্য সংযোগ স্থাপন করা হয়, তাহলে কি আমাদের এমন গানের ভাষা বেছে নেওয়া উচিত নয় যেটি আমাদের মন্ডলীর সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে মানানসই? আমরা মূর্খামি করব যদি আমরা মনে করি যে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা অপ্রাসঙ্গিক, এবং আমরা অপ্রাসঙ্গিক হবো যদি আমাদের গানগুলি অসত্য বা অস্পষ্ট হয়।

(মুরে ক্যাম্পবেল (Murray Campbell), মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়ার পাস্টার)

আফ্রিকান পাস্টারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময়, আমরা তাদের উৎসাহিত করি তারা যেন সবচেয়ে শাস্ত্র-সম্পৃক্ত, ঈশ্বর-কেন্দ্রিক, সুসমাচার-চালিত, শিক্ষামূলক এবং গাওয়া যায় এমন গান খুঁজে বের করে, পুরাতন এবং নতুন উভয়ই, এবং

সেগুলিকে গায়! যেকোনো সংস্কৃতিতে, ঈশ্বরের লোকেদের এমন গানের প্রয়োজন যা তাদেরকে খ্রিষ্টের জন্য বাঁচতে এবং মরতে শেখাবে।

(টিম ক্যানট্রেল (Tim Cantrell), জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষক)

হিন্দিতে ঈশতাত্ত্বিকভাবে দৃঢ়, প্রাসঙ্গিকভাবে প্রাসঙ্গিক গানের ভাণ্ডার খুবই কম। ভালো ঈশতাত্ত্বিকতা সম্পন্ন বেশিরভাগ গানই পুরনো পাশ্চাত্য স্তোত্রগীত বা সমসাময়িক উপাসনা সঙ্গীত থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। যদিও কথাগুলি শাস্ত্রভিত্তিক হতে পারে, সুর দেশীয় না হতেও পারে, এবং স্থানীয় লোকেরা সেগুলি গাইতে অসুবিধা বোধ করে। এছাড়াও, এই ধরণের গানগুলি কেবল মানুষের সন্দেহকে নিশ্চিত করে যে খ্রিষ্টবিশ্বাস একটি পাশ্চাত্য ধর্ম।

অন্যদিকে, যেসব হিন্দি গানগুলি সঙ্গীতগত প্রেক্ষাপট প্রাসঙ্গিক হয়, সেগুলি প্রায়শই ধর্মতত্ত্বে হালকা, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং শাস্ত্র বর্জিত হয়। কখনো কখনো গানগুলির সুর মন্দিরে ব্যবহৃত সুরগুলি থেকে নেওয়া। আমরা এই উভয় ধরণের গানই এড়িয়ে চলি।

গান নির্বাচন করার সময় আমি প্রথমেই যে বিষয়টির দিকে নজর দিই তা হলো এর তত্ত্বগত সঠিকতা। যদি কোনো গান ঈশতাত্ত্বিকভাবে অস্পষ্ট হয়, আমরা তা গাইব না, তা সেটি যতই প্রাসঙ্গিক হোক না কেন। যদি কথাগুলি ভালো হয় কিন্তু সুর ভারতীয় না হয়, তাহলেও আমরা তা গাইব না। আমরা ভারতীয় সুর এবং বিশ্বস্ত কথাসহ গান নির্বাচন করি। এটা ঠিক যে, এই বিভাগে খুব বেশি গান নেই, তবে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের সংগ্রহশালা তৈরি করছি।

(হর্ষিত সিং (Harshit Singh), লক্ষ্ণৌ, ভারতের পাস্টার)

ঠিক যেমন একটি মৌখিক মাতৃভাষা আছে যেখানে একজন ব্যক্তি সবচেয়ে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে এবং সবচেয়ে গভীরভাবে অনুভব করে, ঠিক তেমনিই একটি সুরেলা মাতৃভাষা আছে যা একজন ব্যক্তির সাথে সবচেয়ে গভীরভাবে কথা বলে।

একজন মিশনারির কথা কল্পনা করুন যে তার পরিচর্যা কাজ করার এলাকার মানুষদের ভাষা শিখতে ব্যর্থ হয়েছে। সে বলতে পারে (তার নিজের ভাষায়), "আমি এখানে আপনাদের কাছে সুসমাচার নিয়ে এসেছি। আপনার বুঝতে পারছেন না আমি যা বলছি, কিন্তু আমার কথা শুনতে থাকুন। অবশেষে, আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কী বলছি, এবং তারপরে আপনারা সুসংবাদটি জানবেন।" অবশ্যই না! একইভাবে, যখন আমরা একটি সংস্কৃতির সঙ্গীতের ভাষাটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হই, তখন আমরা আসলে সুসমাচারকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেক বেশি জটিল করে ফেলছি।[81]

দুঃখজনকভাবে, যেমন পাস্টার সিং লিখেছেন, কিছু কিছু সংস্কৃতিতে খুব কমই দৃঢ় বাইবেলভিত্তিক গান থাকে যেগুলির সুরের ধরণ পশ্চিমী প্রকৃতির নয়। এই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মন্ডলীগুলির সামনে দু'টি বিকল্প দেয়: বাইবেলভিত্তিকভাবে দৃঢ় গান যার সুর বিদেশি, অথবা বাইবেলভিত্তিকভাবে দুর্বল গান যেগুলির সুরের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। যদি আমরা পৃথিবী জুড়ে মন্ডলী গড়ে তোলার জন্য সঙ্গীতকে ব্যবহার করতে চাই, তাহলে আমাদের এমন গান ও সুরের খোঁজ করতে হবে যেগুলি

[81] এই উদাহরণটি Ronald Allen and Gordon Borror, *Worship: Rediscovering the Missing Jewel* (Colorado Springs: Multnomah Publishers, 1982), 168 অবলম্বনে।

শাস্ত্রের প্রতি সত্য এবং যেগুলি লোকেদের হৃদয়ের সুরের সাথে মিলে যায়। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর প্রতিটি সংস্কৃতিতে ধার্মিক গীতিকারদের আহ্বান করতে চান।

যদি আপনি এমন কোনো সংস্কৃতিতে পরিচর্যা কাজ করেন যেখানে উপাসনার জন্য মানসম্পন্ন গান খুবই কম পাওয়া যায়, তাহলে আপনি নতুন গান প্রসার করতে পারেন। এর জন্য দুজন ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে; কেউ একজন চমৎকার কথা লিখতে বা অনুবাদ করতে পারে এবং কেউ দুর্দান্ত সুর তৈরি করতে পারে। খুব কম মহান স্তোত্রগীত লেখকই তাদের নিজস্ব সুর লিখেছিলেন। একজন নিবেদিতপ্রাণ খ্রিষ্টবিশ্বাসী মিউজিশিয়ান খুঁজে বের করুন এবং তাদেরকে এমন স্তোত্রগীতের সুর লিখতে বলুন যা বাইবেলের সত্যকে তুলে ধরে। এটি করার মাধ্যমে, আপনি এমন একটি গানের মাধ্যমে বাইবেলের বার্তা গাইতে পারেন যা আপনার বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

আমাদের সর্বদা উপরের ২য় প্রশ্নটি বিবেচনা করা উচিত: "আমাদের সংস্কৃতি কি শাস্ত্রের বিরোধিতা করে?" যদি সঙ্গীতের সংস্কৃতি শাস্ত্রের বিরোধিতা করে, তাহলে আমাদের সেটি ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে, যখন কোনো বাইবেলভিত্তিক নীতি না জড়িত থাকে, তখন আমাদের উপাসনাকারীদের গানের ভাষায় উপাসনা পরিচালনা করার চেষ্টা করা উচিত।

পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এক যুবক তার বাবার মন্ডলীতে উপাসনা করার সময়ে বুঝতে পেরেছিল যে খুব কম লোকই তাদের গাওয়া গানগুলি বুঝতে পারে। উপাসনা করার পরিবর্তে, তারা যে সত্যগুলি গাইত সেগুলি সম্পর্কে খুব কমই বুঝতে পারত। যুবকটি যখন এই বিষয়ে অভিযোগ করেছিল, তখন তার বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, "দেখো তুমি আরো ভালো কিছু করতে পারো কিনা।" তরুণ আইজ্যাক ওয়াটস (Isaac Watts) তার বাবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন।

আজ ইংরেজিভাষী লোকেরা আইজ্যাক ওয়াটস'র লেখা স্তোত্রগীতগুলি গায় কারণ একজন তরুণ পাস্টার এমন স্তোত্রগীত লেখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যা মানুষের বোধগম্য ভাষায় বাইবেলের বার্তা প্রচার করেছিল।[82] আমাদের প্রজন্মে, আমাদের এমন স্তোত্রগীত লেখকদের প্রয়োজন যারা বাইবেলের সত্যকে তুলে ধরে যা ইংরেজিভাষী নয় এমন বিশ্বের হৃদয় স্পর্শ করে।

সঙ্গীত শৈলী সম্পর্কে কিছু সমাপনী চিন্তাভাবনা

যেহেতু সঙ্গীত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই আমাদের অনেকেরই সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। উপাসনায় সঙ্গীতের ধরণ বা শৈলী নিয়ে যেকোনো আলোচনা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

যারা বিশ্বাস করে যে নির্দিষ্ট কিছু গানের ধরণ মন্দ, তারা বলে, "কেবল নির্দিষ্ট কিছু গানের ধরণই উপাসনায় ব্যবহার করা যেতে পারে।" তবে, শাস্ত্র গানের ধরণ বা শৈলী সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকা দেয় না।

যারা বিশ্বাস করে যে গানের ধরণ নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ, তারা বলে, "মানুষের পছন্দের গান খুঁজে বের করো এবং তা গাও। ধরণ কোনো ব্যাপার নয়; তুমি যেটা পছন্দ করো, সেটাই গাও।" তবে, শাস্ত্র স্পষ্ট করে বলে যে আমাদের এমন কিছু এড়িয়ে চলতে হবে যা কামুক আচরণের দিকে পরিচালিত করে। সাংস্কৃতিক এবং মানসিক তাৎপর্যের কারণে, কিছু গান উপাসনার জন্য অনুপযুক্ত।

---

[82] আইজ্যাক ওয়াটস'র লেখা ৭৫০টি স্তোত্রগীতগুলির মধ্যে অন্যতম হল, "আনন্দ ধরায় প্রভু এলেন" ("Joy to the World"), "যে ক্রুশে গৌরব অধীশ্বর" ("When I Survey the Wondrous Cross"), এবং "হে ঈশ্বর অতীতের সহায়" ("O God, Our Help in Ages Past").

গানের পছন্দ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে, স্কট অ্যানিওল (Scott Aniol) তার আলোচনাকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন:[83]

১। **কথা: সঠিক এবং ভুল বিষয়।** গানের ধরণ নির্বিশেষে, গানের কথা যদি স্পষ্টভাবে সত্য কথা না বলে তবে তা উপাসনার জন্য অনুপযুক্ত। এটি সঠিক এবং ভুলের বিষয়। এমন অনেক গান আছে যেগুলি ঐতিহ্যবাহী গানের ধরণ ব্যবহার করলেও সেগুলির কথা বাইবেলের সত্য শিক্ষা দেয় না; এগুলি উপাসনার জন্য অনুপযুক্ত। এমন অনেক গান আছে যেগুলি সমসাময়িক গানের ধরণ ব্যবহার করলেও সেগুলির কথা বাইবেলের সত্য শিক্ষা দেয় না; এগুলিও উপাসনার জন্য অনুপযুক্ত।

২। **সঙ্গীত শৈলী: অস্পষ্টতার সমস্যা।** যেহেতু শাস্ত্র সঙ্গীতের ধরণ বা শৈলীর বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলে না, তাই আমাদের রোমীয় ১৪ অধ্যায়ের নীতিগুলি অনুসরণ করা উচিত। আমাদের এমন গান এড়িয়ে চলা উচিত যা সেটির সাংস্কৃতিক সংযোগের কারণে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। তবে, আমাদের অন্যদের বিচার করা উচিত নয় যাদের বিবেক তাদেরকে ভিন্ন ধরণের সঙ্গীতের দিকে পরিচালিত করে।

মিলিয়ে দেখুন

আপনার উপাসনার কি এমন কোনো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র আছে যা আপনার জগতে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতাকে সীমিত করে? আপনি কি আপনার জগতে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজের পছন্দ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক?

হাততালি কি গ্রাহ্য?

উপাসনায় হাততালি সম্পর্কে কী মতামত? এটি কি সঠিক, নাকি ভুল? হাততালি দু'টি প্রসঙ্গে ঘটে, যার দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ রয়েছে।

উপাসনার অংশ হিসেবে হাততালি

বহু মন্ডলী গানের অংশ হিসেবে হাততালই দেয়; হাততালি তাদের কংগ্রিগেশনের উপাসনার অংশ। এটি শাস্ত্রে বর্ণিত উপাসনার দৈহিক অন্তর্ভুক্তির দিকের একটি অংশ। "হে জাতিসকল, করতালি দাও; মহানন্দে ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করো" (গীত ৪৭:১)। ইহুদি উপাসনাকারীরা উৎসাহী প্রকৃতির ছিল। ইহুদি উপাসনায় বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র, হাত উপরের তোলা, এবং হাততালি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যদি হাততালি আপনার উপাসনার অংশ হয়, তাহলে উপাসনার লিডারকে নিশ্চিত করতে হবে যে, যে গানটি গাওয়া হচ্ছে তার সাথে এটি উপযুক্ত। প্রার্থনার গানের সময়ে হাততালি দেওয়া বার্তার সাথে উপযুক্ত নয়। আনন্দজনক প্রশংসা গানের সময় হাততালি দেওয়া উপযুক্ত। লিডারের জন্য প্রশ্নটি সবসময়ে এটি নয় যে, "হাততালি দেওয়া কি ঠিক নাকি ভুল?" আরো ভালো প্রশ্ন হতে পারে, "এই গানটির জন্য এবং আমাদের উপাসনার এই পর্যায়ে কি হাততালি দেওয়া উপযুক্ত?"

---

[83] Scott Aniol, *Worship in Song* (Winona Lake, IN: BMH Books, 2009), 135-140

উপাসনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাততালি

আরো কঠিন বিষয় হলো কোনো বিশেষ গানের *প্রতিক্রিয়ায়* হাততালি দেওয়া। শাস্ত্রে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যেখানে ইহুদি বা খ্রিষ্টবিশ্বাসী উপাসনাকারীরা উপাসনার প্রতিক্রিয়ায় হাততালি দিয়েছিল।

আজকাল কিছু কিছু সংস্কৃতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সহজেই হাততালি দেয়। এই সমস্ত সংস্কৃতিতে, হাততালির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ করা স্বাভাবিক। অন্যান্য সংস্কৃতিতে, হাততালি মূলত একটি ভালো পারফর্ম্যান্সের স্বীকৃতির সাথে সম্পর্কিত। এই সমস্ত সংস্কৃতিতে, কোনো কয়্যার বা মিউজিশিয়ান প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাততালি উপাসনার পরিবর্তে একটি কনসার্টের পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

যেহেতু শাস্ত্র এই বিষয়টির সরাসরি উল্লেখ করে না, তাই আমাদের কোনো নির্দিষ্ট বিবৃতি এড়িয়ে চলা উচিত। যদি হাততালি ঈশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ করে এমন একটি স্বাভাবিক আনন্দের প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে এটি একটি উপাসনার কাজ হতে পারে। যদি হাততালি বার্তা দেয়, "এই ব্যক্তি আমাদের আনন্দের জন্য দুর্দান্ত দক্ষতা দেখাচ্ছে," তাহলে এটি উপাসনা থেকে মনোযোগ সরাতে পারে।

মন্ডলী এবং মিউজিশিয়ান উভয়েরই হাততালি দেওয়ার প্রেরণাটি দেখা উচিত। **মন্ডলী**র সদস্যদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, "আমি কেন হাততালি দিচ্ছি? আমার হাততালি কি ঈশ্বরের প্রশংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত, নাকি একজন শিল্পীর প্রশংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত?"

মিউজিশিয়ানের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, "কেন কংগ্রিগেশন হাততালি দিচ্ছে? আমার গান কি ঈশ্বরের প্রশংসার আনন্দদায়ক কাজকে অনুপ্রাণিত করেছে, নাকি আমার গান আমার দক্ষতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে? আমি কি উপাসনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলাম?" উপাসনার লিডার হিসেবে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যে আমাদের পরিচর্যা কাজ আমাদের সামর্থ্যের দিকে নয়, বরং ঈশ্বরের দিকে নির্দেশ করে।

মিলিয়ে দেখুন

যদি আপনার মন্ডলী উপাসনার সময়ে হাততালি দেয়, তাহলে কি এটি সত্যিই ঈশ্বরের প্রশংসার প্রকাশ, নাকি এটি কোনো শিল্পীর প্রশংসার প্রকাশ?

রোমীয় ১৪ অধ্যায় এবং উপাসনা শৈলী

► রোমীয় ১৪:১-২৩ পদ পড়ুন।

রোমীয় ১৪ অধ্যায় প্রশ্নজনক বিষয়গুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা প্রদান করে, যেগুলির বিষয়ে শাস্ত্র স্পষ্টভাবে কোনো কথা বলে না। পৌল সেইসব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যারা মাংস খাওয়া বা বিশেষ দিনগুলি পালন করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। তিনি নিম্নলিখিত নীতিগুলি প্রদান করেছেন।

(১) প্রশ্নজনক ব্যাপার নিয়ে অন্যদেরকে বিচার করবেন না (রোমীয় ১৪:১-১৩)।

যেসব বিষয়ে শাস্ত্র স্পষ্টভাবে কোনো কথা বলে না, সেখানে আমাদের অবশ্যই তাদের বিবেকের স্বাধীনতা দিতে হবে যারা আমাদের সাথে একমত নয়। আমাদের শাস্ত্রের চেয়ে বেশি সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়!

(২) দুর্বলদের হোঁচট খাওয়ার কারণ তৈরি করবেন না (রোমীয় ১৪:১৩-১৫)।

পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে একজন অপরিণত বিশ্বাসী একজন পরিপক্ক বিশ্বাসীর স্বাধীনতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে, প্রেমের বিধান দুর্বলদের প্রতি আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করতে বাধ্য করে। যার জন্য খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন, নিজেদের স্বাধীনতার জন্য তার ক্ষতি করবেন না।

পৌলের উক্তি খ্রিষ্টীয় আচরণের সকল ক্ষেত্রের জন্য একটি পরাক্রমী আদর্শ; "আমি যে খাবার গ্রহণ করি, তা যদি অপর বিশ্বাসীর পাপে পতনের কারণ হয়, আমি আর কখনও সেই খাবার গ্রহণ করব না, যেন আমি তার পতনের কারণ না হই" (১ করিন্থীয় ৮:১৩)।

(৩) বিশ্বাস থেকে কাজ করুন, সন্দেহ থেকে নয় (রোমীয় ১৪:২৩)।

নবীন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। "যা কিছু বিশ্বাস থেকে হয় না, তাই পাপ।" অন্য কাউকে খুশি করার জন্য আমাদের কখনোই নিজেদের বিবেককে লঙ্ঘন করা উচিত নয়। "যে ব্যক্তির সন্দেহ আছে, সে যদি আহার করে তাহলে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কারণ তার আহার করা বিশ্বাস থেকে হয় না।"

উপাসনার ধরণে প্রয়োগ করার সময়ে এই নীতিগুলি আমাদের সতর্ক করে:

১। **যারা এমন কোনো ধরণ ব্যবহার করে যা নিয়ে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, তাদের বিচার করবেন না।** যদি শাস্ত্র স্পষ্টভাবে কিছু না বলে থাকে, তাহলে আপনিও চটজলদি বিচার করবেন না।

২। **এমন সঙ্গীত ব্যবহার করবেন না যা একজন নতুন বিশ্বাসীকে আঘাত করতে পারে।** যদি একজন বিশ্বাসী এমন জীবনধারা থেকে আসে যেখানে নির্দিষ্ট কোনো গানের ধরণ অনৈতিক আচরণের সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে সেই ধরণটি কখনোই সেই বিশ্বাসীর জন্য সহায়ক হতে পারে না। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা আপনাকে এমন কিছু এড়াতে অনুপ্রাণিত করবে যা তার আত্মিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

৩। **যখন আপনার বিবেকে সন্দেহ জাগে তখন স্বাধীনতা ব্যবহার করবেন না।** আপনার অবশ্যই নীতিমালা পরীক্ষা করা উচিত নয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আপনাকে এমন কিছু এড়িয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করবে যা আপনার নিজের বিবেকের মধ্যে সন্দেহ জাগায়।

শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের উপাসনায় অন্তর্ভুক্ত করা

"আমরা কীভাবে শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের উপাসনায় জড়িত করতে পারি? বড়োদের উপাসনা বোঝার মতো বয়স না হওয়া পর্যন্ত কি তাদের আলাদা উপাসনায় রাখা উচিত? আমরা কীভাবে শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের প্রকৃত অর্থে উপাসনা করতে উৎসাহিত করব?"

অনেক মন্ডলী শিশু, তরুণ-তরুণী, এবং প্রাপ্তবয়স্কদের উপাসনায় আলাদা করে। এর দু'টি কারণ রয়েছে: ছোটো বাচ্চারা প্রাপ্তবয়স্কদেরকে উপাসনা করা থেকে মনোযোগ বিচ্যুত করবে এই উদ্বেগ এবং শিশু এবং তরুণ-তরুণীরা উপাসনা সভায় কী ঘটছে তা বুঝতে পারবে না এই উদ্বেগ।

শাস্ত্রে এমন কিছু নেই যা তরুণ-তরুণী বা শিশুদের জন্য পৃথক সভার আয়োজনকে নিষিদ্ধ করে। তবে, কমপক্ষে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত:

১। **শাস্ত্রে, উপাসনা ছিল আন্তঃপ্রজন্মগত।** শাস্ত্রে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে উপাসনায় শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের সাথে আলাদা ব্যবস্থা করা হত। মন্দিরের উপাসনায়, বলিদানের আচারের জন্য পুরো পরিবার একসাথে থাকত। নতুন নিয়মে এমন কিছু নেই যা ইঙ্গিত করে যে প্রথম শতকের উপাসনার সময়ে শিশু বা তরুণ-তরুণীদের আলাদা করা হতো।

২। **বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের সম্মিলিত উপাসনা খ্রিষ্টের দেহকে একীভূত করে।** সমসাময়িক উপাসনা এবং ঐতিহ্যবাহী উপাসনার জন্য পৃথক সভার আয়োজন যেমন দেহের ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, তেমনি শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য পৃথক সভার আয়োজন মন্ডলী পরিবারের অংশ হওয়ার বিষয়ে তাদের সচেতনতা হ্রাস করতে পারে। অন্যদিকে, শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের মন্ডলী পরিবারের উপাসনায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে সকলেই বুঝতে পারে যে তারা খ্রিষ্টের দেহের একটি মূল্যবান অংশ (১ তিমথি ৪:১২)।

৩। **বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের সম্মিলিত উপাসনার মাধ্যমে, বিশ্বাস পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঞ্চারিত হয়।** আমরা উপাসনা করার মাধ্যমে উপাসনা করতে শিখি। যদি সতর্কভাবে এটি পরিকল্পনা না করা হয়, তাহলে শিশুদের উপাসনা সভা শিশুদের বিনোদনের সময় হয়ে উঠতে পারে যাতে তারা প্রাপ্তবয়স্কদের উপাসনা সভায় সমস্যা সৃষ্টি না করে। যদি আমরা এটি করি, তাহলে শিশুরা কখন উপাসনা করতে শিখবে?

সম্মিলিত উপাসনা সভার অংশ হিসেবে তরুণ-তরুণী ও শিশুরা

তরুণ-তরুণী এবং শিশুরা প্রায়শই একটি সম্মিলিত উপাসনা সভায় অংশগ্রহণ করতে পারে যা সকল বয়সের মানুষের জন্য উপাসনা। এর মধ্যে মূল সারমনের মতো একই বিষয়ে শিশুদের জন্য উপযুক্ত একটি ছোটো সারমন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

যখন আমরা ধরে নিই যে শিশুরা গভীর সত্য বুঝতে পারে না, তখন আমরা তাদের আত্মিক বিচক্ষণতার জন্য যথেষ্ট কৃতিত্ব দিতে ব্যর্থ হই। পবিত্র আত্মাই প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু – প্রতিটি শ্রোতাকে জ্ঞানদান করেন (১ করিন্থীয় ২:১০)। এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের উপাসনাতেও, পবিত্র আত্মা তাদের তরুণ হৃদয়ে সত্য প্রকাশ করতে পারেন। প্রাপ্তবয়স্কদের উপাসনায় শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাদের তাদেরকে উপাসনা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আমরা শিশুদের কাছে সভার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে পারি। আমরা শাস্ত্রপাঠ এবং স্তোত্রগীতের কঠিন শব্দগুলি ব্যাখ্যা করে দিতে পারি। এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদেরকেও কখনো কখনো সেই শব্দগুলি ব্যাখ্যা করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়! উপাসনায় শিশুদের জন্য জায়গা করে দিয়ে, আমরা তাদের দেহের সাথে উপাসনাকারী হিসাবেও বেড়ে উঠতে দিই।

তরুণ-তরুণীদের এবং শিশুদের জন্য পৃথক উপাসনা সভা[84]

অনেক মন্ডলী তরুণ-তরুণী এবং শিশুদের জন্য আলাদা আলাদা সভার আয়োজন করে। এই সভাগুলি বিনোদনের নয়, বরং উপাসনার হওয়া উচিত। যদি শিশু এবং তরুণ-তরুণীরা উপাসনা করতে না শেখে, তাহলে তারা আত্মিক পরিপক্কতায় বৃদ্ধি

[84] এই বিভাগে Hobe Sound Bible College-এর শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপিকা মিসেস ক্রিস্টিনা ব্ল্যাক (Christina Black)-এর উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে।

পাবে না। ঠিক যেমন একটি শিশু ক্যান্ডি খেয়ে দৈহিক স্বাস্থ্য বিকাশ করে না, তেমনি একটি শিশু আত্মিক জাঙ্ক ফুড খেয়েও আত্মিক স্বাস্থ্য বিকাশ করে না।

যদি কোনো মন্ডলী প্রাপ্তবয়স্ক এবং তরুণ/শিশুদের জন্য আলাদা আলাদা সভার আয়োজন করে, তাহলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সেই সভাটি প্রকৃত অর্থেই একটি উপাসনামূলক সভা। তরুণ-তরুণী এবং শিশুদের উপাসনায় শাস্ত্র পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। শিশুদের জন্য, আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়ালগুলি শাস্ত্রের সত্যতাকে আরো শক্তিশালী করতে পারে।

এই সভায় এমন একটি সারমন বা বাইবেলের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা তরুণ-তরুণী এবং শিশুদের প্রয়োজনে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করে। শিক্ষকের হাতে বাইবেল যেন ভালোবাসার সাথে ধরা থাকে। শিশু এবং তরুণ-তরুণীরা প্রাপ্তবয়স্কদেরকে ঈশ্বরের বাক্য করতে ব্যবহার দেখে এটিকে সম্মান করতে এবং ব্যবহার করতে শেখে।

সভায় এমন গান থাকা উচিত যা বাইবেলভিত্তিক সত্যকে তুলে ধরে। এটিতে প্রশংসা এবং অনুরোধ দুই ধরণের প্রার্থনার সময়ই অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। এটিতে নৈবেদ্য অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত যেখানে শিশুরা ঈশ্বরের কাছে তাদের দান নিয়ে আসে। শিশু বা তরুণ-তরুণীদের জন্য উপাসনা সভায় উপাসনার সকল উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

শিশুদেরকে প্রার্থনা করতে শেখানো: "প্রার্থনার হাত"

বুড়ো আঙুল আমাদেরকে আমাদের কাছের মানুষদের জন্য প্রার্থনা করার কথা মনে করিয়ে দেয় (পরিবার)।

তর্জনী আমাদেরকে তাদের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা মানুষকে যিশুর পথে নিয়ে যায় (পাস্টার, শিক্ষক, এবং মিশনারি)।

মধ্যমা সবচেয়ে লম্বা আঙুল। এটি আমাদেরকে দেশ, স্কুল, মন্ডলী এবং বাড়ির লিডারদের জন্য প্রার্থনা করার কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনামিকা সবচেয়ে দুর্বল আঙুল। কেবল চতুর্থ আঙুলটি তোলার চেষ্টা করে এটি প্রমাণ করুন। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে যারা দুর্বল এবং যাদের যিশুকে প্রয়োজন তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

কনিষ্ঠা সবচেয়ে ছোটো আঙুল। এটি তোমাকে তোমার জন্য প্রার্থনা করার কথা মনে করিয়ে দেয়।

পুরো হাতটি উপরের দিকে তোলা আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রশংসা করার কথা মনে করিয়ে দেয়।

এই প্রার্থনার হাতটি একটি প্রার্থনার পদ্ধতিকে দেখায় যা অল্পবয়সী উপাসনাদের প্রার্থনার স্তরকে উন্নত করে।

সারসংক্ষেপ

যদি আমরা আমাদের শিশুদেরকে পরিপক্ক বিশ্বাসী রূপে দেখতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তাদের জন্য আত্মিক পুষ্টি প্রদান করতে হবে। একটি মিলিত সভা বা পৃথক – যেমনই হোক, আমাদের অবশ্যই আমাদের শিশুদেরকে উপাসনায় নেতৃত্বে দিতে হবে।

মিলিয়ে দেখুন

শিশু ও তরুণ-তরুণীদের জন্য আলাদা আলাদা সভা হোক অথবা সমগ্র মন্ডলীর জন্য একটি সম্মিলিত সভা হোক, আপনি কি আপনার মন্ডলীর শিশুদেরকে এবং তরুণ-তরুণীদেরকে উপাসনা করতে শেখাচ্ছেন?

উপাসনায় আবেগ

*"আমার দেশের মানুষ খুবই আবেগপ্রবণ, এবং আমাদের উপাসনা প্রায়শই আমাদের আবেগপূর্ণ জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটায়। আমাদের উপাসনা সঙ্গীত সাধারণত দ্রুত, জোরে এবং ছন্দময় হয়। এটি আমাদের অংশগ্রহণ করতে এবং আবেগ প্রকাশ করতে সাহায্য করে। তবে, আমার মনে হয় যে সঙ্গীত **কেবলই** আবেগপূর্ণ। আমি জানি না আমাদের সঙ্গীত সত্যিকারের উপাসনার জন্য যথেষ্ট কিনা।"*

প্রকৃত উপাসনা হলো আত্মা ও সত্যে উপাসনা। প্রকৃত উপাসনায় আবেগ থাকে, কিন্তু এটি আবেগের চেয়েও বেশি কিছু। উপাসনায় আবেগের সাথে সম্পর্কিত দু'টি ত্রুটি রয়েছে যা আমাদের বিপথে নিয়ে যেতে পারে।

(১) উপাসনায় আবেগকে অস্বীকার করার ভুল।

কিছু উপাসনাকারী উপাসনায় আবেগকে অস্বীকার করে। তারা উপাসনাকে ঈশ্বরের সাথে একটি জ্ঞানপূর্ণ সাক্ষাৎ হিসেবে দেখে; তারা ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের আবেগগত দিকটি চিনতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত উপাসনা আবেগের সাথে কথা বলে। আমাদের উপাসনা সভায় উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের নিজের প্রকাশের প্রতি তাদের আবেগগত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

> "গান গাওয়া হল এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর বাক্যকে আঁকড়ে ধরে এবং তাদের আবেগ ও ভালোবাসাকে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেয়।"
>
> - যোনাথন লীম্যান (Jonathan Leeman) থেকে অভিযোজিত

(২) উপাসনায় আবেগকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ভুল।

বিপরীত দিকের বিপদ হল উপাসনার ক্ষেত্রে কেবল আবেগের সাথে কথা বলার ভুল। যে উপাসনা আবেগের সাথে কথা বলে মনকে উপেক্ষা করে তা ১ করিন্থীয় ১৪:১৫ পদকে লঙ্ঘন করে; "আমি আমার আত্মাতে প্রার্থনা করব, কিন্তু আমি আমার বুদ্ধি-সহযোগেও প্রার্থনা করব।" উপাসনার যেকোনো দিক এই প্রলোভনে পড়তে পারে: একটি নাটকীয় সারমন যা শাস্ত্রের পাঠ্যের প্রতি বিশ্বস্ত নয়; আবেগপূর্ণ গান যা বাইবেলের সত্য বলতে ব্যর্থ হয়; এমন উপাসনা অনুশীলন যা উপাসনাকারীদের আবেগকে চালিত করে। যে উপাসনা শুধু আবেগের কথা বলে তা প্রকৃত উপাসনা নয়।

প্রকৃত উপাসনা: আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা

বাইবেলের উপাসনার আদর্শ আবেগের গুরুত্বকে সম্মান করে এবং আমরা যা প্রচার করি এবং গান করি সেটির সত্যতা সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করে। যেহেতু সঙ্গীত একটি আবেগপূর্ণ মাধ্যম, তাই আমরা যা গাই তার সত্যতা মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। তবে, সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে, সঙ্গীত মন এবং আবেগ উভয়ের সাথেই কথা বলে এমন সত্য প্রকাশে বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে।

জন ওয়েসলি (John Wesley) উপাসনায় আবেগকে মূল্যবান বলে মনে করতেন। তিনি একটি মন্ডলীকে "পাথরের মতো মৃত - পুরোপুরি শান্ত এবং পুরোপুরি উদাসীন" বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সত্যের সাথে সাক্ষাতের ফলে আবেগগত প্রতিক্রিয়া অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। একই সাথে, তিনি সত্য উপাসনা থেকে বিচ্যুত করে এমন আবেগগত অভিব্যক্তির সমালোচনা করতে তৎপর ছিলেন।

ওয়েসলি চরমপন্থার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন; আবেগকে অস্বীকার করা অথবা এটিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া। "আমাদের কি কোনো একটি চরমপন্থার দিকে দৌড়ানোর কোনো প্রয়োজন আছে? আমরা কি মধ্যম পথ অবলম্বন করব না

এবং ঈশ্বরের দানকে অস্বীকার না করে এবং তাঁর সন্তানদের মহান সুযোগ ত্যাগ না করে ভুল ও উৎসাহের মনোভাব থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখব না?"[85] এটি আজ আমাদের জন্য একটি ভালো আদর্শ: উপাসনায় আবেগের গুরুত্বকে সম্মান করা, একই সাথে ঈশ্বর এবং তাঁর সত্য থেকে আমাদের মনোযোগ বিচ্যুত করে এমন যেকোনো চরমপন্থা এড়িয়ে চলা।

আবেগ এবং সত্য: একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর অভিজ্ঞতা[86]

"স্বভাবের দিক থেকে আমি একজন আবেগগতভাবে সংবেদনশীল ব্যক্তি। মিউজিক আমার আবেগের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। কয়েক বছর আগে আমি আমার আবেগগত প্রতিক্রিয়ার উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস রাখার বিষয়ে একটি শিক্ষা পেয়েছি।

"যখন আমি একটি সুন্দর সুরেলা গান শুনছিলাম, তা আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। গানটি যত এগোচ্ছিল এবং যখন এটি সুরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি কাঁদতে শুরু করেছিলাম। গানের শেষে, আমার মনে হয়েছিল যেন আমি গভীর আত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

"তবে, দ্বিতীয়বার যখন আমি গানটি শুনেছিলাম, তখন আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পেরে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম: এই গানটি বাইবেলের ঈশ্বরের উপাসনা ছিল না। গানটি একটি ভ্রান্ত-ধর্মবিশ্বাসের দেবতার প্রশংসা করছিল। সেই নাটকীয় সুরের পরিবর্তনের শব্দগুলি ছিল বিশ্বাস-বিরোধী।

"সেদিন আমি শিখেছিলাম যে আমার আবেগকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বিশেষ করে সঙ্গীতের মাধ্যমে। এর অর্থ এই নয় যে সঙ্গীতের প্রতি সমস্ত আবেগগত প্রতিক্রিয়া অবৈধ, তবে এর অর্থ এই যে আমাকে গানের বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করতে হবে। আমাকে অবশ্যই 'আত্মাদের পরীক্ষা' করতে হবে যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে সেগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে।"

মিলিয়ে দেখুন

আপনার উপাসনা কি মন এবং আবেগ উভয়ের সাথেই সংযোগ স্থাপন করে? আপনি যে গানটি করেন এবং যা শিক্ষা দেন তা শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ত কিনা তা কি আপনি সতর্কভাবে মূল্যায়ন করেন?

উপাসনার বিপদ: উপাসনাকে তুচ্ছ করা

এই পাঠটি উপাসনাকে একটি মজাদার সময়ে হিসেবে বিবেচনা করার বিরুদ্ধে ওয়ারেন উইয়ার্সবি (Warren Wiersbe)'র একটি সতর্কতা দিয়ে শুরু হয়েছে।[87] তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যখন আমরা আমাদের সভাগুলিতে ঈশ্বরের পরিবর্তে মজা খুঁজি, তখন আমরা উপাসনাকে তুচ্ছ করে ফেলি। "মন্ডলীগুলি এখনো *উপাসনা* শব্দটি ব্যবহার করে কিন্তু এর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপাসনা কেবল এমন একটি শব্দ যা লোকেরা কংগ্রিগেশনের জন্য যা করার পরিকল্পনা করেছে সেটিকে ধর্মীয় সম্মান দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে ঈশ্বর সভার কেন্দ্রবিন্দু আছেন নাকি নেই, তা নিয়ে তারা চিন্তিত নয়।" এটি কীভাবে ঘটে?

---

[85] John Wesley, *John Wesley's Sermons*, "The Witness of the Spirit"

[86] ২৯শে মে, ২০১৪ তারিখে Dr. Andrew Graham -এর চিঠি থেকে।

[87] এই বিভাগের উদ্ধৃতিগুলি Warren Wiersbe, *Real Worship* (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 169-174 থেকে গৃহীত।

আমরা পবিত্র স্থান থেকে থিয়েটার হলের দিকে সরে যাই

উপাসনা যেকোনো জায়গায় হতে পারে। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা অত্যাচারীদের হাত থেকে লুকিয়ে গুহায় উপাসনা করেছে। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা নিজেদের বাড়িতে অথবা সুসজ্জিত ভবনে উপাসনা করেছে। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা হাসপাতালে শুয়ে, বিমানে চড়ে, অথবা কাজ করার সময়ে উপাসনা করেছে। উপাসনা যেকোনো জায়গায় হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ সম্মিলিত উপাসনা কোনো না কোনো বিল্ডিংয়ে হয়। 'মন্ডলীর কংগ্রিগেশনকে কোথাও না কোথাও মিলিত হতে হবে, এবং সেই 'কোনো জায়গা'-টি হয় একটি পবিত্র স্থানে অথবা একটি থিয়েটার হলে পরিণত হবে।"

পার্থক্যটি কী? একটি পবিত্র স্থান হলো "এমন একটি জায়গা যেখানে লোকেরা তাদের প্রভুর উপাসনা করার জন্য এবং তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্য একত্রিত হয়।" একটি থিয়েটার হলো এমন একটি জায়গা যেখানে লোকেরা কোনো পারফর্ম্যান্স দেখার জন্য মিলিত হয়। আপনার মন্ডলীর ঘরটি একটি থিয়েটার হল নাকি একটি পবিত্র স্থান?

আমরা কংগ্রিগেশন থেকে শ্রোতার দিকে সরে যাই

"একটি খ্রিষ্টীয় জনসমাগম যিশুখ্রিষ্টের উপাসনা করার জন্য এবং তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্য সম্মিলিত হয়। একজন দর্শক বা শ্রোতা একটি পারফর্ম্যান্স দেখা এবং শোনার জন্য আসে।" একটি কংগ্রিগেশন ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ; একজন দর্শক পারফর্মারের প্রতি নিবদ্ধ। একটি কংগ্রিগেশনে অংশগ্রহণকারীরা থাকে; দর্শক বা শ্রোতারা মূলত অপরিচিত ব্যক্তি হয়। আপনি কি একটি কংগ্রিগেশনকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাকি একদল দর্শককে?

আমরা পরিচর্যা কাজ থেকে পারফরম্যান্সের দিকে সরে যাই

"আমরা মূলত ঈশ্বরের সত্য **ব্যক্ত করার** জন্য পরিচর্যা কাজ করি; আমরা আমাদের দক্ষতা দিয়ে **মুগ্ধ করার** জন্য পারফর্ম করি। পরিচর্যাকারী জানে যে ঈশ্বর দেখছেন এবং তাঁর অনুমোদনই মূল বিষয়; পারফর্মার শ্রোতাদের হাততালি চায়।" পরিচর্যা কাজ বিভিন্নভাবে পারফরম্যান্স হয়ে যেতে পারে: একজন সঙ্গীতশিল্পী যে শ্রোতাদের বিনোদনের জন্য পারফর্ম করে, একটি প্রশংসা দল যা একটি নির্দিষ্ট আবেগগত প্রতিক্রিয়া খোঁজে, অথবা একজন প্রচারক যিনি মানুষের প্রতিক্রিয়া দ্বারা তার প্রচার পরিমাপ করেন। আপনি কি পরিচর্যা কাজ করছেন নাকি পারফর্ম করছেন?

উপসংহার: এক মিশনারির সাক্ষ্য – রোমীয় ১৪ অধ্যায়ের বাস্তব অনুশীলন

"আমি এক মিশনারি বন্ধু এবং আটজন ফিলিপিনো পাস্টারের সাথে একটি লিডারশিপ সেমিনারে যোগদান করার সময়ে অন্যদের উপাসনার ধরণে পার্থক্যের কারণে বিচার করার বিষয়ে একটি মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিলাম।[88]

"আমরা একটা বড় কনভেনশন সেন্টারে গেছিলাম এবং আমাদের সিটগুলো অনেক উঁচুতে ছিল। হলটির ছাদ থেকে বিশাল পর্দা এবং লাউডস্পিকার ঝুলছিল। উপাসনার লিডার ছিল এক ফিলিপিনো মহিলা, তার পিছনে ছিল একটি প্রশংসাকারী দল। তারা হাততালি দিচ্ছিল এবং উত্তেজিত জনতাকে 'ইয়েস, লর্ড, ইয়েস!' বলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আমার রুচির চেয়ে এটা অনেক বেশি প্রাণবন্ত ছিল।

[88] ফিলিপাইন দেশের ভূতপূর্ব মিশনারি Rev. David Black-এর সাক্ষ্য।

"পুনরাবৃত্ত মিউজিক, উচ্চস্বরে গান এবং শারীরিক নড়াচড়া আমাকে ভীষণ চিন্তিত করে তুলেছিল। আমরা আমাদের ফিলিপিনো পাস্টারদেরকে পবিত্র লিডার হয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, এবং এখন আমরাই তাদেরকে এই ধরণের উপাসনায় অন্তর্ভুক্ত করছিলাম! ফিলিপিনো পাস্টারদের মধ্যে একজন, যিনি অত্যন্ত আত্মিক একজন লিডার ছিলেন, তিনি সেখানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি নীরবে প্রার্থনা করছিলেন এবং সেই উপাসনায় অংশগ্রহণ করছিলেন না।

"আমি হতাশ হয়ে বলেছিলাম, 'আমরা কী করব?' পরে, আমি দেখলাম এই একই পাস্টার হাততালি দিচ্ছেন এবং হৃদয় দিয়ে গান গাইছেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, এবং তিনি উপাসনায় মগ্ন ছিলেন।

"সেই সন্ধ্যায় আমরা কনফারেন্সটিতে নেতৃত্ব সম্পর্কে যা শিখেছিলাম তা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কথোপকথনের সময়ে, আমি এই ফিলিপিনো লিডারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তার হঠাৎ আচরণ পরিবর্তনের কারণ কী ছিল। 'আপনি কেন প্রথমে অংশগ্রহণ না করে হঠাৎ করে উপাসনা করতে এবং গান উপভোগ করতে শুরু করলেন?'

"তাঁর উত্তরটি খুব দৃঢ় ছিল। 'ওই মিউজিকে আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু, যখন আমি প্রার্থনা করছিলাম, ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছিলেন যে ওখানকার উপাসনা লিডার এবং বাকি লোকেরা তাদের হৃদয়ের সর্বস্ব দিয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করছিল। তারা যা জানত সেই অনুযায়ীই তারা ঈশ্বরকে তাদেরকে সর্বোত্তমটি দিচ্ছিল। প্রভু বলেছিলেন, "তুমি কি ওদেরকে আমার উপর ছেড়ে দিতে পারবে? তুমি কি অন্যদের বিচার না করে আমাকে উপাসনার নৈবেদ্য দান করতে পারবে?"

"এই পাস্টার তার চারপাশের বাকিদের বিচার না করে নিজের স্বভাবগত পদ্ধতিতেই তাঁর সর্বস্ব হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে শুরু করেছিলেন। এটি কি এই পাস্টারের উপাসনার পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন এনেছে? না; যখন তিনি তার মন্ডলীতে ফিরে গিয়েছিলেন, তিনি সেই সপ্তাহান্তে দেখা উপাসনার পদ্ধতিটিকে আরোপ করেননি।

"আমাদের মন্ডলীর একজন লিডার হিসেবে, এই ব্যক্তি প্রায়শই তার সহ-পাস্টারদের উৎসাহিত করতেন যেন তারা কংগ্রিগেশনের মধ্যে হস্তক্ষেপ না করে উপাসনায় স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি তার সহ-পাস্টারদেরকে দু'টি নীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে উৎসাহিত করেছিলেন:

১। নিজের মন্ডলীতে উপাসনা সম্পর্কে বাইবেলভিত্তিক নীতিগুলিকে সতর্কভাবে অনুসরণ করা।
২। অন্যান্য মন্ডলীর উপাসনার ধরণ বা পদ্ধতির সমালোচনা করা এড়িয়ে চলা।"

৯ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) উপাসনা এবং সংস্কৃতি

- উপাসনার ধরণ মূল্যায়ন করার সময়ে, আমাদের সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।
- যখন আমাদের সংস্কৃতি শাস্ত্রের বিরোধিতা করে, তখন সংস্কৃতির প্রত্যাশার পরিবর্তে আমাদেরকে শাস্ত্রের আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
- বিশ্বের কাছে সুসমাচার পৌঁছানোর জন্য, আমাদের প্রশ্ন করা উচিত যে আমাদের উপাসনা কীভাবে আমাদের সংস্কৃতির সাথে সবচেয়ে কার্যকরভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

(২) তিনটি প্রশ্ন আমাদেরকে স্থানীয় মন্ডলীর উপাসনা এবং পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

- ***এখানে কারা আছে?*** এই প্রশ্নটি কংগ্রিগেশনের দিকে তাকায় যারা মন্ডলীর অংশ।
- ***এখানে কারা ছিল?*** এই প্রশ্নটি মন্ডলীর ঐতিহ্যের দিকে তাকায়।
- ***এখানে কাদের থাকা উচিত?*** এই প্রশ্নটি আমাদের যে সমাজের কাছে পৌঁছানোর আহ্বান জানানো হয়েছে তাদের দিকে তাকায়।

(৩) যেহেতু সঙ্গীত আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু, তাই মন্ডলীগুলিকে এমন গান বেছে নিতে হবে যা একইসাথে বাইবেলের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল।

(৪) যদি হাততালি দেওয়া উপাসনার অংশ হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "এই গানটির জন্য এবং আমাদের উপাসনার এই পর্যায়ে কি হাততালি দেওয়া উপযুক্ত?"

(৫) যদি কোনো বিশেষ গানের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাততালি দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "আমার হাততালি কি ঈশ্বরের প্রশংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত, নাকি একজন শিল্পীর প্রশংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত?"

(৬) যদি আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের সভায় শিশুদের এবং তরুণ-তরুণীদের রাখি, তাহলে আমাদেরকে এমন উপাসনার পরিকল্পনা করতে হবে যা সব ধরণের বয়সের জন্যই উপযুক্ত।

(৭) যদি আমরা শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য আলাদা সভার ব্যবস্থা রাখি, তাহলে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে সেই সভাগুলি উপাসনার জন্য, তা বিনোদনের জন্য নয়।

(৮) আমাদের উপাসনায় আবেগকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াও উচিত নয়, আবার অস্বীকার করাও উচিত নয়।

৯ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই পাঠে একাধিক "মিলিয়ে দেখুন" বিভাগ আছে। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যেকোনো একটির উপর একপাতার প্রত্যুত্তর লিখুন। আপনার উত্তরে দু'টি অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত:

- আপনার বর্তমানে উপাসনায় কী করছেন তার একটি পর্যালোচনা।
- বাইবেলের উপাসনার নীতি থেকে দূরে না সরে গিয়ে আপনার উপাসনাকে সাংস্কৃতিকভাবে আরো প্রাসঙ্গিক করে তুলবে এমন পরিবর্তনের জন্য একটি সুপারিশ।

(২) পরবর্তী পাঠের শুরুতে, এই পাঠের উপর ভিত্তি করে আপনি একটি পরীক্ষা দেবেন। প্রস্তুতির সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে অধ্যয়ন করুন।

৯ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) যদি কোনো উপাসনা পদ্ধতি আমাদের সংস্কৃতিক রুচিকে আঘাত করে কিন্তু বাইবেলের নীতির বিরোধিতা করে না, তাহলে আমাদের কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত?

(২) আমাদের সংস্কৃতিতে যা স্বাভাবিক কিন্তু তা শাস্ত্রের বিরোধিতা করে, এমন উপাসনা পদ্ধতিগুলির প্রতি আমাদের কীভাবে সাড়া দেওয়া উচিত?

(৩) আমাদের মন্ডলী উপাসনা এবং পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা বোঝার জন্য আমাদের কোন তিনটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিত?

(৪) রোমীয় ১৪ অধ্যায় থেকে উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি নীতি তালিকাভুক্ত করুন।

(৫) আন্তঃপ্রজন্ম উপাসনার জন্য তিনটি বিবেচনা তালিকাভুক্ত করুন।

(৬) উপাসনায় আবেগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দু'টি ভুল উল্লেখ করুন।

(৭) ১ করিন্থীয় ১৪:১৫-১৭ পদটি মুখস্থ করে লিখুন।

পাঠ ১০
উপাসনার জীবনধারা

পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) সম্মিলিত উপাসনা এবং উপাসনার একটি জীবনধারার মধ্যে সম্পর্কটি উপলব্ধি করতে পারবে।

(২) বুঝতে পারবে যে উপাসনার জীবনধারা একজন ব্যক্তির মূল্যবোধগুলি পরিবর্তন করে।

(৩) ঈশ্বরের মহিমায় জীবন যাপন করার চেষ্টা করবে।

(৪) রোমীয় ১২:২ পদে শেখানো উপাসনার জীবনধারায় অঙ্গীকারবদ্ধ হবে।

(৫) উপাসনার একটি বাইবেলভিত্তিক ঈশতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

১ করিন্থীয় ১০:৩১ পদ মুখস্ত করুন।

ভূমিকা

একই বছরে, আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ দু'টি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: "আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টীয় জনসংখ্যার দেশ" এবং "আফ্রিকার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ।"

এশিয়ার বৃহত্তম মন্ডলীগুলির একটির পাস্টার লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

আমেরিকার একটি খুব বড়ো মন্ডলীর লিডার বৈবাহিক জীবনে অবিশ্বস্ততার কথা স্বীকার করার পর পদত্যাগ করেছেন।

ভুলটি কোথায় হচ্ছে? এই পরিস্থিতিগুলিতে একাধিক বিষয় আছে, কিন্তু সবগুলিতে একটি জিনিস একইরকম: রবিবারের উপাসনা সোমবারের জীবনকে প্রভাবিত করে না। রবিবার "উপাসনা"আবেগ এবং উদ্দীপনা হিসেবে বিবেচিত হয়। সোমবার "বাস্তব জীবন" অনৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলন এবং আত্মতৃপ্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। বহু মানুষের জন্য, উপাসনার কার্যকলাপের ফলাফল একটি পরিবর্তিত জীবন নয়।

► আলোচনা করুন যে কীভাবে উপাসনা আপনার দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। কীভাবে আপনার উপাসনার কারণে আপনার ব্যবসা ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়? কীভাবে আপনার উপাসনার কারণে আপনার পরিবারের সম্পর্কগুলি ভিন্ন রকমের? আপনার নৈতিকতা? আপনার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত? আপনার আর্থিক কাজকর্ম? আপনি কি একটি উপাসনার জীবন যাপন করছেন?

উপাসনা: রবিবারের চেয়েও বেশি কিছু

এই পাঠের ভূমিকায় বর্ণিত সমস্যা নতুন নয়। আমোষ সেইসব লোকেদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছিলেন যারা হোমবলি নিয়ে আসত এবং মন্দিরের সমস্ত রীতিনীতি মেনে চলত, কিন্তু ধার্মিক জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল (আমোষ ৫:২১-২৪)। যিরমিয় সেইসব লোকেদের কাছে প্রচার করেছিলেন যারা চিৎকার করেছিল, "এই হল সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির!" কিন্তু তারা ঈশ্বরের উপস্থিতির বাস্তবতা জানত না (যিরমিয় ৭:৪)। যিশু তাদের বর্ণনা দিয়েছিলেন যারা ব্যবস্থার প্রতিটি খুঁটিনাটি মেনে চলত, ক্ষুদ্রতম জিনিসের দশমাংশ দিত এবং যারা প্রার্থনা, বিশ্রামবার পালন এবং অন্যান্য উপাসনা রীতিনীতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় অশুচি ছিল (মথি ২৩:২৩)। এই লোকেরা নিজেদেরকে উপাসনাকারী বলে দাবি করত, কিন্তু তাদের উপাসনা ছিল মিথ্যা। প্রকৃত উপাসনা সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে।

পৌল সেইসব বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা মাংসের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। এই সমস্যার সমাধান করার পর, পৌল উপসংহারে বলেছেন, "অতএব, তোমরা ভোজন, কি পান, বা যা কিছুই করো, সবকিছুই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য করো" (১ করিন্থীয় ১০:৩১)। পৌল প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা মাংসের বিষয়টি নিয়ে কথা বললেও, নীতিটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা যদি প্রকৃত অর্থে উপাসনা করি, তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ঈশ্বরের গৌরবের জন্য যাপন করা হবে।

> "ঈশ্বরের সেবায় প্রতিদিন আমাদের জীবন উৎসর্গ করা আমাদের সারা জীবনের আহ্বান। রবিবার সকালের উপাসনা হলো সেই আহ্বানের ধারাবাহিকতা।"
>
> - ব্যারি লিইশ (Barry Liesch)

উপাসনার একটি সংজ্ঞা হলো "...ঈা।" "ঈশ্বর যা কিছু, সেই সবকিছুর প্রতি আমাদের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াই হলো উপাসনা।" [89] এই সংজ্ঞাটি দেখায় যে উপাসনা জীবনের সমস্ত দিককেই অন্তর্ভুক্ত করবে। উপাসনাকে সংজ্ঞায়িত করার সময় দু'টি নীতির ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক।

সম্মিলিত উপাসনা: রবিবারের উপাসনা

সম্মিলিত উপাসনা বলতে মন্ডলীর একটি সাংগঠনিক সমাবেশকে বোঝায়। এই সভাটি মন্ডলীর বিল্ডিংয়ে, বাড়িতে বা অন্য কোনো পরিবেশে হতে পারে। সেটিংটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে সম্মিলিত উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করাটি গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে সম্মিলিত উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়ার সুযোগ এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (ইব্রীয় ১০:২৫)।

একটি জীবনধারা হিসেবে উপাসনা: জীবনের সবকিছুতে উপাসনা

এদেন উদ্যানে, যদি আপনি আদম ও হবাকে জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমরা কখন উপাসনা করো?" তাহলে তারা উত্তর দিত, "আমরা নিরন্তর উপাসনা করি। আমাদের সমগ্র জীবনই উপাসনা।" এটিই হলো একটি জীবনধারা হিসেবে উপাসনা।

উপাসনা হলো বিশ্বাসীদের একটি সম্মিলিত সভা এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য যাপন করা একটি জীবন। দ্বিতীয় শতাব্দীর ফ্রান্সের লিওন্স-এর বিশপ আইরেনিয়াস (Iraeneus of Lyons) বলেছিলেন, "ঈশ্বরের গৌরব হলো একজন মানুষ, সম্পূর্ণ

---

[89] Warren Wiersbe, *Real Worship* (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 21

জীবিত।" এটি মানুষ-কেন্দ্রিক মানবতাবাদ নয়; এটি ঈশ্বর-কেন্দ্রিক স্বীকৃতি যে মানুষের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের গৌরবের জন্য বেঁচে থাকা। এটিই প্রকৃত উপাসনা।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত দিক, এমনকি সাধারণ বিষয়গুলিও ঈশ্বরকে উৎসর্গ করি। উপাসনা কেবল রবিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের কাজ, খেলাধুলা এবং সাধারণ কাজগুলি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য করা হয়। রোমীয় ১২:১ পদ দেখায় যে উপাসনার মধ্যে আমাদের দেহকে জীবন্ত বলিদান হিসেবে উৎসর্গ করা জড়িত; এটি আমাদের আত্মিক সেবা। উপাসনার বাইবেলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল একটি সাপ্তাহিক সভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; এটি হলো আমাদের সমগ্র জীবন ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা।

বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্মিলিত উপাসনা এবং দৈনন্দিন জীবন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। উপাসনার ব্যাপারে উভয় দিকই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা ভুলে যাই যে উপাসনা দৈনন্দিন জীবনকে জড়িত করে, তাহলে আমরা আমাদের জীবনের বাকি অংশেও কোনো প্রভাব না ফেলেই উপাসনা সভায় যোগ দিতে পারি। এর ফলে আমরা ঈশ্বরের প্রতি দৈনন্দিন আনুগত্য বজায় রেখে জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়ে সম্মিলিত উপাসনায় অংশগ্রহণ করি।

তবে, যদি আমরা কেবল "উপাসনাই জীবনের সবকিছু"-এর উপর জোর দিই, তাহলে আমরা মনোযোগী উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট একটি নিয়মিত সময়ের গুরুত্ব ভুলে যাব। সম্মিলিত উপাসনায় অংশগ্রহণ আমাদের জীবনের উপর ঈশ্বরের ন্যস্ত তত্ত্বাবধানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্টিয়ার্ডশিপ, অর্থাৎ ধনাদক্ষতার এই নীতিটি দশমাংশ এবং সাব্বাথ বা বিশ্রামবারে দেখা যায়। খ্রিষ্টীয় ধনাদক্ষতার অর্থ হলো আমাদের সমস্ত অর্থ ঈশ্বরের; এই নীতিটিতে আমাদের বিশ্বাস আমাদের দশমাংশ দেওয়ার মধ্যে দেখা যায়। সময় সম্বন্ধে একটি খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি বোঝায় যে সমস্ত জীবন ঈশ্বরের; সপ্তাহে একদিন উপাসনা এবং বিশ্রামের জন্য উৎসর্গ করে আমরা তা প্রদর্শন করি। একইভাবে, আমাদের জীবনের সকল দিকই উপাসনার অংশ; আমরা সহবিশ্বাসীদের সাথে সম্মিলিত উপাসনার জন্য একত্রিত হয়ে তা প্রদর্শন করি।

বব কউফলিন (Bob Kauflin) সম্মিলিত উপাসনা এবং একটি জীবনধারা হিসেবে উপাসনার মধ্যে সম্পর্কটি দেখিয়েছেন:

> রবিবার আমাদের সপ্তাহের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হতে পারে, কিন্তু এটাই একমাত্র মুহূর্ত নয়। সপ্তাহের সময়ে আমরা উপাসনার জীবন যাপন করি যখন আমরা আমাদের পরিবারকে ভালোবাসি, প্রলোভন প্রতিরোধ করি, সাহসের সাথে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলি, মন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াই এবং সুসমাচার প্রচার করি। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে আমরা হলাম **বিক্ষিপ্ত উপাসনাকারী মন্ডলী।**
>
> কিন্তু আমরা জগৎ, আমাদের মাংস এবং শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং ঈশ্বরের বাক্য এবং অন্যান্য পবিত্রগণের যত্ন দ্বারা আমাদের শক্তিশালী এবং উৎসাহিত হতে হয়। আমরা তাদের সাথে সহভাগিতা করতে চাই যাদের সাথে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের রক্তের মাধ্যমে আমাদের সংযুক্ত করেছেন। তাই আমরা **একত্রিত উপাসনাকারী মন্ডলী** হয়ে ওঠার জন্য মিলিত হই।[90]

[90] Bob Kauflin, *Worship Matters* (Wheaton: Crossway Books, 2008), 210

উপাসনা: ঈশ্বরের মহিমার জন্য জীবন যাপন করা

উপাসনা আমাদের মূল্যবোধগুলি প্রদর্শন করে

আমারা উপাসনা করার জন্যই সৃষ্ট। আমরা সকলেই কোনোকিছুর বা কারোর উপাসনা করি। আমরা তারই উপাসনা করি যেটিকে আমরা সর্বাধিক মূল্য দিই। উপাসনা বলে, "আমার জীবনে এটাই প্রথম স্থান অধিকার করে।"

অনেকে অর্থ, চাকরি, পদমর্যাদা, সম্পর্ক বা ভোগবিলাসকে উপাসনা করে। তাদের জীবনে এই বিষয়গুলি প্রথম স্থান অধিকার করে। আপনি কিভাবে জানবেন যে আপনি কিসের উপাসনা করেন? আপনি নিজের জীবনের দিকে তাকান। কোনটির জন্য আপনি সর্বাধিক শক্তি, সময়, এবং অর্থ ব্যয় করেন? সেটিই স্থির করে যে কোনটি আপনার কাছে সর্বাধিক মূল্যবান; সেটিকেই আপনি উপাসনা করেন।[91]

> "প্রত্যেকেরই একটি বেদী আছে। আর প্রতিটি বেদীতে একটি সিংহাসন আছে। তাহলে আপনি কীভাবে জানবে আপনি কীসের উপাসনা করবেন? এটি সহজ: আপনার সময়, আপনার ভালোবাসা, আপনার শক্তি, আপনার অর্থ এবং আপনার আনুগত্যের পথ অনুসরণ করুন। সেই পথের শেষে আপনি একটি সিংহাসন পাবেন, এবং সেই সিংহাসনে যা কিছু বা যে কেউ থাকুক, আপনার কাছে সেটাই সবচেয়ে মূল্যবান। সেই সিংহাসনে সেটাই আছে যেটির উপাসনা আপনি করেন।"
>
> - লুই গিগলিও (Louie Giglio)

কেবলমাত্র ঈশ্বরই উপাসনার যোগ্য; বাকি সবকিছুই গৌণ। উপাসনার জীবনধারা সবকিছুতে ঈশ্বরকে সবার আগে রাখে। প্রকৃত উপাসনাকারীরা ঈশ্বরকে তাদের জীবনের সিংহাসনে রেখেছে; তিনি সর্বোচ্চ মূল্যের অধিকারী। এর অর্থ হল, প্রকৃত উপাসনাকারীদের ক্ষেত্রে, জীবনের প্রতিটি দিক ঈশ্বরের গৌরবের জন্য যাপন করে।

প্রকৃত উপাসনা আমাদের মূল্যবোধগুলি পরিবর্তন করে

যিশাইয় ৬ অধ্যায়ে, আমরা দেখি যে প্রকৃত উপাসনা রূপান্তরকারী। উপাসনা যে কেবল আমাদের মূল্যবোধগুলি দেখায় তা নয়, এটি আমাদের মূল্যবোধগুলি পরিবর্তনও করে।

ঈশ্বর বা প্রতিমা – যারই উপাসনা করা হোক, তা আমাদের সত্তাকে পরিবর্তিত করে। গীত ১১৫:৮ পদ দেখায় যে প্রতিমাদের উপাসনা করা আমাদেরকে মন্দের দিকে পরিবর্তিত করে। "যারা প্রতিমা তৈরি করে তারা তাদের মতোই হবে, আর যারা সেগুলির উপর আস্থা রাখে তারাও তেমনই হবে।" প্রতিমা-উপাসকরা তাদের প্রতিমাদের মতোই হয়ে ওঠে। যারা অর্থের উপাসক, তারা ক্রমাগত লোভী হয়ে ওঠে; যারা আমোদ-প্রমোদের উপাসক, তারা ক্রমাগত আমোদ-প্রমোদেরই দাস হয়ে ওঠে; যারা খ্যাতির উপাসক, তারা ক্রমাগত আত্ম-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। আমরা যার উপাসনা করি, আমরা তারই মতো হয়ে উঠি।

একইভাবে, যারা ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা ক্রমবর্ধমানভাবে তাঁরই মতো হয়ে ওঠে। "আর আমরা সকলে, যারা অনাবৃত মুখমণ্ডলে প্রভুর মহিমা দর্পণের মতো প্রতিফলিত করছি, আমরা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মহিমায় রূপান্তরিত হচ্ছি।।।" (২ করিন্থীয় ৩:১৮)। উপাসনায়, আমরা তাঁর স্বরূপে রূপান্তরিত হই।

> উপাসনা কেবল এমন কিছু নয় যা আমরা করি; উপাসনা আমাদের সাথেও কিছু করে।

---

[91] Louie Giglio, *The Air I Breathe: Worship as a Way of Life.* (Sisters, OR: Multnomah Publishers, 2003) থেকে অভিযোজিত।

যখন আমরা উপাসনা করি, আমাদের মূল্যবোধগুলি বদলে যায়। উপাসনাকারী হিসেবে, আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত, "উপাসনা কি আমার জীবনকে রূপান্তরিত করছে?"

ঈশ্বরের মহিমার উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করা জীবনের সমগ্র দিককে অন্তর্ভুক্ত করে

একটি জীবনধারা হিসেবে উপাসনার অর্থ হলো সমগ্র জীবন ঈশ্বরের গৌরবের জন্য বেঁচে থাকা। অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাদের জীবনকে দু'টি বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত করে: পবিত্র (রবিবার) এবং ধর্মনিরপেক্ষ (সোমবার-শনিবার)। তারা "রবিবারের খ্রিষ্টিয়ান" হিসেবে জীবনযাপন করে। তারা মন্ডলীতে যায় এবং খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের কথা বলে, কিন্তু তাদের রবিবারের উপাসনা সোমবারের ব্যবসায়িক নৈতিকতা, বুধবারের পারিবারিক জীবন বা শনিবারের বিনোদনের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না।

ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি এই জগতের জীবনকে বোঝায়। খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে তার ধর্মনিরপেক্ষ জীবনও ঈশ্বরের মহিমার উদ্দেশ্যে যাপনের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে সোমবার এমনভাবে জীবনযাপন করতে বলা হয়েছে যাতে রবিবারের উপাসনার প্রভাব সেখানে দেখা যায়। উপাসনার শেষে, আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে, "আজকের উপাসনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমি আগামীকাল কী করব?" এটিই হলো ঈশ্বরের গৌরবের জন্য যাপন করা জীবন।

ঈশ্বরের মহিমায় জীবন যাপন করা কেমন কেমন দেখায়?

ঈশ্বরের মহিমার জন্য জীবনযাপন করার অর্থ হলো সমগ্র জীবন ঈশ্বরের প্রতি আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর অর্থ হলো ঈশ্বরকে এমনভাবে ভালোবাসা যাতে আমাদের আনন্দই তাঁকে খুশি করে। কোনো একজন বলেছেন যে কাউকে ভালোবাসার অর্থ হলো তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা। "আপনি সেই ব্যক্তির (বা জিনিসের) প্রেমে পড়েছেন যার সম্পর্কে আপনি চিন্তা করেন যখন আপনি আর অন্য কিছু নিয়ে ভাবছেন না।"

একইভাবে, লুই গিগলিও (Louie Giglio) পরামর্শ দেন, "আমাদের মুখ থেকে যা বের হয় তার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি আমাদের আত্মার মধ্যে কোনটি সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে।"[92] আমাদের কাছে যেটি সবচেয়ে মূল্যবান, আমরা তা নিয়ে কথা বলি।

এটা হয়তো খুব সরল মনে হতে পারে, কিন্তু একটু ভেবে দেখুন। যে ব্যক্তি অর্থ ভালোবাসে সে কী নিয়ে কথা বলে? টাকা-পয়সা নিয়ে। তারা টাকাকে মহিমান্বিত করে। একজন ক্রীড়াপ্রেমী কী নিয়ে কথা বলে? খেলাধুলা নিয়ে। তারা তাদের প্রিয় ক্রীড়া দলকে মহিমান্বিত করে।

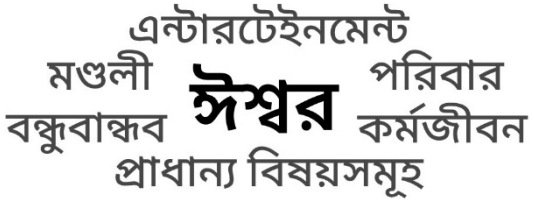

এর মানে কি এই যে একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রতিটি পরিস্থিতিতেই বাইবেল নিয়ে কথা বলা উচিত। না; এটি কেবল বোঝায় যে আমরা যা কিছু নিয়ে কথা বলব তা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবে। যখন আমরা কোনো ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, আমাদের সহকর্মীদেরকে বলার দরকার নেই, "এই সিদ্ধান্তটি যেন অবশ্যই ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে," বরং, ঈশ্বরের মহিমা আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে। যখন আমাদের সন্তানকে শাসন করতে হয়, তখন আমাদের এইভাবে কথোপকথন শুরু করার

[92] Matt Redman and Friends, *Inside, Out Worship* (Ventura: Regal Books, 2005), 78-তে Louie Giglio-র "গীত ১৬"।

দরকার নেই, "বাবু, আমি চাই এই শাসন ঈশ্বরের গৌরব করুক," বরং আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করব, "এই শাসনটি কি ঈশ্বরকে খুশি করবে নাকি আমি কেবল আমার রাগ কমাবো? আমার স্বর্গীয় পিতা কি এভাবেই আমাকে শাসন করবেন?"

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমরা প্রতিটি সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের মহিমার আলোয় নিয়ে থাকি। একটি জীবনধারা হিসেবে উপাসনার অর্থ হলো আমরা যা কিছু করি তার কেন্দ্রবিন্দু হলো ঈশ্বর এবং তাঁর মহিমা।

আগের একটি পাঠে, আমরা দেখেছিলাম যে অনুগ্রহ ছাড়া সম্মিলিত উপাসনা বিধানভিত্তিক হয়ে ওঠে, যেখানে আমরা প্রশ্ন করি, "আমরা কেমনভাবে উপাসনা করলে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করবে?" একইভাবে, অনুগ্রহ ছাড়া, উপাসনার জীবনধারা একটি আইনগত বোঝা হয়ে ওঠে, যেখানে আমরা প্রশ্ন করি, "যদি এই সিদ্ধান্তটি ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার সর্বোত্তম উপায় না হয় তাহলে কী হবে? যদি আমি সব গোলমাল করে ফেলি, ঈশ্বর কি রেগে যাবেন?"

আইনগত উপাসনার বিপরীতে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের আলোয় উপাসনা করা একটি চমৎকার সুযোগ হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের অনুগ্রহের আলোয় সম্মিলিত উপাসনা হলো ঈশ্বর কে এবং তিনি যা করেছেন তা উদযাপন করার একটি সুযোগ। একইভাবে, উপাসনার জীবনধারা (যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহের আলোয় জীবন যাপন করা হয়) হলো দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার একটি সুযোগ।

সোমবারের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের বিধান মেনে চলার জন্য আনন্দহীন প্রচেষ্টা নয়; এটি ঈশ্বরের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিকতা দিয়ে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার একটি আনন্দময় সুযোগ। একটি শিশুকে শাসন করা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করা এড়াতে একটি আনন্দহীন প্রচেষ্টা নয়; এটি আপনার সন্তানের কাছে ঈশ্বরের প্রেমময় চরিত্রের আদর্শ তৈরি করার একটি আনন্দময় সুযোগ। অনুগ্রহ উপাসনার জীবনধারাকে রূপান্তরিত করে।

উপাসনার জীবনধারা: একটি বাইবেলভিত্তিক আদর্শ

রোমীয় ১২:২ পদে খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে এক জীবন্ত বলিদান, পবিত্র এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে নিজেকে উপাস্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। এটি আমাদের আত্মিক উপাসনা। রোমীয় ১২:২ পদ দেখায় কীভাবে এই বলিদান প্রদান করতে হয়। উপাসনাকে একটি জীবনধারা হিসেবে বোঝার জন্য এই পাঠ্যটি নির্দিষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১১টি অধ্যায় ধরে পৌল খ্রিষ্টীয় জীবনের জন্য ধর্মতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করার পর এখন তিনি সেগুলি প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। যেহেতু আমরা অনুগ্রহের দ্বারা ধার্মিকগণিত হয়েছি (রোমীয় ১-১১), তাই আমাদের একটি নির্দিষ্ট উপায়ে জীবনযাপন করতে হবে (রোমীয় ১২-১৬)। এই অধ্যায়গুলি উপাসনার জীবনধারার জন্য একটি মডেল প্রদান করে।

উপাসনার জীবনধারার নেতিবাচক দিক

পৌল একটি নেতিবাচক আদেশ দিয়ে শুরু করেছেন: "আর তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না।" আমাদের এই জগতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করা উচিত নয়। আমরা এই জগৎ এবং স্বর্গীয় রাজ্য উভয়ের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে পারি না; আমরা ঈশ্বর এবং এই যুগের আত্মা উভয়েরই উপাসনা করতে পারি না।

জে. বি. ফিলিপস (J.B. Philips) পৌলের নির্দেশটিকে অনুবাদ করেছেন, "আপনার চারপাশের পৃথিবীকে তার ছাঁচে আপনাকে আটকে ফেলতে দেবেন না।" যখন মাটিকে ছাঁচে ফেলা হয়, এটি দ্রুত সেই ছাঁচটির আকার ধারণ করে। জগত

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে তার ছাঁচেই আটকে ফেলতে চায়। জগত আমাদেরকে জোর করে তার দাবিগুলি মানাতে চায়। পরিবর্তে, এই জগতের প্রভাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাদেরকে উপাসনার জীবনধারা যাপন করতে হবে।

এই প্রলোভনটি নির্দিষ্টভাবে বিপদজনক, কারণ আমরা সেই ছাঁচটি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আগেই তার সাথে মানানসই হয়ে যাই। জলে থাকা মাছ ভাবে না, "এটি জল।" এটি কেবলই তার জগত যেখানে সে বাস করে। নোংরায় ঘুরে বেড়ানো পোকা ভাবে না, "এটি নোংরা।" এটি কেবলই তার জগত যেখানে সে বাস করে। আমরা যদি সচেতন না হই, এক পতিত জগতে বাস করা খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভাববে না, "এটি পতিত জগত।" এটি কেবল তার বাস করার জগত হয়ে উঠবে।

এই কারণেই সম্মিলিত উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক সতর্ক করেছিলেন যে আমাদের কখনোই একসাথে মিলিত হওয়া অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কেন? কারণ এইভাবেই আমরা অন্যান্য আদেশগুলি পূর্ণ করি:

- "বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তায় সরল হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হই" (ইব্রীয় ১০:২২)
- "আমরা অবিচলভাবে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে ধরে থাকি..." (ইব্রীয় ১০:২৩)
- "আবার এসো, আমরা এও বিবেচনা করে দেখি, কীভাবে আমরা পরস্পরকে প্রেমে ও সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারি" (ইব্রীয় ১০:২৪)

উপাসনায়, আমাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে আমরা এই জগতের নই। ব্যাবিলনে, মন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাঁর লোকেদের সাথে সম্মিলিত উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে না পেরে, দানিয়েল যিরুশালেমের দিকে তার জানলাগুলি খুলে দিয়ে দিনে তিনবার প্রার্থনা করতেন (দানিয়েল ৬:১০)। উপাসনা দানিয়েলকে ব্যাবিলনের জগতের সাথে মানানসই হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে শক্তিশালী করেছিল। যতবার তিনি যিরুশালেমের দিকে মুখ করে বসতেন, স্মরণ করতেন, "আমি ব্যাবিলনের নাগরিক নই; আমি যিরুশালেমের নাগরিক। আমি মার্দুকের উপাসনা করি না; আমি যিহোবা'র সেবা করি।"[93]

উপাসনার জীবনধারার অর্থ হলো আমরা আমাদের পৃথিবীর ছাঁচে নিজেদেরকে মানানসই করে নিতে প্রত্যাখ্যান করি। এটি একগুচ্ছ প্রলোভনকে বাধা দেওয়ার চেয়েও বেশি কিছু। এটি একগুচ্ছ নীতি পালন করার চেয়েও বেশি কিছু। এটি একটি নির্দিষ্ট ধরণের পোশাক, আচরণ, বা ধর্মীয় সংস্কৃতির চেয়েও বেশি কিছু। এটি চিন্তাভাবনা করার এবং জীবন যাপন করার একটি সামগ্রিক পদ্ধতি। এটির অর্থ হলো সবকিছুকে ঈশ্বরের রাজ্যের নীতি অনুযায়ী মূল্যায়ন করা।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমরা কখনোই পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতিতে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণভাবে মানিয়ে নিতে পারব না। চীনে, পর্বতের উপরে প্রদত্ত উপদেশ-এর উপর একটি ক্লাসে, এক শিক্ষার্থী বলেছিল, "চীনে, যিশুর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করা কঠিন।" শিক্ষক উত্তর দিয়েছিলেন, "অবাক হোয়ো না। আমেরিকাতেও যিশুর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করা কঠিন।" সংস্কৃতি যেমনই হোক, এই জগতের আত্মার সাথে উপাসনার জীবনধারার সংঘর্ষ থাকবেই।

উপাসনার জীবনধারার ইতিবাচক দিক

নেতিবাচক আদেশটির পরে, রোমীয় ১২ অধ্যায় ইতিবাচক নির্দেশের দিকে এগিয়ে যায়: "কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও।"

---

[93] Tim Keep, Bible Methodist Missions. Chapel sermon at Hobe Sound Bible College, নভেম্বর ২০১৩ থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই জগতের সামঞ্জস্যের সাথে বিপরীত হওয়ার অর্থ কেবল ভিন্ন হওয়া বা নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করা নয়। এই জগতের সামঞ্জস্যের সাথে বিপরীত হওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বরের ইচ্ছা না জানা পর্যন্ত রূপান্তরিত হওয়া। কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাদের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন এক জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, কিন্তু তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি রূপান্তরিত হয়নি। পরিবর্তে, তারা এই জগতের সংস্কৃতির পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বা পোশাকের নীতি প্রতিস্থাপন করেছে। তাদের মনের পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে তারা রূপান্তরিত হয়নি।

জে. বি. ফিলিপস (J.B. Philips) অনুবাদ করেছেন, "আপনার চারপাশের পৃথিবীকে তার ছাঁচে আপনাকে আটকে ফেলতে দেবেন না" (নেতিবাচক), "কিন্তু ঈশ্বরকে আপনাকে পুনর্নির্মাণ করতে দিন যাতে আপনার মনের সম্পূর্ণ মনোভাব পরিবর্তিত হয়" (ইতিবাচক)। রোমীয় পুস্তকের বাকি অংশ দেখায় যে একটি রূপান্তরিত মন কেমন হয়।

- রোমীয় ১২: একজন রূপান্তরিত বিশ্বাসী তার আত্মিক বরদানগুলিকে অন্যদের সেবায় ব্যবহার করে।
- রোমীয় ১৩: একজন রূপান্তরিত বিশ্বাসী নাগরিক কর্তৃপক্ষকে সম্মান করে।
- রোমীয় ১৪: একজন রূপান্তরিত বিশ্বাসী সহবিশ্বাসীদের প্রত্যয়সমূহকে সম্মান করে।

উপাসনার জীবনধারা আচরণের চেয়েও বেশি কিছু; উপাসনা আমাদের চিন্তার সমগ্র পদ্ধতিকেই বদলে দেয়। উপাসনার জীবনধারার প্রভাব বিবেচনা করুন:

- আফ্রিকা মহাদেশ কেমন হবে যদি খ্রিষ্টবিশ্বাসী ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদরা অর্থ এবং ক্ষমতা সম্পর্কে নিজেদের মনোভাব পরিবর্তন করে?
- এশীয় মন্ডলীগুলি কেমন হবে যদি লিডাররা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অর্থের তত্ত্বাবধায়করূপে দেখে?
- খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যদি হলিউডের দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবাহে অবিশ্বস্ততাকে দেখে, তাহলে আমেরিকায় বিবাহের সম্পর্ক কেমন হবে?

উপাসনার জীবনধারা বিশ্বাসীর মনকে রূপান্তরিত করে; একটি রূপান্তরিত মন একটি রূপান্তরিত জীবনে দেখা যাবে; রূপান্তরিত জীবনগুলি সমাজকে রূপান্তরিত করবে। উপাসনার জীবনধারা অবশেষে আমাদের পৃথিবীকে রূপান্তরিত করবে।

উপাসনার বিপদ: বাধ্যতাহীন উপাসনা

ভাববাদীরা বাধ্যতাহীন উপাসনার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। যিরমিয়'র সময়কালে লোকেরা বিশ্বাস করেছিল যে মন্দির তাদেরকে ব্যাবিলনের হাত থেকে রক্ষা করবে। যিরমিয় উত্তর দিয়েছিলেন, "কোনো মিথ্যা কথাবার্তায় তোমরা বিশ্বাস কোরো না এবং বোলো না, "এই হল সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির!'" (যিরমিয় ৭:৪)। পরিবর্তে

> তোমরা যদি প্রকৃতই ন্যায়পরায়ণতায় পরস্পরের সঙ্গে তোমাদের জীবনাচরণ,
>
> তোমাদের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটাও,
>
> যদি তোমরা বিদেশি, পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি অত্যাচার না করো এবং এই স্থানে নির্দোষ মানুষদের রক্তপাত না করো, আর তোমরা যদি নিজেদেরই ক্ষতির জন্য অন্যান্য দেবদেবীর অনুসারী না হও,

তাহলে আমি এই স্থানে তোমাদের বসবাস করতে দেব, যে দেশ আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের যুগে যুগে চিরকালের জন্য দান করেছি। (যিরমিয় ৭:৫-৭)

ইস্রায়েলের লোকেরা মনে করেছিল যে তারা আনুগত্য বা বাধ্যতার প্রতিস্থাপকরূপে ধর্মানুষ্ঠানকে ব্যবহার করতে পারে। ভাববাদীরা প্রচার করেছিলেন যে বাধ্যতাহীন আচার-অনুষ্ঠান অর্থহীন।

কিছু কিছু ঐতিহ্যে, বাধ্যতার পরিবর্তে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিস্থাপিত করা হয়। উপাসনার উপাদানগুলি উপস্থিত থাকে। গানগুলি সত্য কথা বলে। শাস্ত্র পাঠ করা হয় এবং প্রচার করা হয়। প্রার্থনা করা হয়। তবে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি কোনো বাধ্যতা নেই। জীবন পরিবর্তন হয় না। এটি ধর্মানুষ্ঠান, এটি উপাসনা নয়।

কিছু কিছু ঐতিহ্যে, বাধ্যতা আবেগজনিত প্রত্যুত্তর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। উপাসনা সভার উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট কিছু অনুভূতি তৈরি করা। সঙ্গীত আবেগগুলিকে আলোড়িত করে। সারমন একটি আমন্ত্রণ বা অঙ্গীকারের সময়ের দিকে পরিচালিত করে। তবে, সভাটি একটি বাধ্যতার জীবন এবং ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ দ্বারা পরিচালিত হয় না। এটি আবেগ, এটি উপাসনা নয়।

মন্দিরে উপাসনা ঈশ্বরের সাথে ইস্রায়েলের চুক্তি উদযাপন করেছিল এবং ইস্রায়েলকে তার চুক্তিবদ্ধ দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। প্রথম শতকীর মন্ডলীতে, উপাসনা যিশুর মৃত্যু মাধ্যমে প্রদত্ত নতুন চুক্তি উদযাপন করেছিল এবং খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে পবিত্র জীবনের প্রতি তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। যে উপাসনা বাধ্যতার ফল নয়, তা মিথ্যা।

প্রকৃত উপাসনা উপাসনাকারীকে রূপান্তরিত করে। এই কোর্স জুড়ে, আমরা দেখেছি যে যারা প্রকৃত অর্থে উপাসনা করে, তারা পরিবর্তিত হয়। এই কোর্সের লক্ষ্য কেবল এই নয় যে আপনি উপাসনা সভা পরিকল্পনা করা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো উত্তম হয়ে উঠবেন, বরং আপনি এমন একজন উপাসনাকারী হবেন যিনি উপাসনার মাধ্যমে রূপান্তরিত হবেন। তারপর আপনি আপনার মন্ডলীকে এমন উপাসনায় নেতৃত্ব দেবেন যা কংগ্রিগেশনের প্রতিটি সদস্যকে রূপান্তরিত করবে।

উপসংহার: একজন পাস্টারের সাক্ষ্য

প্রকৃত উপাসনার প্রভাব কী? এক স্পেনীয় মন্ডলীর পাস্টারের থেকে শোনা যাক।

"১৯৯১ সালে আমাদের মন্ডলীর আত্মিক পরিবেশ একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। চরিত্রহীনতা আমাদের কিছু সদস্যকে ফাঁদে ফেলেছিল। যখন আমরা নীতিভ্রষ্ট সদস্যদের শাসন করেছিলাম, মন্ডলী বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে, আত্মিক এবং আবেগীয় বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর্যায়ে, একজন নতুন রূপান্তরিত ব্যক্তি পরামর্শ দিয়েছিল যে আমরা এক রবিবারে সারাদিন উপবাস এবং প্রার্থনা করব। আমরা সেটি করেছিলাম এবং ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আমরা আমাদের বার্ষিক ক্যাম্প শুরু করেছিলাম। মন্ডলীর কিছু কিছু বিভাজন থেকে গিয়েছিল। যখন সুসমাচার প্রচারক বুধবার রাতে তার সারমন শুরু করেছিলেন, তিনি অনুভব করেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে 'তুমি মহান, কত মহান' গানটি গাইতে বলছেন।

যখন তিনি এই মহান স্তোত্রগীতটি গাইছিলেন, ঈশ্বরের মহিমা এক ক্ষুধার্ত জনতার উপর বর্ষিত হয়েছিল। কেউ কেউ প্রশংসা করতে শুরু করেছিল; অন্যেরা বেদিতে ঈশ্বরকে খুঁজতে শুরু করেছিল। যে মহিলাটি মন্ডলীতে সমস্ত রকম দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। ৪০০ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি স্বীকার করেছিলেন, "আমি সবচেয়ে অসুখী

মহিলা, কারণ আমি আমার হৃদয়ে ক্ষমাহীনতাকে পোষণ করে ঈশ্বর এবং তাঁর মন্ডলীর বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমি প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইছি, এবং আমি আপনাদের কাছেও নিবেদন করছি যে আপনারা মন্ডলী হিসেবে আমাকে ক্ষমা করুন।"

"তার মুখ থেকে এই কথাগুলি বেরোনোর পরই অন্যদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটেছিল। সেই সন্ধ্যায় ঈশ্বর আমাদের মন্ডলীতে একতাকে পুনঃস্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বরের লোকেদের নিজেদেরকে প্রার্থনায় এবং উপবাসে নম্র করার ফলে, এবং ঈশ্বরের দাসের পবিত্র আত্মার নেতৃত্বতে বাধ্য হওয়ার ফলে, ঈশ্বরের দাস যখন পবিত্র আত্মার পরিচালনার প্রতি আজ্ঞাবহ হলেন তখন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এসেছিলাম। পাপ স্বীকার করা হয়েছিল; একতা পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। এটাই হলো প্রকৃত উপাসনার ফল।"[94]

১০ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) সম্মিলিত উপাসনা রবিবারে হয়; উপাসনার জীবনধারা দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশিত হয়। বাইবেলভিত্তিক উপাসনার জন্য উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

(২) প্রকৃত উপাসনা আমাদের আসল মূল্যবোধকে প্রকাশ করে।

(৩) প্রকৃত উপাসনা আমাদের মূল্যবোধকে পরিবর্তন করে।

(৪) উপাসনার জীবনধারা মানে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জীবন যাপন করা। এর অর্থ হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বর কেন্দ্রস্থলে থাকবেন।

(৫) উপাসনার জীবনধারার একটি বাইবেলভিত্তিক মডেল রোমীয় ১২:২ পদে দেখা যায়। এটির মধ্যে রয়েছে

- নেতিবাচক দিক: "তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না।"
- ইতিবাচক দিক: "কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও।"

১০ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) "আমার উপাসনার ঈশতত্ত্ব" শিরোনামে ৩-৪ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ লিখুন। এই প্রবন্ধে দেখানো উচিত যে উপাসনা কীভাবে শাস্ত্রীয় নীতির উপর ভিত্তিশীল। প্রবন্ধটি বাইবেলভিত্তিক এবং ব্যবহারিক উভয়ই হওয়া উচিত।

(২) যোহন ৪:২৩-২৪ পদের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত উপাসনার উপরে একটি সারমন প্রচার করুন।

(৩) আপনার কোর্স প্রজেক্টটি শেষ করুন: ক্লাস লিডারের জন্য এক পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন লিখুন যাতে আপনার "৩০ দিনের উপাসনার যাত্রা" থেকে আপনি যা শিখেছেন তার সারসংক্ষেপ থাকবে। আপনার জার্নালটি জমা দেবার দরকার নেই।

(৪) আপনার শেষ পরীক্ষার জন্য, স্মৃতিশক্তি থেকে ১ করিন্থীয় ১০:৩১ লিখুন।

---

[94] Reverend Sidney Grant, Hope International Missions-এর সাক্ষ্য।

পরিশিষ্ট ক

উপাসনা সভা পরিকল্পনার কিছু রূপরেখা

সারমনের উপর ভিত্তি করে একটি উপাসনা সভার রূপরেখা		
উদ্দেশ্য	**উপাসনার কার্যক্রম**	**সাপ্তাহিক পরিকল্পনা**
সত্যের স্বীকারোক্তি	• স্তোত্রগীত • শাস্ত্রপাঠ • সারমন	
সত্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া	• আমন্ত্রণ • নৈবেদ্য • সমাপ্তিমূলক স্তোত্রগীত • আশীর্বচন (শাস্ত্র)	

গীত ৯৫ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে একটি উপাসনা সভার রূপরেখা		
বাইবেলভিত্তিক মডেল	**উপাসনার কার্যক্রম**	**সাপ্তাহিক পরিকল্পনা**
আনন্দপূর্ণ ধন্যবাদের মাধ্যমে প্রবেশ করা	• উপাসনার আহ্বান • প্রশংসার স্তোত্রগীত	
ভক্তিপূর্ণ উপাসনা চালিয়ে যাওয়া	• উৎসর্গীকরণের স্তোত্রগীত • প্রার্থনা	
ঈশ্বরের রব শোনা	• শাস্ত্রপাঠ • সারমন	

উপাসনায় ঈশ্বরের লোকেদের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে একটি উপাসনা সভার রূপরেখা		
কাজকর্ম	**উপাসনার কার্যক্রম**	**সাপ্তাহিক পরিকল্পনা**
ঈশ্বরের লোকেরা একত্রিত হয়	প্রশংসা • উপাসনার আহ্বান • প্রশংসার স্তোত্রগীত স্বীকারোক্তি • প্রার্থনা	
ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য শোনে	• শাস্ত্রপাঠ • সারমন	
ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ঈশ্বরের লোকেদের সাড়া	• আমন্ত্রণের স্তোত্রগীত • প্রার্থনা • নৈবেদ্য	
ঈশ্বরের লোকেদের প্রেরণ	• সমাপ্তিমূলক স্তোত্রগীত • আশীর্বচন (শাস্ত্র)	

একটি উপাসনা সভার রূপরেখা যা ঈশ্বর এবং তার লোকেদের মধ্যে কথোপকথনকে তুলে ধরে (যিশাইয় ৬)		
কাজ	**উপাসনার কার্যক্রম**	**সাপ্তাহিক পরিকল্পনা**
ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন	• উপাসনার আহ্বান (শাস্ত্র থেকে)	
ঈশ্বরের লোকেরা প্রশংসা এবং স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দিয়েছে	• স্তোত্রগীত • প্রার্থনা	
ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে কথা বলেছেন	• শাস্ত্রপাঠ • সারমন	
ঈশ্বরের লোকেরা প্রতিশ্রুতির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে	• আমন্ত্রণমূলক স্তোত্রগীত • নৈবেদ্য	
ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মহান আজ্ঞা দান করেছেন	• আশীর্বচন	

পরিশিষ্ট খ
গান মূল্যায়ন ফর্ম

গানের শিরোনাম:			
	দুর্বল	**মোটামুটি**	**দৃঢ়**
কথাগুলি কি তাত্ত্বিকভাবে সত্য?			
কথাগুলি খ্রিষ্টীয় অভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ত?			
মন্ডলীর লোকেরা কি কথাগুলি বুঝতে পারবে?			
গানের ধরণের সাথে কি গানের কথাগুলি মানানসই?			
সুরটি কি মন্ডলীর লোকেদের গাওয়ার জন্য সহজ?			

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ

পাঠ ১

উপাসনার অর্থ সম্পর্কে আরও জানতে, দয়া করে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি দেখুন:

পুস্তকসমূহ:

Jeremiah, David. *Worship*. CA: Turning Point Outreach, 1995. (পাঠ ১-২ দেখুন)

Reimers, Gary. *The Glory Due His Name*. Greenville: Bob Jones University Press, 2009.

Segler, Franklin M. and Randall Bradley. *Christian Worship: Its Theology and Practice.* Nashville: B&H Publishing, 2006. (পাঠ ১ দেখুন)

অনলাইন উপকরণসমূহ:

"The Language of Worship: Seven Minute Seminary." At https://www.youtube.com/watch?v=RqDCG_-cbrg

"Sin and Worship in Romans: Seven Minute Seminary." At https://www.youtube.com/watch?v=6RyrW3aO0UI

পাঠ ৩

বাইবেলে উপাসনা সম্বন্ধে আরও অধ্যয়ন করতে, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি দেখুন।

Peterson, David. *Engaging with God: A Biblical Theology of Worship*. Downers Grove: InterVarsity Press, 1992.

Ross, Allen P. *Recalling the Hope of Glory: Biblical Worship from the Garden to the New Creation*. Grand Rapids: Kregel Publications, 2006.

Webber, Robert. *The Biblical Foundations of Worship*. Nashville: Star Song Publishing Group, 1993.

পাঠ ৫

ইতিহাসে উপাসনার বিষয়ে আরও জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি দেখুন।

Segler, Franklin M. and Randall Bradley. *Christian Worship: Its Theology and Practice.* Nashville: B&H Publishing, 2006. (পাঠ ৩ দেখুন)

Webber, Robert. *Rediscovering the Missing Jewel: A Study in Worship Through the Centuries*. Peabody: Hendrickson Publishers, 1997.

Webber, Robert. *Twenty Centuries of Christian Worship*. Nashville: Star Song Publishing Group, 1994.

পাঠ ৬

উপাসনায় সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও অধ্যয়ন করতে, দয়া করে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি দেখুন।

Hustad, Donald. *Jubilate II: Church Music in Worship and Renewal*. Carol Stream: Hope Publishing, 1993.

Janvier, George. *Leading the Church in Music and Worship*. Nigeria: Africa Christian Textbooks, 2003.

Lloyd-Jones, D. Martyn. *Singing to the Lord*. Wales: Bryntirion Press, 2003.

Wolf, Garen. *Church Music Matters*. Salem: Schmul Publishing, 2005.

পাঠ ৭

উপাসনায় শাস্ত্র এবং প্রার্থনা সম্পর্কে আরও অধ্যয়ন করতে, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি দেখুন।

Bounds, E. M. Power through Prayer. (Many editions are available.)

Drury, Keith. *The Wonder of Worship: Why We Worship the Way We Do*. Fishers: Wesleyan Publishing House, 2002.

Duewel, Wesley. *Mighty Prevailing Prayer*. Grand Rapids: Zondervan, 2013.

Murray, Andrew. *With Christ in the School of Prayer*. (Many editions are available.)

পাঠ ৯

Stauffer, S. Anita, ed. “The Nairobi Statement on Worship and Culture,” in *Christian Worship: Unity in Cultural Diversity.* Geneva: Lutheran World Federation, 1996.

Witvliet, John D. “An Open and Discerning Approach to Culture.” ভিডিও লেকচার। At http://worship.calvin.edu/resources/resource-library/an-open-and-discerning-approach-toculture

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম _____

নিচের তালিকায় প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন হলে সই করুন। শিক্ষার্থী যখন ৭০% বা তার বেশি স্কোর অর্জন করে, তখন পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়। Shepherds Global Classroom থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠ	পরীক্ষা	অ্যাসাইনমেন্ট		
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				

Shepherds Global Classroom থেকে Certificate of Completion-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করে পাঠালে SGC-র প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেটগুলি প্রেরণ করা হবে।